সঙ্গীত-কোষ।

প্রধান প্রধান কবি ও গীতরচয়িতৃগণ-বিরচিত

চারি সহস্রাধিক সঙ্গীত।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।

২০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

(পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ)

কলিকাতা

১১৫।২নং গ্রে ষ্ট্রীট, নূতন কলিকাতা-যন্ত্রে]
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৬ সাল।

মূল্য ৫৲ টাকা।

E.B.B.
Acc. No. 5748
Date 23.2.92
Class No. B/B 3469
Disc. by

[2nd part]

1306 Beng.

[illegible]

[illegible]

গোপার [illegible]

[illegible]

মুক্তি [illegible]

[illegible]

[illegible]

পাহাড়, [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বেহাগ খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কি লাগি লো প্রাণসখী ভাব অকারণ,
কেন বল ছল ছল করে দুনয়ন?
কেন গো হেরি তব, মলিন ও সুধামুখ,
জান না কি চিন্তামণি কণ্ঠ-আভরণ ॥ ১৩৮০ ॥

বাহার—খেম্‌টা।

ছি ছি ছাড় ছাড় বাকা মদনমোহন,
অসময় রসময় রঙ্গ কি কারণ?
একে গৃহে গুরু জনা, সতত দেয় গঞ্জনা,
বারণ করি কাল সোনা, ধরনা নারীর বসন।
আমরা গোপেরি নারী, তব প্রেমে বদ্ধ হরি,
নির্জ্জন নিশিতে প্যারীর কুঞ্জে দিও দরশন। ১৩৮১ ॥

তোমার কি এই ছিল হে কপালে লিখন শ্রীমধুসূদন
বিপত্তি ভঞ্জন নামে বিপদ হলো ঘটন?
স্বর্ণসরোজিনী বিনি, প্রেমময়ী প্রেমার্থিনী,
তারে ত্যজে চিন্তামণি, কুবুজারে হইল মন?
অলি যেমন পদ্ম ছেড়ে, কেয়া ফুলে বসে উড়ে,
শেষ তার পাখা ছিঁড়ে, ভাগ্যে ভাগ্যে রয় জীবন।
ব্রহ্মা ধরেন তোমার পদে, ভুলে তুচ্ছ রাজপদে,
ধরে কুব্জা দাসীর পদে, করিতে তার মান হরণ ॥ ১৩৮২ ॥

কাফি জংলা—যৎ।

মনে বুঝে দেখ না,
এ মান সহজে যাবে না, ত কি জান না?
যে করে তোমারে যতন অতি, চাতুরি তাহার প্রতি;
তার প্রতিকার না হলে আর, কোন কথা কবে না!
যে দোষে তোমার মনোমোহিনী, হয়েছে অভিমানিনী,
সে দোষে এ বিধি, হে গুণনিধি, পায়ে ধরে সাধ না। ১৩৮৩

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

যমুনা পুলিনে বসে কাঁদে রাধা বিনোদিনী,
বিনে সেই বাঁক শশী বাঁকা শ্যাম গুণমণি।
শুকাল কমল মালা, বাড়িল বিরহ জ্বালা,
কাঁদে যত ব্রজবালা বিনে শ্যাম গুণমণি ॥ ১৩৮৪ ॥

কলিঙ্গড়া রামকেলী—জলদ একতালা।

আয় সরি সারি গোকুলের নারী সোণার গাগরী ভরিতে জলে;
শুধনি দিয়ে, আয় আয় ধেয়ে, চাঁদ পারা ছেলে লইয়ে কোলে
গোপের ঝিয়ারী, যায় ধীরি ধীরি,
চায় ফিরি ফিরি আপনা ভুলে;
আয়লে সকলে, দেখলো সকলে,
পরাণ ভরিয়ে, নয়ন তুলে ॥ ১৩৮৫ ॥

পাহাড় কালাংড়া—খেম্‌টা।

আঁখি ভরি দেখ লো সই, আঁখি ভরি দেখ লো।
রমণীর শিরোমণি ধরামাঝে হেন মণি কৈলো ॥
রূপেতে আলো, করেছে ভাল, আঁখি ভরি দেখ লো।
জয় জয় কৃষ্ণ রাধিকারমণ, ভকত-বৎসল ভব-ভয়-নিবারণ,
কেশব প্রাণ-পুতলী রে রাই, মিলি দোঁহে এক ঠাঁই,
গোকুল আলো করেছে ভাল, আঁখি ভরি দেখ লো।
জয় জয় লোক-পাল, মদনমোহন,
কেশব করুণাময় পতিতপাবন ॥ ১৩৮৬ ॥

ময়ূরপঙ্খীর সুর।

ভাসিয়ে প্রেম-তরি হরি যাচ্ছে যমুনায়,
গোপীর কূলে থাকা হলো দায়।
একেত ত্রিভঙ্গ বাঁকা আড়নয়নে চায়,
চূড়ায় ময়ূর পা। বাঁশরী বাজায় ॥ ১৩৮৭ ॥

সারঙ্গ—ঝাঁপতাল।

আজ কেন প্যারী, বিপরীত হেরি এলাইত কেশ, নেত্রে বহে বারি
গলিত অঞ্জন দ্বিখণ্ডে পতন, চন্দ্রানন রাহুগ্রস্ত তব হেরি।
নাসারন্ধ্রে বহে সঘনে নিশ্বাস, বিমলিন কেন মুখে নাহি হাস,
কম্পিত অধর শুষ্ক পয়োধর, স্বর্ণলতা শীর্ণ আমরি আমরি।
বহু সম্ভাষণে নাহি কহ কথা, বল না ধনি কি মনের ব্যথা,
নখে নখ দিয়ে ভাব কি বসিয়ে না বলিলে এ ভাব বুঝিতে নারি।

সিন্ধুড়া খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

এল কৃষ্ণ এল ঐ বাজে লো বাঁশরী,
সুখে শুক সারী, মুখোমুখী করি,
হের নৃত্য করে মধুর ময়ূরী।
মত্ত ভৃঙ্গধায়, সুখে পিক গায়,
হের কুঞ্জবন সুখে ভেসে যায়,
রাধা অভিলাষী, রাধা বলে বাঁশী,
বাঁশী ডাকে তোরে উঠলো কিশোরী। ১৩১৫

তুরুস্বর—একতালা।

মথুরা বাসিনী, মধুর-হাসিনী, শ্যাম-বিলাসিনী রে,
কহ লো নাগরি, গেহ পরিহরি, কাহে বিষাদিনী রে,
বৃন্দাবন-ধন, গোপিনী-মোহন, কাহে তু তেয়াগি রে,
দেশ দেশ পর, সো শ্যাম সুন্দর, ফিরে তুয়া লাগি রে।
বিকচ নলিনে, যমুনা পুলিনে বহুত পিয়াসা রে,
চন্দ্রমা-শালিনী, যা মধুযামিনী, না মিটিল আশা রে,
সো নিশা সমরী, কহ লো সুন্দরী, কাঁহা মিলে দেখা রে।
শুনি যাওয়ে চলি, বাজায়ে মুরলী, বনে বনে, একাকে। ১৩

কীর্ত্তন।

বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের,
রাই আমাদের, রাই আমাদের,
আমরা রায়ের রাই আমাদের।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ মদনমোহন,
সারী বলে আমার রাধা বামে যতক্ষণ, নৈলে শুধু মদন ॥১৩৯৭॥

শুক বলে আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল,
সারী বলে আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল; নৈলে পারবে কেন ॥১৩৯৮॥

শুক বলে আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূর পাখা,
সারী বলে আমার রাধার নামটি তাতে লেখা, ঐ যে যায় গো দেখা।

শুক বলে আমার কৃষ্ণের চূড়া বাঁমে হেলে,
সারী বলে আমার রাধার চরণ পাবে বলে, চূড়া তাইতে হেলে ॥১৪০০

শুক বলে আমার কৃষ্ণ যশোদার জীবন,
সারী বলে আমার রাধা জীবনের জীবন, নৈলে শূন্য জীবন ॥১৪০১॥

শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগৎ চিন্তামণি,
সারী বলে আমার রাধা প্রেমপ্রদায়িনী সে তোমার কৃষ্ণে জানি।

শুক বলে আমার কৃষ্ণের বাঁশীকরে গান,
সারী বলে সত্য বটে, বলে রাধার নাম, নইলে মিছা গান ॥১৪০৩॥

শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগতের গুরু,
সারী বলে আমার রাধা বাঞ্ছা কল্পতরু, নইলে কে কার গুরু ॥১৪০৪॥

শুক বলে আমার কৃষ্ণ প্রেমের ভিখারী,
সারী বলে আমার রাধা লহরী লহরী, প্রেমের ঢেউ কিশোরী ॥ ১৪০৫॥

কালাংড়া—একতালা।

আগে তারে দিওনারে মন, সখি সে নহে আপন।
সে যে শঠের শিরোমণি, আমি তারে ভাল জানি,
শঠের পীরিতি যেন জলের লিখন ॥ ১৪০৬॥

কীর্ত্তন—তুঙ্গ।

মদনমোহন, মুরলীবদন বল বিবরণ কোথায় ছিলে?
বাঁধি প্রেমজালে, কে নিশি জাগালে, কেবল কপালে সিন্দুর দিলে?
নরেশনন্দিনী, কুলের কামিনী বিপিনবাসিনী তোমার তরে।
বিনা দরশন, বিষম মদন, ফুলেছে নয়ন রোদন করে।
আর নিশি নাই, কেঁদে কেটে রাই, ঘুমায়েছে ভাই তুল না তায়।
নিরবে শ্রীহরি, করহে শ্রীহরি, উঠিবে সুন্দরী ধরিবে দায়॥১৪০৭॥

ঝুম ঝিঁঝিট—একতালা।

নাচ বনমালি, দিব করতালি, শুনিব নূপুর বাজিবে পায়,
হরি বোলে সবে উঠে চলে, হরি বোলে সবে প্রাণ জুড়ায়।
নাচ হরি, হেরি নয়ন ভরি, পরাণ ভরি ডাকি হরি হরি,
সবে ভালবাসে পীতবাসে, প্রাণ দেখিতে ধায়।
বাঁকা শিখি-পাখা, দুটি নয়ন বাঁকা, কিবা অলকা তিলকা রেখা
পায়ে পায়ে বাঁকা শ্যাম দাঁড়ায়, সবে ও দুটি চায়॥১৪০৮॥

পিলু—ঝাঁপ।

হে লি খেলিবেন আজ শ্রীহরি, চল নিকুঞ্জ বনে কিশোরী।
রঙ্গ দিয়ে অঙ্গে সাজাব মনোরঙ্গে,
মধ্যে রাখি ত্রিভঙ্গে, সব সখী ঘেরি॥
মনসাধ পুরাইব, যুগল অঙ্গে আবির দিব॥
যুগল আঁখি জুড়াইব যুগ রূপ হেরি॥১৪০৯॥

কবির সুর।

ওগো ললিতে গো, তোরা দেখে যা গো রাই কেন এমন হল!
কইতে কইতে কৃষ্ণ কথা এলো থেলো বনলতা,
কোথা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে,—আছে কি মরো।
ডুবে শ্যাম-সাগরে, যদি প্যারি মরে, রাই বধের ভাগী কে হবে!
ধরাধরি করে তোল, মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল,
হরিধ্বনি শুনে ধনী, উঠে দাঁড়াবে॥ ১৪১০॥

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

কারে কব লো যে দুখ আমার,
সে কেমনে রবে ঘরে এত জ্বালা যার।
বাঁধা আছি কুল ফাঁদে, পরাণ সতত কাঁদে,
না দেখিয়া শ্যামচাঁদে, দিবসে আঁধার।
ঘরে গুরু দুরাশয়, সদা কলঙ্কিনী কয়,
পাপ ননদিনী ভয়, ক্ষত সব আর।
শ্যাম অখিলের পতি, তারে বলে উপপতি,
পোড়া লোকের পাপমতি, না বুঝে বিচার ॥১৪১১॥

কীর্ত্তন।

আমি মুক্তি চাহি নে হরি,
পড়িয়ে বিপদে, তোমারি পদে, ভক্তি ভিক্ষা করি।
আমি আসিব যাইব, চরণ সেবিব, হইব প্রেম অধিকারী।
আমায় এই দেও প্রসাদ, সেবা অপরাধ,
যেন ঘটায়ো না ব শীঘারী।
কি হওয়া চেয়ে চিনি খাওয়া ভালু, আমি দেখি সে চিন্তা করি
সার্ষ্টি সামীপ্য, কারু চাহি নাহি, মোক্ষ বাঞ্ছা নাহি করি।
সেই যমুনার কূলে, শ্রীরাস মণ্ডলে, রহিবে রাসবিহারী।
যেন জন্মে জন্মে আমি হয়ে সেবাদাসী, চামর ব্যজন করি ॥১৪১২॥

কবির সুর।

যে বিনের পদারবিন্দ হৃদয়ে করে ধারণ,
নিশ্চিন্তে শ্যামধনে করেছি অর্পণ,
লিখে ত্রিভঙ্গের শ্রীঅঙ্গ, লিখি না হে সুখের চরণ ॥
সখি শোন শোন লয়ে গিয়ে শ্যামে বুঝায়,
জানলে না পুনরায় আমার সচল গিয়ে অচল হয়ে রহিলো মথুরায়;
তাতেই নিরদয় পদদ্বয় লিখি নাহে
সহ সময় যখন মন্দ হয়, চিত্র মন্দিরে তার যায়, এ কথা বিচিত্র নয়,
পাছে চিত্র-শ্যাম মথুরাতে চলে যায়,
তাইতে পদদ্বয় লিখি নাহে ॥১৪১৩॥

কবির সুর।

মরি মরি হরি তুমি জান হে কত ছল,
নিলে গোপার সর্ব্বস্ব ধন ছুঁয়ে গঙ্গাজল।
তুমি বাড়ালে বলির মান, দিলে পাতালে স্থান,
মাথায় পা দিয়ে হরি দিলে রসাতল ॥১৪১৮॥

বেহাগ—একতালা।

সখি, শ্যাম আইল,
নিকুঞ্জ পূরিল মধুপ ঝঙ্কারে, কোকিলের স্বরে গগন ছাইল।
সুলক্ষণ চিহ্ন নাচিছে বামাঙ্গ, আনন্দে স্পন্দিত হতেছে অপাঙ্গ,
পুলকিত রবে ডাকিছে বিহঙ্গ, কুরঙ্গ কুরঙ্গী আনন্দে ধাইল।
মলয় অনিল প্রন্ন রহিত, বিরহে বিরহ প্রণয়রহিত,
সহসা অহিত হইতে অহিত, তারে কে শিখাল!
এই হতে ছিল চাতকের ধ্বান, জল দে জল দে বলিয়া অমান,
(এখনি) আজি বুঝ তার দুখের রজনী সজল পোহাইল।
ফলিল তোমার আশা তরুবর, হে রয়ে নবীন নীল জলধর,
আশাতরু তোমার সুধাংশু কিঙ্কর, বিধিকৃত কাল বিদূরে পলাইল।
প্রণয়-বিলাস অমাপতি কয়, নিশাকালে রাই প্রভাত নিশ্চয়,
তাহাই ছুটল কে সুখের উদয়, বিয়োগ নিশির ভাগ ফুরাল ॥১৪১৯॥

মুলতান—আড়াঠেকা।

আর তো যাব না গো যমুনার কাল জলে,
ভরিয়ে এনেছি কুম্ভ নয়নে সলিলে।
যে হেরিলাম রূপ তার, গৃহ আলা হল ভার,
নাম নাহি জানি তার, সে থাকে গোকুলে ॥১৪২৬॥

সোহিনী—কাওয়ালী।

কে আছে গোকুলে; (গো আমার)
সলিল থাকিতে রাধা কলঙ্কিনী বলে।
যিনি অখিলের পতি, তারে বলে উপপতি,
পাপলোকে পাপমতি; এ ব্রহ্মমণ্ডলে ॥১৪১৭॥

মুলতান—যৎ।

আমি শ্যাম রাখি কি কুল রাখি দুন্দে সই উভয় সঙ্কট সখি রে
যদি ত্যজি গো কুল, তবে হাসে গোকুল
যদি রাখি গো কুল, তবে কৃষ্ণধনে বঞ্চিত হই।
প্রাণ সঁপে কৃষ্ণের পায়, যে প্রকারে নিরুপায়,
কেউ ডেকে শুধায় না একবার কৃষ্ণ বিচ্ছেদে প্রাণ যায় নিরুপায়,
একবার জ্বালায় অনিবার, হলেম যার লাগি গৃহত্যাগী
সেই হল আমায় ত্যাগী,
কই গো তাঁর সুখের ভাগী হলেম কই,
কেবল কলঙ্কের ভাগী হলেম সই।
আর কি কেউ গোকুলময়, শ্যাম প্রেমের প্রেমী নয়,
কলঙ্কের ভাগ কেবল শ্রীরাধার।
তুলে নিন্দাবাদ অপবাদ দেয় কালায় পরিবাদ,
বলে শ্যাম ভেবে, শ্যাম কলঙ্কিনী কাঁদছে ওই।১৩১৩।

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

কুটিলা মজালে সই,
কুটিলা কুটিলপনা, ত্রি কুম্ভে বারি আনা,
মজা ল সব ব্রজাঙ্গনায় মজালে ওই।
কুটিল সে কালাচাঁদ পেতেছে কুটিল ফাঁদ,
কুটিলার সতীত্ব অকূলে ভাসালে ওই।১৩১৪।

মুলতান—একতালা।

আজ কেন যমুনায় এলাম,
বারি আনিবারে,—
আমি কারও কথা না শুনিলাম,
বিনতাতনয় জিনিয়ে ঘ্রাণ,
চন্দ্র মুখে দিতেছে তান, গেল গেল প্রাণ,
নিলে, নিলে, নিলে, ভুলায়ে ভুলালে,
বরম করম শরম সহিত জ্ঞান
কি নয়ন বাণ প্রাণ হারালাম।১৩১৫।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

শ্যাম চরণ ছাড়িয়ে কথা কও না,
চরণ ধরিতে তোমার লজ্জা কি গো হয় না ?
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে সারা রাতি পোহাইয়ে,
প্রভাতে আসিলে শ্যাম দিতে মন বেদনা ॥ ১৪২১ ॥

বেহাগ—জলদ একতালা।

কি দেখি—কি দেখি—অপরূপ এ কি সই গো,
কুঞ্জদ্বারে, কে আজি দাঁড়ায়ে, দেখ দেখ এ গো।
রাই রাজার রাজত্ব আজি যে সফল,
উদ্ধযুক্ত দ্বারী—প্রহরী—জুটিল, ৫
এমন চিকন কালো, ত্রিভঙ্গ কোটাল, জগতে আর আছে কৈ গো ?
শিরে পাগ্ বাঁধা ফেলে মোহনচূড়া ; আজানুলম্বিত অঙ্গে জামা যোড়া
কটিতে বন্ধনী, পাঁচে পাঁচে বেড়া ; সেই রাখাল ধড়া আজ নাই গো
ত্যজি মোহন বাঁশী, অসি আজি করে,
চিনলেম কেবল সখি, বাঁকা আঁখি হেরে,
যে বাঁকা নয়নে মন প্রাণ হরে, সেবা হারা মোরা হই গো।
চোরের দমন কারণ দ্বারী রাখে দ্বারে,
এ নিলাজ দ্বারী নিজেই চুরি করে,
চল, ধরে চোরে জেদি-কারাগারে বেঁধে রেখে সুখে রই গো। ১৪২২

বাউলের সুর।

শ্যাম তুমি মানে মানে, নিজ স্থানে, গমন কর ধীরে ধীরে,
প্যারী কবে না কথা, দারুণ ব্যথা, আবার এসে পায়ে পড়ে।
তুমি নিজে রাখাল, নন্দের গোপাল, ধেনু রাখ বনে বনে,
জান না নারীর বেদন, মধুসূদন, প্রভাতে জাগাও হে কেনে।
তুমি নিজে চাষা, বুদ্ধি নাশা ঘোল খেতে চাও মাখন ফেলে ;
মাথাটি মুড়িয়ে দেব, ঘোল ঢালিব, মুখ দেখাবে কেমন করে ?
কাল আস্‌বার আশে, থাকলেম বসে, আমরা সখী সবাই মিলে ;
জ্বালায়ে মোমের বাতি, সারারাতি, প্রেম কালাচাঁদ আস্‌বে বলে ॥ ১৪২৩

বেহাগমিশ্র—একতালা।

রতন আসনে রতন ভূষণে যুগল রতন রাজে,
চরণে নূপুর আহা কি মধুর রুণু ঝুণু ঝুণু বাজে।
সবে আঁখি ভরি হেরিয়ে মাধুরী, প্রাণ ভরিয়ে বল হরি হরি,
সুমধুর তানে হরিগুণ গানে নাচিল মধুর সাজে॥ ১৪২৪॥

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

কালা তুমি ছল করে অবলা মজাও,
বাঁশীর স্বরে এনে বনে এখন বল ফিরে যাও।
জয় রাধে শ্রীরাধে প্যারী, কি বংশী বাজালে হরি,
এখন কেন বংশী-ধারী কোমল প্রাণে দাগা দাও? ১৪২৫॥

পিলু—জলদ একতালা।

চললো বেলা গেললো, দেখ্‌বো রাধা শ্যামের বামে,
দুকথা শুনিয়ে দিব, কণ্ঠে নিঠুর বাঁকা শ্যামে।
বলব কি পড়ে মনে, নিশি ভরি বৃন্দাবনে,
কাল কি হয় না ভাল, এমনি কি গুণ কৃষ্ণ নামে!
যুগলে দিব মালা, জুড়াবো সই প্রাণের জ্বালা,
মোহন চাঁদে রূপের কাঁদে কাঁদবে পড়ি রতি কামে॥ ১৪২৬॥

ইমন—কাওয়ালী।

বঁধুয়া অসময়ে কেন হে প্রকাশ,
সকলি যে স্বপ্ন বলে হতেছে বিশ্বাস।
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে ছিলে, সেথায় তো আদর মিলে,
এরি মধ্যে মিটল কি প্রণয়ের আশ?
এখনো রয়েছে রাত, এখনো হয়নি প্রভাত,
এখনো রাধিকার ফুরায়নি অশ্রুপাত;—
চন্দ্রাবলীর কুসুমসাজ, এখনি কি ফুরাল আজ,
চকোর হে, মিলাল কি সে চন্দ্রমুখের মধুর হাস? ১৪২৭॥

কীর্ত্তন—তুক্কসুর।

কমল নয়নে কমল বদনে, বিষাদিত মনে ভাব কেন,
শ্রীরাস-রঙ্গিনী, নব-হেমাঙ্গিনী, ভুবন-মোহিনী, কেবা হেন ?
তব মন চোর, তব প্রেমে ভোর,
তব প্রেম ডোর আছে পরি, তব মন হরি,
তব প্রাণ হরি, ভুলিবে কি করি প্রাণ ধরি ॥ ১৪২৮ ॥

গাম্বাজ—একতালা।

প্রাণে বয় প্রেমের তুফান, শ্যামের বামে রাই কিশোরী,
চাঁদের ফাঁদে চাঁদে বাঁধে চাঁদে চাঁদে ধরাধরি,
আমরা যুগল ভালবাসি চলে চলে মেশামিশি ঢলে পড়ে প্রেমের ভরে
ঝলকে রূপের রাশি, প্রাণের ফাঁসী প্রাণে পরে,
মরি মরি যুগল মাধুরী, বয়ে যায় সুধার লহরী,
সখি, দেখি কি দেখি আপনা পাসরি :
আমরা যুগল ভালবাসি ॥ ১৪২৯ ॥

কর্ণাট সুর।

ভঙ্গ নয়, ত্রিভঙ্গ বুঝি এসেছে শ্রীমতীর কক্ষে,
শুনা শুনা স্বরে কানো, অলি শ্রীরাধার পদে ভৃঙ্গ ?
কৃষ্ণ বই কে আর আসতে পারে সই, শ্রীরাধার রাসকুঞ্জে ?
তুমি শ্রীরূপে রয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ,
শ্রীরাধা রূপের মধ্যে, তিনি ঋতুর মধ্যে বসন্ত,
আমরা অঙ্গেরই মধ্যে, কৃষ্ণ ভুজরাজ;
নৈলে ও কেন ও রস ভুঞ্জে ॥ ১৪৩০ ॥

কাফি ঝিঁঝিট—একতালা।

ছাড় মান, ধরনা পায়, নইলে নাথের মান সাধেনা,
না হলে মানিনী লো, দিন তুলে আর চাবে না।
সেধ না করি মানা, তুমি নারীর মন জাননা,
সহজে মান গেলে হে, মান ফিরেতো আর পাবে না ॥ ১৪৩১ ॥

বেহাগ—একতালা।

সখি, শ্যাম না এল,
অবশ অঙ্গ শিথিল কবরী, বুঝি বিভাবরী, অমনি পোহাল!
শর্ব্বরী-ভূষণ পতোতিকা তারা, ঐ দেখ সখি, আভাহীন তারা,
নীলকান্তমণি হলো জ্যোতিহারা, তাম্রের রাগ অধরে মিশাল।
ঐ দেখ সখি, শশাঙ্ক কিরণ, উষার প্রভায় হয় সঙ্গীরণ,
বহিছে লো সখি মৃদুল পবন, কুসুমের হার শুকাল।
শিশির সুপে রব কম্পিছে শাখায়, পুলকিত হেরি প্রিয় সখায়,
পতি বিচ্ছেদে মুখী নারী প্রায়, কুমুদিনীর হাস্য বদন লুকাল।
বিহঙ্গম আদি করে উদ্বোধন, বন্ধু দরশনে চিত্ত বিমোদন,
আমার কপালে বিরহ-বেদন, বুঝি শ্যামের ঘটাল॥
তাপিত হৃদয়ে রমাপতি কয়, এ বিরহ বাহি তোমা বলে নয়,
বুকচয় চল অশ্রুধারা ময়, শরীরে সুখ-বিলাস ফুরাল॥ ১৪৩২॥

খাম্বাজ মিশ্রিত—একতালা।

হরি মন মজায়ে লুকালে কোথায়,
আমি ভবে একা, দাওহে দেখা, প্রাণ সখা রাগ পায়।
কাল শশী বাজালে বাঁশী, ছিলাম গৃহবাসী, করে উদাসী,
কুল কাজে দেহে দেখলে ভাসি,
হৃদবিহারী কোথায় হরি, পিয়াসী প্রাণ তোমায় চায়॥ ১৪৩৩॥

সুরট মিশ্রিত—একতালা।

কই বুঝ [illegible] সই,
দেরে [illegible] দে [illegible] দেখে [illegible] দে,
রাধা [illegible] কি [illegible] বই।
ছি, ছি [illegible] মরি মরি,
এলো, [illegible] দেখে হরি,
আলার কা[illegible] প্রেমের প্রেমের সাধ)
সই [illegible] কুল, [illegible] না,
বলো [illegible] মরে, বাঁধ প্রাণে মরে,
কাঁদা বিনা [illegible] কই॥ ১৪৩৪॥

মল্লার—আড়াঠেকা।

যমুনারি জলে মোর কি নিধি মিলিল!
ঝাঁপ দিয়ে পশি জলে, যতনে তুলিয়া গলে,
পরেছিনু কুতূহলে, সে রতনে
নিদ্রার আবেশে মোর, গৃহেতে পশিল চোর,
কাটিল কণ্ঠের ডোর, মণি হরে নিল॥ ১৪৩৫॥

কীর্ত্তন।

দে দে দে, মাধব দে,
আমার মাধব আমায় দে, দিয়ে বিনামূলে কিনে নে।
নীনের জীবন, জীবন যেমন, আমার জীবন মাধব তেমন,
তুই লুকাইয়ে রেখেছিস্ (ও মাধবী) আমি বঁ চিনা বঁ চিন,
(মাধবী ও মাধবী) মাধব বিনে, মাধব অদর্শনে॥ ১৪৩৬॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

প্রাণ যায় প্রাণ যায়, প্রাণ যায় প্রাণ সজনি,
কৃষ্ণ কই কৃষ্ণ কই বল সই বিফলে গেল যে রজনী;
প্রেম পিপাসায় নাশে প্রমদায়, কি উপায়, করে রমণী?
দিলেম আপনা হতে কূলে কালি, জল বাঁধলাম বাঁধ দিয়ে বালি,
বলো যদি এসে বনমালী, বলো শ্যাম বলে মরিল ধনী॥ ১৪৩৭॥

বেহাগ—একতালা।

কেন সই এলাম বনে,
আমার বিফল ফুল শয্যা কৃষ্ণ অদর্শনে।
দেখ পূর্ব্বদিক হইল প্রকাশ, পশু পক্ষী ছাড়ে নিজ নিজ বাস,
নক্ষত্র মণ্ডল, ক্রমে অস্তাচল, নিশানাথ যায় নিজ-নিকেতনে।
আশা ছিল শ্যামের প্রেমরস-সিন্ধু, এবে দেখি তার নাই রস বিন্দু
না জেনে ধর্ম্ম, করে যে কুকর্ম্ম ব্যথা দেয় অবলার প্রাণে।
প্রজ্বলিত হৃদে প্রেম-হুতাশন, আশার কলিকা হতেছে দহন,
বিনা মিলন বারি, কিসে নিবারি? মলাম মলাম সই তার অদর্শনে॥

খাম্বাজ—একতালা।

আর কি সময় নাহি রসময় বাজাতে মোহন বাঁশী?
তোমারে হেরিতে, কানন আলিতে, নিরন্তর মন অভিলাষী।
সদা গুরুজন নিকটে [illegible] রই, বাঁশীস্বনে প্রাণে ব্যাকুলিতা হই,
কত আর যাতনা সই, অতিবাদি প্রতিবাসী। ১৪৩৯।

কীর্ত্তন।

শ্যাম [illegible] হোত মাথার চুল।
যতন [illegible] বেণী সই, দিয়ে বকুল ফুল।
(কে[illegible] [illegible] বাঁধতো সই)
কে[illegible] [illegible] তো না সই
([illegible] পারতো না,)
কালয় [illegible] পেতো গো,—
কে[illegible] পারতো না।
শ্যাম যদি মোর [illegible] নাশা মাঝে সতত রহিত
অ[illegible] [illegible] রত সই।
যা[illegible] [illegible] স্বনে হয় গো—
শ্যাম [illegible] সর হবে সই।
শ্যাম যদি মোর [illegible] হত, বাহু মাঝে সতত রহিত,
কঙ্কন নাড়া দিয়ে চলে যেতেম সই—
(বাহু নাড়া দিয়ে)
শ্যাম-কঙ্কন হাতে দিয়ে চলে যেতেম সই ॥ ১৪৪।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

[illegible] বাঁশী কিবা সুমধুর স্বরে,
শুনে কি অবলা পারে, রহিত ঘরে।
কে বাজায় এই বাঁশী, মন চুরি করে আসি, বিনা মূলে হইগো দাসী।
লাজ ভয় কুলে শীলে, জলাঞ্জলি নাহি দিলে, প্রেম কি সহজে মিলে,
সুখ মোক্ষ লাভ হবে, হেরিলে সে [illegible] শাধরে ॥ ১১৪১ ॥

ভৈরবী—যৎ।

তোরা যাস্‌নে যাস্‌নে যাস্‌নে, দূতী
গেলে কথা কবে না সে নব ভূপতি।
যদি যাবি মধুপুরে আমার কথা বলনা তারে,
বুঝে লো তোর ধরি করে করি মিনতি॥ ১৪৪২॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

মন লয়ে যায় গো আমার প্রাণ লয়ে যায়,
কে এমন বাঁশি আছে কালারে ফিরায়?
একেত শ্যাম চিকণ কালা গলেতে বনফুলের মালা,
মোহন চূড়া বামে হেলা, ধরা নাহি যায়,
মনে করি ধরি কালা, ধরা নাহি যায়,
অন্তরে থাকিয়ে কালা অন্তরে মিশায়॥ ১৪৪৩॥

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

বনে এখন ফুল ফুটেছে, মান করে থাকা আর কি সাজে?
মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে, চল চল কুঞ্জ মাঝে।
আজ কোকিলে গেয়েছে কুহু মুখর্মতি,
আর কাননে ঐ বাঁশি বাজে, মান করি থাকা আর কি সাজে?
আজ মধুতে মিশাব মধু, পরাব রাধা, চাঁদের আলোয় বিরাজে,
মান করে থাকা আর কি সাজে? ১৪৪৪॥

কীর্ত্তন।

বাসি হলো বনমালা দেখ ওলো প্রাণ সই,
ধূসর গগনে শশী এল কই?
মজিয়া শঠের ছলে, ভাসি লো নয়ন জলে,
দেখ লো কমলদলে ভ্রমরা বসিল কই;
এলো না, এলো না কালা, বিফল বিপিনে জ্বালা,
বিরহ বিধুরা বালা, বল বল কত সই? ১৪৪৫॥

পূরবীমিশ্র—একতালা।

বনে বনে ফিরি বনে বনে ঢুঁরি, কার যেন অভাব পাই।
কি যেন হল না, কি যেন এলো না, বনে বনে তাই বেড়াই॥
নিরালয়ে ভাবি, আপন মনে, প্রাণে প্রাণে কত কথা সুধাই।
চন্দ্র কিবা চন্দ্র বদনে কভু কভু যেন আভাস পাই।
নিঝুম হইয়ে যবে যাই চলে, ধ্বনি পিছে উঠে নানা তালে,
অমনি তখনি পিছনে চাই কই কই হায় কেউ যে নাই॥১৪৪৬॥

আশাগৌরী—আড়াঠেকা।

বাঁশী বাজায়ো না আর,
ও ধ্বনি অবৈধ্য করে, স্থিরা হয় ভার।
যদি থাকি গৃহ কাজে, বাঁশী আসে বনে, বাধিত করিতে প্রাণে
মানে না বারণ, করে জ্বালাতন কালাচাঁদ হয় সদা গো বাধার।
একে কুলের ললনা, জানে না গঞ্জনা, কেন কর হে লাঞ্ছনা।
মরমেতে মরি, গুরুজনে ডরি, এ কেমন শ্যাম তব ব্যবহার॥১৪৪৭॥

সিন্ধু—যমদী।

যার সই আমাকে পরি করো না মানা।
অকলঙ্ক পেলে দুয়ো দেবে কলঙ্কি জানা।
বলে সই কলঙ্কিনী, নইনা লাগে দিবসিনী, কৃষ্ণ প্রেমে আমোদিনী,
আমার ধরাসনে গুণমণি লাগে কি বাধে বল না॥১৪৪৮॥

পীলুবাহার—আড়াঠেকা।

সেই কালরূপ সদা পড়ে মনে। (পড়ে মনে রে)
ভুলিতে বাসনা করি সাধনাতে মরি প্রাণে।
গৃহেতে হইলাম দাসী, ও বিবাদী প্রতিবেশী,
সেই কালরূপ ভালবাসি, অভিলাষী দিনে।
যার তরে এত জ্বালা, কালরূপ জপ মালা,
কি গুণ করিল কালা, হেরা হল কুল মানে॥১৪৪৯॥

সিন্ধু—খেম্‌টা।

সখি আমায় ধর ধর।
উরু নিতম্ব হার পয়োধর ভারে ভূমে ঢলিয়া পড়ি লো।
ছিলাম অন্য মনে বেণু রব শুনে,
কেন [illegible] সাঁইরা আইলাম বনে,
উহু [illegible] বাজিছে চরণে নব কুশাঙ্কুর।
সোরা তিমিরা [illegible] সজনি, নাহি কোথা শ্যাম গুণমণি,
পৃষ্ঠেতে [illegible] লম্বিত বেণী; কাল হইল মোর।
চা[illegible] সমন ধায় বারি পানে,
তেমা[illegible] ফিরি বনে বনে;
শ্যাম জলধরে না [illegible] নে, চিত হইল অস্থির।১৪৫০॥

মল্লমিশ্র—পোস্তা।

যাই গো অহ [illegible] বাঁশী প্রাণ কেমন করে,
একলা বসে কদম [illegible] [illegible] দিয়ে আছে আমার তরে।
যত বাঁশরী বা[illegible] তত পথ পানে চায়;
পাগল [illegible] ডাকে ডেকরায়;
না গেলে সে কেঁদে [illegible] চলে যাবে মনভরে। ১৪৫১॥

মিশ্র—আড়খেম্‌টা।

মরি গো মরি, আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে?
ভেবেছিলাম ঘরে রব, কোথায়ও যাবনা,
ঐ যে বাহিরে বাজল বাঁশী বল কি করি।
শুনেছি কোন [illegible] বনে যমুনা তীরে,
সাজের বেলা বাজে বাঁশী ধীর সমীরে,
ও গো তোরা জানিস্ যদি (আমায়) পথ বলে দে।
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে?
দেখিগে তার মুখের হাসি, ফুলের মালা পরিয়ে আসি,
বলে আসি তে মার বাঁশী, আমার প্রাণে বেজেছে,—
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে? ১৪৫২।

বাহার খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কত নেচেছি লো মযুরী সনে,
ফুল্ল প্রাণে মরি মধুর তানে,
কত গাইত শাখি-শিরে পাখিগণে।
ফুল কুলে, সখী চলে, হাসি হাসি সঙ্গীত প্রাণ খুলে;
হাসি হাসি আঁখি নীরে ভাসি,
কিশোর কথা কত জাগিত মনে; নাথ সনে সখি; এহন বনে॥ ১৪৪

ঝিঁঝিট—খেমটা।

আর যেন শ্যামের বাঁশী বাজে না বাজে না।
বাঁশী কাতর বলে জীবন যে রহে না।
বাঁশী ডাকে রাধা রবে, গুরুজনা কিতই কবে,
প্রাণের হরি পরিহরি প্রাণ ত রহে না।
আমি কাঁদি যার তরে, সে কাঁদে ডাকিয়া মোরে,
রাধে বলি বনে ফিরে, যাতনা সহে না॥ ১৪৫॥

সাওন মোহার মিশ্র—ঢিমেতেতালা।

এখনও ও প্রাণ আছে সই,
এলে সখি দেখা হত, কালা এলো কই;
যদি লো না দেখা হলো, দেখা হলে বলো বলো,
দেখিতে সাধ ছিল মনে জানি না যে কৃষ্ণ বই।
ব্রজে যদি আসে কালা, গেঁথে দিও বনমালা,
বাজাতে বলো সে বাঁশী, রাধা বলে রসময়॥ ১৪৫৫॥

ইমন-কল্যাণ—একতালা।

আর কি গোকুলে, আজি গো, স্বকুলে, দিতেছি সকলে, কুলে বিসর্জ্জন।
বাড়াইতে কুল, গেল দুই কুল, অকূল সাগরে মরি গো এখন।
শুনেছি যে দিনে শ্যামের বাঁশরী, সেই দিন হতে কুল ত্যাগ করি,
হয়েছি সকলে অধীন তাহারি, ইহ করি করে প্রাণ সমর্পণ;
ত্যজি গৃহবাস, করি বনে বাস, স্বামী সহবাস, নাহি সে প্রয়াস,
অন্তরে নিবাস করে শ্রীনিবাস, সদা তারি ধ্যানে মন নিমগন॥ ১৪৫৬॥

পরজমিশ্র—কাওয়ালী।

দেখ দেখ কানাই ; অঁখি ঠারে ঐ
ইঙ্গিতে অঙ্গুলি, চম্পক-কেলি খেলিছে লো ;
আমি চলিতে নারি ধর আমারে সই।
রাধা রাধা বলে মুরলী, উঠে তান তরঙ্গিনী,
উথলি, ধীর মধুর রোল, প্রাণ উতরোল,
গোরা যামিনী কামিনী সবে কি কাননে চলি,
আকুলা মুরলী, রাধা রাধা বলি, ধর লো ধর লো পড়ি লো ঢলি,
মুরলী ডাকিছে বারেবার কই রসনী ॥ ১৩৫৭ ॥

ঝিঝিট—কাওয়ালী।

নন্দিনী, বলো নগরে
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ কলঙ্ক সাগরে।
কাজ কি গোকুল, কাজ কি গো কুল,
ব্রজকুল সব, হোগ প্রতিকূল,
আমিত সপেছি গো কুল আকুল কাণ্ডারীর করে।
কাজ কি বাসে কাজ কি বাসে, কাজ নাই আমার পীতবাসে,
সে যারে হৃদয় বাসে, সে কি বাসে, বাস করে ॥ ১৪৫৮ ॥

বেহাগ—একতালা।

দেখ লো সজনি, চাঁদিনী রজনী, সমুজ্জ্বল যমুনা গাওত গান,
কানন কানন, করত সমীরণ, কুসুমে কুসুমে চুম্বন দান।
কাহে লো যমুনা, জোহন ঢল ঢল, সুহাস সুনীল বারি ?
আজু তোহ রহি, উজল সলিল পর, নয়ন সলিল দিব ডারি।
কাহে সমীরণ, লুটহ কুসুম-বন, অলসি পড়সি যমুনায় !
তোঁহার চম্পক বাসিত লহ রে, নিশার নিশান-বায়।
জনম গোঁয়ানু, রোয়ত রোয়ত, হামলো কাহিত বাধন না।
সকল তয়াগনু, যো ধন আশে, সো বি তয়াগল মোয় ;
আপন ছোড়ি সব, আপন কানু মোর সো বি সজনি পর হোয় ;
যমুনে হাম, হাম লো হরষ হাম তর গৌরবে কি ?
তোহারি সুবাসিত, নীল সলিল পরি, রাধা সম্পদ দে ॥ ১৪৫৯ ॥

সিন্ধু—কাওয়ালী।

বিরহে বয়ান, থাকে না লো মান, প্রাণের তুফান প্রাণেতে লো রয়।
বঙ্কিম আঁখি কয়ে বলে সখি, আঁখিতে আঁখিতে কত কথা কয়।
মধুর মুরলী, প্রেম বশ বলি, ইন্দ্রজালে যেন মন লয় হরি।
মান অভিমান, প্রেম অপমান
নিমেষে সকলি হায় লো পাশরি।
কেমে চল সখি, দেখিলে বিহ্বলা, দেখে উতলা কি হবে উপায়;
সহেন যাতনা, কহ লো মন্ত্রণা, কালা যেন আর নাহি হেরে পায়॥

বেহাগ—একতালা।

ওহে রসরাজ ছি ছি হেন কাজ, সাজে কি তোমারে হরি
কুলনাশা বাঁশী শুনি শ্রবণে, কুলনারী হয়ে নিঃশঙ্ক মনে,
নিশিতে ধাইয়ে আইলাম বনে কুললাজ পরিহরি।
কার প্রতিফল, দিলে হরি ভাল, চল, নাথ ঘরেতে ধরি,—
অন্তর মাঝে পশি অনঙ্গ, দাহন করিছে হৃদয় অঙ্গ,
রাখ রাখ প্রাণ হে ত্রিভঙ্গ, উহু উহু মরি॥ ১৪৬৩॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

নীল সলিলা লহরা লীলা কুলে যমুনা তরঙ্গিনি
তোর শ্যাম তটে শ্যামের বাঁশরী বাজিত দিবা যামিনী।
ও তোর নীল কমল খায়,
ছুটিত শ্যামের নীল ছায়,
নীলে নীলে নিখিল ধরণী, হইত নীল বরণী।
শুনিয়ে মুরলী উতলী ছলি
ইতি সঙ্গীত বাহিনী॥ ১৪৬২॥

কীর্ত্তন।

নগর চেয়ে কানন ভাল, নাইকো হায় কোলাহল।
ভক্তিভাবে মন রে, মন রে আমার হরি বল।
প্রতিধ্বনি গভীর স্বরে বলবে হরি দূরে দূরে;
বনের পাখী বলবে হরি, ফুলবে প্রেমের কুসুমদল॥ ১৪৬৩॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

কৃষ্ণ-প্রেম-সাগরে ভাসিয়ে দেহ সই,
এখন কূল কিনারা পা- লো সই,
হরি বলে এক টানেতে রই।
উঠিছে সদা আতঙ্ক তুফান, ডুবে গেছে কূল মান,
বুঝি যায় লো শেষে প্রাণ, পারের কে জানে সন্ধান,
সেই অকূলের কাণ্ডারী হরি বই? ১৪৬৪॥

জংলা—একতালা।

কি হবে কি হবে, হোল কি একি দায়,
কাল ছায়া দেখে রাণী গোপাল বলে ধর্ত্তে যায়॥
গগনেতে দেখে শশী, বলে আমার কাল শশী,
এনে দে ঐ প্রাণের শশী, বলে রাণী মূর্চ্ছা যায়।
জলে দেখে নীল কমল, বলে আমার কাল কমল,
জলে কেন কাল কমল গেল॥
ধেয়ে গিয়ে সরোবরে, কলে কমল লয়ে করে,
বলে এনেছ ধ'রে, যেন পাগলিনী প্রায়॥১৪৬৫॥

কীর্ত্তন।

আজকের মতন করে সাজিয়ে দে মা নন্দরাণী,
আর আমি যাবনা বনে, ছরা খেতে দে মা ক্ষীর ননী।
রাখালেরা আর আসবে না, সবের গোষ্ঠে আর যাব না,
গোষ্ঠের কথা আর বলব না মিনতি শোন গো জননী।
(ও মা নন্দরাণী আজকের মতন সাজিয়ে দে মা)
নন্দরাণী তোরে আকুল করে গোকুল ছেড়ে,
গোধন লয়ে গোষ্ঠে আমি যাব না জননী॥১৪৬৬॥

জয়জয়ন্তী একতালা।

ভব পারাপারে আয় কে যাবিরে,
শ্রীনাথের তরি লেগেছে তরী।
জগৎ চিন্তামণি, প্রভু চক্রপাণি,
আপনি ক্ষেপণী, শ্রীকরে ধরে॥ ১৪৬৭॥

বেহাগ—একতালা।

চল ব্রজরাজ, স্বপনেতে আজ, দেখা দিয়ে গোপাল কোথা লুকালে
তুমি সে চঞ্চল চাঁদে, অঞ্চল ধরিয়া কাঁদে, জননি দে ননী দে নন বলে,
নীল কলেবর, ধূলায় ধূসর, বিধুমুখে যেন কতই মধুর স্বর,
সঞ্চারিয়ে ডাকে মা বোলে।
কত কাঁদে বাছা বলি সর সর, আমি অভাগিনী বলি সর সর
নাহি অবসর কেবা দিবে সর, সর সর বলি ফেলিলাম ঠেলে
ছিঁড়ে কোলে তুলে নিলাম চাঁদ, অঞ্চলে মুছালেম চাঁদের বদন চাঁদ
পুন চাঁদ কাঁদে চাঁদ বলে।
যে চাঁদ নিছনি কোটি চাঁদ চাঁদ, সে কেন কাঁদিবে বলি চাঁদ চাঁদ,
বলেম চাঁদের মাঝে তুই অকলঙ্ক চাঁদ,
ঐ দেখ চাঁদ আছে তোর চরণতলে ॥১৪৬৮॥

লোফা।

ঐ দেখরে দুগ্ধে আমার বসন ভেসে যায়।
শুনেছি নারদের মুখে শতবর্ষ পর,
নিয়ে ক্ষীর সর দিব রে তোর চাঁদ বদনে ও রে জলধর
দুখিনীরে ভুলে রলি রে, মা বলিয়ে একবার কোলে আয় দ্বারক

লোফা।

বলাই ডাকিস্‌নে রে, সিঙ্গা বাজাইস্‌ না রে,
গোপাল গোষ্ঠে যেতে দিব না।
যাবি গোচারণ করিতে, সহ রাখাল সঙ্গেতে, গহন বনেতে,
আমার নীলমণি আজ বনেতে যাবে না।
নিশির শেষে, দেখলেম স্বপ্নবেশে শোন বলাই বলি তোরে
দুরন্ত কংশের চরে, নিবে মোর কৃষ্ণধনকে চুরি করে।
আমি শোন বলাই তাই বলি, যে দুধের নীলমণি,
সে গোষ্ঠেনী আবার নীলমণি আজ বনেতে যাবে না ॥ ১৪৭০ ॥

কীর্ত্তন—লোফা।

রাখাল মিলি ধন করতালি কাননে চলিছে কানু।
হেলিছে খেলিছে, মধুর পাখা, চুমিছে তরুণ-ভানু॥
উচ্চ পুচ্ছ হাম্বারবে, গোধন দলে দলে,
আগে ছুটে যায়, পুনঃ পাছে ধায়, নেচে নেচে সাথে চলে।
মোহন মুরলী, তান লহরী, ধীর সমীরে খেলে।
আমোদ মদ উথলে গোকুলে, ফুল কলি আঁখি মেলে॥
কোকিল কুল কল কল, মধুর নূপুর বোলে।
মঞ্জরী রবে ভ্রমর ভ্রমরী গুঞ্জরে মৃদু রোলে॥ ১৪৭১॥

খাম্বাজ—খেমটা।

শ্যামের নাগাল পেলেম না লো সই। আমি কি সুখে আর ঘরে রই।
শ্যাম যে আমার নয়নের তারা, শ্যামকে তিলেক আধ না দেখলে সই
হই দিশে হারা, আমি শ্যামের লেগে ভেবে ভেবে দিশেহারা হয়ে রই
শ্যাম যখন বাজায় গো বাঁশী, আমি তখন যমুনাতে জল লয়ে আসি,
আমার কাঁকের কলসী কাঁকে রইল, শ্যামের বদন পানে চেয়ে রই।
শ্যাম যদি মোর হত মাথার চুল, শ্যামকে যতন করে বাঁধতেম বেণী,
সই দিয়ে বকুল ফুল, আমি বন পোড়া হরিণের মত
ইতি উতি চেয়ে রই॥ ১৪৭২॥

কীর্ত্তনভাঙ্গা।

কে জানে তোমার মায়া ওহে শ্রীহরি,
পুরুষ প্রকৃতি হও কভু ত্রিপুরারী,
কভু ব্যাঘ্র চর্ম্মপর, কভু বা মুরলীধর,
কভু হও নর হর, রণস্থলে দিগম্বরী।
তব মায়ার রঙ্গ বলি, ত্রিপাদ ভূমি দিলে ধলি,
ছলনা করিয়ে ছলি, পাঠাইলে নাগপুরী।
জয় বলে রামরাম, আকার ভেদ, ভেদনাম,
সেই শ্যামা সেই শ্যাম, ভাবে মন ঐক্য করি। ১৪৭৩॥

মনোহরসাই—সুর।

আমায় বাঁধিস নে মা নন্দরাণী,
তুচ্ছ ননীর তরে বন্ধন কল্লে, আত্মা মরি যায় গো প্রাণী।
(ছেড়ে দে মা নন্দরাণী)
তুচ্ছ একটু নবনীর কারণ, যুগল করে জননী গো করিলে বন্ধন,
বন্ধন জ্বালা সহে না মা, যায় জীবন,
মাগো আমি যদি মরি প্রাণে (ওগো মা নন্দরাণী),
তোমায় কানতে হবে বনে বনে,
আমি ননী দিবা কার বদনে (মা গো), কে তোমায় বলবে জননী॥
ত রাখাল এই ব্রজপুরে, চুরি করে ননী খায় মা সব ঘরে ঘরে,
মাগো কার মায়ে কারে মারে বন্ধন করে;
) পুত্র শত্রু হলে পরে, (ও গো মা নন্দরাণী) কি তারে বেঁধে মারে
র চরণে এই ভিক্ষা চাই, ধড়াচূড়া পরায়ে দেও বনে চলে যাই,
গো যমুনা পার হয়ে যাব, (আমি) এই দেশে না মুখ দেখাব,
আমি পরের মাকে মা বলিব ভিক্ষা করে খাব ননী॥
(ছেড়ে দে মা নন্দরাণী)
ত গো মা বড়ই পাষাণ, পরের কথায় বেধে মার আপনার সন্তান
(মাগো) ত্রিভুবনে পাষাণী নাই তোমার সমান॥
(মাগো) আমার বড় দুরদৃষ্ট, সহে না মা এত কষ্ট,
গো এখন বিদায় দেও আমারে, আমি ধরি তোর চরণ দুখানি।
ছেড়ে দে মা নন্দরাণী আমায় বাধিসনে মা নন্দরাণী॥ ১৪৭৪॥

ভাটিয়ালী।

কথা বোলোনা, প্রাণে বাচিবে না শ্যাম সয়না কথা পরাণে।
আমি কেন এমন করিলাম, তোমারে কাঁদালেম,
আপনি কাঁদিলাম কিসের কারণে।
আমি যদি মরি, আমার মত নারী কত মিলবে তব শ্রীচরণে।
আমি মরে যাই তোমার বালাই লয়ে তুমি সুখে থাকহে,
তোমার সুখের সুখী আছে যত গোপীগণে॥ ১৪৭৫॥

খেমটা।

নাইরে প্রাণবল্লভ আমার এ ঘরে।
ওরে, তাই বলি বিরহরে, তুমি রহ হৃদিমন্দিরে॥
ওরে প্রাণ ফেটে বয় চোখে বারি, আমি শূন্য ঘরে রইতে নারি,
তুই যার বিরহে তারে ডাকি তোরে রেখে হৃদি পরে॥
ছিল ভালবাসা যে জন আমার, ওরে তুমিও বিরহ তাঁহার,
তোরে ভালবেসে কাছে বসে, আমার হিয়ার ব্যথা কইরে॥
অনাথ কহিছে প্রাণসখা, আমায় ফেলে গেছে ঘরে একা,
আমার কাছে থাকবে অমন করে,
তুই আর ফেলে যাসনে মোরে॥
কাঙ্গাল কয় তুই যার বিরহ, সে ত কাঁদায় আমায় অহরহ দেখরে;
যদি তুমি থাক, তবে আমি একদিন লাগাল পাব তাঁরে॥ ১৪৭৬॥

রাগিনী—ভাইটাল।

বাঁশী বাজান জানলা (ওরে) অসময়ে বাজাও বাঁশারে
(ওরে) কালা-প্রাণ তো মানে না।
যখন আমি বসে থাকি গুরুজনার কাছে,
(ওরে) নাম ধরিয়া বাজে বাঁশী, শুনে মরি লাজেরে।
রন্ধনশালাতে বসি যখন আমি রাঁধি,
(ওরে) ভিজে কাষ্ঠ [illegible] দিয়ে ধুয়ার ছলে কাঁদিরে।
(বাঁশী বাজান জান না) ওপারে বসে বাজাও বাঁশী এপারে বসে শুনি
ওরে আমিতো অবলা নারী সাঁতার নাহি জানি রে।
বেনা ঝাড়ের বাঁশী, লাঠির যদি পাই
(ওরে) জরে মূলে উপাড়িয়ে সাঙ্গে [illegible] রে। ১৪৭৭॥

বেহাগ।

কালা তোমা বিনা আর আমি [illegible] নাই।
তুমি হও [illegible] আ[illegible] [illegible] নাই।
তুমি হও জল আ[illegible] [illegible] ১৪৭৮।

কীর্ত্তন—রূপক।

নিধুবনে, গোপের বধূসনে, গোলোক বিহারী হরি বেড়ান পরিহরি
আমরি কি হেরি, বামে কিশোরী,
হোরি খেলিছেন করি প্রেমের চাতুরী ॥১৪৭৯॥

ধানশ্রী।—মদনমোহন বেশে আজি পীতবাস,
পূরণ গোপিনীর মনের অভিলাষ,
ভক্তের প্রেমেতে বাধা শ্রীনিবাস ॥ ১৪৮০ ॥

রূপক।—ধরেন পূর্ণরূপ পূর্ণব্রহ্ম মুরারি ॥১৪৮১॥

একতালা।

নবীন নীরদ কায়, মরি আবিরে কি শোভা পায়,
প্রেমের পুলকে যত গোপীকায়, কৃষ্ণ রাধিকায়, পিচকারী দেয়,
হরির প্রেমদায়, ব্রজের প্রমোদদায় কৃষ্ণমান দায় ত্যজে সমুদায় ॥
রূপক।—মুগ্ধ ত্রিভুবন হেরি মোহন মাধুরী ॥ ১৪৮২ ॥

লোফা।—কৃষ্ণধনের ধনী, ব্রজের যত ধনী,
মুখে নাহি অন্য ধনি ধনী কি নির্ধনী বিনে হরিধ্বনি
ধন্য যশোমতীর পুত্র, বসুমতী যশেপূর্ণ,
পশুপতি পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, হলেন পুত্রে গণ্য ॥ ১৪৮৩ ॥

আড়খেমটা।—মদন মোহন রূপের শোভা কর দরশন,
হবে ভবে মুক্তি বেদে উক্তি আছে যুক্তি নিরূপণ ॥ ১৪৮৪॥

রূপক।—হরিদয়াময় ভবার্ণবের কাণ্ডারী ॥ ১৪৮৫ ॥

পিলু—যৎ।

এসো গো, কে যাবে হোরি খেলিতে, কেশব সনে।
বন্ধুর আবির লয়ে, চল নিকুঞ্জকাননে ॥
শ্রীঅঙ্গে আবির দিব, মনসাধ পূরাইব,
সকলে মেলি খেলিব হারাব নন্দ নন্দনে।
বামে দিয়ে শ্রীমতীরে, নয়ন ভুঙ্গার হেরে,
করতালি দিব ঘেরে, মিলি সব সখিগণে ॥ ১৪৮৬ ॥

সন্ধু কাফি—যৎ।

ছি ছি হারিলে হে হরি, সহিতে গোপের নারী, লাজে মরি মরি
চূড়া বাঁশরী দেহ মুরারি, তোমারে সাজাব মুরারি,
তব সাজ লয়ে শ্রীমতীরে দিয়ে সাজাব বংশীধারী॥
নিকুঞ্জ বনে হোরি খেলিবেন আজ শ্রীহরি লয়ে ব্রজনারী।
কুসুম রঙ্গে, বাজাব ত্রিভঙ্গে, মারিব কুম্ কুম্ ঝেরি,
হারাব নটবরে জিতাইব শ্রীরাধারে, চল সখি ত্বরা করি॥ ১৪৮২।

ধূলি ভূলি—যৎ।

ঐ বাজে বাঁশরী বাজায়ে। নয়নে নয়নে মনে মরমে মাতয়ে॥
চল সবে যাই চল, ঐ শ্যাম নিকুঞ্জে গেল, শুনলো শুনলো শ্যামে পেয়ে
নাদিল কোকিল, গুঞ্জরে ভ্রমর কুল, ফুল কুল আকুল মলয়ে।
ঝর ঝর কানন সুধায়ে॥
গৃহ কাজে কাজ নাই, ঐ ডাকিছে কানাই, চল যাই ননদী মানাবে
করে পিচকারী ধরি, মারি শ্যামে কিবি ঘরি,
নিব ছাড়ি বাঁশরী কাড়িয়ে, বদনে আবির মাখায়ে॥ ১৪৮৩॥

দেওগিরী—ঢিমে তেতালা।

পাষাণ চাপা মায়ের বুকে, স্বচক্ষেতে দেখে গেলে।
যত দ্বারী করে বন্ধন, তত ডাকি আয় কৃষ্ণধন,
মনে নাই দুখিনীর বেদন, হয়ে যশোদার ছেলে॥
জনকের যন্ত্রণা বল শুনে হবে সুখজনক,
পাসরি রয়েছ জনক, গোকুলে পেয়েছ জনক,
ঐ দেখ দাড়য়ে পায়ে আরও প্রহার করে না রে,
দিনান্তে না খেতে পেয়ে বাচে কেবল কৃষ্ণ বলে।
বল তারে ভাল করে, গিয়াছে খুব ভাল করে,
মাতা পিতা হত্যা পাতক কিছুই না মনে করে;
সুবল বলে ও দেবিকে, ও কথা আর বলব কি;
চিরকাল ত এমনি দেখি, পাতকী তোমার ছেলে॥১৪৮৪॥

পুরবী—আড়াঠেকা।

দিবা অবসান হল,
এখনো কেন গোপাল আমার, গৃহে না এল।
গোপালে পাঠায়ে বনে, চেয়ে আছি পথ পানে,
কতক্ষণে আসবে গোপাল, অস্তাচলে সূর্য্য গেল॥
লয়ে ধেনু বৎসগণে, রঙ্গিয়ে রাখালের সনে,
গেছে বুঝি দূর বনে, খেলিতে খেলিতে;
কিম্বা সে উদ্ধত হয়ে, বলরামে না কহিয়ে,
ক্ষুধাতে ব্যাকুল হয়ে, বুঝি কারে না বলিল॥১৪৯০॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

চল সখি দেখে আসি বাজে বাঁশি কোন বনে,
বাঁশির স্বরে পাগল করে, গৃহে কর্ম্ম না লয় মনে।
যত নারী বৃন্দাবনে, সে কি কালার নামটী জানে,
রাধা বলে বাজে বাঁশী রাত্র দিনে।
আমার শ্যামকলঙ্ক নামটী হল,
কেবল শ্যামের বাঁশীর গুণে॥ ১৪৯১।

কীর্ত্তন ভাঙ্গা।

কত কেঁদেছে সে কাঁদায়ে গেছে,
যাবার বেলায় হাত ধরে;
যার বন্ধু বিদেশে যায়, সে কি কান্না সয়,
কাঁদতে শ্যামের কান্না মুখ মনে পড়েছে।
আসবে বলে কাল, গেছে কত কাল,
কাল কি হয় নাই মথুরাতে!
(আসবে বলে গেল, এল না কেন?)
ব্রজের শ্যাম যত দিন ছিল, সুখ তত দিন ছিল,
দুখের দিন কি যায় না শীঘ্র করে!
দিন লিখি লিখি নখ ক্ষয় হল,
আমায় আসবে বলে গেল অক্রুরের রথে॥১৪৯২॥

মঙ্গল বিভাস—একতালা।

এত দিনের পর, কৃষ্ণ রে আমা,
দুখিনী মা বলে মনে হয়েছে।
হারায়ে কৃষ্ণ নিধি, কাঁদি নিরবধি,
সেই অবধি বুকে পাষাণ চাপা আছে।
কৃষ্ণ তে মায় ক'রে গর্ভেতে ধারণ,
নিরবধি মায়ের নিগূঢ় বন্ধন,
বেদে শাস্ত্রে বলে, ওরে বাছাধন,
কৃষ্ণ নামে ভবের বন্ধন জ্বালা ঘুচে। ১৪৯৩।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

মরি, এ জ্বালা কেন কালা দেয় গো।
প্রাণ সই গো, কত সই গো!
কারে কই গো, এলো কৈ গো!
দারুণ বিরহে প্রাণ যায় গো, যায় গো!
বনদগ্ধা কুরঙ্গিনী, মণিহারা ভুজঙ্গিনী,
তারাও হেন সন্তাপিনী, নয় গো, নয় গো!
মাতঙ্গ সরসীজলে, দলে যথা পদ্মদলে,
বিচ্ছেদকরী তেমনি দলে, হায় গো যায় গো। ১৪৯৪।

পাহাড়ী—কাওয়ালী।

শ্রবণ ভরে শোনরে ওই বাঁশী বেজেছে।
নয়ন ভরে দেখরে (আমার) কানু এসেছে।
নৈলে কেন বৎসগুলি, চাচ্ছে ফিরে চক্ষু খুলি,
শুকসারী কুল আপনা ভুলি, কেন মেতেছে।
ওপাশ থেকে বলার শিঙ্গে,—ধু, ধু,—বেজেছে।
উঠলো ওধার ধবল কায়া,
ভাস্‌লো এবার শ্যামল ছায়া,
সাদায় কালোয় মিশিয়ে গিয়ে এক হয়েছে। ১৪৯৫।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

গিয়ে সখি যমুনার কূলে,
হেরিলাম কাল শশী কদম্বের মূলে।
মরি সে মোহন রূপ, জগতে অতি অনুরূপ,
নিরখি নাগর ভূপ, কালি দিলাম কূলে।
শুনে মধুর বাঁশি, মন হইল উদাসী,
কেমনে ভবনে আসি মন প্রাণ গেল ভুলে ॥১৪৯৬॥

কবির সুর।

শ্যাম তিলেক দাঁড়াও, হেরি চিকণ কালবরণ।
শ্যাম তিলেক দাঁড়াও, এ অধিনীর মনের মানস পুরাও।
সাধ মম বহু দিনে, আজ পেয়েছি অঙ্গনে,
চন্দ্রাননে হাসি হাসি, বাঁশিটী বাজাও,
শ্যাম তিলেক দাঁড়াও ॥১৪৯৭॥

জংলা—খেমটা।

তারে পর্ব্বো সই, করে গায় অলঙ্কার
কালা গৌর গলায় দোলে,
মুক্তোর মালা, পৈঁছে পলা,
ওলো সই, কানবালা আর চন্দ্রাহার।
কালা মোর বীরবৌলী, চাবিশিকলি, গোট মাদুলী চন্দ্রহার।
কালা আমার, আমলা, তেল মাথার,
কাশ আমার, কুমকুম চন্দন গায়;
কালা আমার মাজন মিশি ফিতে ঘুনসি,
কি রসের রসকলি সে আমার ॥১৪৯৮॥

নিন্ধুকাফি—যৎ।

মিলিয়ে গোপনারী, তোমার সহিত হরি খেলাব হোরি।
জিনিব তোমারে, সবসখী যেরে, কুম কুম পিচকারী মারি।
হারাইব কালা, করি নানা ছলা, ভাঙ্গি বহে চাতুরী ॥ ১৪৯৯ ॥

কবির সুর।

ও সখি রে,—
কই বিপিন-বিহারী বিনোদ আমার এলো না।
মনেতে করিলে সে বিধুবদন, সখি এ যে পাপ প্রাণ,
ধৈরজ না মানে, প্রবোধি কেমনে, তা বল না।
বিগলিত পত্রে, চমকিত চিত্তে, হতেছে, স্থির মানে না।
যেন এলো এলো হরি, হেন জ্ঞান করি,
না এল মুরারী পাই যাতনা।১৫০০।

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

বিনে সখী সেই রসময়,
অবলা সরলা বালা জ্বালা কত সয়।
মনেতে বাসনা করি, প্রেম আশা পরিহরি,
ভুলাতে নাহিক পারি, সমভাবে রয়।
মুদিয়া যুগল আঁখি, যদি শান্তভাবে থাকি,
তখনই হৃদয়ে যেন হয় গো উদয়।১৫০১।

ঝিঝিট—মধ্যমান।

কৃষ্ণ নাম কেউ যেন না শুনে,
কৃষ্ণ কথা বলবি যদি গো, বল্ সে আমার কাছে।
আদেশ ক্রমে মন ভ্রমে, করি হরি রব,
এখন করি কৃষ্ণ রব, এখন করি কৃষ্ণ রব,
হিরণ্যকশিপু রাজা হয়েছে এই বৃন্দাবনে॥ ১৫০২

বেহাগ।

আর আমি যাবনা ললিতে, যমুনার বারি আনিতে।
যমুনায় জল আনতে যাই, কদম তলায় দাঁড়াইয়ে কানাই,
আমার মন হরিল কালার বাঁশীর রবেতে। ১৫০৩।

রামকেলী মিশ্র—একতালা।

আমার সাধ হয় গো সদা, যাই গো ভেসে,
কূলে আমায় কে আনে প্রাণের কথা প্রাণই জানে।
প্রাণের কথা প্রাণে সুধালে, সে তো কিছু বলে না,
আঁখি ভেসে যায় জলে।
আমি ফিরবো না লো মনে করি, ডুরি ধরে কে টানে।
আমি প্রেম বিরাগে হলেম উদাসী,
কে পরালে ফাঁসী, আমি প্রাণের টানে দেখতে আসি,
বুঝালে কি প্রাণ মানে ॥১ ০৪॥

সিন্ধু—ভৈরবী।

বিজন বনে প্রকৃতি সুন্দরী,
পূজে তোমারে আদরে শ্রীহরি।
হাসামুখী বনলতা সখী যত আছে ফুল মালাধরি,
গন্ধবহ তার, বহে সুধাভার, গন্ধে আমোদিত করি।
সুদূরবাহিনী সুরতরঙ্গিনী তুলি আনন্দ লহরী,
ভক্তিরসে গলি, বায়ু বেগে চলি, তব পদ ধৌত করি।
গায় সুধা রবে, পিকবধূ সবে, নাচে ভ্রমর ভ্রমরী,
জ্বলে দিবা রাতি চন্দ্র সূর্য্য ভাতি,
কিবা শোভা আহা মরি ॥ ১ ০৫ ॥

খাম্বাজ—একতালা।

কি হল কাহাকে জিজ্ঞাসিব বল কোথা গেল শ্যাম আমারি।
জান যদি বল আমাকে, তমাল কোকিল শুকে শুক সারি॥
হয়ত এসেছিল গুণমণি না'হি নিরখিয়ে কুঞ্জে কমলিনী।
ভাবিয়া চিন্তিয়া রোষে চিন্তামণি গিয়াছে আপনি আনিতে প্যারি
অসিত নিশিতে নিকুঞ্জে আসিতে নিশিতে মিশিল বুঝি নীলমণি!
পুনশ্যামের অনুমানি ঘন শ্যামে ধাড়িল যামিনী যৌবন যমে
দিয়ে দাও ফিরে দাও গুণধামে রজনি, তোমার চরণে ধরি ॥ ১ ০৬ ॥

মঙ্গলমিশ্রিত—একতালা

এমন সুধার হরিনাম, হরি বল না,
সাধের পনে কিন্‌বি হরি, সাধ কেন তোর হল না ?
পাপী তাপী নাই কান বিচার,
হরি ডাক্‌লে পরে তার, করুণার তুলনা নাই আর,
নামে হও মাতুয়ারা, মিছে মদে ভুল না ॥ ১৪০৭ ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়খেমটা।

আর বুঝ্‌তে বাকী নাইক হে শ্যাম চাতুরী তোমার।
প্রদোষে কি দোষে রাইকে জ্বালাতে এলে আবার ॥
গোপিনীদের মাথার কিরে, যাওহে তোমার গোষ্ঠে ফিরে ধেনু চরাতে
আহা রাখাল হ'রা হয়ে তারা করছে হাস্বারবে হাহাকার।
কুঞ্জে আর দেখনা চেয়ে, রাই যে আদরিণী মেয়ে তার কিসের অনাদর
তুমি রাখাল বলে রেয়াৎ পেলে তোমার চাষার মত ব্যবহার ॥ ১৪০৮

খাম্বাজ মিশ্রিত—যৎ।

বাকা হ'য়ে দেখা দিয়ে কোথায় লুকালে, প্রাণ মন কেন মজালে।
সাধে কি কাননে আসি, কেন হে বাজালে বাঁশী
ছলে ভুলাইয়ে প্রাণ, অকূল মাঝে ভাসালে ॥ ১৪০৯ ॥

লুম খাম্বাজ মিশ্র—একতালা।

আজ ধ'র্‌ব লো সই মনচোরা আমার।
নয়ন জলে গেঁথে মালা, বঁধুর গলায় দিব হার ॥
সই লো সাধের কালাচাঁদে, প্রাণ মন দিছি সাধে,
আমার চিরণকালা ভালবাসি, কালা রাধার প্রাণাধার।
কথা কইব লো কত, বলব তারে কেঁদেছি যত,
দেখ্‌বো যদি হ'তে পারি তার মনের মত;
সে আমার হয় বা না হয় আমি তো সই হব তার।
আমার আমি রব কি সই আর। ১৪১০ ॥

ভৈরবী—একতালা।

শুনলো শুনলো বালিকা, রাখ কুসুম মালিকা,
কুঞ্জ কুঞ্জে ফেরনু সখি শ্যামচন্দ্র নাহি রে।
ফুলই কুসুম মুঞ্জরি, ভ্রমর ফিরই গুঞ্জরি,
অলস যমুন বহয়ি যায় ললিত গীত গাহিরে।
শশি-সনাথ যামিনী, বিরহ বিধুর কামিনী,
কুসুম হার ভইল ভার হৃদয় তার দাহিছে,
অধর উঠই কাঁপিয়া, সখি-করে কর আপিয়া,
কুঞ্জ ভবনে পাপিয়া কাহে গীত গাহিছে।
মৃদু সমীর সঞ্চলে, হরয়ি শিথিল অঞ্চলে,
বাঁশি হৃদয় চঞ্চলে কনেন-পথ চাহিরে;
কুঞ্জপানে হেরিয়া অশ্রুবারি ডারিয়া
ভানু গায় শূন্য কুঞ্জ শ্যামচন্দ্র নাহিরে॥ ১৫১১॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

একাকিনী কাঁদি কুঞ্জকাননে, সজনি যাতনা আর সহে না প্রাণে।
না হেরি প্রাণের হরি, বৈরস ধরিতে নারি,
করি কি উপায়? মরি মরি তার বিরহ-বাণে॥
কে আছে সখি এমন, আনি দেয়ে শ্যাম ধন,
প্রিয় কানুরে, যার তরে নীর ঝরে নয়নে।
মনের বেদনা যাহা না পারি ফুটাতে তাহা,
ওমরি মরি, কেন প্রেম করেছিনু গোপনে॥ ১৫১২॥

বেহাগ—একতালা।

ওকি হেরি গো জলদ বরণ।
পীত বসনে সখি তড়িত মিলন॥
শ্যাম মৃদু মৃদু হাসি, বাজাইছে বাঁশী কিবা নাচাইছে নয়নখঞ্জন।
কহে অকিঞ্চনে শ্রীরাধা ভাব কেনে,
তুমি শ্যামের, শ্যাম তোমার, অঙ্গের ভূষণ॥ ১৫১৩।

কেদারা—আড়খেমটা।

দুজনে দেখা হল—মধু যামিনী রে!—
কেন কথা কহিল না—চলিয়া গেল ধীরে!
নিকুঞ্জে দখিনা বায়, কুরিছে হায় হায়—
লতা পাতা দুলে দুলে ডাকিছে ফিরে ফিরে।
দুজনের আঁখি বারি গোপনে গেল ঝরে—
দুজনের প্রাণের কথা প্রাণেতে গেল রয়ে।
আয়ত হলনা দেখা জগতে দোঁহে একা
চির দিন ছাড়াছাড়ি যমুনা তীরে॥ ১৫১৪॥

গৌরী—আড়াঠেকা।

কোথায় আছে যদি সে আমার?
কেন তবে কুঞ্জবনে হেন দশা রাধিকার।
তরুলতা কেন শূন্য, বন পাখী শোক পূর্ণ,
কেন ব্রজ শূন্যাচ্ছন্ন উঠে কেন হাহাকার॥
বাঁশরী ফিরায়ে দেছে, রাধা নাম ভুলে গেছে,
না হ'লে বাজিত বাঁশী, রাধা ব'লে শতবার। ১৫১৫॥

গারা খাম্বাজ—একতালা।

প্রাণে বয় প্রেমের তুফান, শ্যামের বামে রাইকিশোরী।
চাঁদের ফাঁদে চাঁদে ফাঁদে চাঁদে চাঁদে ধরাধরি. আমরা যুগল ভালবাসি
চখে চখে মেশামেশি, ঢলে পড়ে প্রেমের ভরে,
অলকে রূপের রাশি, প্রাণের ফাঁসি প্রাণে পরে,
মরি মরি যুগল মাধুরী, বয়ে যায় সুধার লহরী,
সখি কি দেখি দেখি আপন পাসরি। আমরা যুগল ভালবাসি। ১৫১৬॥

ভৈরবী—আড়খেমটা।

কথা কস্‌নে লো রাই শ্যামের বড়াই বড় বেড়েছে,
কে জানে ও কেমন ক'রে মন কেড়েছে,
শুধু ধীরে বাজায় বাঁশী, শুধু হাসে মধুর হাসি,
গোপনীদের হৃদয় নিয়ে তবে ছেড়েছে॥ ১৫১৭।

পরদমিশ্র—ভরতঙ্গা।

ঠিক্‌টি সে শ্যামের মতন শ্যামের মতন সব।
ঠিক্‌টি সে তেমন চতুর তেমনি অবয়ব, যেন শ্যাম।
তেমনি হাসি তেমনি নয়ন তেমনি মিছে কর,
তেমনি সে মিষ্ট বলে, হয়কে করে নয়,
নেই মান অপমান ভয় মন্দ বল সয়,
তেমনি নেচে রাধা বলে করে বাঁশী রব,
তেমনি তেমনি বাঁকা ঠাম॥
যে তারে আপন করে তেমনি তারে বাম,
ছি ছি কেউ না করে নাম
শ্যামের মতন সব তাতে সম্ভব, তেমনি গুণধাম॥ ১৫১৮॥

দেশ বিভাস—যৎ।

শ্যামকে যে চায় তারে ভালবাসি।
শ্যামকে যে জন আপন ভাবে আনিলো তার কেনা দাসী।
শ্যাম নামে যে মাতুয়ারা,
শ্যাম নামে যার বয়লো ধারা,
দেখে তারে হই আপন হারা,
দেখ্‌লে তারে হৃদয় ভরে, শ্যাম প্রেমনীরে ভাসি॥ ১৫১৯॥

বেহাগ—দাদরা।

বালিকা।— চাবনা আর চাবনা শ্যাম তো ভাল নয়।
বালিকা।— জেনে শুনে শ্যাম কি করে নারীকে প্রত্যয়॥
বালিকা।—২ শ্যামের মোহন বেণু শুনে ফিরিছি বনে বনে,
কুঞ্জে একা রাত কেটেছে শ্যাম অতি নিদয়॥
বালক।— বল না করি মানা, বল তারে যে জানে না,
ছি ছি শ্যাম কেঁদে কেঁদে ধর্‌লে কত পায়।
শ্যাম বলে তাই সইল এত নৈলে কি কেউ সয়॥
উভয়ে।— যে ছল জানে তার সকল ছলা হয়কে করে নয়॥
বালক।— ছি ছি ছি নয়কে করে হয়।
বালিকা।— ওলো সই নয়কে করে হয়॥ ১৫২০॥

খাম্বাজ মিশ্র—দাদরা।

রাধা।— শ্যাম চেওনা শ্যাম পাবে না শ্যাম কি কারোয় চায়
কৃষ্ণ।— ঠেকে শিখে দেখেছে শ্যাম ফিরবে কেন পায়॥
রাধা।— শিখেছে শিখিয়ে গেছে, ঠেকেছে যে মজেছে,
মনচুরি শিখেছে ভাল ভোলায় অবলায়॥
কৃষ্ণ।— শিখেছে কপটনারী, নারীর প্রেমের গোয়ার ভারী,
ছল জানে না ডাক্‌লে একে ফিরে চায়,
চাতুরী সব চাতুরী কায ফিকির কথায়॥
বালক।— জেনে শুনে ঠেকবে কেন দায়।
বালিকা।— ওলো শুনে হাসি পায়॥ ১৫২১॥

সিন্ধুরা মিশ্র—দাদরা।

আমরি কি যুগল মাধুরী।
রূপে মন আপন হারা প'রেছে প্রেমের ডুরি॥
শ্যামচাঁদ আপন হারা, আপন হারা রাই,
দেখ্‌লে মন মাতুয়ারা আপন হারা তাই,
নয়ন ভরে চাই,
সাধে সাধ ভাসিয়ে দিয়ে আপনি ভেসে যাই॥
নয়নে নয়নে মেশামিশি হাসে,
হেরি হাসি পরে ফাঁসি, অভিলাষে প্রেমে ভাসে,
আমরি আমরি এ কেনা উহারি মনে মনে মন চুরি॥ ১৫২২॥

দেশ মিশ্র—যৎ।

শুনতে পাই সে রাধে রাধে বলে।
হ'ত ভাল বেসে রাধা দেখ্‌তে পেলে কোন ছলে।
কে জানে জানেন কি যতন,
ভুলিয়েছে তার মন মানে না ত মন,
যতন পেলে ভুলে যাবে নয়ত সে তেমন,
আসি গো শুনে, তারে কিন্‌লে কি গুণে,
পরের কথায় কায কি আমার, আমার কি রাধার হলে!
রাধার তরে প্রাণ কি তার টলে॥ ১৫২৩॥

বেহাগ—একতালা।

মতি।— গেল যামিনী।
আশা পথ চেয়ে জাগিনু যামিনী সাজায়ে বাসর সাধে।
ধূসর চাঁদ টলিল গগনে না হেরিনু শ্যামচাঁদে।
আমি শ্যাম আমোদিনী।

রি।— ছি ছি ছি বোল্‌লে শোনে না,
একিলো মানা মানে না,
বোলেছে হাজায়ে ব্রাসর শ্যামকে জানে না,
সেত ভজায় কামিনী।

মেতি।— হাসিল উষা, টুটিল আশা, পিয়াসা রহিল মনে।
বাসি হলো মালা, বাড়িল জ্বালা
কিনিনু জ্বালা যতনে বন বিহারিণী।

রি।— ধিক ধিক ধিক ধিক এ পীরিতে
ঠেকে শিখে তাই বলি,
সাধেরি বাসর সাজায়েছি কত দিবানিশি কত জ্বলি,
হাই যামিনী।

মেতি।— ছি ছি গঞ্জনা কত গুঞ্জরি অলি,
কমলে কত কি বলে,
সরমের কথা মরম বাকত ধীরি ধীরি বলে চলে,
কুরঙ্গিনী।

রি।— যদি ঠেকে শেখে সই তবু ভাল।
সেকি হয় লো ভাল তার বরণ কাল,
যদি না বোঝে, যদি লো মজে,
হবে পাগলিনী। ১৫২৪।

প্রসাদী—সুর।

যে নিগূঢ় প্রেমে রে ডুবেছে, সে কি রহিতে পারে শুষ্ক দেশে গো।
বহু পুণ্যের ফল চাকি, নিজ আকৃতি চক্ষে রাখি গো।
মজে থাকি যেন মধুর লাগি গো॥
সে যে ডড় করে শক্তির জোরে গো॥ ১৫২৫॥

ভাটিয়াল সুর।

বাঁশী তুমি আর কেননা বেজনা।
বাঁশীরে তোর পায়ে ধরি, আর দিওনা দাগাদারি,
আমরা নারী সইতে নারি নারীর প্রাণে আর সহে না॥
গুরুজনের কাছে বসি, তখনি বাজাও হে বাঁশী,
সদায় বল রাধা রাধা, রাধা বই কি নাম জান না। ১৫২৬॥

দেওগিরি—ঢিমে তেতালা।

যাচ্ছ যদি গোকুলে, ব'ল তুমি যেও না ভুলে।
পাষাণ চাপা মায়ের বুকে, স্বচক্ষেতে দেখে গেলে॥
যত দ্বারী করে বন্ধন, তত ডাকি আয় কৃষ্ণধন,
মনে নাই দুঃখিনীর বেদন,—হয়ে যশোদার ছেলে॥
জনকের যন্ত্রণা বল, শুনে হবে সুখজনক,—
পাশরি রয়েছে জনক, গোকুলে পেয়েছে জনক;
ঐ দেখ দ্বারকা পায়ে, আরও প্রহার পায়ে পায়ে,
দিনান্তে না খেতে পেয়ে বাঁচে কেবল কৃষ্ণ ব'লে।
ব'ল তারে ভাল করে, গিয়াছে খুব ভাল করে,
মাতা পিতা হত্যা পাতক কিছুই না মনে করে,
সুদন বলে ও দেবকী, ও কথা আর বলব কি,
চিরকাল ত এমনি দেখি, পাতকী তোমার ছেলে॥ ১৫২৭॥

বিভাস—ঢিমে তেতালা।

আহা আয় রে বাছা, আয় কোলে আয়,
একবার চুমিব ও চাঁদবদনখানি! ও হে ভক্ত চূড়ামণি!
আমা হারায়েছিস বাপ! ভক্তিডোরে, আমি যাই না কোথা ছেড়ে যে।
তোর তোরে ভাসি প্রেমসাগরে। বাছা! তোর মত না হলে পরে,
কোন্ জীব পায় আমারে? মনের সুখে না, ডাকলে,
প্রেমের হরি নাহি মিলে।
যে জন মনে ভুলে, মুখে ডাকে, আমার প্রেম চায় না তাকে,
যে জন তোমার মত,—বাছারে,—তোমার মত ডাকে ভক্তিভরে
বাঁধা আমি তার দুয়ারে॥ ১৫২৮।

ভাটিয়াল—সুর।

আর বাঁশী বাজাইও না।
ওহে নিলাজ শ্যাম, হরে নিলে অবলার পরাণ॥
বাঁশী তোরে করি মানা, আমার আছে সব জানা,
যমুনার জল উজান চলে শুনে বাঁশীর গান॥ ১৫২৯॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

ওরে বৃন্দাবনের লোক।
দেখারে আমারে তোরা আলোকের আলোক॥
যদুপতি ব্রজপতি, কভু নহে সে মূরতি,
দেখারে সে হৃদিপতি ভূলোক দ্যুলোক॥ ১৫৩০॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

হও রথ যাও রথে, এমন রথে।
ত্যজ্য করে ন্যায্য পথে, কেন ভ্রম পথে পথে,
পেয়ে সুপথ ভুল না পথ, এখন চল ব্রজের পথে।
পথের সম্বল মন হরি-বল, হবে পথের জয়,—
জেন সবাই পথের পথিক পথের পরিচয়,—
ধর্ম্ম-পথে রেখ যতন, যদি পথে হও রে পতন,
হবে তোমার কালের দমন, কালীয়-দমন ভাব হৃদে॥
সম্প্রতি দুর্ম্মতি,—তাইতে পাঠাইলে কংস,
যে করে ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস, তারে করবে ধ্বংস,
হলে হরির কোপের অংশ, কংস যে হইবে ধ্বংস,—
সুদন কয় এমন কুবংশ, কি কাজ থেকে মথুরাতে॥ ১৫৩১॥

ঝুম মিশ্র—একতালা।

বলাই ডেকো না, মা বিদায় না দিলে যাওয়া হবে না।
আমি মায়ের আজ্ঞাকারী, আজ্ঞা নৈলে যেতে নারি,
আমার নিতে হলে পরে, মাকে কর সান্ত্বনা॥
গোষ্ঠের অতি বেলা হলো, ধেনু সব গৃহে রইল,
আজি গোষ্ঠে গেলে পরে মা তো প্রাণে বাঁচবে না॥ ১৫৩২॥

লুম মিশ্র—একতালা।

বলো বলো নারদ মুনি মথুরায় এই দুখের সমাচার,
দিবানিশি ব্রজবাসী করে হাহাকার।
কেঁদে কেঁদে ব্রজের রাখাল ধূলাতে লুটায়,
গোপাল বিনে ব্রজের গোপাল ঊর্দ্ধমুখে ধায়।
শতবর কৃষ্ণহারা এ দুখিনীর বাঁচা ভার। ১৫৩১।

কীর্ত্তনের সুর—আড়খেমটা।

আজকের মতন রেখে যা বলাই, গোঠে যাবে না রে প্রাণ কানাই।
বনে রক্ষা করে বল কে, আমি ঘরে যারে হারাই পলকে,
এমন কানাই-ধনে দিয়ে বনে, ঘরে কারে হেরে প্রা। জুড়াই।
তোরি অনুগত নীলমণি, তোর কথা ভিন্ন ধায় না নবনী,
কানাই তোরি বাধ্য, তোর সুসাধ্য তুই যা বলিবি কানাই শুনবে তাই।
মনের কথা শুন রে বলরাম, আজ কান্না এসে শুনলে বনের নাম,
তেঞ্চি ভাবি নিরবধি, তুই বলিস্ যদি, বরং আমি তোদের সঙ্গে যাই।
কারে বলি না বলি তোরে, গোপাল হেসেছে কালি স্বপ্নের ঘোরে,
কলঙ্কণের রঙ্গ দক্ষিণাঙ্গ আমার নৃত্য কর্ত্তেছে সদাই॥
দ্বিজ রমাপতির এই বাণী, কার জন্যে ভাব যশোদা রাণী,
দেখ গো অন্তরে, এই ঘর ঘরে, তোমার গোপাল ভিন্ন গতি নাই। ১৫৩২।

কীর্ত্তন—লোফা।

হামা দে পালায়, পাছু ফিরে চায়, রাণী পাছে তোলে কোলে।
রাণী কতুহলে ধর ধর বলে, হামা টেনে তত গোপাল চলে।
পড়ে পড়ে যায় ধুলা লাগে গায়, আবার উঠে আবার পলায়,
মুছায়ে আচলে, রাণী কোলে তোলে, ব্রজের খেলায় পাষাণ গলায়।
দিনে দিনে বাড়ে, হামা দেওয়া ছাড়ে, মাকে ধরে গোপাল দাঁড়ায়,
কোল পাতে রাণী, ক্রমে নীলমণি, চলে চলে কোলে ঝাঁপায়।
ক্রমেতে বাড়িল গোঠেতে চলিল, গোপের বালক চরায় ধেনু,
বনের মালায় রাখাল সাজায় মজায় গোপী বাজায় বেণু।
কার বা মাখন, কার হরে মন, মদনমোহন বসন চোরা।
প্রেমের ডোরে কিশোর চোরে, বাঁধিবি যদি আয় গো তোরা। ১৫৩

সারঙ্গ—একতালা।

ললিতা বলেন রাধে, সাজাব মনের সাধে, অমনি যাইবে কেন ধনি।
রাধে তুমি রমণীর শিরোমণি।
ওগো শ্যাম দরশনে, আমার কি কাজ ভূষণে,
প্রতি অঙ্গে মোর শ্যামনাম লেখ, এই সে আমার মনে;
(এ অঙ্গ ভূষণ আর নাহি সখি! সেই শ্যামচাঁদ বিনে।)
মোর এই সাজ, সাজাহ তোমরা, এস এস মোর সনে।
শ্যামন ভূষণ এই যে সখি, সেই শ্যামচাঁদ গানে॥ ১৫৩৬॥

সারঙ্গ—আড়া।

শুনিয়া অঙ্গ পুলকে আবৃত, কত ধারা বহে অঞ্জন সহিত।
সেই শ্যাম সুকোমল তনু, তনু নব ঘন ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম,
অম্বুজ লোচন কদম্ব তলাতে;
দুকুলে দুখানি চরণ রাখিয়া, রাধানাম করে অবিরত। ১৫৩৭॥

কীর্ত্তন।

রূপে দেখা দেও হরি, তোমার হেরিব বলে বাঞ্ছা করি।
বৃন্দাবনে থাক তুমি, চিনিতে না পারি আমি,
হাতে নিয়ে মোহন বাঁশী, বামে বসাও রাই কিশোরী,
অঙ্গে তোমার পীতবসন, লোকে বলে রাসবিহারী। ১৫৩৮॥

দেশমিশ্র—দাদরা।

ঘরে কি নাইক নবনী।
কেন অমন করে পরের ঘরে চুরি করিস্ নীলমণি॥
ওরে, দিদে যদি পায়, মা বলে ডেকে রে আমায়,
সইবে কেন পরে, কত কথা বলে যায়,
ওরে, পথে জুজু আছে বসে যেওনা যাদুমণি।
ত বসে ছড়িয়ে ফেলে দাও, মুখে তুলে খাইয়ে দিলে কইবে যাদু খাও,
মন্দ বলে তবু কেন পরের বাড়ী যাও,
ওরে, ঘরে কি তোর মন ওঠেনা মিষ্ট কি পরের ননী। ১৫৩৯॥

সুরট মল্লার—আড়া।

আরে সখি! কদম্ব তরুতলে কেও বিহরে।
শরদ চন্দ্র জ্যোতিধরে। (মরকত দেহা) (আহা মরি মরিরে)
আরে সই যমুনার নামিলাম, পুনঃ দেখি সেই শ্যাম,
অপরূপ জলের ভিতরে।
অঙ্গ চরণ আভা, কালিন্দীর কিবা শোভা, কমল ভাসিয়া ফিরে ধীরে॥

মালসী—ধামাল।

সাজিল দেখরে রাধে কমলিনী।
কজ্জলে উজ্জ্বল দুটী আঁখি কুরঙ্গনয়নী।
অম্বর সম্বর করে, করে সব-ধনী, (প্রেমভরে)
এলায়ে পড়েছে, বিনোদ বেণী,
বিনোদিনী ক্ষণেক প্রকাশে মেঘে যেন সৌদামিনী॥ ১৫৪১॥

সারঙ্গ—ধামাল।

ওগো আমরা এই এখন দেখিয়া গো আইলাম।
যমুনা পুলিনে গো নটবর, তিন ঠাঁই করেছে বাঁকা,
দিয়াছে পাঁচনী ঠেকা।
বল বল কোন্‌খানে দেখিয়া গো আইলে।
আমি শুনি নাই আরবার বল, শুনায়ে কি করিলে,
ওগো আমার গো সকলি নিলে।
রাই আমার যত বলে বল বল, রেয়ের অঙ্গ তত প্রেমে ঢল ঢল,
ওগো শ্যাম অঙ্গের ছটা ঐ যমুনায় মিশায়েছে। ১৫৪২॥

সিন্ধু ভৈরবী—জলদ তেতালা।

কি হবে হে কাল বিধু, পেয়েছি আজ নিধুবনে।
কেমনে হইবে জয়ী, গোবিন্দ গোপিকাগণে।
কোথা সঙ্গীগণ শ্যাম, শ্রীদাম সুদাম বসুদাম,
কি উপায় পরিণাম, করিতেছ মনে মনে।
আবির কেশর করে, ঘেরে গোপিকানিকরে
কাল অঙ্গ রঙ্গ করে, সাজাব বংশীবদনে॥১৫৪৩॥

বাহার—ঠুংরি।

গাও কোকিল বিহঙ্গ কুল কুলকুল পরিম। ঢাল সোহাগে।
হাসি ভাসি তমাল বিলাসী খেল তমাল সনে নব অনুরাগে॥
খেল অনিল অরুণ উদিল নীলগগন সাজ রঞ্জিত রাগে।
[illegible] বসন পরি সাজ শ্যামা মেদিনী, শ্যাম চাঁদ মম হৃদি মাঝে জাগে॥১৪৫৮॥

আড়া—জলদ তেতালা।

কিশোর কিশোরী খেলেন হোরি।
আহা মরি মরি, হেরি কি আনন্দ লহরি।
ব্রজেশ্বর ব্রজেশ্বরী, রসিকবুসাঞ্জরী,
অনুপ রূপ মাধুরী, জন মনোহারী।
মন মোহন মোহিনী, হরি হরি বিলাসিনী,
প্রেমময় প্রমোদিনী, চতুরা চাতুরী।
কমলাক্ষ কমলিনী, মোক্ষদায়িনী,
শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণমোহিনী, ত্রাহি কৃপাকরি॥১৫৪৯॥

ঝিঁঝিট—যৎ।

শ্রীহরি খেলিব হোরি, আমরা গোপী সকলে।
আবির কেশর দিব, শ্রীচরণ যুগলে।
অতি প্রফুল্লিত মনে, সঙ্গোপনে প্রাণপণে,
সাজাইব শ্যামধনে, নিরখিব বিরলে।
হরি ফুরাইলে হোরি, ভুলনাহে ব্রজনারী,
দেখ মনে রেখো হরি, থেকো হৃদিকমলে॥১৫৫০॥

বাহার—জলদ তেতালা।

ঐগো ঐ বাজায় বাঁশী, কেশব শ্রীরাধা বলিয়ে।
হলো মন উচাটন, চল হরি হেরি গিয়ে।
কদম্বেরি তলে কালা, করিতেছে কত ছলা,
মজাইতে কুলবালা, মোহন মুরলী লয়ে।
নিকুঞ্জে নির্জ্জনে হরি, খেলিবারে আসে হোরি,
বংশীতে সঙ্কেত করি, চন্দ্র কহে বিধি দিয়ে॥১৫৫১॥

সুরট মিশ্রিত—একতালা।

নন্দনন্দন সঙ্গে খেলে মোহিনী ব্রজবালা
খেলে কালা যমুনা উজলা, রঙ্গরস খেলা মন সাধে প্রেম বাঁধে।
পীতবসন অঙ্গ রাসভরস দঙ্গ আঁখ আধ হাসি, রাধা বাজে বাঁশী
মাতিল তরঙ্গ, মত্ত ভুবন সুধা বরিষণ
মাতিল যমুনা বারি নীরবিহারী কুলনারী লাজ পাসরি।
মন সাধে প্রেম বাঁধে ॥ ১৫৪৮ ॥

খাম্বাজ—একতালা।

লটকি লটকি চলত মোহন আওয়ে।
ছাঁওয়ে মন অধরে মুরলী মধুর মধুর বাজে।
চঞ্চল কুন্তলনী চপল দোলনী, ময়ূর মুকুট চন্দ্র কলনী,
মন্দ হাসনি জিয়াকে বাছনি, মোহন মুরতি রাজে।
ভ্রূকুটি কুটিল রঙ্গিল নয়ন, অধর অরুণ মধুর বয়ান,
প্রীতি গন্ধে চারু তিলক ভাল পরা বিরাজে ॥ ১৫৪৯ ॥

বেহাগ।

আমার মধুর কৃষ্ণের গান কে শুনায় গো।
বাম শুনে যার আঁখি ঝরে, বিধি যদি মিলায় তারে (সই গো সই)
রাধি হৃদয় মাঝারে তারে রাঙ্গা পায়ে দাসী হই ॥ ১৫৫০ ॥

সুলতান—একতালা।

শ্যামতনু বহে গো পীরিতি পশার।
চল চল রঙ্গিনী বিবিধ সুতঙ্গিনী, নিরখিতে শ্যামসুখসার,
গিয়ে পশু পাখী, আঁখি ঝরে ঝর ঝর, মুরলীতে যমুনা পাথার ॥ ১৫৫১ ॥

ভৈরবী—খেমটা।

নিশি শেষে কালশশী কোথা হতে উদয় হলে।
অরুণ নয়ন ছুটি চলে যেতে পড়ে ঢলে।
কপালে সিন্দুর বিন্দু, শুকায়েছে মুখ ইন্দু,
বল ও কার প্রেমসিন্ধু, মথিলে বসি বিরলে ॥ ১৫৫২ ॥

কীর্ত্তন।

(জয়) নন্দদুলাল ব্রজ গোপাল ভূপ ভূপাল হরি হে।
কৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্রবদন ভবসাগর তরি হে।
রাধিকা হৃদিবিহারী শ্যাম, বংশীধারী বঙ্কিম ঠাম,
ফুল্ল বন কুসুমদাম, পাতকী পাপহারী হে।
মনোমোহন বাঁকা নয়ন, গোপিনীগণ রঞ্জন,
চারু পীত ধরা বাঁকা শিখিচূড়া ভীত চিত ভয় ভঞ্জন;
দৈত্যবিজয়ী হৃষিকেশ, গোবর্দ্ধনধর পরেশ,
বৃন্দা বিপিন চারী হে। ১৫৫৩।

রাগ—বসন্ত।

বরজ কিশোরী ফাগু খেলত রঙ্গে।
চুয়া চন্দন আবীর গোলাব দেয় ত শ্যামের অঙ্গে।
ফাগু হাতে করি, ফিরত শ্রীহরি, ফিরি ফিরি বোলত রাই;
মুখ দঠ ওঠ্ম বয়ল ছাপাগত
বেরি বেরি যৈছে মেঘমে চাঁদ লুকাই। ১৫৫৪।

কীর্ত্তন সুর—আড়খেমটা।

এমধু যামিনী, এ মধু চাঁদিনী, এমধু যমুনা পুলিনে।
রাই আঁখি মেলি, পাশে ঐ বনমালী, অবশেষে চাহে মুখপানে।
রাধা যদি হল সখি, দেখি দেখি হাস দেখি চাহলো চাহ মুখপানে।
তাদের সাধা খাও, শ্যামের পানে চাও, আমরা সখীরা যাই সবে। ১৫৫৫

কীর্ত্তন।

বাঁশী তো মথুরার নয়, দে দে দে বাঁশী দে,
রাধা নামের সাধা বাঁশী বাঁশীতো মথুরার নয়।
তুই থাক না কেন শ্যাম বাঁশী দে।
বাঁশী দে, চূড়া দে; তোর মা বলেছে পীতধরা দে,
(যে ধড়ায় ননী বেঁধে দিতো রে)
তোর মা নন্দরাণী, এখন তো বিনে পথের কাঙ্গালিনী,
দে রাইয়ের গাঁথা চিকণ মালা দে, তোর পীরিত ফিরায়ে নে। ১৫৫৬।

ভাটিয়াল—সুর।

কাল কোকিল রে তুমি কি সুখে ডাক কুহু রবেতো
বৃক্ষ নাই রাধার কুঞ্জেতে।
পশু পক্ষী যত ছিল, কৃষ্ণ শোকে কোথায় গেল,
তরুলতা শুকাইল শোকেতে ॥১৫৫৭॥

ভৈরবী—খেমটা।

হেদে গো নন্দরাণী শ্যামকে ছেড়ে দেও।
রাখাল বালক দাঁড়িয়ে দ্বারে শ্যামকে দিয়ে যাও ॥
প্রভাত হলু সুর্য্যি উঠে, ফুল ফুটেছে বনে,
শ্যামকে নিয়ে গোঠে যাব আজ করেছি মনে,
পীতধরা পরিয়ে তারে কোলে নিয়ে আয়,
হাতে দিও মোহন বেনু নূপুর দিও পায়,
রোদের বেলায়, গাছের তলায়,
নাচবো মোরা সবাই মিলে, বজেবে নূপুর ঝণু ঝণু
বনফুলে গাঁথবো মালা পরিয়ে দিব শ্যামের গলে ॥ ১৫৫৮

প্রভাতসঙ্গীত।

দেখরে খত, এনেছি দাসখত, সুদুই খত বলা নয় খত,
দেখনা চেয়ে রাধার পায় তোদের রাজার দস্তখত ॥
জাননারে খতের সন্ধি, হইয়ে বিপদে বন্দি,
করেছিলেন কিস্তিবন্দি, হবে দুজনে শোধবোধ।
খত লয়ে যাই রাজার হুজুরে, তবে আমরা পাব ডিক্রী,
তোদের রাজার দফায় হবে ডিক্রি, যদি করবি আদালত।
খত দিতে যে সাধি সাধি, সুদন তায় আছে ইসাদি,
কৃপালক্রমে তোদের সাধি, যদি পথ পাবি তো দেখে পথ ॥১৫৫৯॥

সিন্ধুরা—জলদ তেতালা।

চল সবে বৃন্দাবনে যাই, শ্যামাঙ্গে আবির দিয়ে, মানস পূরাই।
রজনী গভীরা হলো, বিলম্বে কি ফল বল,
ত্বরা করি চল চল, লয়ে রসময়ী রাই ॥ ১৫৬০ ॥

প্রভাস—কীর্ত্তন।

মা মা, কৈ মা, কেনলা, কোথায় মা।
এই যে মা আমায় ডাকিল, অ[illegible]ার কোথা চলে গেল,
ওগো তোমরা বল বল, আমায় ডেকে কোথায় গেল॥
ওগো বল, বল কোথায় আমার মা দুঃখিনী॥
তোমরা যদি দেখে থাক দেখিয়ে দাও গো,
কোথায় আমার মা কাঙ্গালিনী॥
করে ধরি দাদা বল বল, আমার মা দুঃখিনী কোথা গেল;
এই যে মা মোরে ডাকিল, যদি থাকে মোরে নিয়ে চল.
মাকে ভেবে পাগলিনী কে তাড়ায়ে দিল॥১২৬১॥

খিঁখিট—ঝাপতাল।

কৃষ্ণকাঙ্গালিনী আমি কৃষ্ণ বিনে রৈতে নারি।
করে ধরি বিনয় করি, এনে দে মোর বংশীধারী॥
বলে গেল যাবার বেলা, ভেবোনাকো কুলবালা,
এলো না সে চিক্কণ কালা, আমার দুনয়নে বহে বারি।
শয়নে স্বপনে হেরি, আঁখির পলক নাহি নারি,
জীবনের জীবন আমার, তার মরণে আমি মরি॥
এবার যদি পাই তারে, বুকের উপর দিয়ে করে,
বাঁধবো আমি প্রেমডোরে, রাখবো আমি নয়ন প্রহরী॥১২৬২॥

নামের সুর।

ঐ দেখ গো কে দাঁড়ায়ে বাঁকা বিনোদিয়ে,
বিনোদ ছাঁদে বদন চাঁদে, বিনোদ বংশীধারী হে॥ ১২৬৩॥

পিলু—যৎ।

চলো সখি ব্রজমে রঙ্গে রঙ হয়ে, পিয়াসমে আজু খেলেঙ্গে হোরি।
বৃন্দাবন কি রোমা রুকা সবে মিলি, দিব পিচকারী॥১২৬৪॥

মল্লার—ঝাঁপতাল।

বোলে ব্রজরাজ নিয়ে রাধিকা মনোমোহিনী।
ঠায়ে হিণ্ডোরা পায়া জলধর সৌদামিনী।
শ্রীমুখমণ্ডল চিটকায় করচাঁদনী,
অরুণা দ্বিগুণা চরণা নেহারি ছাপি ভাওয়ানি।১৫৫৫।

বাঁশীর প্রতি।

ওরে বাঁশী বাজ ধীরে ধীরে ধীরে, এত কেন গভীর গরজ তোমার
গভীর রবে গৃহে জাগে, কাল ননদী আমার॥
গভীর গরজ সম্বর, লোকে ধৈরজ ধর, এলাম বিলম্ব নাই আর,
কৃষ্ণ অধর সুধাপানে, গৌরব বেড়েছে মনে,
উন্মত্ত আছ গানে না কর বিচার।
বসি গুরুজন মাঝে, বাজ বাঁশী মরি লাজে,
নাম ধরে বেজ নারে আর।১৫৬৬।

মনোহর সাই—রূপক।

লম্পট নিরদয়, তোমায় দয়ামর বলে হরি কোন গুণে।
কেহ চন্দন দানে, বসে সিংহাসনে, কেও বা প্রাণদানে স্থান পেলেনা চ
কুব্জা বিপিনে, হইল নবীনে, হেদে ও শ্যাম! তোমা বিনে,
যেমন রাম বিনে জানকী অশোক বনে।
রাজকন্যা বনবাসী, দাসী হয় রাজমহিষী,
সকলি তোমার কৃপার, যারে রাখ পায় সে সকলি পায়,
হরি যারে না রাখ পায় বিপদ ঘটাও পায় পায়,
হাসি পায় হে পায় ধরার দিন পৈলে মনে।১৫৬৭।

ঝিঝিট—একতালা।

হেরি নবীন নিরদ নীল-নিতাকর, বপু বহিয়ে বিনোদ বিভাকর।
সখি চিত্ত বিচঞ্চল বংশীস্বরে, সখি মদন-বাণেতে জর জর।
ইঙ্গিতে আমরি কি ভঙ্গী করে, সখি অঙ্গ বিকম্পিত থর থর।
মরম করম মম সব গেল, মরি সরমে মরমে সখি ধর ধর।১৫৬৮।

দেশ বিভাস—একতালা।

ছলিত কিরণে ভাসে দশদিশি মৃদুল মুরলী বোলে।
মৃদু মৃদু হাসি, শশী পড়ে খসি, বিভোর চকোর ভোলে।
গোপিনী সঙ্গ, নববরবর নবীন রঙ্গ,
মানভঙ্গ মোহন অঙ্গ মাধুরী লহরী খোলে॥
উভ উভরোলী দন করতালি, রাখাল নাচে নাচে বনমালী,
ফুলকামিনী, কুল মান ডালি মঞ্জীর ধীর বোলে॥
প্রেমে চলে কানু নাচিছে ধেনু, গগনে সজনী উঠিছে রেণু,
নগরে ঝলকে তরুণ ভানু ফুলকলি আঁখি খোলে॥
কদমতলায় মাধব মাধবী আদরে যমুনা হৃদে ধরে ছবি,
ধীর শ্যাম প্রেমে মাতোয়ারা হরি রাধা বলে উভরোলে॥১৫৬১॥

খাম্বাজ—একতালা।

ধীরি ধীরি বয় মৃদুল বায়, ধীরি ধীরি ফুল দুলিছে তায়,
হাসিয়ে হাসিয়ে লতার গায়।
ভুক্ত ভুক্ত উড়ে ফুলের বাস, কোকিল বসিয়ে কোকিলা পাশ,
হরিগুণ গান হরিষে গায়;
ছোট ছোট ফুল হালিয়ে, গলে গল রাখি দুলিয়ে,
চুপি চুপি হরি বলিয়ে, কোট কোট চোখে চায়॥১৫৭০॥

পাহাড়ী—লোকা।

আয় আয় আয় গুটিগুটি চলি, আয় আয় আয় ধবলী শ্যামলা
ওরে গোলক ত্যজে আসবে হরি ধরাতলে।
হরি রাঙা রাঙা চরণকমলে, হরি হে হরি হে;
বেণু শুনরে ওই ভক্ত ডাকে হরি বলে।
ভক্ত হৃদয় ভরি, শোন বাজিছে বাঁশরী
ডাকলে হরি রইতে নারি, রাঙা চরণকমল দেয় তারে,
পড়ে বিপদে, শুন ভক্ত ডাকে বারে বারে
শুন শুন শুন নূপুর গাজে, ভক্ত হৃদয়ে তার বাজে,
কানু বিভোর, ধেনু নেহারে, কানু চলে ঢলে ঢলে,
দিশাহারা প্রেমে গলে, কানাই প্রেমে ভাসে নয়নজলে॥১৫৭১॥

রামকেলি—তরঙ্গ।

জয় রাধে শ্রীরাধে।

রাধা নামে অঁকা, শিরে শিখি পাখা, বনে বেণু সাধে।
রাধা প্রেমে ভাসি, রাধা অভিলাষী,
রাধা হৃদয়ে বন্ধা রাধা রূপফাঁদে॥
রাধাময় রাধা প্রাণ, রাধা নাম সুধাপান,
রাধাপ্রেমে বিকায়েছি অভিমান,
রাধা আমারি, রাধা সদা হেরি, মোহিত মোহিনী ছাঁদে॥১৫৭২

লুম খাম্বাজ—একতালা।

আমার বংশীবদন শ্যাম নেচে নেচে বাজায় বাঁশরী।
ধেয়ে আয় দেখবি যদি বদন ভরে বল হরি।
মরি হায় কি মোহন সাজে কি মধুর নূপুর বাজে,
দোলে বনমালা নাচে কালা প্রাণ মন মজে;
প্রেমে গলে বাঁপী বলে, আয় রে আয় কোলে করি॥ ১৫৭৩

ছায়ানট—একতালা।

এসেছে এসেছে কানাই।
বৃন্দাবনে বনে বনে কানু নিয়ে চল যাই॥
দাঁড়ায়ে কদমতলায়, সাজাব বনমালায়,
প্রাণের কানাই, কানাই বিনে, রাখালদের তো কেহ নাই॥
আবার গোঠে বাজবে বেণু আবার গোঠে নাচবে ধেনু,
আবার গোঠে খেলবে কানু, কানাই নিয়ে খেলব ভাই॥১৫৭৪

ভৈরবী—মধ্যমান।

দিব না গোষ্ঠে বিদায় মোর, নীলমণি ধনে;
কপাল মন্দ তাইতে সন্দ, বলাই হচ্ছে রে মনে।
কুস্বপন দেখেছি ভারি, যেন হারায়েছি হরি,
বলাই রে তোর করে ধরি, মন মানে তো নয়ন না মানে।
আজকের মতন যারে তোরা, ঘরে থাক মোর মাখনচোরা
পলকেতে হইরে হারা, নয়নতারা দিয়ে বনে॥১৫৭৫

কানেড়া মিশ্র—একতালা।

'ছি ছি ছি বলিস তখন শ্যামকে যদি চাই!
জল তোলা ছল করে তাকে দেখ্‌তে কি আর যাই॥
নিয়ে মালতীর ডালা, আর কিলো সই গাঁথি মালা,
ফুরালো বনফুল তোলা শিখেছি ঠেকে দেখে সামলে ছি সই তাই।
কুলমান আর কিলো হারাই। ১৫৭৬॥

পিলু খাম্বাজ—খেমটা।

মোহন গুণমণি রতন-হারে;
নবীন জীবন নবনলিনী, দিনু তুলিয়া তব করে॥
স্নেহ সযতনে, এ সতী রতনে, সাজায়ে বনে বনহারে॥১৫৭৭॥

আশা ভৈরবী—দাদ্‌রা।

বাজিয়ে বাঁশরী ফিরে যমুনার তীরে।
কে জানে কার প্রেমে শ্যাম সদাই ভাসে নয়ন নীরে॥
যদি কেউ হয় মনের মতন, কত সে তায় করে যতন,
আমোদে বাজায় বাঁশী হাসে কমল বন,
রুনু ঝুনু নূপুর বাজে নেচে যায় ধীরে।
নেচে যায় চায় ফিরে ফিরে ফিরে।
নিয়ে যাও প্রেম যত চাও নাইতো তার মতি হীরে। ১৫৭৮

কলঙ্কভঞ্জন।

হায় দুঃখে পায় হাসি, সবাই বলে শ্যাম প্রেয়সী,
অকলঙ্ক শশী ভজে কলঙ্কে ভাসি, যে পদ আশ্রয় করে,
ভবকলঙ্ক যায় দূরে, সেই পদ হৃদয়ে ধরে হয়েছি দোষী।
যথা সেথা হরি কথা শুনি জগতে, জ্ঞানে হরি ধ্যানে হরি হরি কর অন্তে
কি যদি বলি হরি, ননদী হয় বিষ অরি, নিয়ে প্রাণের হরি ধরিয়ে অসি
যে পদ ভবরাণী, চৈতন্যকারিণী, সেই পদ হৃদয়ে ধরে অপবাদিনী,
সুদন কয় কি কর ব্যঙ্গ কলঙ্কের আশঙ্কার পর,
হরিমামে ডঙ্কা মার শঙ্কারে নাশি। ১৫৭৯॥

কলঙ্কভঞ্জন।

কেহ ত সতী সতী হল না, উপায় বল না।
কি করি কি করি মরি বুঝি গোপাল আমার পেলেম না।
হায় আমি কি করিব, কোথায় গিয়ে প্রাণ জুড়াব,
আর কি নীলমণি পাব, দিল বিধি এ যন্ত্রণা।
গোপালের কাছে যেয়ে বল নন্দরাণী,
জন্মের মতন মা বলিয়ে জুড়াবে পরাণি,
একাকিনী অনাথিনী আর কেহ নাই,
সকল পাসরিলাম গোপাল তোর মুখ চেয়ে॥
তোমা বিনে আমার ঘরে, মা বোলে কে ডাকবে মোরে,
শেল হয়ে আমার অন্তরে রইলো কেবল শোচনা।
এতেক বলিয়ে রাণী ভূমিতে পড়িয়ে,
কাঁদিতে লাগিল গোপাল গোপাল বলিয়ে।
দেখে বৈদ্য রতনমণি বলে কেঁদ না মা নন্দরাণী,
মোহনের এই বাণী পাবে তোমার কেলেসোণা॥১৫৮০॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

আজ গোঠে যেওনা গোপাল, প্রাণ কাঁদে নীলমণি, ও ব্রজদুলাল।
মারে যে বালক তোরা, রেখে যা মোর ননীচোরা,
এ নীলরতন ভিক্ষা আজি দেরে রাখাল॥১৫৮১॥

আয়রে কানু আয়;
ওঠরে গোপাল, দাঁড়ায়ে রাখাল, পথ পানে সবে চায়।
বেলা হলো চল গোঠে খেলা করি,
কদমতলায় বাজাব বাঁশরী, দাঁড়ায়ে পায় পায়।
বনফুল তুলে সাজাব তোরে, আয় আয় কানু উঠরে উঠরে,
ব্যাকুল ধেনু, নাহি শুনে বেণু কাননে নাহি যায়।
শুন হাম্বারবে তোরে ডাকে ধেনু, বনে যেতে নাহি চায়॥১৫৮২॥

বিভাস—ঠেস্ কাওয়ালী।

মোহন চূড়া লাগে পায়, আমাদের প্রাণে ব্যথা পায়,
রাজার মেয়ে হয়ে প্যারী, যা করিস্ তাই শোভা পায়।
যে শ্রীহরি ধরে ত্রিপায়, তাঁর চূড়া ভেঙ্গেছিস্ বাঁ পায়,
তবু তায় চাইলে না কৃপায়, যার পায় ধরে কেউ পা না পায়।
যা হইতে তুই নারীর চূড়া, ভাঙ্গলে গো তার মাথার চূড়া,
শুনেছিস্ যে ভেঙ্গে চূড়া, কে কোথায় হয়েছে চূড়া।
কে চূড়া তুই দিয়েছিস পায়, ত্রিজগত তাঁর পায় পিণ্ডপায়,
সুরধনী জন্মে যে পায়, তাঁর অপরাধ কি পায় পায়।
ঐ কৃষ্ণধন যে পায় সে পায়, তা তুমি জানত প্রায়, (প্যারী)
তোর ইকি অভিপ্রায়, পায় ধরে তায় ধরালি পায়,
যাঁর সনে পুতনা দিল পায়, বকাসুর সুর সমাজ পায়,
সুদন বলে ধরি ছুপায়, তায় অ'র ঠেল না পায়॥ ১৫৮৩॥

সিন্ধু—ঠেকা।

ধর্ম্ম অবতার, রাখলে ধর্ম্ম তার, গুরু মারা বিদ্যা যে তোমার।
রাধা তোমার প্রেমের গুরু, শুনেছি হে কল্পতরু,
যে তোমারে প্রেম শিখালে তারে তুমি খুব শিখালে,
ধর্ম্ম খেয়ে রাখলে ধর্ম্মভার।
পদ পেলে কি এতই বাড়ে, গুরু বিবেচনা হরে,
গুরুকে লঘু জ্ঞান করি, সে গুরু মাননা হরি।
রাইকে করে কুলত্যাগী, তুমি হলে গুরুত্যাগী,
বল দেখি ধর্ম্মে সবে কি?
সইল যত কুলাঙ্গনা, কিন্তু শ্যাম ধর্ম্মে সবে না,
কেউ সবেনা তোমার ব্যবহার।
গোচারণ ঘুচেছে তোমার, আচরণ ঘুচে ন'ই হরি,
গুরু মারা পাতকের ফল কিছুই কি ফলবেনা হরি,
(আমি) বলে যাব কুবুজারে বড় ভালবাস যারে,
গুরুত্যাগী বলবে তোমারে।
গুরুনিন্দা অধোগতি, গুরু বধলে তার কি গতি,
সুদন বলে কি গতি আমার॥ ১৫৮৪॥

মনোহরসাই—রূপক।

ওগো ব্রজ কিনো, একা কি জন্যে অরণ্যে কর রোদন।
সে যে যদু (রাধারি) বল্লভ, জগতের দুর্ল্লভ,
একা তোমার প্রাণ-বল্লভ নয় নন্দের নন্দন।
তাঁরে যে ভাবে, তাঁরে সে পাবে, আছে ভাব পঞ্চভাবে,
কেবা কোন্ ভাবে, করে রেখেছে বন্ধন।
যেমন স্বাতী নক্ষত্রের বারি, কৃষ্ণ প্রেম নেত্রের বারি,
সর্ব্বত্র না হয় সঞ্চার, সচিত্ত যাহার বিচিত্র তাহার,
শুনি শাস্ত্রেসার, বিনা আত্মসার, মলয় কি হয় চন্দন। ১৫৮২।

বিভাস—ঠেস্ কাওয়ালী।

কমলিনি! আজ একি কর্লে কামিনী দেখি,
চরণ কমলে নীল কমল কে দিলে কমল মুখি।
একেত শ্যাম কাল কমল, ছলে ভাসে নয়ন-কমল,
কর কমলে চরণ কমল কমল কানন নিরখি।
কমলা সেবিত কমল পদ গো সেই কমল—আঁখি,
সে পড়ে (তোর) চরণ কমলে ওমা! ওমা! কল্লে ইকি
গঙ্গা যার চরণ কমলে, হয়ে ত্রিলোক নিস্তারিলে,
সে দায়ে প'ড়ে তোর পায় ধরিলে তুই দিলি পা কোন মুখী।
যার নাভি কমলে ব্রহ্মা কল্লে সৃষ্টি স্থিতি,
সে ভাসে আজ মান তরঙ্গে দেখি নাই তাহার স্থিতি,
যে করে সৃষ্টি স্থিতি লয়, সে দেখি তোর চরণে লয়,
সুদন কয় আজ মনে এই লয়, প্রলয় কল্লে চাঁদমুখী। ১৫৮৬॥

কীর্ত্তন।

মনে সাধ হয় ধরি ধরি, বাড়াই হাত ধীরি ধীরি,
নারি সই নারী ধরিতে, না জায় ধরাতে, নারী ধরিতে
হায় গো এই ধরিতে, রাণীর কোলের ধন কেমনে এলো জলে
যেমন জলেতে জন্মে কমল, কমলে জন্মে কমল,
কমলে জল অসম্ভব, ইকি অসম্ভব,
হইল যেন গঙ্গার উদ্ভব, যেন বিষ্ণু পদ তব চরণ কমলে। ১৫৮

মনোহরসাই—রূপক।

গো সুচিত্রে! বল সুচিত্রে কোথায় সুচিত্রে চিত্তনাথ করেন বিহার।
আমি জানি তার যেমন চিত্ত, কল্পেকে এমন চিত্ত,
চিত্রে গো যেমন চিত্র সদায়ে পাসে চিত্রহার।
বিয়ে গুণাগুণ তাঁহার,বাসর শয্যা হইল কণ্টক, সখি না হেরে শ্রীকণ্ঠ
শুকাইল হৃদ্‌কণ্ঠ, যেমন নীলকণ্ঠ বিষদায়ে উৎকণ্ঠ।
তার আশায় প্রাণ আশাগত, রজনী গত দিবাগত,
নিদ্রা নিদ্রাগত, আহার করে আহার॥ ১৫৮৮॥

মনোহরসাই—রূপক।

কমলিনি গো, রাই তোর প্রেম সিন্ধু ক্ষীরোদ মন্থন হতেছে।
সুধাতাতে চন্দ্রানন, বরিষে অনল, তাতে হলাহল বিষ গরল উঠেছে॥
রাধার অমর কুল, চন্দ্রাবলীর অসুর কুল,
এ হয় তাদের উভয় দুকুল, তাতে মান সাপে কাল গরল ঢেলেছে।
ভয়ে সখি সব উৎকণ্ঠ নাহেরে শ্রীকণ্ঠ,
শ্রীকণ্ঠ নীলকণ্ঠ সমান, রাখতে মানীর মান,
অমরের সম্মান হরি সে বিষ করিলে পান,
অজ্ঞান হরের প্রায় হরি ঢলে পড়েছে। ১৫৮৯॥

ঝিঝিট—ঠেকা।

আমি কাঙ্গালিনী নই, দ্বারি! শোন রে কই।
যার ধনেতে তুমি ধনী, সেই ধন হারা কাঙ্গালিনী,
আর কিছু নিতে আসনি, আমার সেই কৃষ্ণধন বই।
অন্য ধন কি গণ্য করি, মান্য যে ধন সেই ধন গণি,
আমার সে ধন অতুল্য ধন, অমূল্য ধন রতন মণি,
নীলমণি নীলকান্তমণি, তার কাছে কি পরশমণি,
দ্বারি তোরে দিব মণি, দেখাও যাদুমণি কই।
রজত কাঞ্চনের কথা, তুলনা দিতে তুল না,
আমার সে যাদু বাছাধন, একবার পেলে আর ভুলবে না
সুদন বলে তুলি মণি, তুচ্ছ করে অন্য মণি,
যে ধন সাধন করে মুনি, সেই ধনের কাঙ্গালিনী হই। ১৫৯০॥

বাহার—ঢিমা কাওয়ালি।

হায় কি—না জানি, কমলে রাই কমলিনী,
কমলবদনী, হচ্চেন কমলকামিনী।
কিবা শোভা পদ্মপাতায়, পদ্মমুখীর দুটি পা-তায়,
পদ্মলোচন যে পা মাথায় করেছেন শুনি!
আহা মরি উহুমরি করেছে সব লোকে,
লোকনাথ বিহনে প্যারি যায় পরলোকে,
উমা কি বল্‌বে লোকে, ব্রজের বালিকা বালকে,
ঘোষণা রইল ত্রিলোকে, এই প্রেমের ধ্বনি।
কেহ বলে মৈল প্যারী শুনাও কৃষ্ণনাম,
কেউ বলে সে নামে মরে সে নামে কি কাম,
সুবল কয় বিনা শ্যামবরণ প্যারীর ত লীলাসম্বরণ,
যে ভজে তার দুঃখে মরণ, চিরদিন শুনি॥ ১৫৯১॥

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

একে ভুবন মোহিনী, বিদেশিনী।
কে নারী চিনিতে নারি, নারী হেরে ভোলে নারী,
আহা মরি কি মাধুরী, যেন এ নারী সৌদামিনী।
মরি মরি কি লাবণ্যে যেন রাজকন্যে,
কি জন্যে এসেছে হেথায় দেখি মনঃক্ষুণ্ণে,
তরুণী নবযৌবনী, ভাব যেন বিবেকিনী,
মলিন চাঁদবদনী হেন নূতন প্রণয়ে বিরহিণী।
এ রমণী যার রমণী সে যে শিরোমণি,
কি জন্যে ত ত্যেজেছেন তারে, কি ত্যজেছেন তিনি,
কি জানি কি রসাভাসে, সদানয়ন জলে ভাসে,
জ্ঞান হয় আভাসে, যেন রতন হারা কাঙ্গালিনী।
এলোকেশে এলো কেসে, তোরা কি পারিস চিন্‌তে,
হেরিয়ে জুড়াল আঁখি দূরে গেল চিন্তে,
যার হেরে যায় ভবচিন্তে, তাঁর যে দেখি ভাবাচিন্তে,
সুবল বলে তাইতে চিন্তে, হারায়েছেন চিন্তামণি। ১৫৯২॥

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

চল প্রভাসে, আর কার আশে, রব সুখ বাসে,
বুঝিলাম কথার আভাসে, আর কানাই এসে না এসে।
এতদিন ছিলাম যার আশে, সে যদি নাহিক এসে,
তবে চল কানাই নিবাসে এবাসে না প্রাণ বসে।
ব্রজনাথ হইতে কি ভাই হল এত ব্রজের মায়া,
একি মায়ায় ভুলে আছি মিছে মায়ার কেন মায়া;
ত্রিজগতে ভুলে যার মায়ায়, সে ভুলে আছে কার মায়ায়,
চল দিয়ে দেখিগে মায়া, কি মায়া জানে সে দেশে,
সুদন বলে কর লজ্জা হবে না নৈরাশে। ১৫৯৩ ॥

পরজ-ঠেকা।

হায় কি করিলে গোকুলেতে তুমি যারে ডাকতে মা বলে,
সে কাঁদে আজ ধূলায় পড়ে শ্রীকৃষ্ণ বলে।
অঞ্চলে বান্ধিয়া ননী, বলে কোথারে নীলমণি,
শুনলে তার ক্রন্দনের ধ্বনি, অমনি পাষাণ যে গলে॥
শিশুকালে লালন পালন করে থাকে মায়,
জননীর মত দয়া দেখা নহি যায়; সময় পেলে, কার বা ছেলে;
কা কস্য পরিদেবনা, দেখতেছ তাই তোমা হতে,
মা বলে সেই মা চিনলে না, মা পেয়ে মা দেবকীরে,
হে মা যশোদারে, সুদন কর কান্দায় গো তারে, যারে মা বলে। ১৫৯৪

মনোহরসাই—রূপক।

ও গো বিসখা, রাধার প্রাণ সখা সখ রে কান্দালে কে।
ললিত অম্বর, নাহিকো সম্বর, কাঁদে পীতাম্বর, পীতাম্বর দিয়ে চখে।
কে কল্লে এমন, দক্ষালয়ে শিব যেমন, অরণ্যেতে রাম যেমন,
সীতে হারাইয়ে কেঁদেছিল স্ত্রীর শোকে।
যার মুখে নাই সে হাসা, গুরুদত্তের শিষ্য, ঔদাস্য দাস্য ভাব উভয়
হেরে শ্যাম উদয়, আকুল হৃদয়, ধেয়ে যায় কালীদয়,
রাধার হৃদয় ধন হৃদয় ছাড়া কল্লে কে। ১৫৯৫ ॥

পরজ—ঠেকা।

এ সময়ে কে শুনালি বীণে পুলিনে।
কিবে কি আর বাজাবি নে, শুনি তাই সুমধুর বীণে, সেই মধুসূদন বি
বীণায় কৃষ্ণ নামের ধ্বনি, বিনে কৃষ্ণ নাহি শুনি,
যে নাম শুনে পেলাম প্রাণি, সেই কৃষ্ণনাম কি আর বলবি নে।
ও আমি মরি মরি আবার যে মরি, কত সবে সইলো বল সবে হ
যে নাম শুনিলে প্রাণ বাঁচে, সেই কৃষ্ণ কি ব্রজে আছে,
তবে কে বাঁচালে মিছে, কি কাজ বেঁচে কৃষ্ণ বিনে।
এইত কৃষ্ণ পেয়েছিলাম পেয়ে অতি কষ্ট,
এমন সময়ে কেবা বীণায় বল্লে কৃষ্ণ কৃষ্ণ,
বীণায় শুনি কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণ পাওয়ায় হলেম বাম,
সুদন বলে এমনি নাম, মলে বাঁচে ধ্বনি শুনে। ১৫৯৬।

সিন্ধু—ঠেকা।

দ্বারে এ বেলা দেখা দে গোপাল; দ্বারীগণে বধে প্রাণে দেখিয়ে কা
ননীর তরে করে করে বেঁধেছিলাম তোরে,
(গোপাল) সেই বাঁধ সাধিলি পেয়ে রে তোর দ্বারে।
(গোপাল) প্রাণ থাকিতে দেখা দেরে, নৈলে মরিরে মরিরে,
মাতৃহত্যা হ'ল দ্বারে যজ্ঞের কিবা ফল।
ক্ষণেক কাল যদি তোরে না দিতাম নবনী,
পায় ধ'রে কেঁদে বল্‌তিস্ ননী দে জননী,
(গোপাল) আমি রে তোর সেই জননী,
দ্বারী বলে কাঙ্গালিনী, সুদন বলে আর কি রাণী, আছে সে কপাল॥

মান ভঞ্জন।

দেখনা চেয়ে পায় মরি হায়, প্যারী তোর রাঙ্গা পায়,
চরণ কমলে নীল কমল, আহা মরি! কি শোভা পায়।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ যার পায়, তার শিরে কি পা শোভা পায়,
প্যারী আর ঠেলিসনে ছুপায়, কৃষ্ণধন কি যে পায় সে পায়।
সুদন বলে ও রাঙ্গা পায়, বলী পাতালে পদ পায়
আর শুনেছি ও রাঙ্গা পায়, জাহ্নবী জনম পায়। ১৫৯৮।

বিভাস—কাওয়ালী।

এ'ন কেন পার্‌বে চিন্তে, হয়েছ হে নিশ্চিন্তে,
চিন্তে থাক্‌লে পার্‌তে চিন্‌তে, চিন্তনা শ্যাম সে সবাচিন্তে।
কর তব অচিন্তে, চিন্তে থাক্‌লে পার্‌তে চিন্‌তে,
আমি পেয়েছি চিন্‌তে, তুমি ত পারনা চিন্‌তে,
বট নবীন নবীন চিন্‌তে, নবীন হলে পারতে চিন্‌তে
নবীনে প্রবীণে চিন্তে, কি কাজ অসার চিন্তা চিন্তে,
এখন তব কাচিন্তে, রাজাবট রাজ্য চিন্তে,
গিয়েছে পা-ধরার চিন্তে, যে চিন্তে শ্যাম আমায় চিন্তে,
এসেছি যে ভেবে চিন্তে, পার কি না পার চিন্‌তে,
যে ছিল তোমার চিন্তে তোমার এখন সে চিন্তে,
সুদন বলে দিয়ে চিন্তে, তুমি ত আছ নিশ্চিন্তে ।১৫৯৯।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

বলে হাসি ওগো রাজমহিষি! (ওমা!) তোরা কেমন মেয়ে?
আমায় প্রণমিলে আসি, আমরা জা'তে গোপের মেয়ে।
আমি রাধার দাসীর দাসী, আমায় প্রণমিলে আসি,
শুনলে মোদের শ্যাম প্রেয়সী, হাস্‌বে কত শ্যামকে ক'য়ে।
সে নহে সামান্য মেয়ে যত মেয়ের ত্রাণকারিণী,
কে আছে তাঁর সমান মেয়ে, সে যে ব্রহ্মময়ী কাল-বারিণী।
কৃষ্ণ নামের অগ্রে রাখে, ব'লে জগতে আরাধে,
কৃষ্ণ যাঁর মানের বিষাদে, মান সেধেছেন যোগী হয়ে।
অপরাধী পেয়ে ব্রজে প্যারী ত্যাগ ক'রেছেন যাঁরে,
তোমরা পেয়ে যত মেয়ে, পতি করেছ তাঁহারে।
দাসখত লিখে দিয়ে, হেথা এসেছ পালাইয়ে,
সুদন বলে তাঁরে পেলে যায় মোরা বেঁধে লয়ে। ১৬০০।

মনোহরসাই—রূপক।

ওগো ও সখি, দেখ জলে হেন মণি জলে।
হায় গো সে কাল শশী, কাল জলে আসি,
ধরে কলসী হাসি হাসি কি বলে ।১৬০১।

মধুকানের সুর।

শুনমুনি নীলমণি যেদিন, আমার মনে হইল সে দিন,
ফিরে কি আর হবে এমন দিন ?
যে থাকে না তিলেক ছেড়ে, জানলে কি রে দিতাম ছেড়ে,
গোকুল ছেড়ে সঙ্গে যেতেম সে দিন।
ওমা যাই যাই বলে কারে বা সুধায় গো,
কারে বা বলে জননী কেবা দেয় ক্ষীরননী,
আর কি রে ক্ষীরননী, দুঃখিনীরে সুনে হয় কি একদিন। ১৬০

গরজ—ঠেকা।

কে আনি আমার রতনমণি বল শুনি।
এ মাতা পাসরি ছিলি, পেয়ে মাতা দৈবকিনী।
ধর্ম্মমাতা পিতা পেয়ে, ছিলি ছিলি মথুরাতে,
পরের মাকে মা বলিলি মরি সেই দুঃখেতে;
মনে ভাবলে ননী দিবে, পিতা বল্লে বসুদেবে,
সে নবনী কোথায় পাবে, ঐ দেখরে রেখেছি ননী।
গোচারণ ভয়ে কি কর এ সব আচরণ,নন্দের বাধা এত ভারি হলরে
কুপুত্র হইলে তুমি, কুমাতা না হব আমি,
সুদন কয় কি বল রাণি! কোথায় তোমার নীলমণি। ১৬০৩।

জয়জয়ন্তী—ঢিমা কাওয়ালী।

দেখলাম কত নারী বসে তীরে, লয়ে সেই কমলিনীরে,
নীরে নিবারিছে আঁখি নীরে;
কেহ বলে আয় গো ধনি, কেহ বলে যায় গো ধনি,
কেহ বলে দাও হরির ধ্বনি, ধনীর ধ্বনি আর কি শুনব ফিরে।
কেহ বলে মা! অন্তঃ জলে কর অন্তর্জল, যার কৃষ্ণলাগি অন্তর্জ
কাজ কিরে তার অন্তঃজলে, এ ন কৃষ্ণবল অন্তিমকালে,
কি করিবে কালে কিশোরীরে। কেহ ধরে প্যারীর চরণ বলে ম
ধর-আয়;—যে পা ধরে বংশীধরে সে পা আজ ধরায়;—
যার চরণে শ্যাম নাম লেখা, তার কাছে কেন নাম ডাকা,
সুদন বলে ও বিমর্ষা, মরবে না হ'ই দেখা পাবে ফিরে। ১৬০৪

সিন্ধুমিশ্র—দাদরা।

বাঁধা পড়ি করে করে ছল করে।
বাঁধা পড়ি ডুরি আপনি পরে॥
বারে বারে ঠেকি দায় ধরি পায়,
আমায় কেঁদে কাঁদায়, আমায় যোগী সাজায়,
প্রেমভরে মানিনী মান করে,
মানে মজে মজায় হে, যেতে পারি হে রাখে ধরে জোরে॥১৬০৫॥

মঙ্গল বিতাস—ঢিমা কাওয়ালি।

লাজে মরি হেসে মরি, দুঃখে মরি হে কৃষ্ণধন।
যে তোমায় দান কল্যে চন্দন, সেই হয়েছে প্রেম মহাজন।
কভু দুঃখ সাগরে ভাসি, কভু তোমায় দেখতে আসি,
রাজরাণী হইল দাসী, শুনে হাসি তারি কারণ।
রাজা নয় এ সাজা তোমার বুঝিতে ভুলেছ, গঙ্গাতেজে কূপে ডুবে
ভাগ্য মেনেছ; মথুরায় পেয়ে রাজ-টাকে, রাণীর বিষয় দিলে টীকে,
এত দিন যে আছ টাকে, কেবল সেই বিধাতার ঘটন॥
রাজা নয় এ সাজা তোমার তাত বুঝেছ,
কি বুঝে কুবুজার বোঝা মাথায় করেছ—
সূদন কয় বুঝেছ বোঝা, তুমি হরি চতুর্ভুজা,
ত্যজে রাধা মাথার বোঝা পাক বেঙ্কে হয়েছ রাজন। ১৬০৬॥

ঝিঝিট—মধ্যমান।

অঙ্গ ক'র না দাহ, (সহচরি গো) জ্বালাইও না, ভাসাইও না,
জ্বালাইলে এ জীবন, যদি এসেন রাধার জীবন
জীবনশূন্য দেহ হইবে, শব বাহি গো শব রাখিস তমালে,
এলে কেশব বলিস ঐ শব, বাহা তমালেরি ডালে,
যদি কেশব চাহে এ শব, তোরা তাহা দিবি কি সব,
বলিস্ বাহা আছে সে শব যে শব কেশব তুমি চাহ।
মৃতাঙ্গ ত্রিভঙ্গ যদি পুনরায় দেখে, তব সঙ্গ পাব যদি এ অঙ্গ থাকে,
যেরূপে মৃতাঙ্গ হরে লয়ে ছিল কান্ধে করে,
সূদন বলে সেই প্রকারে লবে এই মৃতদেহ॥ ১৬০৭॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

এখন বাঁশী ভালবাসিনে, তাইতে আসিনে,
নইলে থাকত যাওয়া আসা অ র সে আশা রাখিনে।
যখন ছিল ব্রজে বাঁশী, তখন ভাল বাসতাম্ বাঁশী,
এখন নাই সে ভালবাসাবাসি, এ কোন বাঁশী তা চিনিনে।
বাঁশী ভালবেসে মোদের আছে কি বাকি,
আবার দিতে চাও যে বাঁশী বিবেচনা কি,—
শুনলে তোমার বাঁশের বাঁশী, থাকতেম নাহে বাসে বসি,
গেছে মাসামাসি এখন দ্বেষাদ্বেষী রাখিনে
যে বাঁশীতে কুল নাশি এসেছ ফেলে, আর কেন সে বাঁশীর কথা
গিয়েছি ভুলে—শুনলে হতেম বনবাসী না শুনলে ত উপবাসী
সুদন বলে দেখতে অ সি, বাঁশী দিতে আসিনে॥১০৮॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

সব রাখাল লয়ে আজ দেখলাম ভূমেতে শয়ন।
পড়ে আছে গাভীর গায় গায়, কেহ কেঁদে কালার গুণ গায়,
কেহ বলে আর সয় না গায়, ত্যজিগে জীবন॥
কোন শিশু করে রোদন ধরে গোবর্দ্ধন,
কেউ বলে কি করিস্ও তোর নয়ত কৃষ্ণধন,
কেহ ফিরে ধেনু ধরে, বলে ঐরূপ কানু ধরে,
নয়নে না বারিধরে, অমনি ধরায় হয় পতন।
কোন শিশু ধেয়ে নবীন তরুর ডাল ধরে,
ডাল ভেঙ্গে যায় পত্র শুখায় আর এক ডাল ধরে;—
সুদন কয় যার বিধি লাগে যে ডাল ধরে সেই ডাল ভাঙ্গে
কপালগুণে পাষাণ ভাঙ্গে, এমনি তার ঘটন॥১৬০১॥

সরফরদারদা—ঢিমা কাওয়ালী।

চিন্তে যদি চিন্তামণি, তবে কি আর চিন্তামণি,
চিন্তা করে কেন মরবে ধনি।
চেন কি না চেন হরি, আমরা চেন চেন করি,
দেখেছিলাম ব্রজপুরী ধেনু চরাতেন আপনি॥১০১০॥

বিভাস—কাওয়ালী।

দেখে এলেম তব রাধারে, হরি যমুনার ধারে।
ী চন্দ্রাধরে, কোন সখি ধরে, জীবন রবে ব'লে জীবন দিচ্চে যারে।
দিয়ে কেহ দেখে প্রাণাধারে, তারে হয় না জ্ঞান প্রাণ আছে আধারে
প্রেমধার এতই কি রাইধারে, বধিলে তাহারে বিচ্ছেদ অসিধারে।
হ লেখে তব নাম শ্রীমতীর কায়, তুলসী মঞ্জরী আর গঙ্গা মৃত্তিকায়,
পঞ্চবটী ক'রে যমুনা পুলিনে, রেখেছে প্যারীকে তার মধ্যস্থানে,
কেহ তব নাম বলিছে শ্রবণে, যমুনা প্রবলা গোপীর নয়ন ধারে।
জ্বল কেবল রাধার আছে বাকী, অন্তর্জ্জল এতক্ষণ তাহা আছে কি
াধা যদি মরে ওহে রাধানাথ, কে আর বলিবে তোমায় র ধানাথ,
ভাবি তাই শ্রীদ্বারকানাথ, রাধানাথ হ'লে বাঁচাতে রাধারে॥১৬১১॥

পরজ—ঠেকা।

গোকুলে সে দীপ, কোন দীপ ছিলনা এ দীপ,
অন্ধকার করেছে গোকুল নিবাইয়া দীপ।
তাদের ত জ্ঞান নাই দীপাদীপ, হারাইয়া ব্রজের প্রদীপ।
আমিত হলেম অপ্রদীপ, তারা দিনে চায় প্রদীপ।
অন্ধকার করেছে গোকুল, নাইকো দিবাকর,
কেবল শ্রীরাধাকে মদন বলছে দিবাকর, তুমি হলে স্থানান্তর,
তারা হলো প্রাণান্তর, কেন হলে দ্বীপান্তর করে নিষ্প্রদীপ।
শিতে গাইতে যার নাম জয় রাধে রাধে, এখন ত্যজিলে সে রাধে,
কি অপরাধে, সুদন বলে ওহে ঋষি! এখন আর বাজবে না বাঁশি।
করঙ্গ -ধারী সন্ন্যাসী হবে নবদ্বীপ। ১৬১২॥

ভৈরবী—ঢিমে কাওয়ালী।

দেখনা ও কে নারী ঐ যে যমুনা কেনারি
দেখি নাইক এমন নারী, চেয়ে দেখ নারি, ও নারী চিন্তে নারি।
নাগর এসেছে তারি তরে এ নারী, এ নারী কেমন নারী, বুঝিতে নারি,
কুল ছেড়ে অকুলে ভাসে একা নারী। ও নারী কেমন নারী,
মনে অনুমান করি ব্রজনারী এ নারী হেরে পালাবে কুব্জা নারী।
সুদন কয় চেন না নারী, গোকুলে যে নারী, সে নারীর দাসী এ নারী॥

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

তীর্থক্ষেত্র মিথ্যা জ্ঞান করি শুনরে দ্বারি।
শুনেছ বৃন্দাবনতীর্থ, এসেছেন সে তীর্থেশ্বরী।
তোমরা যেতে বল তীর্থে, তীর্থবাসী যায় কি তীর্থে,
ত্রিজগত বাঞ্ছে যে তীর্থে, সেই তীর্থ এনেছি দ্বারি।
শুনেছ যে রাধাকৃষ্ণ দেখ নাই দ্বারি,
দেখ নিত্যপুরে নেত সেই রাধা প্যারী;
আগে কৃষ্ণ পেয়েছিলে তাইতে এখন রাইকে পেলে,
পেয়ে আর যেওনা ভুলে, যদি যুগল দেখবে দ্বারি।
দ্বারী হওয়া কেমন তাত জাননা দ্বারি,
দ্বারীর সঙ্গে ক'রে দ্বন্দ্ব দোষে তো দ্বারী,
উভয়ের অভিসম্পাতে উভয় এসেছে হেথাতে,
সুদন বলে ছাড়রে পথে, আর হ'তে হবেনা দ্বারী। ১৬১৪।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

শ্রীপতি ত্যজলে শ্রীমতী এ আর কি মতি,
নাই সে রতি মতি যে, সম্প্রতি নৃপতি।
ভাঙ্গিয়ে রাই চাঁদের মালা, কুব্জা হল জপমালা,
কাচ পেয়ে কচ্চো নাকো মতিতে মতি।
আমাদের রাই গজমতি, আর তার মন একমতি, তোমা বিনা মত্তমতি
এমনি দুর্ম্মতি দেখতে এলেম এখন কি ভাব, যায় নাই রাখালের স্বভা
সুদন বলে বাঁকায় বাঁকায় বেঁকেছে মতি ॥১৬১৫॥

মনোহর সাই—রূপক।

ইকি অপরূপ যেন গগনের শশী বসি ভূতলে।
অরুণ বরণ হয়ে নিদারুণ, এত সাধের তরুণ তরণী আজ কে ভাসালে
যেমন জলেতে জন্মে কমল, জলেতে ভাসে কমল
কমলে হেরি অসম্ভব, যা না হয় সম্ভব, তাকি হয় সম্ভব।
এযে দেখি গঙ্গার উদ্ভব, যেমন বিষ্ণুপদ ভবার চরণ কমলে।
যা না হয় ঘটন, তাকি হয় ঘটন, হলো কি দুর্দ্দৈবের ঘটনা
এমন অঘটন ঘটনা কে ঘটালে। ১৬১৬।

ভৈরবী—তিমা কাওয়ালী।

আয়রে গোপাল আয় কোলে।
যা ছিল হ'ল কপালে, মায়ে রে তোর দায়ের দায়ী,
কাঙ্গালিনী বলে এসে দেখ নয়ন তুলে।
আর আমি বান্ধিব না রে তোর কর যুগলে,
সামান্য বন্ধনে বেঁধে ম'রি জ্বলে,
প্রেম ডোরেতে বাঁধতাম যদি ওরে কাঁচা ছেলে,
তবে কি আর আসতে কেলে।
আর না'লে প্রাণ ত্যজিব কুঞ্জরে বলে,
মাতৃহত্যার পাতক হবে আমি রে মলে,
দিন কয় সেই ভয়ে ভীত বড় তোমার ছেলে, ধর্ম্মশীলে চিরকেলে।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

প্রিয় সখিরে সেই তরী ঐ যে পারে।
এপার থাকিতে যে তরণী পার হতেম যত তরুণী,
এখন দেখ তরুণী সেই তরণী, এখন থাকে পারপারে।
তুরিতে ত্বরিতে মোরা যেতেম বিকিতে,
আসিতে আসিতে পেতেম তরী তীরেতে,
এখন বিনে গো সই কর্ণধারে, ভাসিতেছে তরী ধারে ধারে
আর ত চেনে না রাধারে, যেন কত ধারি ধারে।
হরি কাণ্ডারী যখন ছিল তরীতে আমাদের তরাত তটে ত্বরা তরীতে,
এখন আমরা বলি তরি, তরার নাই তার ত্বরাতরি,
দিন কয় পেলে ঐ তরী হরি আস্তে যাব পারে।১৬১৮।

আলেয়া—আড়া।

ওগো সজনি উপায় কি করি বল, গাঁথিয়ে মালতীর মালা,
হলো জপমালা, সে মালা ভুজঙ্গ হয়ে আমার হৃদয় দংশিল।
পিক স্বর, মধুকর স্বর, হাতে লয়ে সুমধুর স্বর, সে সব হইল নিঃস্বর
শবাকার হল। বিনে সেই ব্রজের কিশোর, মদন হানে পঞ্চশর,
প্রাণে বুঝি হলেম অবসর, আমার সুসার নাহি হল। ১৬১৯।

বিভাস—কাওয়ালী।

দেখে এলেম বৃন্দাবনে, সই যমুনা পুলিনে,
পঙ্কে পড়ে পদ্মমুখী আছে পঙ্কজবনে।
লয়ে বারি পদ্ম পত্রে, কেউ দিচ্ছে শ্রীমতীর গাত্রে,
তথাপি না মেলে নেত্রে, কেবল বহে জীবনে।
কেউ বলে রাই মরে মরে, উহু মরি মা রে মা রে,
বাঁচাইতে নারিলাম মা রে কি বল্‌বে হরি আমারে।
কেউ বলে আর কেন জ্বলি, এস করি অন্তর্জ্বালি,
শেষে হ'য়ে গলাগলি, মরি গিয়ে জীবনে।
বিসখা বলে বিসখা কেবা নাকি হয়ে থাকে,
এমনত দেখি নাই কেহ প্রেমের লাগি প্রাণ ত্যাগে।
কোথাবা তোর প্রাণসখা, কার জন্যে বা মরিস্ এক,
সুদন বলে ও বিসখা, যে বিসখা সেই জানে ॥ ১৬২০ ॥

বিভাস—ঠেস কাওয়ালী।

শ্যাম শুক নামে প্রিয়পাখী, এদেশে এসেছে উড়ে,
সাধের গোকুল আধার করে, রাধারে দিয়ে ফাঁকি।
এসেছি তার অন্বেষণে, দেখা হলে বাঁচি প্রাণে,
জানেনা সে রাই নাম বিনে, রাই নামেতে সদাসুখী।
পাখা যদি দিত বিধি, পাখী হয়ে উড়ে যেতেম,
যে বনে প্রাণ পাখী আছে, সে বনে তায় খুজে নিতেম,
পেয়ে থাকিস দেখা দেখা, পাখীর মাথায় পাখীর পাখা,
আছে রাধার নামটা লেখা, দেখা নাই তাই ঝোরে আঁখি ॥ ১৬২১

কীর্ত্তন।

ইকি মান দণ্ড, নিজ দাসের প্রাণ দণ্ড।
কেনে কর রাই লঘু পাপে গুরু দণ্ড।
যে দিন হব দণ্ডধর, পূজিব দণ্ডধর, ত্যজিব দণ্ডধর,
তখন জানবে রাই বিচ্ছেদ দণ্ডের কি দণ্ড।
খেদে ইচ্ছে হয় দণ্ডী হয়ে ধরি দণ্ড ॥ ১৬২২ ॥

কীর্ত্তন।

যার বরণ কাল, স্বভাব কুটিল অন্তরে কি কালতার।
কাল ভালবেসে ভাল (বল) তোম কালে হয়েছে কার॥
না বুঝিয়ে ভজে কাল, মুখে মজে গেল কাল,
কাল ভালবেসে হল আসন্নকাল গোপীকার।
এক কালের কথা বলি, ছিল বামন মহা ছলী,
তারে ভালবেসে বলি, উপকারে অপকার।
ভুঞ্জিয়া বলির বল্লী, ত্রিপাদ ভূমি ছলে ছলি,
হরিয়ে বলির বন্ধী পাতালে দিলে আগার।
রামচন্দ্র ছিল কাল, সূর্পণখা বেসে ভাল, সঙ্গি আশে পাশে গেল,
তারে কল্লে কদাকার।
ছিল সীতা মহাসতী, নির্দ্দোষে কল্লে অসতী,
পঞ্চমাসের গর্ভবতী বনে কল্লে পরিহার। ১৬২৩।

বিভাস—কাওয়ালী।

আর কি গুরু ভয় আছে, রাজা ভাল শিখায়েছে,
গুরুর প্রতি গুরুদণ্ড করে হেথায় এসেছে।
ত্যাজ্যকরে এসে গুরু, এখন পদ পেয়েছে গুরু,
মানে কি আর লঘুগুরু, রাজা হয়ে ভুলে গেছে।
তা নি ত্যজিছি কুলে যখন শ্যাম ছিল গোকুলে;
এখন দেখি গোকুল গোকুল কেবল ভাসিছে অকূলে।
দেখে তোদের রাজা সুশীল, আগে দিয়েছি কুলশীল,
দিয়া শীল হয়েছি শীল, শীলতাসব ঘুচায়েছে।
তোদের যে ধর্ম্ম অবতার, কেবল ধর্ম্মনাশার গুরু,
সুদন কহিছে শ্রীগুরু, কেবা শিষ্য কেবা গুরু,
দোঁহাকেই বল্‌ব গুরু, সেই গুরু ভয় হয়েছে।১৬২৪।

মুলতান—আড়াঠেকা।

দেখে এলাম সই যমুনারি কূলে, চূড়াবাঁধা ধড়াপরা কদম্বের মূলে।
শুনিয়ে শ্যামের বাঁশী, মন হলো যে উদাসী।
ছল করে গোবিন্দ, রাধা রাধা বলে।১৬২৫।

বিভাস—তিওট।

বিনা সূতে বিনোদিনী, বৃথা গাঁথ ফুলমালা।
মালা যে দিবে গো জ্বালা, না এলে চিকণ-কালা॥
যার লাগি গাঁথ হার, সে যাবে যমুনা পার,
গোকুল করে আঁধার শুন ওগো রাজবালা॥
মালা হ'য়ে ভুজঙ্গিনী, দংশিবে তোমারে ধনি,
তাই নিবারি কমলিনী আর গেঁথনা ফুলমালা॥ ১৬৩২॥

বিভাস—তিওট।

কৈগো বৃন্দে সই, বৃন্দাবন চন্দ্র কৈ, গগনের চন্দ্র অস্ত হলো ঐ।
সাধে সাজালেম বাসর শয্যা, ছিছি এ কি লজ্জা, লজ্জা পেলেম সই,
যারে দেখবনা দেখে তায় আকুল হই।
কার জন্যে অরণ্যে আর রই।
একবার উঠি একবার বসি, পড়ে তাপের উপরে তাপ,
এলো প্রাণনাথ, বলে কুঞ্জের দ্বারে আসি,
এসে দেখি সই প্রাণের কৃষ্ণ কৈ তখন এমনি হই, আমি যেন আমি নই।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

সখি অভাগিনী যায়,—
কাঁদিয়ে কাটায়ে কাল, কাঁদিয়ে পালায়।
দেহে কৃষ্ণনাম লিখে দাও, কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম শুনাও,
করে ধরি দেহ মোর, ভাসিয়ে দিও যমুনায়।
ভেসে যাই যেন ওগো মথুরায়; রাধার দেহ দেখেন যেন শ্যামরায়॥১৬৩

মিশ্র আলেয়া—দাদ্‌রা।

যাও যাও যাও কালাচাঁদ কুঞ্জে এস না।
ঘুমের ঘোরে নিশি ভোরে কোথা থেকে এলে বলনা।
একি হরি কিবা দেখি, ঢুলু ঢুলু দুটি আঁখি,
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে যাও শ্যাম হেথা এসনা।
কুঞ্জ রাজা আজ দিবেন সাজা মনে তাকি তুমি ভাবনা॥ ১৬৩৫।

সুবল সংবাদ।

শারী শুকরে, রৈল অসুখে শ্রীকুণ্ডে শ্রীরাধার শ্যাম।
যদি রাধানাথ রাধা ব'লে ঝাঁপ দেন শ্রীকুণ্ড জলে,
সেই কালেরে, আসি সম্মুখে বলো জয় জয় রাধার নাম॥
বড় সুখের ধাম, বড় সুখের নাম,
নামে ঐকান্তিক হলেই হয়, পূর্ণ মনস্কাম।
সব জগতে কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণ লন রাধার নাম, পরিণাম রে,—
যেমন বেদ বেদান্তে অভেদ শিবরাম॥ ১৬৩৬॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

কিসে সই এ বারি নিবারি বলনা;
ব্রজ গোপীর নয়ন বারি যমুনায় আর ধরেনা।
সেই বারিদ (নিরদ) বরণে, যখন সখি পড়ে মনে,
বারি আসে দুনয়নে ধৈর্য্য হতে পারি না;
সুচিত্রে দেখেছি আমি, কাল হল চিত্রগামী,
হয়েছি তার প্রেমের প্রেমী, প্রাণ সজনি,—
মনময় আমারি বন বধুর বশে সে অবশ,
কৃষ্ণ প্রেমের এই রস, রামচন্দ্রের ভাবনা॥ ১৬৩৭॥

সিন্ধুমল্লার—তিওট।

কাল দেখে এলি কাল যায়, কালের কাল যায় সে কাল পূজায়।
কাল দরশনে জীবের কাল দরশন যায়, আমি ভাল জেনে তোরে
ভাল বাসিলো অন্তরে, ভাল শুনিবার তরে এত ভাল নয়।
ভাল জানা গেল, তোর ভালত ভাল ভাল,
ভাল হলে হতো তাহে ভালোদয়॥
কালরূপ জেনো ভালরূপ, শশিভাল যাকে ভাল বাসে,
তোর ভাল লাগেনা তায়।
ও জটিলে একি বটে, থেকে জলবিতটে,
জলাভাবে যাবে জীবন পিপাসায়॥ ১৬৩৮॥

খাম্বাজ—একতালা।

কেমনে বা সরি, বলনা কিশোরি, পড়েছি রূপেরি ফাঁদে,
হানি খরতর নয়নেরি শর, তাহে শরীর করে জর জর,
অথচ বলিছ সর সর সর, কি জানি কি অপরাধে।
এ পথে আসিয়ে তোমারে হেরিনু, পড়েছি এ প্রমাদে,
কি করি এখন করিতে গমন, চরণে চরণ বাধে।
করিনি বটে রমণী সঙ্গ, তুমি সে স্বভাব করিলে ভঙ্গ,
এবে মানা কর ছুঁইতে অঙ্গ, এরীতি কি রীতি রাধে। ১৬৩৯।

আলেয়া—মধ্যমান।

শ্রীরাধিকা নামে নারী, কে আছে বৃন্দাবনে, সেই সাধ্বী আদ্যাশক্তি
মুক্তি তাঁর দরশনে। সেই নারী রমণীর শিরোমণি, রুদ্রের রুদ্রাণী,
রক্তবীজ রণস্থলে আরক্ত রূপিণী। তিনি রামায়ণের রক্ষা হেতু
রঘুনাথের রাণী, রামলীলা রসে এখন রাধিকা রঙ্গিণী,
রমানাথ-রামা তিনি, রুক্মিণী রসবতী রাসেশ্বরী রজনী রাহি
তিনি রমাবতী। যাঁরে ঋষিতে রসনা জপে রাধা রাধারটে,
রাজার নন্দিনী রাই রঙ্গিণী জাপটে, রাহিধনী বলে সবে ধনী করে ধ
ধূমাবতী ধন্যবতী তিনি সুরধুনী, যে ধ্বনি শুনিলে পরে কোকিল তাজে ধ
সে ধ্বনির তুলনা ধনি কে এমন ধনী, ধরণী ধরের ধনী ধ্যানধারিণী
ধন্য ধন্য নাম ধরে সতী প্রেমধনী, রাহার অধরে হেরি শশধরে,
এ ধারায় এমন ধারা অন্যে কেবা জানে॥ ১৬৪০।

মনোহর সাই।

আসবেনা শ্যাম ছিল মনে, তবে তুই বলিলি কেনে,
নিয়ে আমায় কুঞ্জবনে, এত বঞ্চনা কেনে।
কঠিন লম্পট সে যে, অবলা বধে পরাণে।
হায় আমি কি করিলাম, কেনবা নিকুঞ্জে এলাম,
নিশি গেল পোহাইয়ে সই, গৃহে যাইব কেমনে। ১৬৪১।

মনোহর সাং।

ধিক্‌রে ধিক চূড় ধিক্‌রে তোরে। নারীর চরণ তোমার উপরে।
তুমি গোকুলের কালাচাঁদ, কপালের তিলক চাঁদ,
রি কুণ্ডল চাঁদ, রাধার নখ চাঁদ, হেরি সে চাঁদ তোমার উপরে।
বড়র বড় গুণ, করহে শ্রবণ, নারীর বাড়ায় মান দ্বিগুণ,
ছিছি তুমি কোন্ গুণে থাক শ্রীকৃষ্ণের শিরে ॥ ১৬৪২ ॥

মনোহর সাই।

আয়গো নবীন বিদেশিনী, ডাকছে মোদের কমলিনী।
শুনে তোর বীণার ধ্বনি, মণিহারা যেন ফণি ॥
ছিল ব্রজে কালাকানু, সে যখন বাজাইতো বেণু,
শুনে তনু জর জর রাই, শুনে তার বীণার ধ্বনি ॥ ১৬৪৩ ॥

কীর্ত্তন।

জেনে আয় ধনি, হয় ও কি ধ্বনি, ও ধ্বনি বিপরীত ধ্বনি,
যেন বজ্রাঘাত তুল্য ধনীর ঐ ধ্বনি। আমায় ধর ধনি,
শুনে প্রাণ যায় ধ্বনি। সখি! ইন্দ্র কি উপেন্দ্র করে ধ্বনি।
দি ইন্দ্রের বজ্রের ধ্বনি, তা হলে সজনি। সহিত থাকিত নীরদ,
দি বিহীনে হয় রব, শুনে ঐ ধ্বনি জরকম্প হলো ধনি ॥ ১৬৪৪ ॥

খাম্বাজ—একতালা।

কি কর কি কর শ্যাম নটবর যাই সব নিজ কাজে।
রা গোকুলের গোপললনা, তুমি মনে কি তা জেনেও জান না,
ছলনা ছাড় না, ছুঁওনা ছুঁওনা, মরি মরি হরি লাজে।
চপল নয়ন শরবরিষণ, করোনি হৃদে বাজে,
মিনতি করি, করে ধরি হরি, ক্ষমাকর পদ মাঝে।
ওহে চতুর কালা ত্রিভঙ্গ, করোনি কখন রমণী সঙ্গ।
।র সর লাগে অঙ্গে অঙ্গ, হেন কি তোমারে সাজে ॥ ১৬৪৫ ॥

কীর্ত্তন।

ও বিনোদিনি! নয় বজ্রের ধ্বনি, তোমার প্রাণ কেশব, করে বংশীর
ও নয় বাসব-অস্ত্রের রব, হলে সে রব, গোপীসব বল্‌ত জৈমিনি
জ্ঞান হয় শ্রীনিবাস, অঙ্গে নাই পীতবাস, বিদ্যুত-বাস মেঘের সহিত
বাসব নয়, বাঁশি করেতে, চূড়া শিরেতে, রাই নাম তায় লেখা ধনি ॥

মনোহর সাই।

কা'ল বলে কা'ল গেছে নাথ, সেই কা'লর আর কয় দিন আছে।
বিনা বরিষণে বারি চাতকী কেমনে বাঁচে।
ছিলেম কালের অনুগত, তাহাতে হয়েছি হত,
বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সই কত, সেই কা'লে কি কাল পেয়েছে ॥ ১৬৪৭ ॥

মনোহর সাই।

দেখ্ আসিয়ে চন্দ্রাবলী, কুঞ্জ দ্বারে বনমালী।
অঙ্গে রাধা নামাবলী, ডাক্‌ছে রাধা রাধা বলি ॥
যদি দেখ্‌বি গুণনিধি, আয় সকলে,
কিঞ্চিৎ বিলম্ব হলে, ছলে ছলে যাবে চলে ॥ ১৬৪৮ ॥

আলেয়া—আড়া।

বল্রে সখি! জলধর নয়, শ্যাম জলধর বাজায় বাঁশি,
যাগো দূতি! আনগো বাঁশি, অনল দিয়ে পোড়াই বাঁশি;
জ্বলেছে সেই বিচ্ছেদানল, জ্বাল্‌তে আর হবেনা অনল,
সে অনল হয়েছে প্রবল, আনগো সই বাঁশি!
সে অনলে দিব বাঁশি, হবে বাঁশি ভস্মরাশি,
গেলে কুল মজানে বাঁশি তুষ্ট হবেন ব্রজবাসী।
চন্দ্রার কুঞ্জে জাগি নিশি, প্রভাতে বাজায় বাঁশি,
আমি কেবল দোষের দোষী, দুঃখেতে ভাসি।
দুঃখের ভাগী আমি হব, সুখের ভাগী চন্দ্রা সব,
বলে দ্বিজ সদাশিব, কুসুম শয্যা হলো বাসী ॥ ১৬৪৯ ॥

দেওগিরি—ঢিমা কাওয়ালি।

আহুত হয়েছি মোরা রবাহুত কও কারে,
আবাহন করেছে রাজা তাই এসেছি তোদের দ্বারে।
যদি যেতে দেওরে বাঁধা, ধর এই দেখাওনে বাধা,
হেরলে আর মানবে না বাঁধা, আস্‌বে বাধা মাথার করে।
আমরা ত নই অত্র মানী, তোদের রাজার পত্রে জানি,
জান্‌তে পারি, শুন্‌তে পারি, আগে হোক রে জানাজানি,
তোদের রাজা যে যদুমণি, তায় রাধার নকর গোকুলে কয়,
কর্ত্তে চাও কাঙ্গালি বিদায়, দ্বারি গোকুল তোরা চিনিস্ নারে।
তোদের রাজার নীলমণি নাম, ছিল মোদের বৃন্দাবনে,
লয়ে আমরা সকলে ধেনু চরাইত বনে বনে,
সুদন বলে শুন দ্বারি, কেন কর তেরিমেরি,
তোদের রাজার লালন মেরি, একবার এনে দেখাও দ্বারে ॥১৬৫০॥

কীর্ত্তন।

কাল যামিনী গুণমণি, কোন্ রমণীর কুঞ্জে ছিলে।
নয়নে অঞ্জনের রেখা, বল দেখি কে শিখাইলে।
বাসর শয্যা করি প্যারি, বিফলে গেল শর্ব্বরী,
সে স্বাদ বিষাদ করি, নারীর কুল মজাইলে।
কিবা ধর্ম্ম পরিহরি, ধর্ম্মে মন দিয়াছ হরি,
কি বলিব গুণমণি নিশি শেষে দেখা দিলে। ১৬৫১।

মনোহর সাই।

বিনে গুণ পরিখিয়ে রাই, দিলে মন পর্‌কে রাই।
যার বাঁকা নয়ন জোড়া ভুরু, সে যে কুল মজাবার নটের গুরু,
যখন জল ফেলে জল ভর্‌তে গেলি রাই, তখন নিষেধ করেছিলেম রাই।
কালার পানে চাইস্‌না গো রাই, হেসে কথা কইস না গো রাই,
তা তো তুমি শুন্‌লেনা রাই।
ভাল কি মন্দ দুদিন পরখ করে দেখ্‌লেনা রাই। ১৬৫২।

পরজ বাহার—ঠেকা।

এস রাজমহিষী, শুন কথা হেতা.
এমন ত শুনি নাই কথা, সুধামাখা মধুর কথা, শুনে যে সরে না কথা
সার কথা শুনে মন হরে,তার রূপ কে কহিতে পারে,
নইলে মনোহরের মন হরে, সে কি,গো সামান্য কথা।
শুনেছি যে কথা সে কবার কথা নয়,
হৃদয়ে পশেছে কথা বলো পাছে যায়,
যে ধনীর এমন ধ্বনি, না জানি কেমন তিনি,
জ্ঞান হয় নিস্তারিণী জগতে বলে যার কথা॥
তুমি বল গোপের মেয়ে কত রূপ ধরে,—
কে কেমন রূপসী এস দেখাই তোমারে,
সুদন বলে কও কি কথা. শুন নাই শ্রীরাধার কথা,
কৃষ্ণ সদা থাকেন তথা, হেথা কেবল কথার কথা। ১৬৫৩।

কীর্ত্তন।

বল দেখিরে শুক শারি তোরা তো কুঞ্জে ছিলি।
কোন পথে গেল রে আমার মনচোরা বনমালী।
কি দোষে ত্যজিল কান্ত, সে তদন্ত না জানি, অন্তর হইয়ে দিল
অন্তরে কালী, (ওরে) শুক আমার আজ একি হইল সুখ সম্পদ ঘুচিল
সুখে নিশি পোহাইল দুঃখ কারে বলি, সুখে ছিলাম,
সুখে নিয়ে কৃষ্ণ শুক পাখী,হৃদি পিঞ্জর ভাঙ্গিয়ে সে রাধায় দিলে ফাকী,
কে আর সুধাবে ব্রজে রাধা রাধা বলি। ১৬৫৪॥

ঠেস—কাওয়ালী।

চিত্র লিখিলেম নয়ন কজ্জলে দেই নাই চরণ চলিবে বলে।
যদি কেও বলে, চিত্র কি চলে, সময়ে চলে, অচলাচলে,
নলের দগ্ধ মীন যেমন জলে চলে।
আমি শুনেছি ইতিহাসে, বলে পর শত্রু হাসে,যখন যায় বিধাতার রোষে
সময়ের দোষে, কি দৈব দোষে, বলেম আভাসে, লোকেতে ভাষে,
যেমন মৃত্তিকার মূরুর ছার খায় কৌশলে। ১৬৫৫।

পরজ বাহার—ঢিমা কাওয়ালী।

গঙ্গাতে কি পায়, বলিতে আমাদের লজ্জা পায়,
গঙ্গা জন্মেছিল যাহার পায়, সে ধরে এই পায়।
যেমন গঙ্গা ভবের তরি, তাঁর তরি এই চরণ তরি,
বিপদে ডোবে যার তরি, সে ধরে তীর পায়॥
কৃষ্ণ পূজা কর্ত্তে বল আমা সবারে
সেই কৃষ্ণের পরম পূজনীয় দাঁড়ায়ে দ্বারে,
হারি তোদের রাজা গিনি, তিনি খাতক ইনি ধনী,
একবার শুন্তে পেলে ধনি, এসে পড়বে পায়॥
কি করিব আর দান, প্রাণ দান করেছি,
সেই দান ফিরায়ে নিতে হেতা এসেছি,
দান ধ্যান পুরশ্চরণ, আমাদের এই রাধার চরণ,
তাই ভেবে দাঁড়ায়ে, সুদন যদি চরণ পায়॥ ১৬৫৬॥

বেহাগ—একতালা।

ধরম করম সকলি গেলো, শ্যাম পূজা মোর হ'লো না।
মন নিবারিতে নারি কোন মতে ছি ছি কি জ্বালা বল না॥
কুসুম অঞ্জলি দিতে শ্রীচরণে, ত্রিভঙ্গিম ঠামে পড়ে সখি মনে,
পীতবসনে হেরি নয়নে, ভাবিতে দিয়সনা।
ভাবী নরমালী কালী, অসি করে; হেরি বনমালী বাঁশরী অধরে,
ত্রিনয়না ধ্যানে বঙ্কিম নয়নে, হেরি হই সই বিমনা॥১৬৫৭॥

মনোহরসাই—রূপক।

হরি কোন অংশে বল কোন বংশে কারে করেছ সুখী।
নামে বটে দয়াময়, কথায় বটে কাজের নয়,
নামে শমন ভয় দমন হয় হে তাই ডাকি।
মিথ্যা নয় সত্য বলি, বলিছে বনমালী বলীর যজ্ঞেতে রূপ প্রকাশ
কল্লে বালীমাশ, শঙ্খাসুর বিনাশ, পুরাণেতে আছে প্রকাশ,
শুনে রজক ভাব, বনবাস দেও জানকী॥ ১৬৫৮॥

বিভাস—তিওট।

তোদের সে কানাই হেথায় নাই;
আমাদের সে মহারাজা তোদের সে কানাই।
আমাদের সে ভূপাল, তোদের সে গো-রাখাল,
কি বলিস্ রে রাখাল বিবেচনা নাই।
এ বিশ্ব সব বিশ্ব যার হল রে,
তোদের লঙ্গের লাঙ্গল বলিস্ রে তারে,
যারে যারে রাখাল, যেখানে তোর গোপাল,
পাবিরে প্রতিফল রাজার আজ্ঞা নাই।
আমাদের রাজার উপরে কে আছে রাজা,
পালারে সব শিশু পাবিরে সাজা,
যারে যা গোরক্ষক, চিনিস্ না গো রক্ষক,
সুদনের যে রক্ষক তা বিনে কেউ নাই। ১৬৫৯॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমানের ঠেকা।

কি কাজ ভূষণে, দরশনে।
কি ভূষণ এখানে আছে সকল ভূষণ লয়ে গেছে,
নয়ন ভূষণ শ্যাম দরশন, শ্রবণ ভূষণ বাঁশীর গানে।
হৃদি পদ্মে শ্রীপাদ পদ্ম ছিল যে ভূষণ,
পদ্মে পদ্ম করেছিলেম করিয়ে যতন,
(এখন) পদ্ম ছেড়ে পদ্ম গিছে, আর কি ভূষণ তাতে সাজে,
এ পদ্ম মুদিত হয়ে আছে, পাদপদ্ম ভূষণ বিহনে।
দেহের ভূষণ ছিল গো সই কালাচাঁদের দেহ,
যে ভূষণ বিচ্ছেদে এখন সদা হচ্ছি দাহ।
আর কি পুন পাব তাহে, মিলন করব দেহে দেহে,
দেহের ভূষণ সাজবে দেহে, শীতল হবে তাপিত প্রাণে।
তোমরা সহচরী সবে কর এই কাম, আমার অঙ্গে প্রতি অঙ্গে লেখা কৃষ্ণ
ভূষণ লাগি প্রাণ আছে সেই নাম লেখ হৃদয় মাঝে,
সুদন বলে লেখা আছে চেয়ে দেখ চরণ পানে॥ ১৬৬০।

সাহানা—আড়াঠেকা।

যাবি যা মথুরায় আনিতে বধুকে,
কথা কয়ো ভাব বুঝে যাতে মান থাকে।
অভাগিনীর কপাল মন্দ, মনেতে হয় কতই সন্ধ,
যদি না আসেন গোবিন্দ, পাবিনে আমাকে।
আমি ভালবাসি মান, রেখগো আমার মান,
বৃন্দে সখি শুন শুন বিরলেতে কহি,—
ব্রহ্মার দুর্জ্জয়ধন, আমার সেই কৃষ্ণধন,
মানেতে ধনের চরণ, কি কব তোমাকে ॥১৬৬১॥

পরজ বাহার—ঢিমা কাওয়ালি।

এসে দ্বারিকায়, যে লজ্জা বলিব দ্বারিকায়,
যজ্ঞ কি আমাদের যোগ্য ও যজ্ঞ এই পায়।
জাগ যজ্ঞ যাহার জন্যে, এই দেখ সেই যজ্ঞ কন্যে,
তোদের রাজার কত পুণ্যে এসেছেন হেথায় ॥
আমরা কি এসেছি যজ্ঞে কর অনুমান,
রাধার দাস এসেছি নিতে পাইয়ে সন্ধান,
রাজনন্দিনী দিলে আজ্ঞে, যা থাকে তোর রাজার ভাগ্যে,
বন্ধন করিব এই প্রতিজ্ঞে দেখাব সভায়।
নাতক থাতক বলে আমরা আসি নাই হেথা,
শুনে এলেম ঋষি মুখে, বৈভবের কথা,
সুদন বলে দিলাম শমন, হাজির কর রাধারমণ,
রোকা করে দিব এখন, ধরাই যে পায় ॥ ১৬৬২ ॥

মনোহর সাই।

ও ললিতে সে কৈ গো, আমার পায় ধরা শ্যাম কোথায় রইল
কেন বা মান করেছিলাম, মানে মাধব হারাইলাম,
তোরা খুজগে কুঞ্জের দ্বারে দ্বারে।
আমার রসের নাগর কোথায় যায়না যেন ॥ ১৬৬৩ ॥

বিভাস—ঢিমে তেতালা।

দেখনা গো জলে কি জলে, নিরখিয়ে দেখ সকলে জলধর জলে।
একে জল কালো,তাহে কালা কালো, পাছে কালো একালো মিশেযায়
জলে নয়ন ঠেরে বলে,তোল রাই জলে পড়িবেনা জলে আমি যে জলে,
প্যারি। লয়ে যাও জল, দূরে যাউক নয়ন-জল, হেরে যেন এ জল
বিপক্ষ জলে। বলে বলে হাসে, আর জলে ভাসে, ভেবে মরি ত্রাসে,
পাছে যায় ভেসে, সুদন কয় কেন ডর,
ভাসা নয়কো নূতন তার, ভেসেছিল একবার বহুকাল জলে ॥১৬৬৪॥

বিভাস—ঠেস কাওয়ালি।

কেনে গো ধনি, নাই ধ্বনি, নয়ন মুদিয়ে পৈল ধরাতে ধনী।
কাঁপে থর থর, হইয়ে অধীর, ধরাতে অধর ধর গো ধনী।
বিসখা গো শুন শুন, কর গো দরশন,
রসনা চাপিয়ে আছে দশনে দশন,
বিনে সে শ্যামবরণ রাইর লীলা সম্বরণ,
হল বুঝি এখন—মৈল যে ধনী।
এহেন সোণায় কায়, পড়ে মৃত্তিকায়,
এ জ্বালা না সহে কায়, দুখ বলি কায়;
হল রাইর কণ্ঠশ্বাস, মোদের না সরে শ্বাস,
সুদন কয় নাই বিশ্বাস, নিরাশ্বাস গণি ॥ ১৬৬৫ ॥

বিভাস—আড়াঠেকা।

কি শোভা শ্যামের বামে রাধা বিনোদিনী।
নবজলধর কোলে যেন সৌদামিনী ॥
আমরি কি অপরূপ,নিরখি যুগলরূপ,কি তব তারস্বরূপ,তুলনা না জানি
মদন মোহন অঙ্গ, ললিত কাল ত্রিভঙ্গ,
রাধা রূপে আভা অঙ্গ হলো গৌরাঙ্গ,
রামচন্দ্রের অভিলাষ, পূর্ণ হইল মানস,
যুগল পদে হয়ে দাস, থাকি দিবারজনী ॥ ১৬৬৬ ॥

ভৈরব—একতালা।

নাচিয়ে গাইয়ে বংশী বাজায়ে নটবর যদুরায়।
সহ ধেনুগণ প্রফুল্লবদন চঞ্চল পদে ধায়।
যুগল চরণ রাজীবরাজে, মৃদুল মধুর নূপুর বাজে,
মাথায় মোহন চূড়া, রবিকরে পায়।
বাজায়ে বিনোদ বিনোদ বাঁশী, রাধিকা হৃদয় করে উদাসী,
মোহিত সব গোকুলবাসী, গোকুল নীরব যায়॥ ১৬৬৭॥

বিভাস—ঢিমে তেতালা।

যে জন্যে জন্মেছে তোমার কানাই।
মা তোমায় কেমনে জানাই, এমন ছেলের এমন রোগ দেখি নাই,
কফেতে পেয়ে অপচার, বাত পৈত্তিক দোহেতে বিকার,
এ ব্যাধি সুচায় সাধ্যাকার, এ ব্যবস্থা শাস্ত্রেতে লেখা নাই।
সর্দ্দি দাহ বাহ্যে মোহ হয়েছে কি রোগ গো,
সে জন এ ভোগে সে জানে এ রোগ গো বায়ুকে রেখেছে কফে
ক্ষণে ক্ষণে অঙ্গ কাঁপে, তৎপরে পিপাসা হবে, তখনি প্রমাদ হবে জানাই
আমায় এনেছিলে ভাল তাইতে চিন্‌লেম রোগ গো,
সুদন বলে এই ব্যাধি, রাধাজানে সে ঔষধি,
তাকে আনিলে যদি, ত্বরায় তারে আনগো আর বেলা নাই॥১৬৬৮॥

মনোহরসাই—রূপক।

ওহে শ্রীহরি হে, আজকার শ্রীহরি।
দুর্জ্জয় মানে উন্মত্ত কেশরীর প্রায় কিশোরী॥
যেরূপ মান ধ্বনি, কিরূপ হয় না জানি,
যেমন শুম্ভ নিশুম্ভনাশিনী শিখরিণী,
রূপে শিবানী স্বয়ং রূপ ভয়ঙ্করী।
যেমন ভূতার নাশিতে, দৈত্যকুল বিনাশিতে,
মানময়ীর মানেতে।
যেমন শ্রীরামের সীতে অসিতে হেরি। ১৬৬৯॥

বিভাস—তিওট।

বৃন্দে কৈ গো কৈ বৃন্দাবনে চাঁদ, অস্তাচলে চলে ঐ গগন চাঁদ।
গেল সর্ব্বরী, অনুমান করি, কোন্ চকোরী চাঁদ উদয় হেরি
কে প্রেম ফাঁদে ধরেছে মোর কালাচাঁদ॥
বিনে কৃষ্ণে কৃষ্ণপক্ষ, মে পক্ষে শুক্ল পক্ষ, সেই পক্ষে সপক্ষ প্রাণনাথ
এ পক্ষে আঘাত, যেন পক্ষাঘাত, একি ব্যাঘাত, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত
নেত্রে শীলাঘাত, হতেছে নক্ষত্র চাঁদ।
করে নির্দ্দোষীর দুরদৃষ্ট, কোন দুর্ম্মুখী কলে নষ্ট, দৃষ্টধন আদিষ্ট নৈরাশ,
না পূরিল আশ, কে পূরালে আশ, আমার দুঃখে গ্রাস, কে কল্লে সর্ব্বগ্রাস
যেন রাহু গ্রাস হয়েছে পূর্ণিমার চাঁদ।
একে নিশি কাল, তাহে শশীকাল,
কাল কোকিল কাল, জ্বালায় সর্ব্বকাল,
কালে কাল স্বরূপ হলো সখি নব চাঁদ। ১৬৭০॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

শোন কৈ, সে প্যারীর কথা কৈ, সে প্যারী বাঁচে কৈ,
কেউ ডাক্‌লে প্যারী কৈ, কেবল বলে হরি কৈ।
যমুনা পুলিনে এনে, রেখেছে রাই পদ্মবনে,
কেহ বলছে রাইর শ্রবণে হরি হরি কৈ।
শ্রীরূপের কোলে শ্রীঅঙ্গ, শ্বাসহীন হিরাপাঙ্গ,
হিমাঙ্গ হয়েছে ত্রিভঙ্গ, তোমা বৈ। ১৬৭১॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

হরি বলে প্রাণ সই প্রাণ ত্যজিব,
বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত হরির রাঙ্গা পদে মিশাব।
এ ভব যন্ত্রণা যাবে, আর কি মানব দেহ হবে,
আসিতে হবেনা ভবে, হরি ভেবে হরি হব।
শঙ্খ চক্র গদাম্বুজ, লবে হব চতুর্ভুজ।
ভণে রামচন্দ্র দ্বিজ, সাধকের এই ভাব॥ ১৬৭২।

রাধাকৃষ্ণের মিলন।

বসিলেন রাই সিংহাসনে, আপন বঁধুয়া সনে,
উভয়ে যুগল হল, গেল বিচ্ছেদ হুতাশনে, ললিতা কয় অদশনে।
কালাচাঁদের করে তাঁর কৃত চন্দ্র পায়, রাইকিশোরী চাঁদের মালা
চাঁদে চাঁদ মিশায়, অতুল্য তুলনা রূপ তুল্য ত দেখিনে,
শ্যাম তুল্য রাই বিনে।
ন ধনী বলোধনি, দেও হরির ধ্বনি, মিলিল মিলিল বামে হের রাই ধ্বনি,
চন্দন বলে ও যেরূপ ত্রিলোকে না পায় ধ্যানে, ধন্য ব্রজবাসিগণে॥

বিভাস—আড়াঠেকা।

কাল নিদ্রা কেন অঙ্গে এলি।
তোর কি এত ধার, ছিলরে রাধার, রাধার মূলাধার, কোথা লুকালি।
হৃদি পদ্মাসন, করে অন্বেষণ পাইনে দরশন।
বিচ্ছেদ হুতাশন, কেন জ্বেলে দিলি।
মোহন বংশীধর, কাল শশধর, যারে গঙ্গাধর,
ভাবের ধরাধর, সেই জলধর, আমার গিরিধর,
ধর ধর বলে কারে নিলালি॥ ১৬৭৪॥

আলেয়া—আড়া।

অতিশয় কোন কর্ম্ম নয় ভাল। অতি দানেতে বলী পাতালে গেল॥
অতি দর্পেতে লঙ্কাহত, সবংশে নিপতিত, হইল রাজা দশানন
তার এক নিদর্শন, রাধে শুনগো শুন, ওগো রাজা দুর্যোধন,
অতি মানেতে সবংশেতে মজিল।
সাক্ষাতা সগরাদি, তারা সব পুণ্যমতি, অতিশয় পুণ্যে হলো রাজ,
শেষে পেলে লাজ, সেই মহারাজ, (ওগো) রাজা হরিশ্চন্দ্র রাজ,
ও তাঁর ন স্বর্গে ন মর্ত্তেতে বাস হ'ল।
রাধে ক্ষমাকর ক্ষমাকর, দুর্জ্জয় মান ক্ষমা কর,
পায়ে ধরে কৃষ্ণ গুণাকর, কৃষ্ণের কোমল কর পদে দিয়ে কর,
বলে সদাশিব, রাধে মানীর মান গেল। ১৬৭৫॥

ভৈরবী—কাশ্মীর খেম্‌টা।

শ্যামচাঁদ আমি হারা, বধু মোর নয়নের তারা।
তোরা যে বলিস্ গো মোরে, নিন্দা করিবারে তারে,
লেগেছে কিরূপ অন্তরে, তিলেক না যায় পাসরা।
যে গুণে হই বনবাসী, জানে তাহা বনবাসী,
মিছে মোরে কর দোষী, প্রেমেতে কিশোরী জরা॥ ১৬৭৬॥

বিভাস কাওয়ালী।

দেখে এলেম রাজকুমারী
কুঞ্জপ্রান্তে ধরাশনে, অমূল্য ধন কৃষ্ণধনে—নয়নে বহিছে বারি।
মুদিত যুগল আঁখি, ধূলায় অঙ্গ আছে ঢাকা,
চূড়া ধরা কোথায় বা কি, অচৈতন্য বংশীধারী॥
থেকে থেকে উঠছেন কেঁদে, কোথায় রাধে কোথায় রাধে,
মান ক্ষমা দে, মান ক্ষমা দে, মরি গো মরি মরি!
নাই শ্যামের সে লাবণ্য, পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভিন্ন,
আভরণ সব ছিন্নভিন্ন, জীর্ণ শীর্ণ সে মুরারী॥ ১৬৭৭॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

ঐ যে বাজিল বাঁশী যমুনা পুলিনে। যমুনা পুলিনে সই কুসুম কাননে
কি ক্ষণে যমুনায় গেলাম, কালরূপ কি হেরিলাম,
মন প্রাণ সব হারা'লাম, কালারি বিহনে॥ ১৬৭৮॥

ইমন কল্যান মিশ্র—কাওয়ালী।

বাজরে বীণা জয় রাধে শ্রীরাধে।
রাধা ব'লে বাজত বংশী মধুর নিনাদে।
নিশে বীণে প্রাণের তারে, রাধা বল বথের বারে, ভাসায় প্রেমনর পাথারে
বাণীরমত মাতবীণে রাধানাম বল সাধে,
প্রাণ ঢেলেদে রাঙ্গা শ্রীপদে॥ ১৬৭৮॥

বিভাস—তিওট।

চাঁদে চাঁদে আজি মিলিল ভাল।
যুগল চাঁদের রূপে ভুবন আলো, আলো সই ভুবন আলো,
কালাচাঁদেরে ঘেরি, দাঁড়াল রাধা শশী,
হাসি-চপলা যেন জলদে মিলিল ॥ ১৬৭৯ ॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

দেগো বৃন্দে আমারে যোগী সাজায়ে।
সর্ব্বত্যাগী হব আমি শ্রীরাধার মানের দায়ে ॥
এই লওগো গুঞ্জহার, কুঞ্জে না রহিব আর,
কাশীবাসী অঙ্গীকার, কাজ কি বাঁশী বাজায়ে।
এই লও গো পীতাম্বর, পরায়ে দেও বাঘাম্বর,
ভজিব ভব দিগম্বর, মানদণ্ডে দণ্ডী হয়ে,
ত্যজে বাজুবন্দ বালা, ঘুচাইব সকল জ্বালা,
লহ বনমালা দেহ অস্থিমালা পরা'য়ে।
দেহে না রাখিব দ্বেষ, ত্যজিব নাগরালী বেশ,
মুড়িয়ে চাঁচর কেশ, দেও জটা বিনায়ে।
ভালবাস ভালবাসি, ভালবাসে ব্রজবাসী,
এই লও গো চূড়াবাঁশী, দেও যমুনায় ভাসায়ে।
অর্দ্ধচন্দ্র দেও আনি, শিরেধর সুরধুনী,
চন্দন ঘুচায়ে ধনি, দেও বিভূতি মাখা'য়ে।
আর কিছু নাহি অপেক্ষে, মননে করিয়ে শিক্ষে,
রাই মান করিবে ভিক্ষে, শিঙ্গে ডম্বুর বাজায়ে ॥ ১৬৮০ ॥

সিন্ধু—খেমটা।

আস্‌বে শ্যাম গোকুলে ফিরে; আবার বাজবে বাঁশী যমুনা তীরে।
আমরা কি কর্‌ব, কি বেশ ধর্‌ব,
কি মালা পরব? বাঁচব কি মরব সুখে।
কি তারে বলিব,—কথা কি রবে মুখে;
শুধু তাঁর মুখ পানে চেয়ে, দাঁড়ায়ে ভাস্‌ব নয়ননীরে ॥ ১৬৮১ ॥

ভৈরবী—যৎ।

ভিক্ষে দিতে যেওনা যেওনা যেওনা কিশোরী।
একবার অমনি বেশে রাবণ এসে রামের সীতে নিল হরি॥
কোন কথায় হটলে, কোন দায় ঘটালে,
যদি জটালে না লয় জটালে, যায় যাবে কুটালে চুরি।
মানের দায়ে শ্যাম হারাই, প্রাণের দায়ে আছি রাই,
পাছে ভিক্ষের দায়ে রাই হারাই, ভিক্ষে দে রাই ভিক্ষে করি॥ ১

ঝিঁঝিট—খেম্‌টা।

শ্যাম সোহাগিনী, রাজার নন্দিনী, রাধা বিনোদিনী গলে।
গরার এ মালা, দেখিব তাহে কালা, ভোলে কি না আজি ভো

বাঁরোয়া—ঠুংরী।

যেওনা রাজনন্দিনী সে কুঞ্জ বনে, কামিনী যামিনী শেষে যাবে সে
সুসজ্জিত হয়ে রাধে, হেরিতেছে সে কালাচাঁদে,
ভুগিবে গো পরিবাদে গুরুজনে।
শুনগো সে রাধে রূপসী যদি হয়ে গৃহবাসী,
হের না কালশশী, আঁখি অঞ্জনে।
আশুতোষ বাক্যে রাধে, ভাবিনে দেখনা হৃদে,
প্রাণ সঁপে কালাচাঁদে, সুখী কোন দিনে। ১৮৮৪॥

ধুর মল্লার—কাওয়ালী।

আনন্দে সুন্দর দোলনে রঙ্গে যমুনা পুলিনে।
প্যারী নবঘন শ্যাম বিরাজে।
সহচরী নাচে গায় যত সারি সারি বদন হরি,
নয়নেতে বারি, পুলকিত প্রেমানন্দে॥
কিবা তরুলতা শোভিত যমুনা তীরে, পশ্যতি নীর মন্দ সমী
গায়ন্তি পিককুল প্রমত্তে, ধাবতি মধুকর চঞ্চলচিত্তে;
রমাপতি রজবাল রমাপতি মতি, অন্তে স্থান দিও প্রজপতি
[illegible] ১৮৮৪॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

আজ কে বাজালে বাঁশী অসময়ে রসময়,
জানত সতত মম আছে গুরুজন ভয়।
বাঁশী রাধা রাধা বলে, সখিরা সব কতই বলে,
শুনে শুনে অঙ্গ জ্বলে বিদরে হৃদয়।
সখিদের নামে কিহে ব শীরব হয় হায়! হায়!
তাহলে এ প্রাণ রাধা ভজিবে নিশ্চয়॥ ১৬৮৬॥

মিশ্র আলেয়া—খেম্‌টা।

বেলা গেল ও ললিতে কৃষ্ণ এলনা। এ রমণী হতভাগী কপাল ভাল না।
সে যে আমার গুণমণি, তারে রেখেছে কোন্ চাঁদবদনী,
আমার কল্লে অনাথিনী ধর্ম্মে সবে না।
আসি বলে গেল কালা, আমি গেঁথেছি বনফুলের মালা,
আমার মালা হলো জপমালা, উপায় হলো না॥ ১৬৮৭॥

লুম ঝিঁঝিট—পোস্তা।

আজ ফিরে যাও কালিয়ে সোণা। কুঞ্জে কালি এসোনা হে।
হেরবে না হেরবে না হরি এখানে বসোনা হে॥
নিশিতে করিবেনা হরি এখানে বসোনা হে,
কিবা তার প্রেমসিন্ধু নীরেতে ভেসনা হে।
শ্যাম কলঙ্কিনী যার নাম ঘোষণা হে॥
তারে ভালবাসনা কি ভালবাস না হে?
অনুরাগে আছে রাধা হয়ে ভীষণ হে,
বসে আছে মানাসনে মানা শোনে না॥ ১৬৮৮॥

ভৈরবী—খেম্‌টা।

আমার মন মজিল সখিরে কালার পিরীতে।
যে শুনেছে বাঁশীর গান, হারায়েছে মন প্রাণ,
যমুনা বহে উজান বাঁশী শুনিতে।
মনে করি ভুলে থাকি ভোলা নাহি যায় সখি,
যে দিকে ফিরাই আঁখি পাই দেখিতে॥ ১৬৮৯॥

ইমন কল্যাণ মিশ্র—কাওয়ালী।

আরে রইও বাঁকা মদন মোহন, সেথা যেওনা শ্যাম
আজ প্যারী অভিমান করেছে (কথা কবেনা, কবেনা)
কুঞ্জে শ্যাম শিখিগণ সবে করেছে বর্জ্জন, পরিধান নীলবসন
আহা মরি, খেদে পরিত্যাগ করেছে ॥ ॥ ১৬৯০ ॥

বিভাস—কাওয়ালী।

দেখে এলেম রাজকুমারী
কুঞ্জ প্রান্তে ধরাশনে, অমূল্য ধন কৃষ্ণধনে—নয়নে বহিছে বারি
মুদিত যুগল আঁখি, ধুলায় অঙ্গ আছে ঢাকা
চূড়া ধরা কোথায় বা কি, অচেতনা বংশীধারী।
থেকে থেকে উঠ্‌ছেন কেঁদে, কোথায় রাধে কোথায় রাধে,
মান ক্ষমা দে, মান দে, মরি গো মরি মরি।
নাই শ্যামের সে লাবণ্য, পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভিন্ন,
আভরণ সব ছিন্নভিন্ন, জীর্ণশীর্ণ সে মুরারী ॥ ১৬৯১ ॥

কবির সুর—খেমটা।

পূর্ব্ব পুণ্য-বলে পেয়েছ রাণী নীলমণি-ধন কোলে
করেছ কতই পুণ্য, তাই গোলকনাথ অবতীর্ণ,
আবার ভৃগুমণির পদচিহ্ন ছিন্ন ভিন্ন বক্ষঃস্থলে ॥ ১৬৯২ ॥

টোরী—মধ্যমান।

তাই বলি রে ভাই সুবল, তুই ত কানাই পেয়েছিলি ;
না বুঝে তার চতুরালি, হারাধন পেয়ে হারালি ॥
যখন শ্যাম সুধাকরে, নয়ন ভোরে ছিল করে,
তখনি তার ধোরে করে, মোদের কেন না ডাকিলি ॥
পুনঃ যদি কোন ক্ষণে, দেখা দেয় কমলেক্ষণে,
যতনে করি রক্ষণে জানাবি তৎক্ষণে।
কেউ ধর্‌ব তার কমল-করে, কেউ থাক্‌বো তার চরণ ধরে,
তবে আর আমাদের ছেড়ে যেতে নার্‌বে বনমালী ॥ ॥ ১৬৯৩

ইমন—যৎ।

অধৈর্য্য হইলে প্রিয়ে প্রেম রাখা বিষম দায়,
প্রাণ যায়, মান যায়, প্রেম দায় হয় প্রেম দায়॥
অসম্ভব হলে ক্ষুধা, লোকে বলে দুই ক্ষুধা,
দিবসে চাঁদের সুধা, চকোরে কেমনে পায়।
তুমি হে প্রণয় দাতা, আমি প্রণয় গৃহীতা,
অকুলতা বিভিন্নতা, কে কোথায় দেখিতে পায়॥ ১৬৯৪,

খাম্বাজ—খয়রা।

মরি কি লিখন তোমার, লিখেছ হে নাগরী চিন্তামণি।
দাসী কর রাণী, রাণী কাঙ্গালিনী॥
কার শাকে বালি, কার দুগ্ধে চিনি।
কার ভাগ্যে কান্না, কার ভাগে হাসি,
কার ভাগে কাশী, কার ভাগে ফাঁসি,
কারে স্বর্গবাসী, কারে শ্মশানবাসী
বাঁশের বাঁশী করে বনবাসিনী॥ ১৬৯৫।

গৌরী—আড়াঠেকা।

বন হতে বনমালী আসিছেন রঙ্গে।
শ্রীদাম সুদাম নাচিতেছে সঙ্গে॥
নানাবন অন্বেষিয়ে নানা কুসুম তুলিয়ে,
সাজায়ে দিয়েছে শ্যামকে বা সেজেছে অঙ্গে।
রাধিতে গোপীর মান, শ্রীকৃষ্ণ করুণা নিধান,
বাঁশীতে তুলিয়ে রে তান গৌরী প্রসঙ্গে॥ ১৬৯৬।

ভৈরবী—একতালা।

কেমন লেখা, লিখেছ হে সখা। না হয় চক্ষে দেখা, বুঝে উঠা দায়
বৃজা কংশের দাসী, সে হয় রাজমহিষী, পূর্ণশশী রাধা লুণ্ঠিত ধরায়
কারে কর ধনী, কার হর ধনি, কারে বা নিন্দিনী, কর চিন্তামণি
যে মণি ইন্দ্রের শিরোমণি, দিচ্ছে হে মণি সে ফণীর মাথায়॥ ১৬৯৭

সুরট মল্লার—একতালা।

বাঁকা ভুবনমোহন একবার সোজা হয়ে দাঁড়াও।
ওহে বংশীধারী বংশী চূড়ি করঙ্গ করেতে নাও॥
তুমি শ্রীরাধার সনে, রাধা প্রাণে প্রাণে,ভিন্ন দেহে তবে রহিলে কেনে.
হেরে জুড়াই নয়ন, নীরদবরণ, শ্রীরাধার রূপে মিশে যাও॥
তোমার কমল নয়নে অশ্রুধারা বিনে,সাজেনা সাজেনা সাজেনা অঞ্জনে
তুমি হয়ে উদাসী, ত্যজিয়ে হাসি, কেঁদে এ পাষাণ গলাও।
তোমার মন শ্যাম দেহ, ছুঁইতে পারে কেহ,
ব্রজাঙ্গনা ব্রজের রাখাল বিনে।
এবার করুণাদানে, তাপিত জনে, কোল দিয়ে এ পরাণ জুড়াই॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

সখিরে কাল বরণ। মুছাইয়ে দেগো তোরা নয়নের অঞ্জন॥
যে যে সখি কাল আছে, আসিতে দিওনা কাছে,
কৃষ্ণমনে পড়ে পাছে, হেরিলে বদন॥
কোকিল তমাল পরে, যদি কুহুরব করে,
বলো তারে স্থানান্তরে করিতে গমন॥ ১৬৯৯॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

শুনহে কোকিলে, ব'সে তমালে, ডেকনাকো আর কৃষ্ণ ব'লে,
এখন সুখের গান, নাহি দুখ জ্ঞান, প্যারির যে যায় প্রাণ, পড়েঅকূলে।
দেখ শ্রীকৃষ্ণ বিহনে, হয়ে শ্রীহীনে, ভ্রমিতেছে প্যারী বনে বিপিনে
শুনে কৃষ্ণধ্বনি, করে উচ্চধ্বনি, শুনে ধনীর ধ্বনি আমরা বাঁচিনে
কৃষ্ণের পক্ষে কৃষ্ণপক্ষ, তুমি কি জাননা পক্ষ, তবে কেন হয়ে বিপক্ষ
কমলিনীর বুকে শেল হানিলে।
কাঁদে অলিকুল, ত্যজিয়ে বকুল, কাঁদিতেছে শুক মনের অসুখে,
কাঁদে শিখিগণ, হয়ে অজ্ঞান, তুমি সদা গান কর কি সুখে।
আমরা যত ব্রজনারী, শ্রীহরি বিহনে মরি, কখন বাঁচি ক না মরি,
হেরি সুদন পড়ে ভূতলে॥ ১৭০০॥

সিন্ধু—কাওয়ালী।

কার হয়েছে জ্বর এ ব্রজপুরে।
যাঁর হইয়াছে বিচ্ছেদ-ব্যাধি, অন্যে তাকি জানে বিধি,
দিয়ে তার ঔষধ আদি দেই সেই বিচ্ছেদ বিচ্ছেদ ক'রে।
প্রেম হ'য়ে একই হ'লে দোহেরি অন্তর,
প্রেম জ্বর হ'য়ে পুনঃ হ'লে স্বতন্তর,
সতত হয় দেহ দাহ, ক্ষণে ক্ষণে হয় মোহ,
সে দাহ নির্ব্বাহ, দেহে দেহে মিলন করি।
হুতাশে পিপাসা ত্রাসে সদা তনু জ্বলে,
করে জল জল, বলে দে জল, ভাসে নয়ন জলে;
সতত হয় মনঃপীড়ে, নয়ন ঝরে মনে পড়ে,
চিকিৎসা জানে সে পীড়ার মনঃপীড়া আছে যার।
কোন বৈদ্য না পায় বুদ্ধি, প্রেমজ্বর অবস্থা
নাইকো শাস্ত্রে, নারে বুঝিতে কি দিবে ব্যবস্থা,
আছে তন্ত্রমন্ত্র গণা পড়া, সকলি ও তন্ত্র ছাড়া,
শুন কয় আছে জলপড়া, দিলে ব্যাধি যাবে দূরে॥ ১৭০১॥

পরজ জলদ্—তেতালা।

কিক্ষণে শ্যামচাঁদের রূপ নয়নে লাগিল।
তিলেক না হেরিতে রূপ, অন্তরে পশিল।
হেরিতে না পেলাম রূপ, তিলেক দাঁড়াইয়ে।
অবলার মনের দুঃখ, চিরদিন মনে রহিল।
কমলাকান্তের বাণী শুন গো প্রাণ সজনি,
সখি অকলঙ্ক কুলে, বুঝি কলঙ্ক ঘটিল॥ ১৭০২॥

কালেংড়া—কিওট।

কালরূপ হেরিলে নয়ন জুড়ায়, পলকের অদর্শনে হই চাতকিনী প্রায়।
আমার যে মন করে, কি কব শ্যাম তোমারে,
ত্রাণ পাই ওরূপ হেরে, যদি প্রাণ যায়॥ ১৭০৩॥

সিন্ধু—মধ্যমানের ঠেকা।

প্রাণ দিওনা, ও আশা ভাল না, কাঙ্গালের প্রাণে সাজে না।
একা প্রাণ দেও যারে তারে, দেখিতেছি পরস্পরে,
এমন প্রাণের আশা কে করে ;
যে তোমারি প্রাণ দিলে, তখনি তার প্রাণ নিলে,
কেউ নিলেত সুখে থাকেনা।
শান্ত দাস্য সখ্য আর বাৎসল্য মধুররস হরি,
জানি তোমার পঞ্চরসে যেরসে যে রসে হরি,
বলি তোমার একি লীলে, বলি তোমার প্রাণ কিনিলে,
তবে কেন পাতালে নিলে, অদিতি, কশ্যপ ত্যজিলে,
তাইতে তারা প্রাণ ত্যজিলে, এই কি তব লীলার মন্ত্রণা।
ত্রেতা যুগে ক'রে লীলে, পিতার প্রাণ নিলে,
জানকী আনিলে, পুন জানকী ত্যজিলে ;
তার পরে দ্বাপরে লীলে, কারাগারে জন্ম নিলে,
বন্দীশালে তারে রাখিলে, জানিলে শুনিলে লীলে।
কেউ লবেনা প্রাণ যাচিলে, সুদন কয় সকলি বঞ্চনা। ১৭০৭।

ঝিঁ ঝিট—একতালা।

কে গো রমণী, বুঝি রাজরাণী, দেখিতেছি বড় গৌরব, ভাঙ্গব এখনি
বেঁধেছি তোদের রাজাকে, এখন বাঁধতে এলেম তোকে,
লয়ে যাব দুজনাকে, দেখবেন ব্রজের রাজনন্দিনী।
জান কি না মান কিনা, রাজা যে কি না,
বলে কেনা জানে কেনা, রাজা যে কিনা,
শুনে দাসের দাসীর কথা, তেঁই আমায় পাঠালেন হেথা,
লয়ে যাব তোমায় সেথা, নূতন দাসী করবেন তিনি।
মনে বুঝি ভাবিয়াছ হয়েছ রাজরাণী,
রাজার পর যে আছে রাজা তাকি শুননি,
আমি রাধার দাসীর দাসী, নিতে এলেম নূতন দাসী,
সুদন বলে হাসি হাসি, এমনত কভু দেখিনি। ১৭০৫।

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

এই আমি কি সেই আমি চিনিতে নারি।
একি অপরূপ হেরি, হইলাম পুরুষ কি নারী।
ও হরি অন্তর্যামী, কি ছিলাম কি হৈলাম আমি,
আমি হেরে ভুলি আমি, আমি যে চিনিতে নারি।
আমরি কি ব্রজের বাঁকা, বাঁকা হেরে সুচল বাঁকা,
চিন্তে নারি চিন্তামণি, তুমি হরি দীনের সখা।
তুমি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, সুদনের মনে এই লয়,
হইগে ও চরণে লয়, কেনে ভ্রমে ভ্রমে মরি॥ ১৭০৬॥

বিভাস—মধ্যমান ঠেকা।

দেখলেম কুবুজায়,কুবুঝায়,রাইব পক্ষে কি ভাল বুঝায়? সদা কুবুঝায়।
যেমন হে ত্রিভঙ্গী, তেমনি রাণীর ভঙ্গি,
তোমার থেকে ভঙ্গি তার কিছু বুঝায়।
এলেম দেখতে শুনতে শুন্তে চাই তার গুণ,
প্যারী পারেন শুন্তে যা শুন্তে নিপুণ,
দে'খে এলেম এমন'কু যেমন তেপেঁচা কু'
হরি হ'য়েছেন কু গ'ড়ে কুবুঝায়।
বাঁকায় ভাল বুঝায়, সাজেনা সোজায়,
যেমন প্রেম ঘটেনা বুঝায় অবুঝায়।
পেয়েছ কুবুজায়, পেয়েছ কুবুজায়
সুদন যে প্রাণে চায়, তারে কে বুঝায়॥ ১৭০৭॥

মাতোয়ারা—খেমটা।

যমুনা পুলিনে বাজিছে বাঁশরী, প্রাণ কেমন করে শুনে সহচরি।
চল গো সখি ত্বরা করি, কক্ষেতে কলসী ধরি,
কদম্বের মূলে হেরি, সে নব মুরারি;
সুমধুর স্বরে বেণু, বাজাইয়ে ডাকিছে কানু,
কোথায় হে বৃষভানু-নন্দিনী কিশোরী॥ ১৭০৮॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

রথ রাখ বংশীবদন; হেরিব বদন।
রথ রাখ, কথা রাখ, একবার মোরা দেখি দেখ,
যাই রাই ব'লে ডাক, শুনে যাই কথাটী মিঠে কেমন।
শূন্য করি হৃদি-রথে, কেন অনন্য রথে,
এ রথ কেন্দে ব্যাকুল হইল, দেখে মুনির রথে,
রথ যেতে চায় তোমার সাথে, এ রথ লইয়ে যাও ও রথে,
তা'নইলে মথুরার পথে, রথে রথ করব পতন।
ব্রজে এসে অক্রুর মুনি, হর্ষে নিজ নিলমণি,
মণিহারা ফণী কি হবে গুণমণি।
প্রাণ লইয়ে যায় রথের মধ্যে, দেখ গো মুনি নারী হত্যে,
সুদন কয় বাঁচি কি কর্ত্তে, ঐ পাদপদ্মে দিলেম জীবন ॥১৭০৯॥

সিন্ধু কাফি—মধ্যমান।

রাধা বোলে বাজায় বাঁশী, কে, (ও তার) ছেঁদা কটা বুজিয়ে দে।
শুনলে বাঁশী কে, (ও তার) এমন বাঁশী শোনে কে॥
ভাতার লাগে না ভাল, এ কি বাঁশী হল কাল,
হৃদয়ে বিঁধেছে ভাল, ও তার বাঁশের বাঁশী কেড়ে নে॥ ১৭১০

ঝাঁপতাল।

ভাই রে কানাই সে দিন মনে কি নাই রে।
পিতৃসত্য পালিবারে সহেছি কত কষ্ট,
কই কৃষ্ণ সে কথা ত বলি নাই মায়েরে॥
চতুর্দ্দশ বৎসর ফিরি বনে বনে, কত কষ্ট সহিছিরে পড়ে কি না মনে
তোর আমার মরমের কথা মাতো তা জানে নারে;
তোর লাগি শক্তিশেল আমি ধরেছি হৃদয়ে রে॥
রাগ করে সিঙ্গার দাগ মাকে দেখায়েছ রে,
(ওরে) রাগ ছেড়ে অসুরারি তোমায় হ'তে হবে রে,
গোরা অবতারে জীবের দ্বারে দ্বারে কত মার খেতে হবে রে;
সে কথা মনে কি নাই রে॥ ১৭১১

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

কোন গুণে আর করবে গুণ গুণ, রে নির্গুণ অলি।
এ গুণে যে বাড়ে আগুন, আমরা দ্বিগুণ জ্বালায় জ্বলি॥
যাঁর গুণেতে তুমি গুণী, হারা হয়েছি সে গুণী,
এখনো জ্বলে সেই আগুনি আবার কি গুণ্ গুণ্ শুনালি।
কুসুম সে শ্যাম বিনে না হয় প্রফুল্লিত,
মধুসূদন বিনে মধু কে করে সুগিত,
শুন ওরে মধুকর! কেনে মধু মধুকা,
যাওনা কেনে মধুপা, সেখানে মধু সকলি।
ও ভৃঙ্গ ত্রিভঙ্গ বিনে সকলি নির্গুণ, যে ছিল অধিনীর গুণ
বেড়েছে তার গুণ, আর সবাই হয়েছে বিগুণ
কেবল বিধি বিচ্ছেদ আগুণ, সুদন কয় জুড়াবে আগুণ,
যদি আসে বনমালী॥ ১৭২।

মুলতান—যৎ।

শ্যামের বাঁশরী বাজিল যমুনায়। তোরা আয় গো আয়॥
শুনিয়া শ্যামের বাঁশী, মন হইল উদাসী।
ইচ্ছা হয় হই দাসী, ঐ রাঙ্গা পায়॥ ১৭৩॥

ললিত—পোস্তা।

এখন নূতন পীরিতে যতন বেড়েছে।
তুমি বাঁকা কুব্জা বাঁকা, দুই বাঁকাতে মিলেছে॥
তোমার যেমন বাঁকা আঁখি, কুব্জী তেমনি কোঠর চোখী,
খাঁদা নাকে ঝমকো নথক দুলিয়েছে।
সকলে নিন্দে যেমন সারিন্দে,
মাথার ফাঁকে টাকের উপর পরচুলেতে ঘেরেছে।
ভাল ভাল গহনা গাঁটী, তাতে আবার ডায়মন কাটী
পরে যে ভাজন বুড়ী সেজেছে।
কিবা রূপসী মহিষী, ঠিক যেন রাহু আসি, কালশশী গিলেছে॥

ঝিঁঝিট—আড়খেম্‌টা।

শ্যামের প্রেমে সখি কেবা না মজেছে এই গোকুলে।
সবার হয় আনন্দ, হেরিয়ে গোবিন্দ,
কলঙ্ক কেবল আমার (রাধার) কপালে।
এ বিশ্বমণ্ডলে, কেনা হরি বলে, যে মা ধলে তার বিফল জনম;
নারদ আদি ঋষি, যে পদ প্রত্যাশী, আছে দিবানিশি ও চরণ কমলে।
আমি যদি বলি হরি, ননদী কয় কি কিশোরী,
কি সঁরিতে কিনা স্মরি, ভয়ে মরি আজ না জানি কি বলে।
গয়াসুর শিরে, যে পাদ পদ্ম ধ'রে, বিশেষ পিণ্ডদানে ভবের তরণী;
যে পাদপদ্ম হ'তে, গঙ্গা অবনীতে, হ'য়ে আছেন তিনি ত্রিলোকতারিণী।
আমার ভাগ্যে এই ছিল, কুল বাড়াইতে দুকুল গেল,
সুদন বলে আর কি বল, কপাইলার কপালে এমনি ফলে॥ ১৭১৫

সোহিনী—ঢিমে তেতালা।

মুনি! আমি কৃষ্ণ বিনে কেমনে বাঁচি জীবনে;
মণি বিনে ভুজঙ্গিনী যেন নাহি বাচে প্রাণে।
কুল-লাজ লোক গহন, তাজে শ্যামে সঁপে মন,
একি হলো বিড়ম্বন, দু-কুল গেল এক্ষণে।
আমি তার সে আমার, জানিতাম মনে সার,
শেষে করি হাহাকার, পুড়িয়া মনঃআগুনে॥ ১৭১৬

পরজ—আড়াঠেকা।

মনে বাছিল;
আর বল না করি মানা মহামুনি উহু হু হু হু জ্বাল জ্বলিল।
মম প্রেমের প্রেমিক শ্যাম, সদা জপেন আমার নাম,
শিষ্ট কৃষ্ণ স্পষ্ট বলে, রূপসী প্রেয়সী আমারে;—
যে দিন মানেতে থাকি, বসে তাঁর দশা দেখি,
ধরে পায়, বলে পায় রাখ লো॥ ১৭১৭

সারঙ্গ—আড়া।

বাঁশী কিগুণ জানে, মজালে অবলার কুল মধুর গানে।
সতী ছাড়ে পতিব্রতা, শিশু ছাড়ে মাতা পিতা,
শুনিলে বংশীর ধ্বনি একবার কাণে॥ ১৭১৮

ঝিঁঝিট—আদ্ধা।

কেশব তোমার কাল অঙ্গে, রং ভাল সেজেছে;
রং ভাল সেজেছে, তোমার কি শোভা হয়েছে॥
আবিরেতে অঙ্গমাখা, কাল রং গিয়েছে ঢাকা,
কেবল মাত্র নয়ন বাকা, তাইতে চেনা গেছে॥১৭১৯

কীর্ত্তনাঙ্গ।

কাল কেন ত্যজিবি ধনি।
কাল ত্যজে ব্রজের মাঝে সুখে আছে কোন রমণী।
কাক কাল, কোকিল কাল, নয়নের তারা কাল,
আর দেখ ত্রিজগত কাল, ত্যজিলে হবি অকলঙ্কিনী॥ ১৭২০

পরজ কালাংড়া—খয়রা।

এখন বল না কালা কোথায় যাবে,
যে লাজ দিয়েছ আজি, কুঞ্জে তার সাজা পাবে।
আয় আয় সহচরি, লম্পট শঠেরে ধরি,
কিশোরির কুঞ্জে চোরের বিচার হবে;
আজি লো বাসর দ্বারে, বাঁশী ফেলে অসি করে,
সারানিশি শ্যাম পাহারা দিবে॥ ১৭২১॥

কালেংড়া—একতালা।

রিতি না জানে কালা, গো সজনি, অকারণে ধন প্রাণে মজিল অবলা,
রতন ধলিয়া গলে পরিলাম কলঙ্কের মালা॥
অমৃত রূপিল সখী উপজে বিষের শাখী। কি জানে কুলের বালা।
কমলাকান্তের রীত, আগে না বুঝিয়ে, ঘটিল বিষম জ্বালা।

ইমন—একতালা।

বারণ কর মন চোরারে আনিতে সজনি।
একে অবলা আমি সরলা, তাতে ঘরে ননদী নাগিনী,
দিবস রজনী আছে সহবাসে মরি ত্রাসে,
পাছে ভাসে মনে কাহা না জানি।
লাজে মরিব হইলে লোকে জানাজানি,
রমাপতি ভাবে কি ভয় চন্দ্রবদনী॥ ১৭২৩॥

—:—:

চট্টগ্রামের গ্রাম্যগীত।

সুবল! কার রমণী গো জলে যায়।
শ্রীরাধিকা জলে যায়, সোণার নেপুর
রাঙ্গা চরণ পায়,—আরে রুণু ঝুনু শব্দ
যে শুনা যায়, প্রাণের মুরল রে॥
উল্টা পেঁচে বাঁধে চুল, খোপার উপর নানান্ জাতি ফুল আরে
মধুর লোভে ভোমরা আসে যায়, প্রাণের সুবল রে॥ ১৭২৪॥

—

বেহাগ—ধামার।

যদুকুলের বধুগণ, সবে হলো উচাটন,
শক্তিহীন সখা ধনঞ্জয়, শ্যাম শক্তিহীন সখা ধনঞ্জয়;
আমরা বিপদে পড়ে স্মরণ লব কার,
হরি হরি মরি মরি কেবা কার,
এখন আর হরি হরি মরি মরি কেবা কার॥ ১৭২৫

বেহাগ—ধামার।

কৃষ্ণ গেছে আছে কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণে ডাক অবিশ্রাম,
যে নাম ভবসিন্ধু পারের তরি; ভেবনা বিনে শ্রীহরি।
শুন গো রাজমহিষী আমরা কা রূপ ভালবাসি,
এলেন গোলকে গোলক বিহারী ভবনা বিনে শ্রীহরি॥ ১৭২

বেহাগ—একতালা।

শ্যাম হে কোথায় লুকালে,
এ ঘোরা যামিনী একাকিনী এ অরণ্যে ফেলে।
কুল লাজ পরিহরি, স্মরণ নিয়েছি হরি,
আসিয়া কানন মাঝে কেন হে নিদয় হলে। ১৭২৭ ॥

বারোয়া—ঠুংরী।

সঙ্গিলো কে যাবি জলে।
হেরিবি শ্যাম নটবরে কদম্বেরি মূলে।
জলেরি ছলেতে সব, পঙ্কেকত কথা কব,
মনোমত মন যোগাব কালারে পেলে। ১৭২৮

খাম্বাজ—একতালা।

পীতাম্বর! পায় ধোরো না কিশোরী কমল-বদনা।
শুনলে নিশিতে কুঞ্জে প্রবেশিতে দিবে না,
আসনে বসিতে পাবে না।
বিনয় কেন এত, কেন পদানত, কি সূত্রে আমাতে সাধিতে নিবত
আমায় মত কত, আছে শত শত, রাধার দাসী আমায় ছুও না।
আমি যে কেতকী শ্রীরাধা কমল, রাধা-পদ্মে বঁধু মধু ঢল ঢল,
পান কর, প্রাণ হইবে শীতল, কেতকীতে বঁধু মধু ত পাবে না;—
ভ্রমরা ভ্রমেতে বসে কেয়া ফুলে, আশায় নৈরাশ রজঃ মেখে গেলে,—
কেন ভ্রম ভুলে, নানা ফুলে ফুলে, ত্যজে কমলিনী কমল-বদনা। ১৭২৯

কথকের পদাবলী।

কেশব নাশয় মে মনো বরয়াভিলাষং।
কলুষ মোচয় [illegible] মম মরণপাশং॥
সুমতিসঙ্গতি হীন, [illegible] মম মলিনমুদীন দুরাশং।
সদয় ভবসূদন মম জড়ত্ব [illegible] জনসহবাসং॥ ১৭৩০

কবির-সুর—আড়খেম্‌টা।

আজ গোলকনাথ গোলোক ত্যজে উদয় হলেন নন্দালয়;
যত সব গোপের নারী চলেছেন সারি সারি,
আহ্লাদে মত্ত হয়ে, যশোমতীর ভাগ্যোদয়॥ ১৭৩১

খাম্বাজ—মধ্যমান।

পীতবসন বনচারী। সুললিত নটবর রাসবিহারী হরি;
রমণী-মত-কৃত মুরলী কুজিত, গোপি-গোপ-সুত প্রেম-ভিখারী॥ ১৭৩২

কালীয় দমন—একতালা।

রাধিকা সামান্য নারী নয়।
ওহে অন্য জনে, কেবা জানে, রাধার গুণের পরিচয়॥
রাধা নামে যে মাহাত্ম্য, যে শুনে সে হয় কৃতার্থ,
তার হয় একুল ওকুল দুকুল পবিত্র;
শ্রীকৃষ্ণের রাই অঙ্গ আধা, সেই জন্য নাম বলি রাধা,
রাধা নামে কত সুধা, অন্যে কে জানে পরিচয়।
সংসার ঘোরতরঙ্গে, তরায় তুরিতভঙ্গে, চিরদিন থাকি সঙ্গে
না পেলাম তার পরিচয়॥১৭৩৩॥

কানাড়া বাহার—ঢিমে তেতালা।

শোকানল জ্বলে সুখ বৃন্দাবনে; কেহ শবাকার, করে হাহাকার,
দেখলে দুঃখ নিদয়ের হয় হৃদয় বিদার;—
যশোদায় চেনা দায়, নন্দ অন্ধ হলেন ক্রন্দনে।
রাখাল সবাই বলে ভাইরে কানাই, যায় রে প্রাণ,
আয় রে মোদের তো বিনে কেহ নাই;—
রোহিণী দুঃখিনী পড়ে আছেন ধরা-শয়নে
বক্ষে শোকানল, চক্ষের জল অবিরল পড়িছে হৃদয়ে
তবু জলে কি কৌশল;—অসময় সব হয়,
নলের দগ্ধ মীন বাঁচে প্রাণে॥ ১৭৩৪

কীর্ত্তন—কাওয়ালী।

কোথা গোপাল ওরে গোপাল, কোলে আয়রে নিলমণি।
না হেরে তোর চাঁদমুখ অস্থির হতেছে প্রাণী।
খেতে তুমি যে ক্ষীরসর, এই দেখ এনেছি সে সর,
কটোরায় রহিল সে সর, সর দেখে সরে না বাণী॥
এসেছিরে বলে বলে, কৃষ্ণ তোমায় দেখবো বোলে,
তোর দ্বারীতে কতই বলে, শুনে যে প্রাণ বাঁচে না,—
নন্দের বাক্য হ'ল স্মরণ, কত করেছিল বারণ,
নিশ্চয় হইল মরণ, এই মনে অনুমানি॥
দ্বারী, বোল্‌গে যা তোদের রাজারে, যশোদা এসেছে দ্বারে,
ভ্রমণ কচ্ছে দ্বারে দ্বারে, মনে কি জেনেও জানে না॥
কিঞ্চিত নবনির তরে, বেড়াতে অঞ্চলে ধরে,
আর বাঁধিতাম যুগল-করে, মনেতে সকলি জানি॥ ১৭৩৫॥

বাউলের সুর—একতালা

ওগো চল গো সজনি যাব শ্যামদরশনে।
ও শ্রীরাধা বলে শ্যামের বাঁশী বাজলো বিমানে॥
ওগো আয় গো ত্বরা করে, আমি হেরিগে শ্যাম নটবরে,
কুবেরচাঁদের চরণ ধরে, যাদুদাস ভণে।
ওগো শুনে শ্যামের বেণুর ধ্বনি, ঘরে রইতে নারি বিনোদিনী,
কৃষ্ণ আমায় করে অনাথিনী, বধিল প্রাণে॥
ওগো শুনে শ্যামের বেণুর ধ্বনি, কত এলোথেলো গাগলিনী,
সবে ছুটে বেড়ায় গোপরমণী, আকুল পরাণে;
(তোরা কেবা যাবি গো শ্যাম দরশনে)॥ ১৭৩৬॥

পিলু খাঁবোয়া—ঠুংরী।

প্রেম রতনে যতনে রাখি বলে।
নন্দী নাগিনী বিষম তাপিনী, কত কথা কয় ছলে॥
তাই গো সজনি, দিবস রজনী, ভাসি নয়নের জলে॥ ১৭৩৭॥

পুরবী— কাওয়ালী।

মা বলে আসিবে কোলে দিব ক্ষীরসর নবনী ॥
পেয়ে নূতন জননীরে, ভুলেছে এ দুঃখিনীরে,
খেদে ভাসে আঁখি নীরে, হয়ে মণিহারা ফণী ॥
শ্রীদুর্গা কমলপদ পুজিয়ে কমল দলে, সেই নীলকমল কোলে,
পাইয়াছি সেই ফলে, আসিবে আমার নীলকমল,
হেরিব চাঁদ বদন কমল, প্রফুল্ল হবে হৃদয় কমল, কমলমুখে মা বোল ॥
সাধনের ধন কৃষ্ণধনে হরি লইল বিধি, পুন সদয় হয়ে
দিবেন আমারে সেই নিধি, কৃষ্ণ গোকুলে আসিবে,
মা বলে কোলে বসিবে, সুখ ভানু প্রকাশিবে, নাশিবে দুঃখ রজনী
যে হতে গিয়েছে কৃষ্ণ ক্রূর অক্রূরের সনে,
সেই হতে জননী বাণী আমি শুনি নাই শ্রবণে,
আছে ভুলে যদুকুলে, ভাবনা আর এ গোকুলে,
সুদন বলে শোকাকুলে, মরে জনক জননী ॥১৭৫৮॥

বিভাস মিশ্রিত—একতালা।

আমরা রাখাল বালক সাঠে ধেনু চরাই।
খিদে পেয়েছে খেতে দে মাই ॥
নেচে নেচে খেলি গোঠে মাঠে, বেণু বাজাই মোরা হাটে ঘাটে,
তোরা ভিক্ষা দিবি মাগো এসেছি তাই।
দেনা মা যা দিবি আদর কোরে, আদর কোরে দিলে মনে ধরে,
দেরি কোর না মা মোরা খেলিতে যাই ॥১৭৬১॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

কেনা কেনা আছে পিরীতে। সুসম্পিরীতে।
যে জনা এর সার বোঝেনা, সেই মজেনা পিরীতে।
রাই কেনা শ্যামের পিরীতে, সখি কেনা যুগল পিরীতে,
গুরু কেনা শিষ্য পিরীতে, শিষ্য কেনা গুরুর পিরীতে,
ত্রিজগৎ কেনা পিরীতে, বদ্ধ আবদ্ধ আর পিরীতে ॥১৭৪০॥

জয়ন্তী—যৎ।

শ্যাম জলদবরণ-বামে, রাম রজত গিরি দক্ষিণে;
দেখে যশোদার যুগল কক্ষে যুগল রূপ যুগল নয়নে ॥
পদতলে তরুণ অরুণ কিবা শোভা করে,
ধরে পতিত কোটী সুধাকরে, ঐরূপ হেরিতে সাধ ত্রিলোচনে।
দাশরথি কুমতি অতি, ভক্তি-স্তুতি বিহীনে,
কি হবে আর ভবে গতি সঙ্গতি ও ধন বিনে,
তার হয় কি দৃষ্টির সমক্ষ যুগল নয়নে ॥১৭৪১॥

কীর্ত্তন—খয়রা।

তোদের দ্বিনি রাজা দ্বারী! রাখাল-রাজ সেই বংশী-ধারী।
(বনে ধেনু চরাতরে) (আমাদের আমাদের আমাদের সনে)
সর সর সর ছাড় ছাড় দ্বার হেরিগে প্রাণের হরি ॥
একবার শুধু দেখে যাব) (তারে লয়ে যাব না আর বৃন্দাবনে)
রাখহর কানাই, আয়রে বলাই, পড়েছি বিপদে রাখ সবে ভাই
রে স্বর্গের সকল বিপদে তরি, দ্বারী করে বুঝি প্রাণ হারাই ॥১৭৪২

কীর্ত্তনাঙ্গ।

শ্রীরাধাগোবিন্দ, শ্রীচরণারবিন্দ, মকরন্দ পান কর মনভৃঙ্গ।
বিষয়-কণ্টকী-কাননে ভ্রম কি, সে বনে ভ্রম হে বনে ত্রিভঙ্গ।
ভাবন প্রেম-সরোবর মধ্য, অনন্ত-রূপের কোটি গোপী পদ্ম,
পদ্ম মধ্যে নীলপদ্ম রাধাপদ্ম, ব্রহ্মাণ্ড যাঁর যাঁর মৃণাল সঙ্গ।
ব্রজের মধুর কৃষ্ণ মধুর মুরতি, মধুর শ্রীমতী বামে বিহরতি
(যদি) রাখ রতিমতি, ঐ মধুর ভাব প্রতি,
মন মধুপুরে (যেন) দিও না ভঙ্গ ॥
উচ্চ স্বরে গাও রাধ কৃষ্ণের গুণ, মধু পাবে যাবে ভবের ক্ষুধাগুণ
বাড়িবে সদ্ গুণ, ত্যজিবে বিগুণ
শ্রীগুরু গোবিন্দ গায় গুণ প্রসঙ্গ ॥ ১৭৪৩ ॥

মঙ্গল বিভাস—কাওয়ালী।

সামান্যে কি রাধারে পায়, বিনা আরাধনে কি পায়,
ভক্তিভাবে ডাকিলে পায়, মুক্তি শক্তি আছে যার পায়।
ত্যজ বিষয়-বাসনা, বাস করে সে বাসনা,
করিলে তার উপাসনা, হৃদিপদ্মাসনে পায়॥
রাধা-আকাঙ্ক্ষিতা হয়ে, ত্যজিলাম গোলক অধিকার॥
গোকুলে গোপবাদ নিলাম, পরিচয় কি দি অধিক আর,
কাননে করি গোচারণ, করে কৈলাম শৈলধারণ,—
তবে বলে রাধার কারণ, বাঁধা গেলাম নন্দের পায়॥১৭৬৪॥

আলাইয়া—একতালা।

গৌর নিতাই এস হে হরিনাম রস পরকাশে।
গাহিব অবিরাম, হরিনাম, মুক্ত যাহে ভবপাশে॥
লইয়া মধুর বিনোদ-চাঁদ, গাও হে আসিয়া গোরাচাঁদ,
পাবে আনন্দ, ভকতবৃন্দ, নাচিবে প্রেম-উল্লাসে॥
গানেরে তান মিলায়ে রঙ্গে, বাজায়ে মৃদঙ্গ তাল-তরঙ্গে,
ভাসিবে অন্তরে হরি যশো-গাথা, জলে কমলিনী যেন বিকাশে
ভবে ভাবে সবে হইবে ভোর, ভাসিবে ভবের ভ্রমের ঘোর,
অরি মাঝে হরি নবনী চোর, হাসিবে সুখ-বিলাসে॥
ঘরে না কলির পাতক ভার, হরিনামে হবে পাবে নিস্তার
হরি নাম নাম পাতকী-উদ্ধার, জনম মরণ নাশে॥১৭৬৫॥

গীত—পঞ্চম।

কে বলে কালিয়া ভালো রাই॥
কে বলে কালিয়া ভালো, অন্তরে বাহিরে কালো,
কালো নহে রসে বিনোদিয়া॥
কি মোর কপালে লেখা, নয়নে নয়নে দেখা,
আঁখিবাণে জর জর হিয়া।
ছৈয়দ মর্ত্তুজা কয়, পর কি আপনা হয়,
মন বান্ধা পীরিতি লাগিয়া॥১৭৬৬॥

গীত—কানড়া।

সোণা বন্ধের এ দেশে বসতি আর হবে না।
বন্ধু যাবে দূরদেশে মনে লাগে ধান্ধা।
কোমরে কাটারি শ্যাম রাখি যাও বান্ধা॥
বন্ধু যাবে দূরদেশে হৃদেতে আগুনি।
হাতে দিয়া যাও মালা শ্যামের নিশানি।
বন্ধু যাবে দূরদেশে সঙ্গে কি না নিবে।
দেশের শ্যাম দেশে যাবে ফিরে না আসিবে॥
ছৈয়দ মর্ত্তুজা কহে শুন রে কালিয়া।
দিবান চিতের অনল কে দিল জ্বালিয়া॥ ১৭৪৭॥

গীত—মাধবী।

বিনোদ, তুমি আমার ঘরে যাবে।
আমার ঘরে আইলে বন্ধু জাতি নাহি যাবে॥
কালা কালা বন্ধুরে কালা মাথার কেশ,
নানান ভঙ্গিমা দেখি রাধার প্রাণ শেষ॥
কালা কালা বন্ধুরে কালারে ভঙ্গিমা।
জটা কালা কোটা মালা অশক্ষ্য মহিমা॥
জিয় জিয় ননদী খাও দুটি আঁখি।
শ্যামের চরণ ভজি আমি রাধা থাকি॥
বাসুদেব কহে হিত শুনরে কালিয়া।
নিত্য নিত্য আইস যাও আমারে ভাবিয়া॥ ১৭৪৮॥

ভৈরবী খাম্বাজ—প্রেমটা।

তোরা দেখ লো কি শোভা।
এলো এলো দেখলো এলো নয়ন বাঁকা বংশীধারী।
মনটা ভাঙ্গা নয়ন রাঙ্গা এ মান ত্যজ লো প্যারী
ঐ আসছে মুরারি, ঐ আসছে মুরারি,
ওলো ওলো দে না ওলো নয়ন বাঁকা বংশীধারী॥ ১৭৪৯॥

গীত—সারঙ্গী।

দেখ গো কালিন্দীর কিনারে শ্যামরায়॥
কালিন্দীর জল কাল, সিনান করিতে ভাল,
শ্যামরূপ জগতে মিশায়।
কাঁকে কলসী করি, যমুনার জল ভরি,
শুনিয়া বাঁশীর গীত, ঘরেতে না রহে চিত,
নিত্য বল—"ন বল যায়।
সুভঙ্গ অধর হাসি, ত্রিভঙ্গে বাজায় বাঁশী,
শুনি মন উল্লাসিত তায়॥ ১৭৫০॥

আর জ্বালা দিও না বারে বার। ওহে সাধের বন্ধুয়ে আমার॥
যে জ্বালা দিয়াছ তুমি, সে জ্বালায় জ্বলিয়ে আমি,
আর জ্বালা দিও না বারে বার॥
আঁখির পুতলি করি, রাখি হৃদয়ে ভরি,
সদা রূপ চাহিব তোমার॥
এ ধন যৌবন মোর, সকলি নিছনি তোর,
কহে হৈদ অ বদুল্লায় বুঝি চাহ সার॥ ১৭৫১॥

রাগ—তিওট।

তবু হেরিতে তোমায় মন প্রাণ চায়; কালাচাঁদ হে।
এত যে নিয়ত মরি লোক গঞ্জনায়॥
লোকে করে কানাকানি; আমায় বলে কলঙ্কিনী হে।
সদা ছল ধরে ননদিনী কথায় কথায়॥
মনে যে অভিমান হয়, সে কথা কবার নয়,
তাতে লোক লাজে ভয়; এ যন্ত্রণা কব কায়॥
কহে দ্বিজ রমাপতি, এ দুর্নামে কিবা ক্ষতি,
লোক লাজে কি ভয়, যদি থাকেন কৃষ্ণ সহায়॥ ১৭৫২॥

গীত লাচারী।

পড়েছি বিষম পাকে, দুই আঁখি ঘোর দেখে,
ছাড়িতে না পারি মায়াজালা।
দুই আঁখি ঘোর করি, থাকি সেইরূপ হেরি,
মনে জপি সেই জপমালা॥
মনে ভাবি অবিরত, দিবানিশি পোড়ে চিত,
দুর্গম দেখিয়া প্রাণ উড়ে।
ভাবিতে তাহার নেহা, সঘনে হারালেম দেহা,
অবিরত অগ্নি হৃদি পোড়ে॥
মীন কুম্ভীর হৈয়া, সমুদ্রেতে প্রবেশিয়া,
কিবা হৈব পাখীর আকৃতি।
ভ্রমিব সকল গিরি, পিউ পিউ শব্দ করি,
তল্লাসিব প্রিয়ের মুরতি॥
অনলে পশিয়া চাব, তবু যদি নাহি পাব,
তার ভাবে পরাণ ত্যজিব।
নুর মহম্মদ ভণে, ব্যস্ত কেন হে ললনে,
বিধি তব মানস পূরিব॥ ১৭৫৩॥

কৃষ্ণের উক্তি।

এবার মানভিক্ষে চাই রাই, আমি তোমা বই আর জানি নাই।
করি স্তুতি ও শ্রীমতী, (রাই গো) এখন বল আমি কোথায় যাই।
আহা!) গোলকের সম্পত্তিধন, সব দিয়েছি বিসর্জ্জন তোমারি কারণ,
কেবল রাধাধনে হয়ে ধনী,(রাই গো) আমার অন্যধন আর কিছুই নাই
তোমার নামে হয় মরণ হরণ, কাল-নিবারণ ঐ চরণ করি মস্তকে ধারণ,
কেন নিজদাসে বিনা দোষে, আমায় ত্যজিলা হে বলি তাই।
তোমার শ্রীমুখের মৃদু হাসি, আমি যে ভালবাসি, শুন রূপসী।
আছি অপরাধি, নিরবধি, দেখ্‌ছি মান তরঙ্গের নাইকো থাই।
আমার রাধানাম চূড়ায় লেখা, তাই চূড়া বামে বাঁকা,
তোরা দেখ্‌গো বিসখা। এবার কৃপা করে এ কিঙ্করে,
মনু বলে যেন অন্তে চরণ পাই। ১৭৫৪॥

রাধাকৃষ্ণের মিলন গীত।

শ্যামের সনে একাসনে, বিরাজে রাই কিশোরী।
শ্রীবৃন্দে আর বিসখা, ললিতে চিত্ররেখা প্রেমেতে হয়ে মাথা,
কৃষ্ণভাবের ভাবিনী।
চামর বাজন করে সখিগণ, কিবা যুগল মিলন, প্রেম বরিষণ আমরি।
মাধব নীলকান্তমণি, হেমাঙ্গী কমলিনী,
অঙ্গে মিশায়ে ধন্নি, রঙ্গ করে রঙ্গিনী।
এমন মধুর ভাব করিবারে লাভ
তাহে ভ্রমর ভক্ত, আছে ভুক্ত চরণ পদ্ম নেহারি।
শ্রীমুখে মধুর হাসি, নখরে শরত শশী,
অধরে ধরে বাঁশী, কি আনন্দ বিপিনে।
মধুর মধুরী আর শুক শারী তারা হয়ে মত্ত, করে নৃত্য হরে রাগ মাধুরী
রাধারূপ ধন্য ধন্য বৃন্দাবন সর্ব ধন্য ত্রিভুবন পরিপূর্ণ, আনন্দে বলে হরি
নামে হয় হরণ, কালভয় বারণ, পূরাও মনবাসনা,
কেলে সোণা, মনু চায় পদতরি ॥ ১৭৫৫ ॥

গীত—প্রভাত।

বন্ধু তোমার কি কাজ হেথা।
যার সনে গোঁয়াইলা নিশি যাও চলি তথা।
অঙ্গিনাতে উঠি বৈস না ছুঁইও আমারে।
নিদের আলসে বন্ধু ঝুমি পড়ে মাথা।
হিঙ্গুল বরণ আঁখি মধুহীন কথা ॥
সিন্দূরের বিন্দু সিন্দু কাজলের রেখা।
নবীন মেঘের আড়ে চাঁদে দিল দেখা।
পালটিয়া চক্ষু আর না দেখি হেথা।
পরাণে লাগিলে বন্ধু পাইলাম ব্যথা ॥ ১৭৭৬ ॥

নাম সঙ্কীর্ত্তন—একতালা।

জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন জয় শ্যামকুণ্ড গিরি গোবর্দ্ধন ॥
(গোবিন্দ বিলাসের স্থান রে) জয় কেশীঘাট, বংশীবট,
রাধার নিকুঞ্জ কানন। জয় শ্রীযমুনার তীরে কেলী বদম্বেরি বন ॥ ১৭৭

গীত—রামকেলী।

কিরে শ্যাম এমন উচিত নহে তোমার ॥
অথোর সঙ্কট বেলা, কি বোল বলিয়া গেলা,
আসিবা কিনা আসিবা মনে।
এক কহ আর হয়, এমন উচিত নয়,
এই দুখ না সহে পরাণে ॥
যখন পিরীতি কৈলা, দিবা রাত্রি আইলা গেলা,
এবে কেনে না রহ আঁখি কোনে।
তোমার কঠিন মন, মোরে হও বিস্মরণ,
কুক্ষণে পিরীতি তোর সনে ॥
তুই বন্ধের কঠিন হিয়া, অনলেতে তৃণ দিয়া,
কোথা বন্ধু রহিলা লুকাইয়া।
মীর্জা কাঙ্গালী ভণে, জল ঢাল মর্ম্মস্থানে,
নিবাও যে প্রেমরস দিয়া ॥ ১৭৫৮ ॥

গীত—রামকেলী।

মরম দগধে প্রেমবাণে।
বন্ধুরারে! শরীর ভেদিল কামবাণে। ॥
তোমা সঙ্গে করি প্রেম, হারাইলাম জাতি ধর্ম্ম,
আর মরি লোক পরিবাদে।
তোমা কি কহিব বন্ধু, আমার কপাল মন্দ,
কি করিলা অই দীননাথ ॥
তোমার কঠিন হিয়া, ভজ নানা নারী লৈয়া,
কোথা গেলা বসি রৈলু আমি।
পালঙ্গ সাজাই নারী, জাগিয়া কান্দিয়া পুড়ি,
নিতি গেল না আসিলা তুমি ॥
কহে ছৈদ আইনিন্দনে, প্রভু ভাব রাত্র দিনে,
মায়া জল না করিও হেলা।
[illegible]রে অনাথ করি, তুমি যাও মথুপুরী, [illegible]র কি পাইব তব মেলা ॥ ১৭৫৯

গীত—কল্যাণ।

চল সখি রূপ দেখি ঐ কদম্ব তলে।
মণি মুক্তা রত্নহার শোভিয়াছে গলে॥
হরির অরি-পতি, তাঁহার সন্ততি,
বাম পাশে চূড়া ঢালিছে।
তাতে নানা ফুল, দেখি অলিকুল,
উড়ি উড়ি ভ্রমি রহিছে॥
মহীসুত জিনি, মাণিক্য দোলনী,
কপালে তিলক রঞ্জিছে।
ভুজে ভুজঙ্গিনী, করণে কামিনী,
তাতে বলয়া শোভিছে।
করীবর অরি জিনি, কটিতে কিঙ্কিনী,
চলিতে রুণু রুণু বাজিছে।
পরি আভরণ, ভঙ্গিমা মোহন,
তথা ভাল মোহি রহিছে।
কহে ভবানন্দ, ঐ রাঙ্গা চরণ বন্দ,
সব ত্যজিয়া মনে ভুজিছে॥ ১৭৬০।

মিশ্র বাউল—আড়খেমটা।

ব্রজে এস হে শ্রীহরি। ব্রজের জীবন বাঁকা ব শীধারী॥
ব্রজে হতে তোমায় নিতে, আমারে পাঠায়েছেন রাই কিশোরী।
ব্রজের দশা যত, বল্‌ব আর কত, নীরবেতে রয় পশু পক্ষী যত,
হায়! ধেনু বৎস সব করে হাম্বারব, ঊর্দ্ধ পানে সবে মুখ করি॥
তোমার মাতা যশোমতী, পড়ে আছেন ক্ষিতি,
নিরানন্দে সবার এ দুর্গতি।
একবার চল হে কেশব, শুন হে মাধব, আমি তোমার দুটী পায়ে ধরি
তোমার পিতা নন্দ, কেঁদে হ'ল অন্ধ, দুনয়নে সদা বহে বারি
এই শ্রীরাধিকার দশা, হল দশম দশা, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ধূলায় পড়ি॥

ভৈরবী মিশ্রিত—একতালা।

কিশোরীর প্রেম নিবি আয় প্রেমের জুয়ার বয়ে যায়।
বহিছেরে প্রেম শত ধারে, যে যত চায় তত পায়॥
প্রেমের কিশোরী, প্রেম বিলায় সাধ করি, রাধার প্রেমে বলরে হরি;
প্রেমে প্রাণ মত্ত করে, প্রেম তরঙ্গে প্রাণ নাচায়,
রাধার প্রেমে হরি বলি আয়॥ ১৭৬২॥

দীপক।

রূপের নিছনি মানি রাই, যবে ধনি দেখিয়াছি নাগর সুন্দর।
অবিরত অনুক্ষীণ হিয়া জরজর॥
তরুয়া কদম্বতলে অইরূপ রঙ্গিমা,
নানারস বাঁশীর স্বরে দিতে নারী সীমা,
কহে হৈয়দ নাসিরুদ্দিনে পুরিয়া আরতি।
সাহা আবদুল্লাপদে করিয়া আরতি। ১৭৬৩॥

সুরট মিশ্রিত—একতালা।

চন্দ্রকিরণ অঙ্গে, নমঃ বামন-রূপধারী।
গোপীগণ মনোমোহন, মঞ্জু-কুঞ্জ-চারী, জয় রাধে শ্রীরাধে॥
ব্রজবালক সঙ্গ, মদন-মান-ভঙ্গ, উন্মাদিনী ব্রজ-গোপী, উন্মাদ-তরঙ্গ,
দৈত্য-দলন, নারায়ণ, সুরগণ ভয়হারী;
ব্রজবিহারী, গোপনারী মান-ভিখারী। জয় রাধে শ্রীরাধে॥ ১৭৬৪॥

অ হা মরি কুসরাজ! বিরাজ কেন বনমাঝে!
যোগীর বেশ দেখে তোমার প্রেমনদীর বুকে বাজে।
শুন ওলো গৌরবরণ, তোমার করিছে সাধন,
সুখে বুকে রেখে সাধন পুরাব এখন।
প্রেমতরঙ্গে রত রঙ্গে ভাসিব দুজন।
তুমি বিনে এ তরির অন্য মাঝি আর কি সাজে? ১৭৬৫॥

গীত—দক্ষিণান্ত গান্ধার।

এ পহু হাম ভাবি তুঝে :
না ভোল তুয়া নাথ, তুয়া মেরা ॥
গেয়ে পরদেশ, হাতে পলটি নিদয়া হৃদি মতি তেরা।
অঙ্গেই ভাপনা, আপে জ্বলি যায়ত, কি করিব বাদরি মেহা ॥
এ নব যৌবন, বিরলে চলি যায়ত, কি করিব বাদরি মেহা ॥
পথ হেরি হেরি, দিবস গোঁয়ায়ত, রজনী পোহায়ত গুরু আশে।
এ নব যৌবন, হিম জড়ি যায়ত, কি করি ব ছেঁহে প্রেম নেহা ॥১৭৬৬॥

সুরট—ঝাঁপতাল

দেখিছেন দেবকী চিতে, রামকৃষ্ণ যুগলেতে,
অমর পুরবন্দিত রজত-মণি মরকত ॥
ইন্দ্র-নীল-নিন্দিত, নীল-নলিনী-কলগত,
জল জলদকুচি রুচির, ছবি হর যেন মিলিত ॥
কিবা শিঙ্গা শোভে রাম-কর, বাঁশীতে শোভে শ্যামকর,
রামের বামে বিপরীত করে শোভে শ্যামকর,
রেবতী-মনোরমণ রাম, রাধামোহন রাধানাথ। ১৭৬৭ ॥

গীত—কর্ণাট।

কেন গরিহর প্রভু আমি হেন দাসী।
সম্ভাষা করিতে আমি ভয় নাহি বাসি ॥
শাশুড়ী ননদী মোর আর পরিজন ॥
আপনা মোহিত হাম আপনার মন ॥
যে সকল বদি ছিল সেও হৈল ভাল।
এবে সে জানিলু মোর ঘটিল জঞ্জাল ॥
এরূপ যৌবন মোর তোমার নিছনি।
রাধার সম্বাদ কহে ভবানন্দ দীনে ॥ ১৭৬৮ ॥

ইমন—একতালা।

কার বাঁশী বাজিল বিপিনে শুন সজনি গো
অমনি নারি গো রহিবারে আর ঘরে, বুঝি বনে এলেন বনমালী।
চল চল গো সজনি ত্বরা করি, করে বলি কৃতাঞ্জলি,
রাধেছং পরিস্থেহি নীলবসন মপি ভূষণং।
মুক্ত মঞ্জীর মণীর মুরের মতি ভীষণং॥
কর গো চিকুর বন্ধন, পর গো নয়নে অঞ্জন,
মমার বচন শুন গো, ঐ শুন শ্রীর ধা বলিয়া বাজিছে মুরলী॥১৭৬৮॥

কহ কহ প্রাণসখি। কি উপায় করিব?
বিচ্ছেদ জ্বালায় প্রাণ জ্বলে যায়, তার ভাবে মরিব॥
বিনা তার দরশন, শান্ত নহে এ জীবন,
চিত্ত ভেল উচাটন, জীবন কোথা বাঁচিব!
দাসীরে চরণে ঠেলি, নাথ কোথা গেল চলি,
পুষ্প যথা তাজে অলি; তারে কোথায় দেখিব!
কানু প্রাণ আমি কায়া, কানু দেহ আমি ছায়া,
পরিহরি তার মায়া, কেমনে সই বাঁচিব!
কানু জ্ঞান কানু ধ্যান, কানু সে আমার প্রাণ,
বিনে তার দরশন কেমনে সই রহিব!
যাহার পিরীতি লাগি, হইনু কলঙ্কভাগী,
সেই গেল মোরে ত্যাগি, কাহারে সই দোষিব!
যেই বিধি দিল নিধি, পুনঃ হরে সেই বাদী,
বিধাতার একি বিধি, কেমনে সই বুঝিব!
যত দিনে বেঁচে রব, সদা তারে ধ্যাইব,
প্রেমানলে পুড়ে রব, তারে তবু না ভুলিব।
অধম করিম বলে, নিখিলাভ যার বলে,
পাইবে সে দয়ালে, তোমার দেহের জীবন॥ ১৭৬৯॥

গীত—দেশকার।

বল কি উপায়, সইরে বল কি উপায় ॥
কিবা গৃহবাস মোর কিবা অভিলাষ,
এরূপ যৌবন কাজে প্রিয় নাহি পাশ ॥
হৃদের অন্তর, মোর হানিল কামশর, নিঠুর হইয়া কালা গেল দূরদেশ,
কহেন নাছিরে, শুন প্রিয় নহে দূরে,
তব প্রভু পাইবা ধনী নিজ অন্তঃপুরে ॥১৭৭০॥

বাউলে—সুর।

যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী।
ও যার, বিমল তটে রূপের হাটে বিকাতো নীলকান্তমণি ॥
কোথা সে ব্রজের শোভা, গোলক হতেও মনোলোভা,
কোথা শ্রীদাম বলরাম সুবল সুদাম;—
কোথা সে সুনীল তনুর ধেনু বেণু, মা যশোদা রোহিণী।
কোথা নন্দ উপানন্দ, মা যশোদার প্রাণগোবিন্দ,
ধরা চূড়া পরা কোথা ননী চোরা;
কোথা সে বসন চুরি ব্রজনারীর পূরিত মা কাত্যায়নী।
কোথা চারু চন্দ্রাবলী, কোথা বা সে জলকেলী,
কোথা ললিতা সখী সুহাসিনী;
কোথা সে বংশীধারী রাসবিহারী, বামেতে রাই বিনোদিনী।
কোথা সে নূপুর ধ্বনি, না বাজে কিঙ্কিনী,
মধুর হাঁসি মধুর বাঁশি, নাহি শুনি;—
ও যার মোহন স্বরে উজান ভরে বহিতে তুমি আপনি।
তোমারি তটে তটে, তোমারি ঘাটে ঘাটে,
তোমারি সন্নিকটে কই সে ধনী;—
ও যার মানের লাগি মোহনচূড়া লুটাইল ধরণী ॥
দেখাইয়া দেও আমারে, যমুনে সেই বাসারে,
অনাথের নাথ হৃদ মাঝারে পা দুখানি;
পরিব্রাজক বলে চরণ তলে লুটাই শিরদিন যামিনী ॥ ১৭৭১॥

রাগিনী বাহার—তাল একতালা।

যার কালো কালো কুন্তলে লো জটিলে।
হৃদয়ে ভেবে ঐ কালো, জয়ী হলেন মহাকাল,
কালকূট গরল পান কালে কালে॥
হেরিয়ে সেরূপ কালো, অন্তরেতে জাগিছে,
সদা বিরাজি বাঞ্ছিত আছে এ কাল পদতলে॥
যখন চিনিতে নারিলি কাল্ত ত নয়, ভাল ভালে
তোর জলাভাবে পেল জীবন থেকে জলধি জলে॥ ১৭৭২॥

আলিয়া বিভাস—একতালা।

ওরে নিলমণি, বল বলরে শুনি, কি দেখালে চন্দ্রাননে।
তোর কি প্রকাণ্ড কাণ্ড, গোপালেরে বিরাট প্রচণ্ড,
বদনে ব্রহ্মাণ্ড দেখি নয়নে॥
দেখিলাম ইন্দ্র চন্দ্র অরুণ, যম কুবের বরুণ,
প্রজাপতি পশুপতি দেবাদি সব আননে॥
ভয় হয়শরে হেরে মনে মনে;
যোগী ঋষি পশু পক্ষী বন দরশনে।
তোর বদন কমলে, অগ্নি বারি শিলে,
কাল ভুজঙ্গ অনন্ত আদি এ তোর কেমন মায়া মাকে দেখালে,
কত তাচ্ছল্য করি তোষ বাৎসল্য জ্ঞানে। ১৭৭৩।

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

কারাগার হতে আবার বলে কারাগার যেতে।
গেলে সেই কারাগারে কারাগারে হবে যেতে।
জন্ম কারাগারাতে কর্ম্ম, কারাগারেতে,
ব্রহ্ম কারাগার হতে পাঠালে কারাগারেতে। ১৭৭৪।

জঙ্গলা—একতালা।

ওরে ভাই কানাই শুনলাম তুই নাকি আর যাবিনে শ্রীবৃন্দাবনে।
ও তোর ধেনু কে চরাবে, বেণু কে বাজাবে,
কে বাঁচাবে বনে সে বিষ জীবনে॥
আমরা শ্রীদামাদি যত, তোর অনুগত,
ও ভাই কানু তা তো জানত মনে।
ছি ভাই ভাঙ্গিলে কেন, ওহে রাখাল রাজ ব্রজের ধুলা খেলা,
ছি ভাই ভাঙ্গিলে কেন আর তো হবে না,
হলো এ জন্মের মত বল কি অপরাধ হলো তোর রাঙ্গা চরণে॥১৭৭৫

বালিয়া—একতালা।

বসিলেন কোলেতে হরি নন্দের হরিতে মায়া।
ধরিলেন শ্রীগোবিন্দ মোহিতে মোহিনী মায়া॥
যে মায়ায় মোহিত আছে বিধি পঞ্চানন,
যে মায়ায় মোহিত জীবের মহীতে ভ্রমণ,
যে মায়ায় যোগীন্দ্র ইন্দ্র মহামায়া॥
জ্ঞান সৌদামিনী নন্দের উদিত অন্তরে,
বল রে গোবিন্দ তুমি থাক মধুপুরে,
একবারে তোরে হারালে শোকেতে ত্যজিবে জীবন মায়া॥
নন্দে ত্যজি সদা নন্দের কিরে সাদরে,
একেক দিওরে দেখা গিয়ে যশোদারে,
ত্যজিব যখন আমরা জীবন মায়া॥ ১৭৭৬॥

আলিয়া বেহাগ—একতালা।

কব কি তোমায়, বাঁধিয়ে রেখেছে আমায়।
সাধ্যমতে বন্ধন করে, ভক্তি তোর থাকিলে পারে,
যে জন ভবপারে, যা যেতে পারে, ইহপরে বাঁধি এড়ায় শমনের দা
কে বাঁধিয়াছে এ না বলি, বেঁধেছে পাতালে বলি, ভবে ভক্ত ব
বলি বলিয়া বলির দ্বারে আছি বাঁধা,
নৈলে কি নন্দের বাধা বৈ মাথায়॥ ১৭৭৭॥

ভৈরব—আড়াঠেকা।

মলয়ানিল শীতল মন্দ বহে,
একি ঋতুইন্দ্র আইল হেন অনুমানে বুঝি সখি।
অতনু সঞ্চার বিনে, এতনু দহিবে কেন,
ইচ্ছা হয় হেন মনে অঙ্গেতে চন্দন মাখি॥
ওকি দেখি উড়েসে, কেতকী পতাকা ঐ,
বসন্তের প্রাকালে মাধবী ফুটিল দেখি।
হেন সাধ লয় মনে, কুসুম চন্দন ঘ্রাণে,
সাই যদি শ্রীকৃষ্ণেরে আদরে হৃদয়ে রাখি॥ ১৭৭৮॥

রামকেলী—কাওয়ালী।

বারণ কর গো শ্যামেরে (ও সৈ)
আসিতে কুটীরে লম্পট কপট সেই নাগরে॥
সে যায় গো যামিনী, কেন এখনো এলোনা কালা লম্পটের শিরোমণি
গুর্ গুর্ গুর্ গুর্ করে গায়, প্রাণ যায় প্রেম দায়,
ধুক্ ধুক্ ধুক্ ধুক্ ধুক্ ধুক্ করিছে অন্তরে॥ ১৭৭৯॥

মঙ্গল বিভাস—ঢিমেতেতালা।

রাই তুমি অমূল্য মালা, গাঁথিছ যাহার কারণে।
মথুরায় তার মাল্য বদল, হবে না জানি কার সনে।
কেন গাঁথ চিকণ মালা? ছেড়ে গেছে চিকণ কালা,
শেষে ঐ মালা, জপমালা হবে মনে।
হেরে হবে জ্বালা, মর্‌বে প্রাণ জ্ব'লে; শেষে মালা ভেসে যাবে
নয়নের জলে:—কেন গাঁথ বনমালা? দিতে হবে বনে মালা,
মথুরায় সব চাঁদের মালা, মতির মালা দিবে এনে।
কাল হারাবে মোহন মালা, মালা পর্‌বে কে?
কাঁদ্‌বি ব'লে মদন মোহন, মর্‌বি সেই দুঃখে;
রথ লয়ে এসেছে মুনি, হ'য়ে নিতে মাথার মণি,
সুদন বলে বিনোদিনী! বৃথা মালা গাঁথ কেনে? ১৭৮০॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

হোস্‌নে কাটিনা এই বনে, তোরা সকলে।
কি জানি বেদনা হবে শ্রীঅঙ্গ কমলে।
প্রাণ মোর নেছে নেছে, তাহে শ্যাম তো ভাল আছে,
মনদুঃখ পান পাছে অভাগিনীর কপালে॥ ১৭৮১॥

সুরট জয়জয়ন্তী—একতালা।

তাইত কালীর লাগি প্রাণ কাঁদে গো সই।
তার গুণ মনে হ'লে মনে মনে ধীর নাহি বান্ধে গো॥
একদিন সই ব্রজে, গিয়াছিলাম পদব্রজে,
আহা আহা বাজে বাঁশে ক'রেছিল কান্দে গো॥ ১৭৮২॥

আলাইয়া—ঢিমেতেতালা।

যায় কমলিনী শ্যাম দরশনে।
যেন উন্মত্তা পাগলিনী, এলায়ে পড়েছে বেণী,
লাঞ্ছনা গঞ্জনা মানা, নাহি মানে মনে।
ঘুচে গেছে গৃহ সাধ, প্রেম সাধে কি প্রমাদ, কাল বনে পড়েছে মনে
আজ মনে বাসনা করি, নিকুঞ্জে হেরিব হরি,
তুলসী মঞ্জরী দিব শ্যামের চরণে। ১৭৮৩॥

যোগীয়া—জৎ।

মন হারাইলাম হেরে ঐ মনোহরে।
কি মোহন রূপ, কোটি সুধাকূপ পীতধটী কটিপরে॥
কো শুভ শোভন, ত্রিলোকরঞ্জন, মধুর মুরলী ধরে অধরে।
বঙ্কিমে নয়নে চায় যাহা পানে, কেমনে ধৈরয ধরে॥
শিল হৃদয় বুঝি কুল যায় ঘরে যাওয়া দায় আঁখি না ফিরে।
অঙ্গ ত্রিভঙ্গ, যে ভুরুভঙ্গ, অনঙ্গ সাকারে॥
দু হাসে ক্ষণে আশুতোষে মিছে দোষে মন্দভাসে রাধায়ে॥ ১৭৮

সারঙ্গ—একতালা।

কি হেরিলাম রূপ যমুনার জলে।
কালিয়ে বরণ অতি সুচিকণ, কলসী হিল্লোলে হেলে॥
জলেতে যেরূপ দেখি, স্থলে সেরূপ নিরখি,
পুন তারে হৃদে দেখি নয়ন মুদিলে॥
কি হ'লো কি হ'লো মোরে, কালা অন্তরে বাহিরে,
জলে স্থলে হেরে তারে কেবা রয় কুলে॥
যে হেরেছে কালবরণ, কাল ভেবে কাল বরণ,
যদু যেন কালবরণ দেখে হৃদিমূলে। ১৭৮৫।

সারঙ্গ—একতালা।

সখি কি হ'লো আমার, কালিয়ে বরণ।
গৃহ কাযে থাকি, কালরূপ দেখি,
যদি মুদি আঁখি করে আকর্ষণ॥
যদি থাকি অন্য মনে, কালরূপ দেখি নয়নে,
পুন প্রবেশিয়ে মনে করে উচাটন॥
ক্ষণে ক্ষণে দেখা দেয়, বাজিয়ার বাজী প্রায়,
ধরিলে না ধরা দেয় হয় অদর্শন॥
কি করিব কোথা যাব, কোথা গেলে কালা পাব,
যদু বলে কেন ভাব হইবে মিলন॥ ১৭৮৬।

মুলতান—আড়াঠেকা।

দেখিলাম অপরূপ কদম্বের তলে।
মোহন বাঁশরি ধরি বদন কমলে॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম বাঁকা, মাথায় চূড়াটী বাঁকা,
বাঁকা তাহে শিখি পাখা বনমালা শোভে গলে॥
শ্রীমুখে মধুর হাস, কোটী শশী পরকাশ,
শ্যামের প্রেমের ফাঁস পরিয়ে এলেম গলে॥
সেরূপ সাগরে মন, করিয়াছি বিসর্জ্জন,
ক্রমশ হ'য়ে মগন পশিল অতল জলে॥ ১৭৮৭॥

খেমটা।

ছল ক'রে জল আন্‌তে গিয়ে হেরে এলাম চক্ষে।
জল বিনে আর কি ছল আছে কুলবতীর পক্ষে।
কত বা করিব ছল, কত বা তুলিব জল,
সদত নয়নের জল কিসে করি রক্ষে। ১৭৮৮ ॥

কীর্ত্তন।

দেখে এলাম শ্যাম অপরূপ ভুবনমোহন রাজে। (সখি)
ভুবনমোহন রাজে কিবা ভুবনমোহন রাজে॥
আমি যে দেখে এলাম,
(শ্যাম অপরূপ দেখে এলাম)
আহা যমুনায় জল ভর্‌তে গিয়ে
তার নখকোণে কোটীচন্দ্র চাঁদ বিরাজে,
চাঁদ ঘেরে রয়েছে।
বিনোদ ফুলে, বিনোদ গলে, বিনোদ মালা দোলে,
(ও তার সকলি বিনোদ গো)
(বিনোদিয়ার মালা বিনোদ)
বিনোদ নয়নে, বিনোদ চাহনি, দেখিয়ে কে না ভোলে।
(ও শ্যাম চাহনি দেখিয়া কেনা ভোলে গো)
বিনোদ নাগর বিনোদ শ্যাম, বিনোদ বাঁশরী বিনোদ নাম,
(ও তার সকলি বিনোদ গো)
বিনোদ চরণে বিনোদ নূপুর বিনোদ বিনোদ বাজে॥
(জিতং জিতং বাজে) ১৭৮৯।

ত্রিবণ—ঢিমেতেতালা।

তুমি দুঃখ দেহ তাহে দুঃখ নহে নিয়ত।
তোমাকে নিদয় বলে সকলে শ্যামহে এ দুঃখ অবিরত।
হয়েছে গোপীগণের জিহ্বাশরাসন, তাতে শরসম তব কুবশকচন
সতত সন্ধান করে শ্রবণে প্রাণে তা সহে কত। ১৭৯০।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

সখি ভুলবো কি আঁখি মোর নিষেধ না মানে।
নিষেধ না মানে গো সই, বারণ না মানে।
আমার ইচ্ছা হয় জনমের মত বিকাই তার চরণে॥
একা গৃহে বসে থাকি, যেন শ্যাম নয়নে দেখি,
শয়নে স্বপনে তারে সদা পড়ে মনে॥ ১৭৯১॥

সাহানা—বাহার।

তোদের কায কি সে শ্যামের কথা কয়ে'।
আপনি করেছি প্রেম আপনি বুঝিয়ে।
শ্যামের প্রেমে কলঙ্কিনী, হোক্ না হয় আছি আপনি,
তোদের কথায় কি থাক্‌বো আমি শ্যামেরে ভুলিয়ে। ১৭৯২॥

কীর্ত্তনাঙ্গ।

প্রেমনগরে রাই মহাজন, তস্য খাতক শ্রীহরি,
কস্য কর্জ্জ পত্র লিখে, দিয়েছেন বংশীধারী।
খৎ দেখালে হবে বা কি, ওয়াশীল শূন্য বাকীর বাকী,
সম্ভাবন তার আছে বাঁকী, কেবল বাশের বাঁশরী।
পরিশোধের কথা আছে, দিবে ধড়া চূড়া বেচে,
তস্য খতে লেখা আছে, ইদানী অষ্ট মঞ্জরী॥ ১৭৯৩॥

গুণকেলী—আড়া তেতালা।

কেউ বুঝেনা সই প্রেম পরিচ্ছেদ।
সবে বলে শ্যাম সনে করিতে বিচ্ছেদ।
শ্যাম প্রেমে বাঁধা, রাধা শ্যামাঙ্গের আধা,
তবু পাপ লোকে করে অভেদে প্রভেদ॥ ১৭৯৪॥

জয়েৎশ্রী—আড়াতেতালা।

হইলাম বা শ্যাম কেন আমি তোমার স্বরূপ।
যারে যে ভাবে সে হয় তার অনুরূপ।
নিদর্শন বিদ্যমান, নিশিকরে শশী ধ্যান,
বুঝি তোমারি সাধনে করেছিলাম দ্বিধা মনে,
কিম্বা তুমি অধীনীরে ভাবিলে বিরূপ। ১৭১৫।

ভীমপলাসী—ঝাড় তেতালা।

আমি আমি কি সই শ্যাম আমি আমি বুঝিতে নারি,
তুমি তুমি তাই বলি বলহ বিচারি।
শ্যামাকার অবয়ব দেখি, এ শরীরে সব,
তুমি আমাকে কি দেখ, পুরুষ কি নারী। ১৭১৬।

বৃন্দাবনী সারঙ্গ—আড়া মধ্যমান।

রাই মুখ অরবিন্দে, হের আসি হের বৃন্দে।
খঞ্জন নয়নেতে অঞ্জনবহে জল বিন্দে॥
কিক্ষণে কি দেবতায়, জলে গিয়ে হেরে তায়,
ধ্যান জ্ঞান শিবার্চ্চন সকলি তো সে গোবিন্দে॥ ১৭১৭

মুলতানী।

লাগিল নয়নে নয়নে মনে কিক্ষণে নবীন কিশোর সুন্দর
এ সই যমুনাপুলিনে।
আর তো গৃহে যাওয়া হোলোনা, বুঝি রহে না,
কুল মান মুরলীশুনে চলিতে চরণ বাধে চরণে।
পদে পদ আরোপিয়ে, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গ হেলায়ে,
ইন্দীবর নিন্দিয়ে নীল চরণে;—
নটবর বেশে মৃদুহাসে, মনবশে রাখি কেমনে।
আর তাহে আখি শর সন্ধানে। ১৭১৮।

ললিত—আড়াঠেকা।

শ্রীমুখ পঙ্কজ দেখবো বলে হে—তাই এসেছিলাম এ গোকুলে।
আমায় স্থান দিও রাই চরণ তলে।
মানের দায়ে তুই মানিনী, তাই সেজেছি বিদেশিনী,
এখন বাঁচাও রাধে কৃপা কোরে, ঘরে যাই যে চরণ ছুঁয়ে
দেখবো তোমায় নয়ন ভরে, তাই বাজাই বাঁশী ঘরে ঘরে,
যখন রাধে বলে বাজে বাঁশী, তখন নয়ন জলে আপনি ভাসি,
তুমি যদি না চাও ফিরে, তবে যাব সেই যমুনা তীরে,
ভাঙ্গবো বাঁশী ভেঙ্গবো প্রাণ, এই বেলা তোর ভাঙ্গব বান।
ব্রজের সুখ রাই দিয়ে জলে, বিকায়িনু পদতলে,
এখন চরণ নূপুর বেঁধে গলে, পশিব যমুনা জলে। ১৭১১।

ললিত—আড়াঠেকা।

চরণ তলে দিনুহে শ্যাম পরাণ রতন।
দিবনা তোমারে নাথ মিছার যৌবন।
এ রতন সমতুল, ইন্দ্র তুমি দিবে মূল,
দিবা নিশি মোরে নাথ দিবে দরশন। ১৮০০।

ভৈরবী—ঠুংরী।

সাধে সখী সেই শ্যামে সঁপে মন, কুলশীল হারাইলাম।
ক্ষণে নয়নে হেরি, শুনিয়ে বাঁশরী, লাজ পরিহরি মজিলাম।
যা বলিল পরে, তা ঘটিল পরে, চির কলঙ্কিনী রহিলাম।
সুখ হবে লাভ, করি এই লোভ, আশু প্রতিফল পাইলাম। ১৮০১।

যোগীয়া—সুর কাওয়ালী।

এবে যোগিনীর বেশ কেন গো রাধে।
তখন করিলে প্রেম বড় সাধ সাধে।
সে লম্পট কপটিয়া, গেল তোমারে ত্যজিয়া,
বল দেখি বিনোদিনী কোন অপরাধে। ১৮০২।

গীত।

এবড় চতুর চোর গোকুলে নন্দকিশোর।
নারিনু রাখিতে দেখিতে দেখিতে চিত চুরি কৈল মোর॥
সে দেখে সবারে, কে দেখে তাহারে লম্পট কাল কঠোর।
ফেরে পাকে পাকে, কাছে কাছে থাকে চাঁদের যেন চকোর।
সাজিয়া গাহিয়া বাঁশী বাজাইয়া, ভারতে করিল ভোর॥ ১৮৩৩

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

চল সখি চলো চললো সবাই।
আসিতে দিবনা শ্যামে দ্বারে গে দাঁড়াই॥
শ্রীরাধা কৃষ্ণের ধার, ধারে না প্রেমের ধার,
শঠের কপট প্রেমে আর কাজ নাই॥ ১৮০৪॥

বাহার—আড়া।

মোহন বেশ মোহিলো সখি মোর।
লেগেছে মরমে গো শাপথী তোর।
মধুর মুরলী করে, মধুবনেতে বিহরে,
মন্দ মধুর স্বরে গুঞ্জরে ভ্রমর॥১৮০৫॥

খাম্বাজ মিশ্র—একতালা।

রাখে যাই বিকায়ে প্রেমের দায়।
প্রেমময়ি রাখ রাখ রাঙ্গাপায়॥
তামার প্রেমতরঙ্গে ডুবে মরি, এসেছি তাই দেহ ধরি,
হরি বলে ঘরে ঘরে ফিরি কিশোরী।
আমি খত লিখেছি আপন হাতে অষ্টসখা সাক্ষী তায়॥
আমায় কি ধন আছে আর, শুধবো তোমার ধার,
তোমার প্রেমের ঋণে চন্দ্রাননে দিইছে নয়নধার,
আমার দাস খতে পায় কর এবার, নাও প্রাণ মন কায়।
কৃপা করে রাখ ঋণের দায়। ১৮০৬॥

খাম্বাজ—একতালা।

সর হে এখন, ও রাধারমণ, যাই চল গৃহ কাজে।
কোর না রঙ্গ, শ্যাম ত্রিভঙ্গ, মরি মরি মোরা লাজে॥
জানি জানি তুমি রাধিকা রমণ, করেছিলে গোপীর বসনহরণ,
কত শত ছলা জান তুমি কালা, আসিতে রাখাল সাজে।
তুমি বনমালী যমুনাপুলিনে, করেছিলে কেলী গোপীগণ সনে,
করে লয়ে বাঁশী মুখে মৃদু হাসি প্রেমভরে গোপী মাঝে॥ ১৮০৭

খাম্বাজ—একতালা।

দাসীর মিনতি শুনহে শ্রীপতি, পূরাও মন আশ করি নিবেদন।
ওহে রাধানাথ, কোরোনা অনাথ, গোপীনাথ গোপীর হৃদয়ের ধন॥
করুণানিধান অখিলের প্রাণ, ব্রজ জনার নয়ন নলিনী বিধান,
নীলকান্তমণি এ বিচ্ছেদ ফণী দংশে গো,—
এখন কৃপা বিতরণে কর পরিত্রাণ।
ওহে জীবের জীবন, ত্রৈলোক্যমোহন, বংশীধর বনমালা বিভূষণ,
কুরহে কটাক্ষে ওহে কমলাক্ষ, রক্ষে রক্ষনাথ অভয় চরণ॥ ১৮০৮॥

মূলতান—একতালা।

জলে ঢেউ দিও নাগো সখি।
আমি ঘাটে বসে কৃষ্ণরূপ নিরখি।
ঢেউ দিওনা ঢেউ দিওনা তোমরা হবে পাতকী।
কদম ডালে বসে কালা বাজায় মোহন বাঁশরী। ১৮০৯॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

কে ধনি তুই ভ্রমিস্ গোকুলে।
অকূলে হয়েছিস্ আকুল কেউ বুঝি তোর নাই ত্রিকূলে॥
বয়স দেখে দেখে আকার, অসতী ত হয় না বিচার,
কেবল যৌবনের সঞ্চার হয়েছে হৃদিকমলে॥
হয় নাই রসারস বোধ, প্রণয়ের বোধাবোধ,
জন্মে নাই পীরিতের স্বাদ তবে কি কিবা ফলে। ১৮১০॥

("আর কি সময় নাই রসময়" গানের উত্তর)

খাম্বাজ—একতালা।

আমি কি কিশোরী অভিলাষ করি, বাঁশীতে ডাকি তোমারে।
বাঁশীর একি ভাবোদয়, বিনা অন্য নাম তব নাম গায়,
তা বলে কি বাঁশী বাজাব না হায়, যাব কি যমুনা পারে।
সুধাবাধা রাধানামে বাঁশী সাধা, তাইতে রাধা নাম করে,
যে জন অধরে, রাধা নাম ধরে, সেকি আর ভুলিতে পারে।
রাধা ভক্ত বাঁশী বাঁধা ভক্তি গুণে, মত্ত হয় সদা তবগুণ গানে,
যেমন ঐ ভক্ত নারদের বীণে, সদা হরি নাম করে। ১৮১১।

খাম্বাজ—একতালা।

অপরূপ শোভা, মুনি মনোলোভা, গোকুলচন্দ্রের চন্দ্রবদনকমলে
চন্দ্রা চন্দ্রাননী, বামে যেন ধনী, বিরাজে দামিনী মেঘের কোলে।
জীবন প্রফুল্ল যিনি রক্তোৎপল, তরুণ অরুণ কিরণ উজ্জ্বল,
ভবের সম্বল চরণ যুগল চন্দ্রাবলীর হৃদি সরোরুহদলে।
কিরূপ মাধুরী অতুল ব্রহ্মাণ্ডে, না হব স্বরূপ কোটী বিধুখণ্ডে,
উমেশের বাসনা এভব অখণ্ডে ধ্বজবজ্রাঙ্কিত পদাম্বুজ দলে। ১৮

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

কেও বিদেশিনী।
অবয়বে সর্ব্বভাবে, শ্যাম গুণমণি।
নারীর বসন ত্যজে, যদি গো রাধাল সাজে,
চিনিতে নারীরে ব্রজে ব্রজের আহিরিণী।
নবীনা নহে প্রবীণা, করে করা রসবীণা,
বীণাস্বরে প্রাণ কেনা বিনাশে কামিনী।
আহা মরি কি সুঠাম, বর্ণ নবঘন শ্যাম,
যুগল নয়ন বঙ্কিম কাম-প্রসবিনী। ১৮১৩।

বেহাগ খাম্বাজ—কাওয়ালী।

আমি যে শ্যামেরি।
যেখানে সেখানে যাই, বলে এল শ্যামের রাই,
কলঙ্কিনী বলে সবাই আঁখি ভঙ্গী করি।
বলে বলবে কলঙ্কিনী, শ্যামপরিবাদিনী,
সকলই সহিব আমি শ্যাম মুখ হেরি। ১৮১৪।

দেশবরারি—একতালা।

যদসি যদি কিঞ্চিদপি, দন্তরুচি কৌমুদী,
হরতি দর তিমিরমতি ঘোরং।
স্ফুরদধর শিখরে, তব বদন চন্দ্রিমা, রোচয়তি লোচন চকোরং। ১৮১৫

প্রিয়ে চারুশীলে! মুঞ্চময়ি নাম মণি দানং।
শপসি মদনানলো, দহতি মম নাম', দেহি মুখকমল মধু পানং।

স্তনতটেবাসি যদি, সুদতি ময়ি কোপিনী, দেহি খর নয়নশর ঘাতং।
ঘটয় ভুজবন্ধনং, জনয় রদ খণ্ডনং, যেন বা ভবতি সুখ জাতং।

ত্বমসি মম ভূষণং, ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভবজলধি রত্নং।
ভবতু ভবতীহ ময়ি, সততমনুরোধিনী, তত্র মম হৃদয়মতি যত্নং।

নীল নলীনাভমপি, তন্বি তব লোচনং, ধারয়তি কোকনদ রূপং।
কুসুমশর বাণভারেণ যদি রঞ্জয়সি, কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপং। ১৮১১

স্মরগরল খণ্ডনং, মম শিরসি মণ্ডনং, দেহি পদপল্লবমুদারং।
জ্বলতি ময়ি দারুণো, মদনকদনো, হরতু তদুপাহিত বিকারং।

স্ফুরতু কুচ কুম্ভয়োরুপরি মণি মঞ্জরী, রঞ্জয়তু তব হৃদয়দেশং।
রসতু রসনাপি তব, ঘন জঘন মণ্ডলে, ঘোষয়তু মন্মথ নিদেশং।

স্থলকমল গঞ্জনং, মম হৃদয় রঞ্জনং, জনিত রতিরঙ্গ পাটলাং।
ভণ মসৃণ বাণিং, করবাণি চরণদ্বয়ং, সরস লসদলক্ত রাগং।

ইতি চটুল চাটুপটু, চারু মুরবৈরিণো, রাধিকামধি বচন জাতং।
জয়তি পদ্মাবতীরমণ জয়দেব কবি, ভারতী ভণিতমতি সারং। ১৮২০

রাগিণী জংলা—একতালা।

প্রাণ যায় নন্দরায় প্রবোধ বচনে।
ছি ছি ধিক্ জীবনে ॥
জীবন হারায়ে জীবন লয়ে এলে ছি ছি ধিক্ জীবনে ॥
জীবন দিতে কি পার নাই যমুনার জীবনে ॥
আমার নীলকান্তমণি, মণির শিরোমণি,
নৃপমণি লয়ে গেলে বা কেনে।
বল কোন পরাণে, রেখে এলে নাথ অভাগিনীর ধনে,
বল কোন প্রাণে আজি খোয়াইলে অমূল্য রতনে। ১৮২৪ ॥

খট্—একতালা।

আর সুধাও কি হে সমাচার।
হরি তোমা বিনে, তব বৃন্দাবনে, দিবস যামিনী শুনি হাহাকার ॥
গোপ গোপীকুল, সবে শোকাকুল, পশু পক্ষীকুল হয়েছে ব্যাকুল,
গোষ্ঠে বিচরণে যায় না গোকুল,
শোকে বিলুণ্ঠিত সবে শবাকার। ১৮২৫ ॥

টোরী ভৈরবী—আড়াঠেকা।

আর যাওয়া হোলো না কাল হল পয়োধরে।
বিধাতা বিমুখ দেখি হেরিতে শ্যাম জলধরে ॥
গিরিবর হতে ভারি, দেছে থেকে মন্দকারী,
অম্বরে ঢাকিতে নারি জ্ঞান হয় শ্যাম ধরে ধরে। ১৮২৬ ॥

বিভাস—আড়খেমটা।

রাধার কুঞ্জেতে এক নবীন যোগীর উদয় হয়েছে।
যোগীবরে দেখ্‌সে প্যারী রূপে আলো করেছে ॥
বামেতে কানাই সন্ন্যাসী, বলে আমি কাশী বাসী,
কপালে সিন্দুরের ফোটা ভাল সেজেছে। ১৮২৭ ॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

রবে কিনা রবে কুলবালা।
বাঁশীতে মন উদাসী কুল মানে করে হেলা॥
শুনিয়ে বাঁশীর রব, বদন না সরে রব,
কে সবে এ সব জ্বালা॥ ১৮২৮

খাম্বাজ—একতালা।

বলোনা বলোনা, আমারে বলোনা যাইতে যমুনা জলে।
ত্রিভঙ্গ মুরতী, সে কালো কুরীতি, দাঁড়ায়ে কদম্বতলে।
না জানি সজনী কিবা প্রয়াসে, পথে যেতে শ্যাম নিকটে আসে,
আভাসে আভাসে সে ভাষে কি আশে হতাশে পদ না চলে॥
স্বজন সুজন আর পরিজন, বিনয় বচনে বলে,
কি করি সখি, সদত অসুখী তনু জ্বলে দুখানলে;
তুমি কুলবধূ রাজার কন্যে, রূপে কুলে শীলে মান্যে ধন্যে,
ছি ছি ছি মরি কিসের জন্যে, এত ছলা কালা ছলে। ১৮২৯

খাম্বাজ—একতালা।

বংশী বাজায়ে চিকণ কালা।
কুলমান হরে নিলে মজায়ে অবলা।
গুরুজনার মাঝে বসি, নাম ধরি বাজায় বাঁশী,
পারিনে যে দেখে আসি হল একি জ্বালা॥ ১৮৩০

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

বাঁশী বাজায়োনা শ্যাম।
ঐ বাঁশী শুনে রাধার গেছে কুলমান॥
যে স্বরেতে ঘর ফিরি, হরি বলতে প্রাণে মরি,
ননদী অরি, পতি আমার বাম। ১৮৩১।

গৌরী—কাওয়ালী।

কেলি বিপিন প্রবিশতি রাধা।
প্রতিপদ সমুদিত মনসিজ বাধা।
কলয়তি নয়নং দিশি দিশি বলিতম্; পঙ্কজমিব মৃদু মারুত চলিতম্।
বিনিদধতি মৃদু মন্থর পাদম্; রচয়তি কুঞ্জর গতি অনুবাদম্।
জনয়তি রুদ্র গজাধিপ মুদিতম্; রামানন্দ রায় কবি ভণিতম্। ১৮৩২।

ঝিঁঝিট—একতালা।

গহন কুসুম কুঞ্জমাঝে, মৃদুল মধুর বংশী বাজে, বিসরি ত্রাস লোক লাজে,
স্বজনি! আও আও লো!
পিনহ চারু নীল বাস, হৃদয় প্রণয় কুসুম রাশ, হরিণ নেত্রে বিমল হাস,
কুঞ্জবনমে ধাও লো!
ঢালে কুসুম সুরভি তার, ঢালে বিহগ সুরব সার, ঢালে ইন্দু অমৃত ধার,
বিমল রজত ভাতি রে?—মন্দ মন্দ ভৃঙ্গ গুঞ্জে, অমৃত কুসুম কুঞ্জে কুঞ্জে,
ফুটল স্বজনি! পুঞ্জে পুঞ্জে, বকুল যূথি জাঁতি রে!
দেখ লো সখি! শ্যামরায়, নয়নে প্রেম উথল যায়,
চন্দ্রমায় নিন্দিছে;—মধুর বচনে অমৃত সদন,
আও আও স্বজনিবৃন্দ!, হেরব সখি শ্রীগোবিন্দ,
শ্যামকো পদারবিন্দ, ভানুসিংহ বন্দিছে। ১৮৩৩।

সুরট—ঢিমাতেতালা।

কহ সৈ! জীয়ত মরত কি বিধান।
ব্রজ কি কিশোর সৈ! কাঁহা গেল ভাগই? ব্রজজন টুটল পরাণ।
মিলি গেই নাগরী, ভুলি গেই মাধব, রূপবিহীন গোপ কুমারী;
কো জানে পিয় সৈ! রসময় প্রেমিক, হেন বঁধু রূপ কি ভিখারী?
আগে নাহি বুঝনু, রূপ দেখি ভুলিনু, হৃদে বেনু চরণ যুগল;
যমুনা সলিলে [illegible] তনু ডারব, আন সখি ভখিব গরল।
কিবা কাননবল্লরী, [illegible] বেড়ি বাঁধই, নবীন তমালে দিব ফাঁস;
নহে শ্যাম শ্যাম [illegible] জপায়ি, ছার তনু করব বিনাশ॥ ১৮৩৪

ভৈরবী—একতালা।

সখি রে! তুঁ বলো।
কাহে এত মন মজিল?
যব দেখিনু সো হাসি, পরাণে হইনু উদাসি, ঘর গ্যান হইনু পাগল।
কি আছে সে আঁখিরাতে, সৈ! পরাণ হারাল; কাহে মেরা এয়সো
ভেল?—আপনা সুধায়ে সখি! উতর না পাওল। ১৮৩৫।

খাম্বাজ—খেম্‌টা।

বল কি বলেছিলে, সে সব কেবল কথার কথা,
কোথায় নিশি, কোথায় নিশি পোহাইলে।
শ্যাম তোমার লাগি রাই অনুরাগী,
ও শ্যাম দোষের ভাগী এই রজনী জাগি,
সব সখী মিলে, বনফুল তুলে, মালা গাঁথিলে,
শ্যাম তোমারি গলে দিবহে বলে,
তুমি না এলে লয়ে যমুনার জলে, মালা ভাসায়ে দিলে। ১৮৩৬।

বেহাগ খাম্বাজ—ঠুংরী।

আমরা যাব গো করিতে সবে শ্যাম দরশন।
হবে সে ধনে হেরে মনোবাঞ্ছা পূরণ।
যে রাজা হয়েছে মথুরাধামে, কুব্জা দাসী রাণী বসেছে তার বামে,
দেখি দেখি মান রেখে কি না করে সম্ভাষণ,
ব্রজেরি দুঃখের কথা বল্‌ব তখন।
কেঁদে অন্ধ হ'ল নন্দরাণী, রাধা আছে কি না আছে অনুমানি,
শুনিয়া কেশব সব দুঃখ বিবরণ, দেখি করে কিনা করে প্রত্যাগমন,
সখী মিলে ধরে আন্‌ব তারে, দেখি বাধা দিয়ে কেবা রাখ্‌তে পারে,
তিমত দাসখৎ লেখা দেখায়ে সমন, সেই জোরে মন্‌চোরে কর্‌ব বন্ধন
যদি প্রিয়ভাবে সে না আসে বংশীধারী,
তবে করিব সবে মোরা আইন জারী,
এমন পলাতক বাঙকের শাসন কারণ,
রাই রাজার দরবারে করিব অর্পণ। ১৮৩৭

সিন্ধু—জৎ।

ছাড় অঞ্চল চঞ্চল শ্যাম ওহে গুণধাম, দধি বেচিবার যাই
পথমাঝে মোর লাজে একি ত্রিভঙ্গ কানাই॥
তুমি হে নিষ্ঠুর হরি, ক্ষমা দাও মিনতি করি,
তব পদ ধরি তবু দয়া নাই।
শিরের পসরা টলে, পাছে পড়ে ভূমিতলে,
গঞ্জনা দিবে সকলে ঐ বড় ভয় পাই॥ ১৮৩৮॥

বসন্ত বাহার—খেম্‌টা।

আজ হোরি খেল্‌বো শ্যাম তোমার সনে।
একলা পেয়েছি তোমায় নিধুবনে॥
আমরা ব্রজাঙ্গনা, পুরাব বাসনা, আবির চন্দন দিব শ্রীচরণে।
শুন বনমালি, আমরা তোমায় বলি,
আজ বুঝবো চতুরালি খেলো আপন মনে। ১৮৩৯॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

আর মালা গাঁথি কি কারণ।
যার তরে গাঁথ মালা সে গেছে মধুভুবন।
মালতী কুসুমের মালা, মালা হবে জপমালা,
সে মালা ভুজঙ্গ হয়ে শ্রীঅঙ্গে করবে দংশন॥ ১৮৪০॥

পটমঞ্জরী—ঝাঁপতাল।

মানে মলিন বদন চাঁদ, হেরি সহচর ফাঁদ।
অবনত করি আপন শির; সঘনে নয়নে বহয়ে নীর।
ক্ষিতিতলে নখে লিখই রাই; থির নয়নে রহই চাই,
সখীগণে কিছু না কহে বাত; অরুণ বসন বসয়ে গাত।
ফুল কবরী না বাঁধে তায়; কাতরে শেখর দাঁড়ায়ে চায়। ১৮৪১।

গুর্জ্জরী—ঠুংরি।

রতিসুখসারে, গতমভিসারে, মদন মনোহর বেশং ;
মা কুরু নিতম্বিনী, গমন বিলম্বন,—মনুসরতং হৃদয়েশং
ধীর সমীরে, যমুনা তীরে, বসতি বনে বনমালী ॥
নাম সমেতং, কৃত সঙ্কেতং, বাদয়তে মৃদু বেণুং ;
বহু মনুতে ননু তে তনু সঙ্গত, পবন চলিতমপি রেণু ॥
পততি পতত্রে, বিচলিত পত্রে, শঙ্কিত ভবদুপযানং ;
রচয়তি শয়নং, সচকিত নয়নং, পশ্যতি তব পন্থানং ॥
মুখরমধীরং, ত্যজ মঞ্জীরং, রিপুমিব কেলিষু লোলং ;
চল সখি কুঞ্জং, সতিমির পুঞ্জং, শীলয় নীল নিচোলং ॥
উরসি মুরারে রূপহিত হারে, ঘন ইব তরল বলাকে ;
তড়িদিব পীতে, রতি বিপরীতে, রাজসি সুকৃত বিপাকে
বিগলিত বসনং, পরিহৃত রসনং, ঘটয় জঘনমপিধানং ;
কিশলয় শয়নে, পঙ্কজ নয়নে, নিধিমিব হৃদয়নিধানং ॥
হরিরভিমানী, রজনিরিদানী মিয়মপি যাতি বিরামং ;
কুরু মম বচনং, সত্বর রচনং, পূরয় মধুরিপু কামং ॥
শ্রীজয়দেবে, কৃত হরিসেবে, ভণতি পরম রমণীয়ং ;
প্রমুদিত হৃদয়ং, হরিমতি সদয়ং, নমত সুকৃত কমনীয়ং ॥ ১৮৪২ ॥

বিরাবী—আড়াতেতালা।

ক্ষণেক আর তোমারে শ্যাম করি দরশন ;
না জানি হইবে কবে শ্যাম পুনঃ এ মিলন ॥
তুমি তো এখনি যাবে, আমি রব এই ভাবে,
নয়ন মুদিয়া সদা করিব মনন ॥ ১৮৪৩ ॥

পিলু—পোস্ত।

গোকুলচাঁদের উদয়, আজ হয়েছে দিবাভাগে ;
এস যাই নন্দপুরি চাঁদ হেরিগে আগে ভাগে ॥
কালশশী বিমান খসি হন গোকুলবাসী,
নাশিগে মনের তম পূর্ণশশী অনুরাগে ॥ ১৮৪৪ ॥

বাউল সুর—খেমটা।

কাতরে এত তোরে, ডেকে ডেকে হলেম সারা।
তবু না দিলি দেখা, প্রাণসখা! ভাঙ্গ্‌ল না মোর ভবের কারা॥
আমি শুন্‌তে ত পাই, ও ভাই কানাই, ডাকে কাতর প্রাণে যারা;
তোর অপরূপ বঙ্কিম রূপ নয়ন ভ'রে হেরে তারা॥
ও ভাই, দেখা না পাই তায় ক্ষতি নাই,
(আমি) এই ভেবে হই জ্ঞানহারা।
লোকে ব'ল্‌বে এবার, দারুণ নিঠুর, রাধারাণীর মনোচোরা॥

পিলু—যৎ।

বেণু কি ধনু কানু, করেতে ধ'রেছে হে।
যার স্বরে অবলার তনু, অবশ ক'রেছ হে।
সরল বংশীর স্বর, সর্ব্ব আকর্ষণ স্বর,
নাগপাশ প্রেমশর, পাশেতে বেঁধেছে হে।
কিশোর কি শর গোপীর প্রাণেতে হেনেছে হে॥
শ্রবণে মোহন বাঁশী, সেই ক্ষণে বনে আসি,
দাসী উদাসী করা, কি বাঁশী শিখেছ হে।
বাঁশী ধরিয়ে বনবাসী ক'রেছ হে॥
যে তব বাঁশরী রব, কেমনে গোকুলে র'ব,
গৌরব সৌরভ গোপীর, হরিয়ে ল'য়েছ হে।
নারী ধরা বন্ধনী বন্ধন সেধেছ হে॥ ১৮৪৬॥

পিলু পোস্ত।

এস ভাই রাখাল সবাই, ভাই কানাইয়ের জন্ম হেরি।
গিয়ে সব নন্দপুর, উৎসবে সব নৃত্য করি॥
দধি কাদা হল্‌দি মেখে, নেচে গে'য়ে যায় হে সুখে,
হরির চাঁদ বয়ান দেখে, আসব নয়ন সফল করি।
কানাই যার পক্ষবল, তার হবে ভাগ্যবল,
পরস্পর বুঝ্‌ব বল, এস সকলে যুক্ত করি॥ ১৮৪৭॥

সুরটখাম্বাজ—একতালা।

শ্রীকৃষ্ণ প্রাণ জীবনে।
শ্রীকৃষ্ণ বিহনে মন দহে মম, বিরহ হুতাশনে।
অভিলাষ মম সতত মনে, প্রহরীর পদে রাখি নয়নে,
শ্রীহরি বিহরে হৃদয়াসনে, বাসনা মম মনে।
কিবা শোভন কালিয়ে বরণ, বাঁশরী করে বঙ্কিম নয়ন,
বঙ্কিম ঠাম মনোমোহন, বেষ্টিত গোপীগণে।
শিখিপুচ্ছ কিবা শিরে শোভিত, বনফুল হারে বক্ষ শোভিত,
অগুরু চন্দন অলকা-লেপিত, সেরূপ ভাবি মনে॥ ১৮৪৮॥

সুরটমল্লার—কাওয়ালী।

কিনতে এসেছি ভবে কলঙ্ক।
কলমান ভাজে ত্রিবঙ্ক, পড়ে অন্ধকূপে আছি পূজে অকলঙ্ক শশাঙ্ক॥
জগজ্জন বিসর্জ্জন, সবে ভেবে অসজ্জন, তা'জে গুরুভয় কুলাতঙ্ক :—
এ গোকুলে গোপকুলে, দূষিলে দুঃশীলে ব'লে,
মাখিলাম অপযশ পঙ্ক :—
ভেবে নিরঞ্জন, বিপদ ভঞ্জন,
আমার গঞ্জনা রহিল কেবল, পেলেম না ত বঙ্ক।
হায়! কি বুঝে হারালাম তায়, কুবুজার পাছে হয়,
সদা মনে ঐ উপচঙ্ক :—
একেবারে, চন্দ্র বলি' রেখে তারে, দিল স্থান স্বহৃদি পয়াঙ্ক :
যত না পেলাম, যাতনা পেলাম,
তত কালা-কলঙ্কিনী, বাজে যেন শঙ্খ॥ ১৮৪৯॥

পরজ—ঢিমেতেতালা।

ছুঁয়োনা কাল হবে অঙ্গ। (কালাচাঁদ)
আমরা গোপের নারী, না জানি চাতুরী,
বলিহারি ওহে হরি, জান কত রঙ্গ॥
লম্পট শিরোমণি, দেখাতেছ এমনি,
কখনও করনি যেন রমণীর সঙ্গ॥ ১৮৫০॥

বেহাগ—তেওট।

আমি বল কি করি শ্যাম বিরহে মরি সই।
প্রথম মিলন কালে, গগন চাঁদ হাতে দিলে,
এখন কালা কুটিলে গেল পরিহরি॥
ললিতে বিশখা জানে, একদিন নিধুবনে,
বলেছিলা কাণে কাণে তোমা ছাড়া আমি সই॥ ১৮৫১

পূরিয়া আশাবরী—আড়াতেতালা।

যাও যাও শ্যামহে ক্ষণেক রহিয়া।
নিতান্ত যাইবে যদি আমারে দহিয়া॥
করিয়াছ সহকারী, সুখমন দুই আমারি,
যাইতে নিষেধ তিনে একত্র হইয়া॥
নৈরাশ বচন দিয়া, আশা প্রবোধ করিয়া,
জীবনেরে সঙ্গে দিব চতুর করিয়া॥ ১৮৫২

কালাংড়া—কাওয়ালী।

আমি ভুলিতে চাই সখি ভুলে না সে পাপ মনে।
শয়নে স্বপনে কালা জাগিছে নয়ন কোণে॥
জাগিল হৃদয় জ্বালা, কালা হয় জপমালা,
কেমনে করিব হেলা, প্রাণ সঁপেছি সেই জনে॥ ১৮৫৩

সরফরদা—কাওয়ালী।

আমার প্রাণ যে ধৈরয় মানে না।
চাঁদ ধরতে তার বাসনা॥
হয়ে বামন-কৃতি, চাঁদ ধরা যে প্রকৃতি, গোকুলচাঁদে ধ
আমি কি ক্ষণে এলাম যমুনার কূলে, চাঁদ হেরে গেলাম ভু
অকলঙ্ক কালাচাঁদে, হেরে পড়িলাম প্রমাদে,
তুলনা সে গগনচাঁদে, পদনখে তুলনা॥ ১৮৫৪

কালাংড়া—ঢিমেতেতালা।

দূতি একবার যাও দেখি শ্যাম লম্পটেরি কাছে,
সুধাও তারে শ্রীরাধারে মনে আছে কিনা আছে।
কুলশীল ত্যজ্য ক'রে, দেখিতে এলেম তাহারে,
শত বন্ধু ফিরে মোরে বারেক না চায়,
রাজকুমারী হয়ে ফিরি বনে তার আশায়,
অন্তরে সকলি হয় পঙ্কে হস্তী পড়ে প্যাঁচে ॥ ১৮৫৫ ॥

কালাংড়া—কাওয়ালী।

শ্যামের স্বপনে পড়িল রাইরূপ মনে।
বলে কই রাই কই রাই দেহ রাই এনে॥
রাই মম প্রাণেশ্বরী, রাই সদা ধ্যান করি,
ছিলাম রেসের আত্মাকারী সাধা সিদ্ধি রাই বচনে॥
রাই আমার কণ্ঠের হার, সে আমার আমি তার,
অভাবে যার অন্ধকার আনো আনো বাঁচাও প্রাণে।
যে দিকে ফিরাই আঁখি, রাই বই নাহি দেখি,
কেলে রাই হৃদয়ে রাখি অন্তরের অন্তর কেনে ॥ ১৮৫৬ ॥

মুলতান। আড়াঠেকা।

না কর তা কর হরি! আমি ত চলিলাম জলে।
বড় লজ্জা পাবে হে নাথ! দাসী তব লজ্জা পেলে।
যদি ছিদ্র ঘটে, বলি কে না জিজ্ঞ ঘটে, গলাতে ঘট বেঁধে যাবে,
ঝাঁপ দিব যমুনার জলে ॥ ১৮৫৭ ॥

মুলতান ঢিমাতেতালা।

হরি! চরণ ছাড়িয়ে কেন দাও না?
কি রূপসী ছার? আমা হ'তে আছে আর, শ্যাম! চন্দ্রাবলীর
কুঞ্জে যাও না?
স্থীর কুঞ্জে বসি, পোহাইলে সকল নিশি, এখন, প্রভাতে এসেছ
বুঝি দিতে বেদনা ॥ ১৮৫৮ ॥

পরজবাহার—খেমটা।

হ'য়েছে কাল ছেলে ভাব না কি? রূপে আলো করেছে।
রূপে আলো ক'রেছে, জগৎ আলো ক'রেছে।
ধন্য লো নন্দরাণি, পেয়েছ এ নীলমণি,
মজাবে কত রমণী, এই ছেলে যদি বাঁচে॥
বৈকুণ্ঠ ক'রে শূন্য, বৃন্দাবনে অবতীর্ণ,
পদ্মবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন, চরণে রয়েছে॥ ১৮৫৯॥

কালাংড়া—যৎ।

যেওনা বিপনে, ত্রিভঙ্গ মুরারী।
তোমা বিহনে, কেমনে ভবনে বিহরি।
তুমি শ্যাম কাননে গেলে, হারাইব লাভে মূলে,
গেল কুল তুমি গেলে, দুকুল যাবে হরি॥
শুনিলে বাঁশীর রব, কেমনে আর গৃহে রব,
কেমনে কাননে যাব, মজালে কুলনারী॥ ১৮৬০॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

বুঝি রাই মরে এবার রাধা ভাব যে আকার দেখি তার।
আমি অনুমান করি বিরহ বিকার॥
কি ব্যথা আছে অন্তরে, দিবানিশি আঁখি ঝোরে,
সুধাইলে বল্‌তে নারে বলগো সজনি উপায় উহার॥
দেখ আসি একবার, কি হইল শ্রীরাধার,
একথা অন্য কেউ আর জান্‌লে বিষম শরম আমার॥ ১৮৬১॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

কে যাবি সৈ তোরা হেরিতে শ্যাম জলধরে।
গিরিধরে মনে হলে নয়নে না জল ধরে॥
পাইয়া শারদ শশী, বনেতে বাজায় বাঁশী,
মন হল আমার উদাসী, কি করে আর ঘরে পরে॥ ১৮৬২॥

বাহার—তিয়ট।

গোকুলে ফেলে অকূলে, হরি কোথায় যাও।
ব্রজের ধন, ব্রজ হয় নিধন, একবার ফিরে চাও॥
গোপীর বক্ষোপরে, বিচ্ছেদ কুণ্ড ক'রে,
শোকানল জ্বেলে কেন হে কাঁদাও॥
ব্রজের নারী গোধন, পশু পক্ষীগণ,
দিয়ে যজ্ঞে আহুতি, প্রাণ বধে যাও :—
কোটি প্রাণ নাশ করি' অনায়াস,
আবার কেন হে কংসযজ্ঞে যেতে চাও॥ ১৮৬৩॥

আলাইয়া—একতালা।

রাধে, চলে নটবরে হেরিতে ত্বরিত, কুঞ্জবর গামিনী।
নীলাম্বর হেম কলেবর, যেন জলধরে দামিনী।
সজল নয়ন নলিনীযুগল, ধরাতে লুটায়ে যায় কুন্তল, বসন ভূষণ
এলোথেলো যেন পাগলিনী প্রায়; শ্রীরাধায় ঘেরে সঙ্গিনী সব
ধায়;— নৃত্য করিছে সব্য নেত্র, কম্পিত যেন কদলী পত্র,
বধির শ্রবণে অধীর চিত্ত, যেন দাবানলে সভীতা হরিণী॥ ১৮৬৪॥

প্রাচীন কবির গীত।

সুহই।

রাই কেনে বা এমন হৈলা? কি রূপ দেখিয়া আইলা?
মরম কহনা মোয়। বেয়াধি ঘুচাও তোয়॥
না পারি বুঝিতে রীত। সব দেখি বিপরীত॥
সোণার বরণ তনু। কাজর ভৈ গেল জনু॥
নয়নে বহয়ে ধারা। কহিতে বচন হারা॥
জ্ঞানদাস মনে জপে, কহিলে ঘুচিবে তাপ॥ ১৮৬৫॥

সুহই।

যঁহি যঁহি নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি।
তঁহি তঁহি বিজুরি চমকময় হোতি॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণে চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থল কমল দল খলই॥
দেখ সখি কো ধনী সহচরী মেলি।
হামারি জীবন সঞে করতহি খেলি॥
যঁহি যঁহি ভঙ্গুর ভাঙ বিলোল।
তঁহি তঁহি উথলই কালিন্দী হিল্লোল॥
যঁহি যঁহি তরল বিলোচন পড়ই।
তঁহি তঁহি নীল উৎপল বন ভরই॥
যঁহি যঁহি হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তঁহি তঁহি কুন্দ কুসুম পরকাশ॥
গোবিন্দদাস কহ মুগধল কান।
চিনলহুঁ রাই চিনল নাহি জান॥ ১৮৬৬॥

শ্রীরাগ।

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী, অবনী হিয়া যায়।
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিল্লোলে, মদন মুরছা পায়॥
কিবা সে নাগর কি পেনে দেখিনু ধৈরজ রহিল দূরে।
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল, কেনে বা সদাই ঝুরে॥
হাসিয়া হাসিয়া, অঙ্গ দোলাইয়া নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ান কটাক্ষ বিষম বিশিখে, পরাণ বিন্ধিতে ধায়॥
মালতি ফুলের মালাটি গলে, হিয়ার মাঝারে দোলে।
উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমরা, ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে॥
কপালে চন্দন ফোঁটার ছটা, লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি মরমে বন্ধল, না কহি লোকের লাজে॥
এমন কঠিন নাড়ীর পরাণ, বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি হয় পরিণাম, দাস গোবিন্দ কয়॥ ১৮৬৭॥

বিভাস।

চলিতে না পারে রসের ভরে।
অলস নয়নে অলস ঝরে॥
ঘন ঘন তুমি বাহিরে যাও।
আন ছলে কত কথা বুঝাও॥
না জানি এ কিবা অন্তর সুখে।
আচরে কাঞ্চন ঝলকে মুখে॥
মরমে পীরিতি বেকত অঙ্গ।
তিলেক সোয়াথ না দেয় অনঙ্গ॥
কালর বদন চমকি চাও।
ভাবে বেয়াকুল ওর না পাও॥
কপোলে পুলক বেকত দেখি।
প্রেম কলেবর ততহি সাখি॥
জ্ঞানদাস ভাবিয়া গায়।
রসের বেভার লুকা না যায়॥ ১৮৬৮॥

তিরোতা।

শুনলে রাজার ঝি।
তোরে কইতে আসিয়াছি
কানু হে ধন পরাণে বধিলি, এ কর্ম্ম করিলি কি?
বেলি অবসান বেলে,
গিয়াছিলি নাকি জলে,
তাহারে দেখিয়া মুচকি হাসিয়া, ধরিলি সখীর গলে।
দেখায়ে বদন চাঁদে,
তারে ফেলিলি বিষম ফাঁদে,
তুঁহু তুরিত অ ওল, লখিতে নারিল, ঐ ঐ করি কাঁদে॥
তাহে হৃদয় দরশি থোরি,
মন করিলি চোরি,
বিদ্যাপতি কহ, শুনহ সুন্দরি, কানু জিয়ারে কি করি॥ ১৮৭১

আশাবরী।

রমণীর মণি, পেখলু আপনি, আভরণ সহিত গায়।
দেখিতে দেখিতে নিজুরিমন্ত, ধৈরযের ধৈরজ হায়॥
সই চাহনী মোহিনী থোরি।
মরমে লাগিল, হেরিয়া বুঝিল, রূপের নাহিক ওরি॥
বদন চাঁন্দ, কামের ফান্দ, বুঝিয়া বুঝিয়া কান্দে।
কেশের আগ, চুম্বয়ে টাঁগ, ফিরিয়া ফিরিয়া বান্ধে॥
বসন খসয়ে, অঙ্গুলি চাপয়ে, কেড়ছে কড়ছি থুআ।
দেখিয়া শোভায়, মদন লোভায় কেমনে ধরিব হিয়া॥
জলের কান্ধারে, কেশের আন্ধারে, সাপিনী লাগল মোই।
কেমনে কামিনী, অছিয়ে আপুনি এমন সাপিনী থোই?
দশন কাঁতি, মুকুতা পাতি, হাসিতে উগারে শশী।
পরাণ পুতলি, হইল পাগলি, মনেতে লাগল পশি॥
শুধু যে হিয়া, রহিল পড়িয়া বরু যে চলিয়া যায়।
চণ্ডীদাস কয়, ফিরি দেখা হয়, তবে সে পরাণ পায়॥ ১৮৭০॥

ধানশী।

সখা হে ও ধনী কে কহ বটে।
গোরোচনা গোরি, নবীন কিশোরী, নাহিতে দেখিনু ঘাটে॥
শুন হে পরাণ সুবল সাঙ্গাতি, কোথা ধনী মাজিছে গা।
যমুনার তীরে, বসি তার নীরে, পায়ের উপর পা॥
অঙ্গের বসন, করেছে আসন, আলাঞা দিয়াছে বেণী।
উচ কুচ মূলে, হেম হার দোলে, সুমেরু শিখর জিনি॥
সিনিবা উঠিতে, নিতম্ব তটীতে, পড়েছে চিকুর রাশি।
কাঁদিয়া আঁধার কনক চান্দার, শরণ লইল আসি॥
কিবা সে দুগুলি, শঙ্খ ঝলমলি, সরু সরু শশীকলা।
মাজিতে উদয়, শুধু সুধাময়, দেখিয়ে হইনু ভোলা॥
চলে নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি, পরাণ সহিত মোর।
সেই হৈতে মোর, চিত বেয়াকুল মনমথজ্বরে ভোর॥
কহে চণ্ডীদাস, বাশুলি আদেশে, শুনহে নাগর চন্দা।
সে যে বৃকভানু রাজার নন্দিনী, নাম বিনোদিনী রাধা॥ ১৮৭১॥

ধানশী।

রতন মঞ্জীর ধনী, লাবণীসায়র, অধরহি বাধুলি রঙ্গ।
দশন কিরণ কত দামিনী ঝলকত, হসইতে অমিয়া তরঙ্গ॥
সজনি যাইতে গেথনু রাই।
মোহে হেরি সুন্দরী ভরমহি চঞ্চল, চকিত চমকি চলি যাই॥
পদ দুই চারি চল বর-নায়রী, রহিল নিমিখ শর জোরি।
কুটিল কটাক্ষ, কুসুম শর বরিখণে, সরবস লেয়ল মোরি॥
মঝু মনো যশোগুণ, সুখী মতি ধাওম, লেই চলল সব বালা।
গোবিন্দদাস, কহই অব মাধব, জপতহি তুয়া গুণ মালা॥ ১৮৭২॥

ইমন।

কি মোহন নন্দকিশোর, হেরইতে রূপ মদন মন ভোর।
অঙ্গহি অঙ্গ তরঙ্গ বিথার, জলদ পটল বরি"ত রসধার॥
মুখে হাসি মিশা বাশী বায়, রমিয়া অমিয়া জগত মাতায়॥
গলে গজমোতিম মাল, করিবর কর কিয়ে বাহু বিশাল।
নীলবতী পরশন পাই, অনুক্ষন চঞ্চল থির নাহি তাই॥
শুনিতে বচন সুধা রাশি, জ্ঞানদাস আশ করত সেই বাণী॥১৮৭৩॥

ভাটিয়ারি।

সই এবে বলি কি আর কুলধরমে?
নয়ানের বাণ হানল মরমে॥
সই এবে বলি তার কি সন্ধান।
তাকিয়া মেরেছে বাণ সেখানে পরাণ॥
সই এবে বলি না রহে পরাণ।
জাগিতে ঘুমাতে দেখি মুরিয়া বয়ান॥
সই এবে বলি কি রূপ সাজনি।
যাচিয়া যৌবন দিব শ্যাম রূপের নিছনি॥
সই এবে বলি মনে তাহাই জাগে।
গোবিন্দদাস কহে নব অনুরাগে॥ ১৮৭৪॥

শ্রীরাগ।

ভালে সে চন্দন চান্দ, কামিনী মোহন ফান্দ,
আন্ধারে করিয়া আছে আলা।
মেঘের উপর কিবা সদাই উদয় করে,
নিশি দিশি শশী ষোলকলা॥
সই কিবা সেই নয়ন নাচনি।
হাসির হিল্লোলে মোর, পরাণ পুতলি দোলে,
দিতে চাই যৌবন নিছনি॥
কিবা সে চূড়ার ঠাট, দশনখ চান্দ নাট,
অপরূপ বাঁশী বাজাইতে।
হেরইতে সেই মুখ, মনে হয় যত সুখ,
কিতে কি পারিয়ে পাসরিতে॥
কুলশীল যত ছিল, মনে লাগে সব গেল,
দেখিয়া বারেক সেই রূপ।
গোবিন্দদাসের চিতে, ঐছন লাগয়ে গো,
নব অনুরাগের স্বরূপ॥ ১৮৭৫॥

কামোদ।

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম!
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে?
নাম পরতাপে যার, অবশ করিল গো,
অঙ্গের পরশে কিবা হয়?
যেখানে বসতি তার, নয়নে দেখিয়া গো,
যুবতী ধরম কৈছে রয়? ১৮৭৬॥

ধানশী।

করে কর ধরি, যো কিছু কহল, বদন বিহসি থোর।
জনু হিমকর, মুগ পরিহরি, কুমুদ কয়ল কোর॥
রামা শপতি করঁ তোর।
সেই গুণবতী, গুণ গুনি গুনি, না জানি কি গতি মোর॥
গলিত বসন, ললিত ভূষণ, ফুয়ল কবরী ভার।
আহা উহু করি, যো কিছু কহল, তাহা বিছুরি আর॥
নিভৃতকেতনে হরল চেতনে, হৃদয়ে রহল বাধা।
ভণে বিদ্যাপতি, ভালে সে উমতি, বিপতি পড়ল রাধা॥১৮৭৭॥

কামোদ।

সজনি ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘমালা সঙ্গে, তড়িত লতা জনু, হৃদয়ে শেল দেই গেল॥
আধ আঁচর খসি, আধ বদনে হাসি, আধ হি নয়ানে তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি আধ আঁচর ভরি, তব ধরি দগধে অনঙ্গ॥
একে তনু গৌরা, কনক কটোরা, অতনু কাঁচলা উপাম।
হেরে হরল মন, জনু বুঝি এছন, পাশ পসারল কাম॥
পুন মুদু হাসি, অধর মিলায়তি, মৃদু মৃদু কহত হি ভাষা।
বিদ্যাপতি কহ, অতএব সে দুখ রহ, হেরি হেরি পূরল আশা॥১৮৭৮॥

তিরোতা—ধানশী।

নন্দুয়া বদনী ধনী বচন কহসি হাসি।
অমিয়া পরিখে জনু শরদ পূরিমা শশী॥
অবতগ রূপ রমণী-মণি।
যাইতে পেখনু গজরাজ গমনী ধনী॥
সিংহ জিনিয়া মাঝারি ক্ষীণা তনু অতি কোমলিনী।
কুচ গিরিফল ভরে ভাঙ্গিয়া পড়য়ে জনি।
কাজরে রঞ্জিত বলি ধবল নয়নবর।
ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমলপর।
ভণয়ে বিদ্যাপতি সো বর নাগর।
রাইরূপ হেরি গরগর অন্তর॥১৮৭৯॥

বালা ধানশী।

এ সখি কি পেখলু এক অপরূপ।
শুনাইতে মানবি স্বপন স্বরূপ॥
কমল যুগল পর চাঁদকি মাল।
তা পর উপজল তরুণ তমাল॥
তা পর বেঢ়ল বিজুরী লতা।
কালিন্দী তীর ধীর চলি যাতা॥
শাখা শিখর সুধাকর পাঁতি।
তাহে নব পল্লব অরুণক ভাতি॥
বিমল বিম্বফল যুগল বিকাস।
তা পর কীর থির করু বাস॥
তাপর চঞ্চল খঞ্জন জোড়।
তাপর সাপিনী ঝাঁপল মোড়॥
এ সখি রঙ্গিনি কহল নিশান।
পুন হেরইতে হাম হরল গেয়ান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস ভাণ।
সুপুরুখ মরম তুহুঁ ভালে জান॥ ১৮৮০॥

ধানশী।

ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শত বার, তিলে তিলে আসে যায়।
মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন, কদম্ব কাননে চায়॥
রাই এমন কেনে বা হলো?
গুরু দুরু জন, ভয় নাহি মন, কোথা বা কি দেবে পাইল॥
সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল, সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি, ভূষণ খসিয়ে পড়ে॥
বয়সে কিশোরী, রাজার কুমারী, তাহে কুলবধূ বালা।
কিবা অভিলাষে, বাড়ায় লালসে, না বুঝি তাহার ছলা॥
তাহার চরিত, হেন বুঝি চিত, হাত বাড়াইল চাঁদে।
গুণদাস কয়, করি অনুনয়, ঠেকেছে কালিয়া কাঁদে॥ ১৮৮১॥

কামোদ।

জলদ বরণ কানু, দলিত অঞ্জন জনু,
উদয় হয়েছে সুধাময়।
নয়ন চকোর মোর, সুধা পিতে উতরোল,
নিমিখ নিরখি নাহি হয়॥
সই দেখ ধনু শ্যামের রূপ যাইতে জলে।
ভালে সে নাগরী, হৈয়েছে পাগলী,
সকল লোকেতে বলে॥
কিবা সে চাহনি, ভুবন ভোলানি,
দোলনি গলে বনমাল।
মধুর লোভে, ভ্রমরা বুলে, বেড়িয়া তহি রসাল॥
নয়নের বাণ, দুইটি লোচন, দেখিতে পরাণে হানে।
পশিয়া মরমে, সুচাঞা ধরমে, পরাণ সহিত টানে॥
চণ্ডীদাস কয়, ভুবনে না হয়, এমন যেরূপ আর।
যে জন দেখিল, সেই সে ভুলিল, কি তার কুল বিচার॥ ১৮৮২॥

বালা ধানুশী।

কানু হেরব করি ছিল বড় সাধ।
কানু হেরইতে এবে ভেল পরমাদ॥
তব ধরি অবোধি মুগধ হাম নারী।
কি কহি কি বলি কছু বুঝই না পারি॥
শ্যাঙল ঘন সম ঝরু দুনয়ান।
আঁখিরত ধক ধক করয়ে পরাণ॥
কাহে লাগি সখনি দরশন ভেলা।
রভসে আপন জীউ পরহাতে দেলা॥
না জানিয়ে কি করু মোহন চোর।
হেরইতে প্রাণ হরি লই গেও মোর॥
এত সব আদর গেও দরশাই।
যত বিছুরিয়ে তত বিছুর ন যাই॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বর নারী।
ধৈরজ ধরু চিতে মিলব মুরারি॥ ১৮৮৩॥

ধানশী।

কাহারে কহিব মনের মরম ? কেবা যাবে পরতীত ?
হিয়ার মাঝারে মরম বেদনা, সদাই চমকে চিত ॥
গুরুজন আগে, দাঁড়াইতে নারি সদা ছল ছল আঁখি।
পুলকে আকুল, দিক্ নেহারিতে সব শ্যামময় দেখি ॥
সখীর সহিতে, জলেরে যাইতে, সে কথা কহিবার নয়।
যমুনার জল করে ঝলমল, তাহে কি পরাণ রয় ?
কুলের ধরম, রাখিতে নারিনু, কহিলাম সবার আগে।
কহে চণ্ডীদাসে শ্যাম সুনাগর, সদাই হিয়ায় জাগে ॥ ১৮৮৫

সিন্ধুড়া।

রাধার কি হৈল অন্তরেতে ব্যথা ?
বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে, না শুনে কাহার কথা।
সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘপানে, না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে, রাঙ্গা বাস পরে, যেন যোগিনীর পারা ॥
আলাইয়া বেণী, ফুলের গাঁথনি, দেখয়ে আপন চুলি।
হসিত বদনে, চাহে মেঘপানে কি চাহে দুহাত তুলি ॥
এক দিঠি করি, মউরা মউরী, করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাসে কয়, নব পরিচয়, কালিয়া বন্ধুর সনে ॥ ১৮৮৬

সুহই।

হেদেলো সুন্দরি, প্রেমের আগোরি, শুনহ নাগর কথা।
নিকুঞ্জে আসিয়া, তোহারি লাগিয়া, কাঁদিয়া আকুল তথা।
রাহ রাহ করি, ফুকার ফুকরি, পড়ই ভূমির তলে।
ধরি মোর করে, কহয়ে কাতরে, কেমনে সে ধনী মিলে।
রাহ অতএ আইনু আমি।
কানুর পিরীতি, যতেক আরতি, যাইলে জানিবা তুমি ॥
প্রেম অমিয়া, বাড়াও তাহারে, তোহারি কে করে বাধা।
চণ্ডীদাসে বলে, রাখি কুলশীলে, পুরাহ মনের সাধা ॥ ১৮৮৭

তুড়ি।

কি দেখিনু যমুনার তীরে।
কালিয়া বরণ এক, মানুষ আকার গো,
বিকাইনু তার আঁখি ঠারে।
নিতি নিতি আসি যাই, হেন কভু দেখি নাই,
কি ধেনে দেখিনু আজ তারে॥
চিক্কণ কালার রূপে, আকুল করিল গো,
কেনে না যায় মোর হিয়া।
কত চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া, মুখানি মাজিল গো
কহু কহে কত সুধা দিয়া॥ ১৮৮৬॥

ধরাড়া।

কি তুহুঁ ভাবসি রহসি?
ধর কর লোচনে নেহারসি পহু॥
কহ কহ চম্পক গৌর।
কাপসি কাহে সঘন তনু জোড়ি?
নাম কিরণ কিনু ছাদন অঙ্গ।
না জানি এ কাহুক প্রেম তরঙ্গ॥
অলধর দেখি বহুত মন ত্রাস।
বিশোয়াস কর ভাব মোহন দাসে॥ ১৮৮৮॥

তুড়ি।

থির বিথরী বদন কাঁপই, বেগলু মাটির কুম্ভ;
কাঁনড়া ছাদে, কমল্য বাসে, নাসিকার সালে।
সই, মরম কহিল তোরে।
আড় নয়নে, ঈষৎ হসিয়া, আকুল করিল মোরে॥
দুরের গেড়ুয়া, লুকিয়া ধরয়ে, নয়নে দেখায়ে আঁখি।
ইহু কুচ যুগ, বসন ঢাকয়ে, মুচকি মুচকি হাসি॥
চরণকমলে, নখর ভাঙল, বুঝল বারক লেখা।
কহে চণ্ডীদাসে, হৃদয় উলাসে, পুনহি হইবে দেখা॥ ১৮৮৯॥

তুড়ি।

চম্পকবরণী, বয়সে তরুণী, হাসিতে অমিয়া ধারা
সুচিত্র বেণী, দুলিছে যনি কপিলা চামর পারা।
সখি, যাইতে দেখিনু ঘাটে।
জগতমোহিনী, হরিণনয়নী, ভানুর ঝিয়ারী বটে।
হিয়া জর জর, খসিল পাঁজর, এমতি করিল বটে।
চলন কামিনী, বঙ্কিম চাহনী, বিঁধিল পরাণ তটে॥
না পাই সমাধি, কি হইল বেয়াদি, মনন কহিব কারে।
চণ্ডীদাসে কয়, ব্যাধি সমাধি হয়, পাইবে যবে তারে। ১৮৯০।

শ্রীরাগ।

কি রূপ দেখিনু সোই কদম্বের তলে।
নখিতে নারিনু রূপ নয়নের জলে॥
কি বুদ্ধি করিব সোই কি বুদ্ধি করিব?
নিতি নব অনুরাগে পরাণ হারাব॥
কিবা নিশি কিবা দিশি কালা পড়ে মনে।
দেখিলে এমন হবে জানিব কেমনে?
গৃহ কাজে নাহি মন কায় নাহি সরে।
শ্যাম নাম শুনিতে পুলকে অঙ্গ ভরে।
তাহাতে সে মোহন বাঁশী রাধা রাধা বাজে।
পরাণ কেমন করে মনু লোক লাজে। ১৮৯১॥

শ্রীরাগ।

এ ধনি এ ধনি বচন শুন, নিদান দখিয়া আইনু পুন!
না বাঁধে চিকুর না পরে চীর, না খায় আহার না পিয়ে নীর।
দেখিতে দেখিতে বাঢ়ল ব্যাধি, যত তত করি নহিয়ে সুধি।
সোণার বরণ হইল শ্যাম, সোঙরি সোঙরি তোহারি নাম।
না চিনে মানুষ নিমিখ নাই, কাঠের পুতলি রহিছে চাই!
তুলা নিনি দিলে নাসিকা মাঝে, তবে সে বুঝিনু শোয়াস আছে।
আছয়ে শ্বাস না রহে জীব, বিলম্ব না কর আমার দিব।
চণ্ডীদাস কহে বিরহ রাধা, কেবল মরমে উষধ বাধা॥ ১৮৯২

তুড়ি।

আলো সই কি হইল মোরে প্রেম জ্বালা।
মো যেনে আপনা খাইনু, কেনে বা যমুনা গেনু,
শয়নে স্বপনে দেখি কালা॥
সাত পাঁচ সখী সঙ্গে, নানা আভরণ অঙ্গে,
গেলাঙ জল ভরিবারে।
তেমাথা পথের ঘাটে, যেখানে ভুলিনু বাটে,
কালা মেঘে ঝাঁপা ছিল মোরে॥
যমুনা যাইতে পথে, দোসারি কদম্ব আছে,
তাতে চরে সে কোন দেবতা।
তার গলার মালা দিলে, আচম্বিতে মোর গলে,
সেই হইতে মরমে হইল বেথা॥
সে কাল কালিয়া শ্যাম, কালিয়া তাহার নাম,
কালিন্দী কদম্বতলে থানা।
বংশীবদনে কয়, যুবতী ধীরার নয়,
দেখিলে মরমে দয় হ'না॥ ১৮৯৩॥

ঝিঁঝুড়া।

কি পেখলু ব্রজ, রাজকুলনন্দন, রূপে হৃদ পরাণ।
নিরমিয়া রসনিধি, আমারে না দিল বিধি,
প্রতি অঙ্গে অধিক নয়ান॥
একে সে চিকণ তনু, কারুন আভরণ,
কিরণ হি ভুবন উজোর।
দরশনে লোরে, আগোরল লোচন,
না চিহ্নুনু কাল কি গোর॥
সহজে দৃগঞ্চল, অরুণ কঞ্জদল,
তাহে কত ফুলশর সাজে।
ও রূপ বিলাস হাস, নাহি পেখলু, শেল রহল হৃদি মাঝে॥
সরস কপোল, দোলত মণি-কুণ্ডল, ঝাঁপল দিনকর ভাস।
ও রূপ লাবণি, দিঠি না পেখলু দুখিয়া অনন্তদাস॥ ১৮৯৪॥

ধানশী।

হেন রূপ কভু নাহি দেখি।
যে অঙ্গে নয়ন থই, সেই অঙ্গ হৈতে মুই,
ফিরাইয়া আনিতে নারি আঁখি॥
অঙ্গে নানা আভরণ, কালিন্দী তরঙ্গে যেন,
চাঁদ ঝুলিছে হেন বাসি।
নিশামিশি হৈল রূপে, ডুবিলাম রসের কূপে,
প্রতি অঙ্গে হেরি কত শশী॥
বিনি মেঘে ঘন আভা, পীতবসন শোভা,
অলপ উড়িছে মন্দ বায়।
কিবা সে মোহন চূড়া, দোলুতি মুকুতা বেড়া,
কত ময়ূর পুচ্ছ তায়॥
গলায় কদম্ব মালা, জিনিয়া মদন কলা,
অধরে সুন্দর মৃদু হাস।
কাহাতে মুরলী বাণ, অবলা পরাণে ঝুরি,
বলিহারি যায় বংশীদাস॥ ১৮৯৮॥

শ্রীরাগ।

আপনা খাইনু, সোনা যে কিনিনু, ভূষণে ভূষিতে দেহ।
সোনা যে নাহিল, পিতল হইল, এমতি কানুর লেহ।
সই, মদন সোনারে না চিনে সোনা।
সোনা যে বলিয়া, পিতল আনিয়া, গড়ি দিলি যে গহনা॥
প্রতি অঙ্গুলিতে, ঝলক দেখিতে, হাসয়ে সকল লোকে।
ধন যে গেল কাজ না হইল, শেল রহি গেল বুকে॥
যেন মোর মতি, তেমতি এ গতি, ভাবিয়া দেখিনু চিতে।
খলের কথায়, পাথারে সাঁতারি, উঠিতে নারিনু ভিতে॥
অভাগিয়া জনে, ভাগ্য নাহি জানে, না পূরয়ে সব সাধ।
খাইতে নাহিক ঘরে, সাধ বহু করে, ত্রিভুবনে করে অনুবাদ॥
চণ্ডীদাস কহে বাশুলী কৃপায়, আর নিবেদিব কায়।
তবুত পিরীতি, নাহি পাব যদি, পরাণে মরিয়া যায়॥ ১৮৯৬॥

শ্রীরাগ।

কি হেরিনু কদম্ব তলাতে।
বিনি পরিচয়ে মোর, পরাণ কেমন করে,
তিতে কি পারিয়ে পাসরিতে ?
কপালে চন্দন চাঁদ কামিনী মোহন ফাঁদ,
আন্ধারে করিয়াছে আলা।
মেঘের উপরে চান্দ সদাই উদয় করে,
নিশি দিশি শশী ষোলকলা ॥
কিশোর বয়স বেশ, আর তাহে রসাবেশ,
আর তাতে ভাতিয়া চাঁচনী।
হাসির হিল্লোলে মোর, পরাণ পুতলি দোলে,
দিতে চাই যৌবন নিছনি ॥
যে দেখয়ে একবার, সে কি পাসরয়ে আর,
সুধুই সুধার তনু খানি।
দাস অনন্ত বলে, রূপ হেরি কে না ভুলে ?
জগতে নাহিক হেন প্রাণী ॥ ১৮৯৭ ॥

শ্রীরাগ।

কানুর পিরীতি, চন্দনের রীতি, ঘষিতে সৌরভময়।
ঘষিয়া আনিয়া, হিয়ায় লইতে, দহন দ্বিগুণ হয় ॥
সই, কে বলে পিরীতি হীরা।
সোনায় জড়িয়া, হিয়ায় করিতে, দুখ উপজিলা কিরা ॥
পরশ পাথর, বড়ই শীতল, কহয়ে সকল লোকে।
মুঞি অভাগিনী, লাগিল আগুনি, পাইনু এতেক দুখে ॥
সব কুলবতী, করয়ে পিরীতি, এমত না হয় কারে।
এ পাড়া পড়শী, ডাকিনী সদৃশী, এমত না খায় তারে ॥
গৃহের গৃহিণী, আর ননদিনী, বোলয়ে বচন যত।
কহিলে কি যায়, কি করি উপায়, পরাণে সহিবে কত ॥
নানুরের মাঠে, গ্রামের হাটে, বাঁশুলী আছয়ে যথা।
তাহার আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে, সুখ যে পাইব কোথা ॥ ১৮৯৮ ॥

সুহই।

কদম চান্দ কোন কুন্দারে কুদিল গো, কে না কুন্দিল দুই আঁখি?
দেখিতে দেখিতে মোর পরাণ যেমন করে, সেই সে পরাণ তার সাখি।
সুন্দর কপালে শোভে সুন্দর তিলক গো, তাহে শোভে অলকার পাঁতি
মেঘের উপরে যেন ঝলমল করে গো, চান্দে যেমন ভ্রমরার ভাঁতি।
রতন কষিয়া কেবা যতনে ঘষিয়া গো, কে না গড়াইয়া দিল কানে?
মনের সহিত মোর এ পাঁচ পরাণ গো, যোগী হইল ওহারি ধেয়ানে।
নাসিকার আগে শোভে এ গজমুকুতা গো, সোণায় মণ্ডিত তার পাশে।
বিজুরি সহিত যেন চান্দের কলিকা গো, মেঘের আড়ালে থাকি হাসে।
করভের কর জিনি বাহুর বলনি গো, হিঙ্গুলে মণ্ডিত তার আগে।
যৌবন বনের পাখি পিয়াসে মরয়ে গো, উহারি পরশ রস মাগে।
মদন ফান্দ ও না চূড়ার টালনি গো, উহা না শিখিয়াছ কোথা?
এ বুক ভরিয়া মুঞি উহা না দেখিলুঁ গো, এ বড়ি মরমে মোর ব্যথা।
মধুর মধুর ও না বোল খানি খানি গো, হাতের উপরে লাগ পাই।
এমতি করিয়া যদি বিধাতা গড়িত গো, ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া উহা খাই।
নটুয়া ঠমকে যায়, ফিরিয়া ফিরিয়া চায়, যেন গজরাজ মদমত্ত।
শ্রীনিবাস কয়, ও রূপ নখিল নয়, রূপ সিন্ধু গড়ল বিধাতা। ১৮৯৯।

সুহিনী।

পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর ভুবনে আনিল কে।
মধুর বলিয়া, ছানিয়া খাইনু, তিতায় তিতিল দে।
সই, এ কথা কহন নহে।
হিয়ার ভিতর, বসতি করিয়া, কখন কি জানি কহে।
পিয়ার পিরীতি, প্রথম আরতি, তাহার নাহিক শেষ।
পুন নিদারুণ, শমন সমান, দয়ার নাহিক লেশ।
কপট পিরীতি, আরতি বাঢ়ায়া, মরণ অধিক কাজে।
লোক চরচায়, কুলে রক্ষা দায়, জগত ভরল লাজে।
হইতে হইতে, অধিক হইল, সহিতে সহিতে মনু।
কহিতে কহিতে, তনু জর জর পাগলী হইয়া গেনু।
এমতি পিরীতি, না জানি এ রীতি, পরিণামে কিবা হয়।
পিরীতি পরম, দুঃখময় হয়, দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়। ১১০০।

বানশা।

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥
সে কি আর বলিব।
যে পণি করিয়াছি মনে সেই সে করিব।
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা।
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধুধার।
লহু লহু হাসে পঁহু পিরীতের সার?
গুরু গরবিত মাঝে রহি সখী সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম পরিসঙ্গে।
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়ানের ধারা মোর বহে অনিবার॥
ঘরের যতেক সবে করে কাণাকাণি।
জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাইলাম আগুনি॥ ১১০১॥

শ্রীরাগ।

সই, পিরীতি আখর তিন।
জনম অবধি, ভাবি নিরবধি, না জানিয়ে রাতি দিন॥
পিরীতি পিরীতি, সব জানা কহে পিরীতি কেমন রীতি।
রসের স্বরূপ, পিরীতি মুরতি, কেবা করে পরতীত॥
পিরীতি মন্তর, জপে যেই জন, নাহিক তাহার মূল।
বন্ধুর পিরীতি, আপনা বেচিয়া, নিছি দিনু জাতি কুল।
সে রূপ লাগয়ে, নয়ন ডুবিল, সে গুণে বাহিল হিয়া।
সে সব চরিতে, উঠে যে চিত, নিবারিব কিবা দিয়া॥
খাইতে খেয়েছি, শুইতে শুয়েছি, আছিতে আছিয়ে ঘরে।
চণ্ডীদাস কহে, ইঙ্গিত পাইবে, অনল দিয়ে দুয়ারে॥ ১১০২॥

কামোদ।

কপালে চন্দন চাঁন্দ, নাগরী মোহন ফাঁন্দ,
আধ টানিয়া চূড়া বান্ধে।
বিনোদ ময়ূরের পাখে, জাতি কুল নাহি রাখে,
মো পুনি ঠেকিলুঁ ওনা ফান্দে॥
সই কি আর কি আর বোল মোরে?
জাতি কুল-শীল দিয়া, ও রূপ নিছনি নিয়া,
পরাণে বান্ধিয়া থোব তারে॥
দেখিয়া ও মুখ ছান্দ, কাঁন্দে পুণমিক চান্দ,
লাজ বয়ে ভেজেঞা আগুনি।
নয়াণ কোণের বাণে, হিয়ার মাঝারে হানে,
কিবা ভুরু ভুরুর নাচনি॥
আই আই মনু কি রূপ দেখিয়া আনু,
কালা অঙ্গে পড়েছে বিজুলি।
স্বরূপে দড়াইয়া এ রূপ যৌবন সনে,
আপনি সাজাঞা দিব ডালি॥
কি ধেনে দেখিনু তারে, না জানি কি কৈল মোরে,
আট প্রহর প্রাণ ঝুরে।
বলরাম দাস কহে, ও রূপ দেখিয়া গো,
কোন বা পামরী রবে ঘরে॥ ১৯০৩॥

সুহই।

সুন্দরি! বুঝিনু তোমার ভাব।
প্রেম রতন, গোপতে পাইয়া, ভাঁড়িলে কি হবে লাভ?
আন ছলে কহ আমার কথা যে কত পিরীতি রঙ্গ।
রসের বিলাসে অঙ্গে অঙ্গ ঢলা, ইঙ্গিতে প্রেম তরঙ্গ॥
ভাবের ভরেতে চলিতে না পারে, চরণ হইল হারা।
কানুর সনে, নিকুঞ্জ বনে, রঙ্গেতে হৈয়াছ ভারা॥
পুছিলে না কহ, মনের মরম, এবে ভেল বিপরীত।
বলরাম কহে, কি আর বলিবে, ভাবেতে মজিল চিত॥ ১৯০৪॥

ধানশী।

পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর, সিরজিল কোন ধাতা।
অবধি জানিতে, সুধাই কাহাতে, ঘুচাই মনের ব্যথা॥
পিরীতি মূরতি, পিরীতি রসনা, যার চিতে উপজিলা।
সে ধনী কতেক, জনমে জনমে, যজ্ঞ করিয়াছিলা॥
সই, পিরীতি না জানে যারা।
এ তিন ভুবনে, জনমে জনমে, কি সুখ জানয়ে তারা॥
যে জন যা বিনে, না রহে পরাণে, সে যে হৈল কুলনাশী।
তবে কেনে তারে, কলঙ্কিনী বলে, অবোধ গোকুলবাসী॥
গোকুল নগরে, কেবা কি না করে, অবুধ মূঢ় সে লোকে।
চণ্ডীদাস ভণে, মরুক সে জনে, পর চরচায় থাকে॥ ১১০৫॥

বরাড়ী।

বড়ি মাই কানুরে পরাণ পোড়ে মোর।
যমুনা পুলিন বনে, দেখিয়াছি রাখাল সনে,
খেলা রসে হইয়াছিল ভোর।
বংশীবটের তল, ছায়া অতি সুশীতল,
তাহাতে যাইতে না লয় মন।
রবির কিরণে চান্দ, মুখানি ঘামিয়া ছিল,
ভোকে আঁখি অরুণ বরণ!
পীতধড়া অঞ্চল, ঘামে তিতিয়াছিল,
ধূলায় ধূসর শ্যাম কায়া।
মোর মনে হেন হয়, যদি নহে লোক ভয়,
আঁচর ঝাঁপিয়া করি ছায়া॥
কি করিব কোথায় যাব, এ দুখ কাহারে কব,
না কহিলে মনে ব্যথা লাগে
বংশীবদনে কয়, কি করিবে লোক ভয়
কহো যাঞা যশোদার আগে॥ ১১০৬॥

তুড়ি ।

কানুর পিরীতি, কুহকের রীতি,
সকলি মিছাই রঙ্গ ।
দড়াদড়ি লৈয়া গ্রামেতে চড়িয়া,
ফিরিয়ে করিয়ে সঙ্গ ॥
সখি, কানু বড় জানে বাজি ।
বাঁশ বংশীধারী, মদন সঙ্গে করি,
ঢোলক ঢালক সাজি ॥
মদন ঘুরিয়া, বেড়ায় ফিরিয়া,
যুবতী বাহির করে ।
দুইটী গুটিয়া, ফেলায়া লুকিয়া
বুকের উপর ধরে ।
ধীরি ধীরি যায়, ভঙ্গী করি চায়,
রঙ্গ দেখে সব লোকে ।
দাঁড়ায়ে পায়ে উঠয়ে তাহে,
থাকি থাকি দেই ঝোঁকে ।
মুকুতা প্রবাল উগরে সকল,
আর বহুল মুল্য হীরা ।
একবাস আসি, উগরে রাশি,
নাচিয়া বেড়ায় ফিরা ॥
কতক্ষণ বই, বাঁশ হাতে লই,
যুবতী হিয়ায় পড়ে ।
জজ্যে জজ্যে দিয়া, পায়েতে ছান্দিয়া,
বাঁশের উপর চড়ে ।
চড়িয়া উপরে, ঝলিয়া পড়য়ে,
চুম্বই যুবতী মুখে ।
মুখে মুখ দিয়া, পান গুয়া নিয়া,
ঘুরিয়া বেড়ায় সুখে ।
লোক নহে রাজি, কেমন সে বাজি,
রূপো ভুজবার তরে ।
চণ্ডীদাস কয় বাজি মিছে নয়, রঙ্গ কে বুঝিতে পারে ॥ ১১০৭ ॥

রামকেলী।

আলো সোই করিব কি ?
পরাণ পরবশ জী বারেঙ্গী ॥
কি দিয়া শিরমিল কেমন বিধি ?
রূপের নাহিক সীমা গুণের নিধি।
নখিলে নহে রূপ নখিল নয়।
যে অঙ্গে পড়ে দিঠি সেঅঙ্গে রয় ॥
দেখিতে দেখিতে মনে এমন লয়।
সকল অঙ্গে যদি নয়ান হয় ॥
যখন শ্যাম বন্ধু বাঁশীটি পুরে।
বনের পশু কান্দে বিরিখি ঝুরে।
যখন তরুতলে বাঁশীটি বাজে।
পরাণ যেমন করে না কহি লাজে ॥
নয়ান কোণে তার আছে কি ধন।
যার লাগি জাতি কুল করিনু পণ। ১১০৮।

ভাটিয়ারী।

আপন বসন, ঘুচায়ে তখন, লেপয়ে কেশেতে মাটী।
তবলক ছাঁদে, বসন পিঁধে, সঙ্গে চলয়ে হাট ॥
মনোহর ঝুলি কাঁধে।
তাহার ভিতর, শিকড় নিকর, যতন করিয়া বাঁধে ॥
ঘুচাইয়া লাজে চিকিচ্ছার কাজে, বসিলা রোগীর কাছে।
ঘুচায়ে বসন, নিরখে বদন, (বলে) "রোগ যে ইহার আছে।"
বাম হাত ধরি, অঙ্গুলি মোড়ি, দেখে ধাতু কিবা রয়।
"পিরিতের জ্বরে, জ্বরেছে ইহারে, পরাণ রহে কি না রয় ॥
হাসিয়া নাগরী, উঠি অ মোড়ি, "ভাল যে কহিলা বটে।
বল কি খাইলে, হইবে সবলে, বেয়াধি কেমন ছুটে।"
"ঔষধ যে হয়, মনে করি ভয়, এখনি খাওয়ায়ে যেতেম।
ভাল যে হইত, জ্বর যে যাইত, যদি সে সময়ে পেতেম ॥"
তখন নাগরী বুঝিল চাতুরী, চিনি নাগররাজ।
বাশুলী নিকটে, চণ্ডীদাস রটে, এমন কাহার কাজ। ১১০৯॥

শ্রীরাগ।

পিরীতি সুখের, সাগর দেখিয়া নাহিতে নামিলাম তায়।
নাহিয়া উঠিয়া, ফিরিয়া চাহিতে, লাগিল দুখের বায়॥
কেবা নিরমিল, প্রেম-সরোবর, নিরমিল তার জল।
দুখের মকর, ফিরে নিরন্তর, প্রাণ করে টলমল॥
গুরুজন জ্বালা, জলের শিহালা, পড়সী জোঁয়ল মাছে।
কুল পানিফল, কাঁটা যে সকল, সলিল বেড়িয়া আছে॥
কলঙ্ক পানায়, সদা লাগে গায়, ডুবিতে খাইল মদি।
অনন্তর বাহিরে, বট কুট করে, সুখে দুখ দিল বিধি।
কহে চণ্ডীদাস, তুমি বিনোদিনী, দুখ সুখ দুই ভাই।
সুখের লাগিয়া, যে করে পিরীতি, দুখে যায় তার ঠাঁই॥ ১৯১০॥

ভাটিয়ারি।

অঙ্গে অঙ্গে জ্বালা, মুকুতা খেচনি, বিজুরি চমকে তায়।
ছি ছি কি অবলা, সহজে চপলা, সদা মুরুছা পায়॥
মরো মরো সেই ও রূপ নিহিয়া ভয়া।
কি জানি কি গুণে কো বিধি নিরমিল কুলের মাঝারী দিয়া॥
ঢুলি ঢুলি ছুটি, নয়ান নাচনি, চাহনি কটাক্ষ বাণে।
তেরছ বঙ্কিমে, বিষম সঙ্কটে, মরমে মরমে হানে॥
চন্দন তিলক আধ রাঙাপাতা, বিনোদ খুঁপা খাজে।
হিয়ার উপরে, লোটায়া লোটায়া, কাঁচুলি পরাণ কাঁদে॥
আধ চরণে আধ তরণি, আধ সুন্দর হাস।
এই সে বাঁধিয়া, ভাল সে বুঝিয়া, মরে বলরামদাস॥ ১৯১১॥

ছহোরা—ধানশী।

সে যে নাগর গুণধাম, জপয়ে তোহারি নাম॥
শুনিতে তোহারি বাত, পলকে ভরয়ে গাত॥
অবনত করি শির, লোচনে ঝরয়ে নীর।
যদি বা পুছয়ে বাণী, উলটা করয়ে পাণি॥
কহিয়ে তোহারি রীতে, আম না বুঝিয়ে চিতে।
ধৈরজ নাহিক তায়, বড়ু চণ্ডীদাসে গায়॥ ১৯১২॥

শ্রীরাগ।

কিবা রাতি কিবা দিন, কিছুই না জানি।
জাগিতে স্বপনে দেখি কাল রূপখানি॥
আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে।
পরাণ হরিল রাঙ্গা নয়ন নাচনে॥
কি রূপ দেখিনু গৌর নাগর শেখর।
আঁখি ঝরে মন কাঁদে নয়ান ফাঁপর॥
সহজে মূরতি খানি বড়ই মধুর।
মরমে পশিয়া সে ধরম কৈল দূর॥
আর তাহে কত ধরে বৈদগধ।
কুলেতে যতন করে কোন মুগধা?
দেখিতে সে চাঁদ মুখ জগমন হরে।
আধ মুচ্‌কি হাসি কত সুধা ঝরে॥
কাল কপালে শোভে চন্দনের চাঁদে।
বলরাম বলে তোরা সদাই পরাণ কাঁদে॥ ১৯১৯॥

(গীত।)

কিশোর বয়সে কত বৈদগধি ঠাম।
কাম রতি মরকত অভিনব কাম॥
প্রতি অঙ্গ কোন বিধি নিরমিল কিসে?
দেখিতে দেখিতে কত অমিয়া বরিসে॥
মনু মনু কত রূপ দেখিনু স্বপনে।
বসিতে শুইতে মোর লাগিয়াছে মনে॥
অরুণ অধর মৃদু মন্দ মন্দ হাসে।
চঞ্চল নয়ন কোণে জাতি কুল নাশে॥
দেখিয়া বিদরে বুক দুটি ভুরু ভঙ্গি।
আই আই কোথা ছিল সে নাগর রঙ্গি॥
মন্থর চলন খানি আধ আধ যায়।
পরাণ বেকুল করে কি কহিব কায়॥
পরাণে মিলাঞা যায় গায়ের বাতাসে।
বলরামদাস কহে অবশ পরশে॥ ১৯১৪॥

ভাটিয়ারি।

যো মুখ দেখিতে হিয়া বিদরয়ে, কে তা'র পরাণ ধরে?
ভালে সে কামিনী, দিবস রজনী ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরে॥
সোই কি জানি কদম্বতলে।
ওরূপ দেখিয়া, কুলে তিলাঞ্জলি, দিনু যমুনার জলে॥
বঙ্কিম নয়ানে, ভঙ্গিম চালনি, তিলে পাসরিতে নারি।
এত দিনে সখি, নিশ্চয় জানিনু, মজিল কুলের নারী॥
চাঁচর চুলে সে, ফুলের কাচনি, সাজনি মুরু পাঁখে।
বলরাম বলে, কোন্ বা দারুণী, কুলের ধরম রাখে। ১৯১৫।

শ্রীরাগ।

পিরীতি পিরীতি, কি রীতি মূরতি, হৃদয়ে লাগল সে।
পরাণ ছাড়িলে, পিরীতি না ছাড়ে, পিরীতি গড়ল কে॥
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর, না জানি আছিল কোথা।
পিরীতি কণ্টক, হিয়ায় ফুটিল, পরাণ পুতলি যথা॥
পিরীতি পিরীতি, পিরীতি অনল, দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল।
বিষম অনল, নিবাইল নহে, হিয়ায় রহিল শেল॥
চণ্ডীদাস বাণী, শুন বিনোদিনি, পিরীতি না কহে কথা।
পিরীতি লাগিয়া, পরাণ ছাড়িলে, পিরীতি মিলায় তথা॥ ১৯১৬।

শুনইতে আনহি, আনহি শুনত, বুঝইতে বুঝই আন।
পুছইতে গদগদ, উত্তর নাহিক সই, কহইতে সজল নয়ান॥
সখি হে কি ভেল এ বর নারী!
কবহুঁ কপোল, থাকিতে রহু আমরি, জনু ধনহরী জুয়ারি।
বিছুরল হাস, রভস-রস-চাতুরী, বাউরি জনু ভেল গোরি।
ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘ, নিশসিত তনু মোড়ই, সঘনে ভরম ভোরি।
কাতর কাতর, নয়নে নেহারই, কাতর কাতর বাণী।
না জানিয়ে কোন দুঃখে, দারুণ বেদন, ঝর ঝর এ দুই নয়ানি॥
ঘন ঘন নয়নে, নীর ঝরি আওত, ঘন ঘন অধরহি কাঁপে।
বলরামদাস কয়ে, জাননু জগমহে প্রেমক বিষম সন্তাপ॥ ১৯১৭।

শ্রীরাগ।

পিরীতি বলিয়া, একটি কমল, রসের সাগর মাঝে।
প্রেম পরিমল, লুবধ ভ্রমর, ধায়ল অপর কাজে॥
ভ্রমরা জানয়ে, কমল মাধুরি, তেঁহ সে তাহার বশ।
রসিক জানয়ে, রসের চাতুরী আনে কহে অপযশ॥
সই, একথা বুঝিবে কে?
যে জন জানয়ে, সে যদি না কহে, কেমনে ধরিবে দে॥
ধরম করম, লোক চরচাতে, একথা বুঝিতে নারে।
এ তিন আখর, যাহার মরমে, সেই সে বলিতে পারে॥
চণ্ডীদাস কহে, শুনহ সুন্দরি, পিরীতি রসের সার।
পিরীতি রসের, রসিক নহিলে, কিছার পরাণ॥ ১৯১৮॥

ধানশী।

যাইতে জলে, কদম্বতলে, ছলিতে গোপের নারী।
করিয়া বরণ, হিরণ পিধন, বাঁকিয়া রহিল ঠারি॥
স্নেহন মুরলী হাতে। যে পথে যাইবে, গোপের বালা, দাঁড়াইল সেই পথে
"যাও আন বটে, গেলে এ ঘাটেয়, বড়ই বাধিবে লেঠা।"
সখা কহে 'নিতি, এই পথে যাই, আজি ঠেকাইবে কেটা?"
হয় বোলা বুলি, করে ঠেলাঠেলি, হৈল অরজক পারা।
চণ্ডীদাস কহে, কালিয়া নাগর, ছি ছি! লাজে মরি মোরা॥ ১৯১৯॥

শ্রীরাগ।

সুখের লাগিয়া, পিরীতি করিনু, শ্যাম বন্ধুয়ার সনে;
পরিণামে এত, দুখ হবে ব'লে, কোন্ অভাগিনী জানে॥
সই, পিরীতি বিষম মানি।
এত সুখে এত, দুখ হবে ব'লে, স্বপনে নাহিক জানি॥
কে হেন কালিয়া নিঠুর হইল, কি শেল লাগিল যেন।
দরশন আশে, যেজন ফিরয়ে, সে এত নিঠুর কেন॥
বলনা কি বুদ্ধি, করিব এখন, ভাবনা বিষম হৈল।
হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়নি, কি দিলে হইবে ভাল॥
চণ্ডীদাস কহে, শুন বিনোদিনি, মনে না ভাবিহ আন।
তুমি সে শ্যামের, সরবস ধন, শ্যাম সে তোমার প্রাণ॥ ১৯২০॥

শ্রীরাগ।

সুখের লাগিয়া, রন্ধন করিনু, জ্বালাতে জ্বলিল সে।
স্বাদু নাহল, জাতি সে গেল, ব্যঞ্জন খাইবে কে॥
সই, ভোজন বিস্বাদ হৈল।
কানুর পিরীতি, হেন রসবতী, স্বাদ গন্ধ দূরে গেল॥
পিরীতি রসের নাগরি দেখিয়া, আরতি বাড়াইনু আতে।
তবে সে সজনি, দিবস রজনী অনল উঠিল চিতে॥
উঠিতে উঠিতে, অধিক উঠিল, পিরীতি ডুবিল দেহ।
নিমে সুধা দিয়া, একত্র করিয়া, এজন কানুর লেহ॥
চণ্ডীদাস কয়, হিয়ায় সহায়, সকলি গরল হৈল।
কিছু কিছু সুধা, বিরহিণী জীবা, চিরজীবি দেহ কৈল॥ ১১১১॥

শ্রীরাগ।

ভুবন ছানিয়া, গরল করিয়া, আনিনু প্রেমের বীজ।
রোপণ করিতে, গাছ সে হইল, সাধল মরণ নিজ॥
ধ্রু, প্রেম তনু কেন হৈলা।
হাস অভাগিনী, দিবস রজনী, সিঁচিতে জনম গেল॥
পিরীতি করিয়া, সুখ যে পাইব, শুনিনু সখার মুখে।
অমিয়া বলিয়া, গরল কিনিয়া, খাইনু আপন সুখে॥
অমিয়া হইত, স্বাদু লাগিত, হইল গরল ফলে।
কানুর পিরীতি, শেষে হেন রীতি, জানিনু পুণ্যের বলে॥
যত মনে ছিল, সকলি পূরিল, আর না চাহিব লেহা।
চণ্ডীদাস কহে, পরশে বিনে, কেমনে বঞ্চিব দেহা॥ ১১২০॥

শ্রীরাগ।

ও সই আর না পরিহ মোরে।
পিরীতি বলিয়া, দারুণ আখর, বালতে নয়ন ঝুরে॥
পিরীতি আরতি, কভু না পাসরি, শয়ন স্বপনে মনে।
পিরীতি নগরে, বসতি তেজিব, রহিব গহন বনে॥
পিরীতি অবশ, পরাণ লাগিয়া, তেজিব নিজ বাস।
পিরীতি বেয়াধি, ছাড়িলে না ছাড়ে, ভালে জানে চণ্ডীদাস॥ ১১২৩॥

ধানশী।

আগো সই কে জানে এমন রীত।
শ্যাম বঁধুর সনে, পিরীতি করিয়া, কেবা যাবে পরতীত॥
খাইতে পিরীতি, শুইতে পিরীতি, পিরীতি স্বপনে দেখি।
পিরীতি লহরে, আকুল হইয়া, পরাণ পিরীতি সাখী॥
পিরীতি আখর, জপি নিরন্তর, এক পণ তায় মূল।
শ্যাম বঁধুর সনে, পিরীতি করিয়া, তিজিয়া দিলাম কুল॥
চণ্ডীদাস কয়, অসীম পিরীতি, কহিতে কহিব কত।
আদর করিয়া, যতেক রাখিবে, পিরীতি পাইবে তত॥ ১৯২৪॥

তুড়ি।

কানড় কুসুম জিনি, কালিয়া বরণ খানি,
তিলেক নয়নে যদি লাগে।
ছাড়িয়া সকল কাজ, জাতি কুল শীল লাজ,
মরিবে কালিয়া অনুরাগে॥
সই! আমার বচন যদি রাখ।
ফিরিয়া নয়ন কোণে, না চাহিও তার পানে,
কালিয়া বরণ যার দেখ॥
পিরীতি আরতি মনে, যে করে কালিয়া সনে,
কখন তাহার নহে ভাল।
কালিয়া ভূষণ কালা, মনেতে গাঁথিয়া মালা,
জপিয়া জপিয়া প্রাণ গেল॥
নিশি দিশি অনুক্ষণ, প্রাণ করে উচাটন,
বিরহ অনলে জ্বলে তনু।
ছাড়িলে ছাড়ন নয়, পরিণামে কিবা হয়,
কি মোহিনী জানে কালা কানু॥
দারুণ মুরলী স্বর, না মানে আপন পর,
মরমে পশিয়া যার থাকে।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, তনু মন তার নয়,
রোগিণী হইবে সেই পাকে॥ ১৯২৫॥

মল্লার।

বিপিনে মিলল গোপ নারী, হেরি হসত মুরলীধারী,
বিরথি বয়ান পুছত বাত প্রেমসিন্ধু গাহনী।
পুছত সবক গমন ক্ষেম, কহত কিয়ে করব প্রেম,
ব্রজক সবহুঁ কুশল বাত, কাহে কুটিল চাহনি॥
হেরি ঐছন রজনী ঘোর, তেজি তরুণী পতিক কোর,
কৈছে পাওলি কানন ওর, ঘোর নহত কাহিনী॥
ললিত ললিত কবরীবৃন্দ, কাহে ধাওত যুবতীবৃন্দ,
মন্দিরে কিয়ে পড়ল দ্বন্দ বেড়ল বিপথ বাহিনী॥
কিয়ে শারদ চান্দনী রাতি, নিকুঞ্জে ভরল কুসুম পাঁতি,
হেরত শ্যাম ভ্রমর ভাতি, বুঝি আওলি সাহিনী॥
এতহুঁ কহত না কহ কোই, রাখত কাঁহে মনহি গোই,
কহই আন নহই কোই গোবিন্দদাস গায়নী॥

গীত।

মরিব মরিব সখি নিচয় মরিব।
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়া যাব?
তোমরা যতেক সখি থেকো মম সঙ্গে।
মরণকালে কৃষ্ণনাম লিখো মম অঙ্গে॥
ললিতা প্রাণের সখি মন্ত্র দিয়ো কাণে।
মরা দেহ পড়ে যেন কৃষ্ণনাম শুনে॥
না পোড়াইও রাধা-অঙ্গ না ভাসাইও জলে।
মরিলে তুলিয়া রেখো তমালের ডালে॥
সোহিত তমাল তরু কৃষ্ণবর্ণ হয়।
অবিরল তনু মোর তাহে জনু রয়॥
কবহুসো পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে।
পরাণ পায়ব হাম পিয়া-দরশনে।
পুন যদি চাঁদমুখ দেখওন না পাব।
বিরহ আনল মাহ তনু তেয়াগিব॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি॥ ১১২৭॥

শ্রীরাগ।

সই মরম কহি এ তোকে।
পিরীতি বলিয়া, এতিন আখর, কভু না আনিব মুখে॥
পিরীতি মুরতি, কভু না হেরিব, এ দুটি নয়ান কোনে।
পিরীতি বলিয়া, নাম শুনাইতে, মুদিয়া রহিব কাণে॥
পিরীতি নগরে, বসতি তেজিয়া, থাকিব গহন বনে।
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর, যেন না পড়য়ে মনে॥
পিরীতি পাবক, পরশ করিয়া, পুড়িছি এ নিশি দিবা।
পিরীতি বিচ্ছেদ, সহনে না যায়, কহে চণ্ডীদাস কিবা॥ ১৯২৮॥

ধানশী।

রজনী বিলাস বহয়ে রাই।
সব সখিগণ বদন চাই॥
আঁখি ঢুলু ঢুলু অলস ভরে।
ঢুলিয়ে পড়িল সখীর কোড়ে॥
নয়নের জলে ভাসয়ে মুখ॥
দেখি সখী কহে কহনা দুঃখ।
ফুপায়ে ফুপায়ে কাঁদয়ে রাধা।
কহে চণ্ডীদাস নাগর ধান্দা॥ ১৯২৯॥

বিভাস।

পরাণ বঁধুকে, স্বপনে দেখুন, বলিয়া শিয়র পাশে।
নাসার বেশর, পরশ করিয়া ঈষৎ মধুর হাসে॥
পিঙ্গল বরণ, বসন খানি, মুখানি আমার মুছে।
শিয়ান হইতে, মাথাটী বাহুতে, রাখিয়া শুতল কাছে॥
মুখে মুখ দিয়া, সমান হইয়া, বঁধুয়া করল কোলে।
চরণ উপরে, চরণ পসারি, পরাণ পাইনু বোলে॥
অঙ্গ পরিমল, সুগন্ধি চন্দন, কুঙ্কুম কস্তুরী পারা।
পরশ করিতে, রস উপজিল, জাগিয়া হইনু হারা॥
কপোত পাখীরে, চকিতে বাঁটুল, বাজিলে যেমন হয়।
চণ্ডীদাস কহে, এমত হইলে, আর কি পরাণ রয়॥ ১৯৩০॥

সুহই।

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনি আপনি।
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥
জল বিনু মীন জনু কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥
ভানু অনল বলি, সেহ হেন নহে।
হিমে কমল মরে, ভানু সুখে রবে।
চাতক জলদ কহি, সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা॥
কুসুমে মধুপ কহি, সেহ নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর, আপনি না যায় ফুল।
কি ছার চকোর চাঁদ, দুঁহু সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে॥ ১১৩১॥

শ্রীরাগ।

কানু সে জীবন, জাতি প্রাণধন, এ দুটি নয়ানের তারা
হিয়ার মাঝারে, পরাণ পুতলি নিমিখে নিমিখ হারা॥
তোরা কুলবতী, ভজ নিজ পতি, যার মনে যেবা লয়।
ভাবিয়া দেখিলাম, শ্যাম বঁধু বিনে, আর কেহ মোর নয়॥
কি আর বুঝাও, ধরম করম, মন স্বতন্ত্রী নয়।
কুলবতী হইয়া, পিরীতি আরতি, আর কার জানি হয়॥
যে মোর করম, কপালে আছিলা, বিধি মিলাওল তায়।
তোরা কুলবতী, ভজ নিজ পতি, থাক ঘরে কুল লই।
গুরু জন বলে কুবচন, সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যাম অনুরাগে, এ তনু বেচিনু, তিল তুলসী দিয়া॥
পরসি দুর্জ্জন, বলে কুবচন, না যাব সে লোক পাড়া।
চণ্ডীদাসে কয়, কানুর পিরীতি জাতি কুল শীল ছাড়া॥ ১১৩২

সুহই।

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি॥
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর॥
কোন বিধি সিরজিল সোতের সে ওলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকি বঁধু বলি।
বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।
পরের লাগিয়ে কি আপন পর হয়॥ ১১৩৩॥

শ্রীরাগ।

পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর, এ তিন ভুবন সার।
এই মোর মনে, হয় রাতি দিনে, ইহা বই নাহি আর॥
বিহি এক চিতে, ভাবিতে ভাবিতে, নিরমাণ কৈল "পি"।
রসের সাগর, মন্থন করিতে তাহে উপজিল "রী"॥
পুনঃ যে মথিয়া, অমিয়া হইল, তাহে ভিয়াইল "তি"।
সকল সুখের, এ তিন আখর, তুলনা দিব সে কি?
যাহার মরমে, পশিল যতনে, এ তিন আখর সার।
ধরম করম, সরম ভরম, কিবা জাতি কুল তার॥
এ হেন পিরীতি, না কি রীতি, পরিণামে কিবা হয়।
পিরীতি বন্ধন, বড়ই বিষম, দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥ ১১৩৪।

ধানশী।

কনক বরণ করিয়া মনে। ভ্রমই মাধব গহন বনে।
হিমকর হেরি মুরছি পড়ি। ধূলায় ধূসর যাওত গড়ি॥
অপরাধী আমি কোথায় যাব? রাই সুধামুখী কেমনে পাব?
এতেক কহিতে মিলিল রাই। চণ্ডীদাস তব জীবন পায়॥১১৩৫॥

সুহই।

বিষম বাঁশীর কথা কহন না যায়।
ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করয়॥
কেশে ধরি ধৈরা যায় শ্যামের নিকটে।
পিয়াসে হরিণ যেন পড়য়ে শঙ্কটে॥
সবে সই শুনি যদে বাঁশীর নিশান।
গৃহকাজ ভুলি প্রাণ করে আনচান॥
সতী তুলে বিজপতি ধুনি ভুলে মৌন।
শুনি পুলকিত হয় তরুলতাগণ॥
কি হবে অবলা জাতি সহজে সরলা।
কহে চণ্ডীদাস সব নাটের গুরু কালা॥ ১৯৩৬॥

সুহই।

এই ভয় মনে উঠে এই ভয় উঠে।
না জানি কানুর প্রেম তিলে আন ছুটে॥
গড়ন ভাঙ্গিতে সই আছে কত খল।
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল॥
যথা তথা যাই আমি যত দূর পাই।
চাঁদমুখের মধুর হাসে তিলেক জুড়াই॥
সে হেন বন্ধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়।
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়॥
চণ্ডীদাস কহে রাই ভাবিছ অনেক।
তোমার পিরীতি বিনে সে জীয়ে তিলেক॥ ১৯৩৭॥

গীত।

হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে, যদি কণ্ঠ সুধায়ব কো দূর করব পিয়াসা॥
চন্দন তরু যব সৌরভ ছোরব শশধর বরিখব আগি।
চিন্তামণি যব নিজ গুণ ছোড়ব কি মোর করম অভাগি॥
শ্রাবণ মাহ ঘন বিন্দু না বরিখব সুরতরু মাঁঝকি ছাঁদে।
গিরিধর সেবি ঠাম নাহি পায়ব বিদ্যাপতি রহু ধন্দে॥ ১৯৩৮

শ্রীরাগ।

সুখের লাগিয়া, এ ঘর বাঁধিনু, আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে, সিনান করিতে সকলি গরল ভেল॥
সখি, কি মোর কপালে লেখি।
শীতল বলিয়া, ও চাঁদ সেবিনু, ভানুর কিরণ দেখি॥
উচল বলিয়া, অচলে চড়িনু পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে, দারিদ্র বেঢ়ল, মাণিক হারানু হেলে॥
নগর বসালেম, সাগর বাঁধিলাম, মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল, মাণিক লুকাল, অভাগীর করম দোষে॥
পিয়াস লাগিয়া, জলদ সেবিনু, বজর পড়িয়া গেল।
কহে চণ্ডীদাস, শ্যামের পিরীতি, মরমে হল শেল॥ ১৩৩৯॥

ধানশী।

জনম অবধি, পিরীতি বেয়াধি, অন্তরে রহিল মোর।
থেকে থেকে উঠে, পরাণ ফাটে, জ্বালায় নাহিক ওর॥
সই! এ বড় বিষম কথা।
কানুর কলঙ্ক, জগতে হইল, জুড়াইব আর কোথা?
বেয়াধি অবধি, সমাধি করিয়ে, পাই এবে যায় জ্বালি॥
এমতি ঔষধ হয়, অল্প মূল্য লয়, নিরার ঘুচায় আগি॥
জনম অবধি, কণ্টক নদী জ্বালাতে জ্বালাল মন।
তাহার অধিক, দ্বিগুণ জ্বালায়, খলের পিরীতি শুন॥
খলের সংহতি, ছাড়িনু পিরীতি, ছাড়িনু সকল সুখ।
চণ্ডীদাস কয়, যদি দেখা হয়, এবে কেন বাস দুখ? ১৩৪০॥

শ্রীরাগ।

কালার পিরীতি, গরল সমান, না খাইলে থাকে সুখে।
পিরীতি অনলে, পুড়িয়া মরে যে, জনম যায় তার দুখে॥
আর বিষ খেলে, তখনি মরণ, এ বিষে জীবন শেষ।
সদা ছটফট, হুকুলি নিকট, লট পট তার বেশ॥
নয়নের কোণে চাহে যাঁহা পানে, সে ছাড়ে জীবনের আশ।
পরশ পাথর, ঠেকিয়া রহিল, কহে বড়ু চণ্ডীদাস॥ ১৩৪১॥

ধানশী।

হিয়ার মাঝারে, যতনে রাখিব, বিরল মনের কথা।
মরম না জানে, ধরম বাখানে, সে আর দ্বিগুণ ব্যথা॥
যাবে না দেখি, জনম স্বপনে, না দেখি নয়ন কোণে।
অবুধ সে জনি, দিবস রজনী, সদাই পড়িছে মনে॥
হাম অভাগিনী, পরের অধিনী, সকলি পরের বশে।
সদাই এখনি, পরাণ পোড়নি, ঠেকিনু পিরীতি রসে॥
অনুক্ষণ মন, করে উচাটন, মুখে না নিঃসরে কথা।
চণ্ডীদাসের মন, অরুণ নয়ন ভাবিতে অন্তরে ব্যথা॥ ১৯৪২॥

পঠমঞ্জরী।

একে কাল হৈল মোর নয়লি যৌবন।
আর কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন॥
আর কাল হৈল মোর কদম্বের তল।
আর কাল হৈল মোর যমুনার জল॥
আর কাল হৈল মোর রতন ভূষণ।
আর কাল হৈল মোর গিরি গোবর্দ্ধন॥
এত কাল সনে আমি থাকি একাকিনী।
এমন বাখিত নাই শুনয়ে কাহিনী॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে না কহ এমন।
কার কোন দোষ নাই সব এক জন॥ ১৯৪৩॥

সুহই।

পিরীতি লাগিয়া দিনু পরাণ নিছনি।
কানু বিনু দোসর দুকাণে নাহি শুনি॥
মনোদুখে হৃদয়ে সদাই সোঙরিয়ে
কানু পরসঙ্গ বিনু তিলেক না কীয়ে॥
যাহার লাগিয়া আমি কাঁদি দিবা রাতি।
নিছিয়া লৈয়াছি তারে কুলশীল জাতি॥
আর যত অভিমান দিনু বধুর পায়।
বড়ু চণ্ডীদাস কহে যেবা যারে চায়॥ ১৯৪৪॥

রাগ।

কোন বিধি সিরজিল কুলবতী নারী।
সদা পরাধীন ঘরে রহে একেশ্বরী॥
ধিক রহু হেন জন হয়ে প্রেম করে।
বৃথা সে জীবন রাখে তখনি না মরে॥
বড় ডাকে কথাটী কহিতে যে না পারে।
পর পুরুষেতে রতি ঘটে কেন তারে॥
এ ছার জীবনের মুক্তি ঘুচাইনু আশ।
চণ্ডীদাস কবে কেন ভাবহ উদাস? ১৯৪৫॥

সুহই।

বঁধু কি আর বলিব আমি!
যে মোর ভরম, ধরম করম সকলি জানহে তুমি॥
যে তোর করুণা, না জানি আপনা, আনন্দে ভাসি যে নিতি।
তোমার আদরে, সবে স্নেহ করে, বুঝিতে না পারি রীতি॥
স্বামীর যেমন, বাপার তেমন, তৈমতি বরজপুরে।
সখীর আদরে, পরাণ বিদরে, সে সব গোচর তরে॥
সতী বা অসতী, তোহে মোর মতি,
তোহারি বচন সালঙ্কার মোর, ভূষণে ভূষণ বাসি।
চণ্ডীদাস বলে, শুনহ সকলে, বিনয় বচন সার।
বিনয় করিয়া বচন কহিলে, তুলনা নাহিক তার॥ ১৯৪৬॥

উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী, কিশোরী নয়ান তারা।
কিশোরী ভজন, কিশোরী পূজন, কিশোরী গলার হারা॥
রাধে! ভিন না ভাবিহ তুমি।
সব তেয়াগিয়া, ও রাঙ্গা চরণে, শরণ লইনু আমি॥
শয়নে স্বপনে, ঘুমে জাগরণে, কভু না পাসরি তোমা।
তুয়া পদাশ্রিত, করিয়ে মিনতি, সকলি করিবা ক্ষমা॥
গলায় বসন, আর নিবেদন, বলি যে তুঁহারি ঠাঁই।
চণ্ডীদাসে ভণে, ও রাঙ্গা চরণে, দয়া না ছাড়িও রাই॥ ১৯৪৭॥

ময়ূর মণ্ঠক তাল।

আজু বিপিনে যাওত কান, মুরতি মুরত কুসুম বাণ,
জনু জলধর রুচির অঙ্গ ভঙ্গী নটবর শোহিনী।।
ঈষত হাসত বদন চান্দ, তরল নয়ন নয়ন ফান্দ,
দিব্য অধরে মুরলী কুরলি ত্রিভুবন মনমোহিনী।।
কুসুম বিলিত চিকুরপুঞ্জ, চৌদিকে ভ্রমরা ভ্রমরী গুঞ্জ,
পিঞ্ছ বিচিত্র রচিত মুকুট মকর কুণ্ডল দোলনী।।
চঞ্চল নয়ন খঞ্জন জোর, সঘনে ধাওত শ্রবণ ওর,
পীন শোহন রতন রাজ মোতিম হার লোলনী।
কটি পীত পট কিঙ্কিণী বাজ, মদগতি অতি কুঞ্জর রাজ,
শ্রীবৎসাঙ্কিত কদম্বমাল মত্ত মধুকর ভোরণী।।
অরুণ বরণ চরণ কুঞ্জ, তরুণ তরণি কিরণপুঞ্জ,
গোবিন্দদাস হৃদয় রঞ্জ মঞ্জু মঞ্জীর বোলনী।। ১৬৪৮।

ধানশী।

সখিরে, মনের বেদনা, কাহারে কহিব, কেবা যাবে পরতীত
কানুর পিরীতে, ঝুরি দিবা রাতে, সদাই চমকে চিত।।
কুল তেয়াগিনু, ভরম ছাড়িনু, লইনু কলঙ্ক ডালা।
যে জন যে বল, আমারে বল, ছাড়িতে নারিব কালা।।
সে ডালি মাথায় করি, দেশে দেশে ফিরি, মাগিয়া খাইব যবে।
সখী চরচার, কুলের বিচার, তবে সে আমার যাবে।।
চণ্ডীদাস কয়, কলঙ্কে কি ভয়, যে জন পিরীতি করে।
পিরীতি লাগিয়া, মরে সে ঝুরিয়া, কি তার আপন পরে।। ১৯৪১

শুন রজকিনি রামি।
দুইটি চরণ, শীতল জানিয়া, শরণ লইনু আমি।
তুমি রাধাবাদিনী, তুমি হৃদয় ঘরণী, তুমি সে নয়নের তারা।
তোমার ভজনে, ত্রিসন্ধ্যা যাজনে, তুমি সে গলার হারা।।
রজকিনী রূপ, কিশোরী স্বরূপ, কাম গন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী প্রেম, নিষ্কলঙ্ক হেম, বড় চণ্ডীদাস গায়। ১৯৫০।

গীত।

হাম অভাগিনী দোসর নাহি ভেলা।
কানু কানু করি জনম বহি গেলা।
আওব করি মোর পিয়া চলি গেলা।
পূরবক যতগুণ বিসরিত ভেলা।
সবে মোর যত দুঃখ কহিব কাহারে!
ত্রিভুবনে এত দুখ নাহি জানে বৈদেহ।
ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন ধনী রাই।
কানু সমঝাইতে হাম চলি যাই। ১৯৫১॥

গীত।

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।
ঝঞ্ঝা ঘন গরজন্তি সন্ততি ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ সঘনে খর শর হন্তিয়া।
কুলিশ শত শত পাত-মোদিত ময়ুর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী ফাটি যাওত ছাতিয়া।
তিমির ভরি ভরি ঘোর যামিনী থির বিজুরি পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙরবি হরি বিনে দিন-রাতিয়া। ১৯৫২॥

গীত।

মাধব হেরিয়া পাইনু রাই।
বিরহ বিপত্তি না দেই সমতি রহল বদন চাই।
সরকত স্থলী শুতলি আছলি বিরহে সে ক্ষীণ দেহা।
নিকষ পাষাণে যেন পাঁচ রাগে কষিল কনক রেহা।
বয়ান-মণ্ডল লোটায় ভূতল তাহে সে অধিক শোহে।
রাহুভয়ে শশী ভূমে পড়ু খসি এছে উপজল মোহে।
বিরহ বেদন কি তোহে কহব শুনহ নিঠুর কান।
ভণে বিদ্যাপতি সে যে কুলবতী জীবন সংশয় জান। ১৯৫৩॥

গীত।

মাধব কত পরবোধব রাধা।
হা হরি হা হরি কহতহি বেরি বেরি অব জীউ করব সমাধা॥
ধরণী ধরিয়া ধনী যতনহি বৈঠত পুনহি উঠই নাহি পারা।
সহজহি বিরহিণী জগমাহা তাপিনী বৈরী মদন শরধারা॥
অরুণ নয়ান লোরে তীতল কলেবর বিলোলিত দীঘল কেশা।
মন্দির বাহির করইতে সংশয় সহচরী গণতহি শেষা॥
কি কায খেদ ভেদ জনু অন্তর ঘন ঘন উতপত শ্বাস।
ভণয়ে বিদ্যাপতি সোই কলাবতী জীবন বন্ধন আশ পাশ॥ ১৯৫৪॥

গীত।

যতনে যতেক ধন, পাপে বটায়নু মেলি পরিজনে খায়।
মরণক বেরি, কোই না পুছই করম সঙ্গে চলি যায়॥
এ হরি বঞ্চো তুয়া পদ সার।
তুয়া পদ পরিহর, পাপ-পয়োনিধি, পার হব কোন উপায়॥
যাবত জনম হাম, তুয়া পদ না সেবিনু, যুবতী মতিময় মেলি।
অমৃত তেজি কিয়ে, হলাহল পীয়নু, সম্পদে বিপদহি ভেলি॥
ভণহ বিদ্যাপতি, লেহ মনে গুণি, কহিলে কি জানি হয় কাজে।
সাঁঝক বেরি সেব কোই মাগই, হেরইতে তুয়া পদ লাজে॥১৯৫৫॥

গীত।

মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল, দেহ সমর্পিনু, দয়া জানি ছোড়বি মোয়॥
গণইতে দোষ, গুণ-লেশ না পাওবি, যব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি, জগ বাহির নহি মুঞি ছার॥
কিয়ে মানুষ, পশু, পাখী বে জনমিয়ে, অথবা কীট পতঙ্গে;
করম বিপাকে, গতাগতি পুনঃ পুনঃ, মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, অতিশয় কাতর, তরইতে ইহ ভব সিন্ধু।
তুয়া পদ-পল্লব, করি অবলম্বন, তিল এক দেহ দীন-বন্ধু॥ ১৯৫৬॥

গীত।

হাম ধনী তাপিনী মন্দিরে একাকিনী দোসর জন নাহি সঙ্গ।
বরিষা পরবেশ পিয়া গেল দূরদেশ রিপু ভেল মত্ত অনঙ্গ॥
স্বজনি! আজু শুন দিন হোয়।
নবজলধর চৌদিকে ঝাঁপল, হেরি জীউ নিকসয়ে মোর॥
ঘন ঘন গরজিত শুনি জীউ চমকিত কম্পিত মোর।
পাপিহা দারুণ পিউ পিউ সোঙরশ ভ্রমি ভ্রমি দেই তনু কোর॥
বরিখয়ে পুন পুন আগি দহন জনু জানলু জীবন অন্ত।
বিদ্যাপতি কহ শুন রমণী-ধর মিলব পহু গুণবন্ত॥ ১১৫৭॥

গীত।

কত দিন মাধব রহব মথুরাপুর কবে হুচব বিহি বাম।
দিবস লিখি লিখি, নখর খোয়ায়নু, বিছুরল গোকুল নাম।
হরি হরি কাহে কহব এ সম্বাদ।
সোঙরি সোঙরি লেহ, ক্ষীণ ভেল মঝু দেহ, জীবনে আছয়ে কিবা সাধ
পুরব পিয়ারী নারী হাম আছনু, অব দরশনহুঁ সন্দেহ।
ভমর ভমরী ভ্রমি, সবহু কুসুমে রমি, না তেজই কমলিনী লেহ॥
আশে নিগড় করি, জীউ কত রাখব, অবহি যে করত পরাণ।
বিদ্যাপতি কহ, আশাহীন নহ, আওর সো বরকান। ১১৫৮॥

গীত।

দেখানে সতত বৈসে রসিক মুরারি।
সেখানে লিখিহ মোর নাম দুই চারি।
মোর অঙ্গের আভরণ দিহ পিয়া ঠাম।
জনম অবধি মোর এই পরণাম।
সখীগণ গণইতে লইও মোর নাম।
পিয়া মোর বিদগধ বিহি ভেল বাম।
নিচয় মরিব আমি সে কানু উদেশে।
অবসর জানি কিছু মাগিও সন্দেশে।
দিনে একবার পহু লিহে মোর নাম।
অরুণ দুলহ করে দিহে জল দান॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরনারি, ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি॥১১৫৯॥

ললিত।

আর এক দিন সখি শুতিয়া আছিনু।
বঁধুয়ার ভরমে ননদী কোরে নিনু॥
বঁধু নাম শুনি সেই উঠিল কুষিয়া।
কহে তোর বঁধু কোথা গেল পালাইয়া?
সতী কুলবতী কুলে জ্বালি দিলি আগি।
আছিল আমার ভালে তোর বধভাগী।
শুনিয়া বচন তার অথির পরাণি।
কাঁপয়ে শরীর, দেখি আঁখির তাজনি।
কেমনে এড়াব সখি! তাপিনীর হাতে।
বনের হরিণী থাকে শিরাতের সাতে।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে পিরীতি এমতি।
যার যত জ্বালা তার ততই পিরীতি। ১৯৬০॥

সুহই।

মরিব মরিব সই নিচয়ে মরিব।
পিয়ার বিচ্ছেদ আর সহিতে নারিব॥
জনমে জনমে হউ সেই পিয়া আমার।
বিধি পায়ে মাগি মুঞি এই বর সার॥
হিয়ার মাঝারে মোর রহি গেল দুখ।
মরণ সময়ে পিয়ার না দেখিনু মুখ॥
গোবিন্দ দাসিয়া কয় চরণেতে ধরি।
এখনি আনিয়া দিব তোমারি প্রাণ হরি। ১৯৬১॥

বিহাগরা।

দুই জন নিতি নিতি নব অনুরাগ।
দুহু রূপ নিতি নিতি দুহু হিয়ে জাগ॥
দুহু পরিরম্ভনে দুহু ভেল ভোর॥
দুহু দুহে যৈছন দারিদ হেম।
নিতি নিতি আর নিতি নিতি নব প্রেম।
নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস। নিতি নিতি হেরই গোবিন্দদাস॥১৯৬

কানাড়া।

শরদ চন্দ পবন মন্দ, বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধ,
ফুল্ল মল্লিকা মালতী যূথী মত্ত মধুকর ভোরণী॥
হেরত রাতি ঐছন ভাতি, শ্যামমোহন মদনে মাতি,
মুরলী গান পঞ্চম তান, কুলবতী-চিত্ত চোরণী॥
শুনত গোপী প্রেম রোপি, মনহিঁ মনহিঁ আপনা সোঁপি,
তাঁহি চলত যাঁহি বোলত, ধ্বনি লীক কল রোলনী॥
বিছুরি গেহ নিজহুঁ দেহ, একু নয়নে কাজর রেহ
কাহে রঞ্জিত একু মঞ্জীর একু কুণ্ডল ডোলনী॥
শিথিল ছন্দ নীবিক বন্ধ, বেগেন্দ ধাওত যুবতীবৃন্দ,
খসত বসন রসন চোলি গলিত বেণী খোলনী॥
ততহিঁ বেলি সখিনী মেলি, কেহু কাহুক পথ না হেরি,
ঐছনে মিলল গোকুল চন্দ গোবিন্দদাস বোলনী॥ ১১৬৩

ধানশী।

সুন্দরী ধরবি বচন হামার।
কানুক প্রেম, রতন পুন গোপবি, বেকত করবি কুলাচার॥
ধৈরজ লাজ করণ তুয়া সমুচিত, শুনবি গুরুজনভার।
আপক মান, আপে পুন রাখবি, যৈছে উপহাস॥
তুয়া সম কো পুন, আছয়ে ত্রিভুবন, কুলশীল গুণবন্ত।
ঐছন দুহুঁ কুল, হেরইতে উজোর, ধন জন গৌরব অন্ত॥
ভাব অন্তরে যব, হোয়ত অঙ্কুর, আনতহিঁ দেয়বি চিত।
গোবিন্দদাস কহ, ঐছে প্রেম নহ, অনুরাগ গতি বিপরীত॥ ১১৬৪

চাঁদবদনী তুহুঁ রামা, কাঁহে তেজি অতি বামা॥
হাম চকোর তুয়া আশে, পিবইতে করু অভিলাষে।
তুহুঁ ধনি তেজি বিপরীতে, দূরে গেল বিহি বরনিতে॥
অনুগত কিঙ্করদোষে, তুহু নাহি সমুঝসি রোষে।
যবহু উপেখবি মোহে, মঝু বধ লাগব তোহে॥
জগভরি অপযশ গাব, গোবিন্দদাস মরি যাব॥ ১১৬৫

ভূপালী।

নব অনুরাগিণী নব অনুরাগী।
মিলল দুহুঁ তনু গলে গল লাগি॥
তহিঁ এক রঙ্গিণী গরম রসাল।
দুহুঁ গলে দেওল এক ফুলমাল॥
টুটব ভয়ে দুহুঁ পড়ু এক বন্ধ।
দৈবে ঘটাওল প্রেম আনন্দ॥
সখী মুখ হেরইতে উল্লসিত ভেল।
দুহুঁ মেলি মালা সেই সখী গলে দেল॥
বাহু পসারিয়া দোঁহে দোঁহা ধরু।
দুহুঁ অধরামৃতে দুহুঁ মুখ ভরু॥
দূরে গেও মদন শিখণ্ড পীতবাস।
দুহুঁ ভুজ গাওত গোবিন্দদাস॥ ১৯৬৬॥

কামোদ।

নীলিম মৃগমদে তনু অনুলেপন নীলিম হার উজোর।
নীল বলয়াবলে ভুজযুগ মণ্ডিত পহিরণ নীল নিচোল॥
সুন্দরী হরি অভিসারক লাগি।
নব অনুরাগে গোরী ভেল শ্যামরী কহ কামিনী ভয় ভাগি॥
নীল অলকাকুল অলিক হিলোলিত নীল তিমিরে চলু গোই।
নীল নলিনী জনু শ্যামসিন্ধুরসে লখই না পারই কোই॥
নীল ভমরাবলি পরিমলে ধাবই চৌদিকে করত ঝঙ্কার।
গোবিন্দদাস কহয়ে অনুমানল রাই চললি অভিসার॥ ১৯৬৭॥

শ্রীরাগ।

দুহু রাগ দুহু করু কোরে। ভরম ভরম করু দূরে॥
আচরে বদন মোছাই। মান দেওত গোসাঁই॥
খাওত সখাগণ সঙ্গ। অতিশয় সো সুখ রঙ্গ॥
কি কহব ভুবন সুখ ওভর। আনদাস তহিঁ ভৈগও তোর॥ ১১৬৮

ধানশী।

সুখের লাগিয়া, এঘর বাঁধিনু, আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে, সিনান করিতে, সকলি গরল ভেল॥
সখি! কি মোর কপালে লেখি।
শীতল বলিয়া, চাঁদ সেবিনু, ভানুর কিরণ দেখি।
উচল বলিয়া, অচলে চড়িনু পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে, দারিদ্র বেঢ়ল, মানিক হারানু হেলে॥
নগর বসালেম, সাগর বান্ধিলাম মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল, মাণিক লুকাল অভাগীর করম দোষে॥
পিয়াস লাগিয়া, জলদ সেবিনু, পাইনু বজর তাপে।
জ্ঞানদাস কহে, পিরীতি করিয়া, পাছে কর অনুতাপে॥ ১১৬১॥

ধানশী।

শুনিয়া দেখিনু, দেখিয়া ভুলিনু, ভুলিয়া পিরীতি কৈনু।
পিরীতি বিচ্ছেদে, না রহে পরাণে, ঝুরিয়া ঝুরিয়া মৈনু॥
সভ কে বলে পিরীতি ভাল।
শ্যাম বন্ধু বনে, পিরীতি করিয়া পাঁজর খসিয়া গেল॥
পিরীতি মিরিতি, ভুলে তৌলাইয়া পিরীতি গুরুয়া ভার।
পিরীতি বেয়াধি, যার উপজয়ে, সে নাকি জীয়য়ে আর॥
সবাই কহয়ে, পিরীতি কাহিনী, কে বলে পিরীতি ভাল।
কানুর পিরীতি, ভাবিতে ভাবিতে, পাঁজর খসিয়া গেল॥
জীবনে মরণে, পিরীতি বেয়াধি, হইল যাহার অঙ্গ।
জ্ঞানদাস কহে, কানুর পিরীতি, নিতি নৌতুন রঙ্গ॥ ১১৭০॥

সুহই।

সহজই কুলবতী বালা, সে কি সহই প্রেমজ্বালা।
তাহে গুরু গঞ্জন বোল, অহনিশি জরয়ে রোল॥
তাহে দিঠি প্রেমতরঙ্গ, জোরি করহ নহ ভঙ্গ।
দুরজন সঙ্গ সঞ্চারি, বাঁধ মুদিয়ে অন্ধারি॥
সকল কহয় কানুঠাম, ইথে কি কহয়ে পরিণাম।
জ্ঞানদাস কহে তায়, পরিণামে বড়ই সে দায়॥ ১১৭১॥

ধানশী।

এ সখি হাম সে কুলবতী রামা।
অনেক যতন করি, প্রেম ছায়া পায়লু,
বেকত করল ওই শ্যামা॥
আছিনু মালতী, বিহি কৈল বিপরীত,
ভৈ গেল কেতকী ফুলে।
কণ্টক লাগি, ভ্রমর নাহি আওত,
দূরে রহি দুহু মন ঝুরে॥
যব দুহু দরশন, দৈবে মিলায়ল,
কোন না কহে কত বোল।
অন্তরে বৈদগধি, মাণিক ছাপায়ল,
দুহু ভেল পন্থক চোর॥
বঙ্কিম নয়ন করি, রঞ্জন কিয়ে হরি,
বাম নয়ন করি আধা।
গোপত পিরীতি খানি, কোন টুটায়ল,
মঝু, মনে লাগল ধাধা॥
কাঁদিব রে কত, কাঁদি গোঙায়ব,
যাহাকে করিব বিশোয়াস।
জ্ঞানদাস কহে, ধিক রহু জীবনে,
যে করে পর প্রীতি আশ॥ ১১৭২॥

কামোদ।

সুন্দরি কত সমুঝায়ব তোয়।
পায়লি রতন যতন করি তেজলি অব পুন সাধসি মোয়॥
কত কত গোপ সুনাগরী পরিহরি যব তুয়া বন্দে বর কান।
তুহুঁ মান পরম ধন পাওলি না হেরলি কমলবয়ান॥
বিনি অপরাধে উপেখলি মাধব না বুঝলি আপন কাজ।
বুঝ জানিয়ে কোন কলাবতী মন্দিরে অব রহু নাগরিরাজ।
যাহে বিনু পল এক রহই না পারই তাহে কি হেন ব্যবহার।
গোবিন্দদাস কহ অব ধনি জানুবলি পুন হেন না করবি আর।

শ্রীরাগ।

বন্ধুর লাগিয়া, সব তেয়াগিনু, লোকে অপযশ কয়।
এখন আমার, লয় অন্য জনা, ইহা কি পরাণে সয়॥
সই কত না রাখিব হিয়া।
আমার বন্ধুয়া, আন বাড়ী যায়, আমার আঙ্গিনা দিয়া॥
যে দিন দেখিব, আপন নয়নে, আন জন সঙ্গে কথা।
কেশ ছিঁড়ি ফেলি, বেশ দূরে করি, ভাঙ্গিব আপন মাথা॥
বন্ধুর হিয়া, এমন করিলে, না জানি সে জন কে।
আমার পরাণ, করিছে যেমন, এমন হউক সে॥
জ্ঞানদাস কহে, শুন হে সুন্দরি, মনে না ভাবহ আন।
তুহু সে শ্যামের, সরবস ধন, শ্যাম সে তোহারি প্রাণ॥ ১৯৭৪

পটমঞ্জরী।

একলি যাইতে যমুনার ঘাটে॥
পদচিহ্ন মোর দেখিয়া বাটে॥
প্রতি পদচিহ্ন চুম্বয়ে কান।
তা দেখি আকুল বিকল প্রাণ॥
লোক দেখিলে কি বলিবে মোরে।
নাসা পরশিয়া রহিনু দূরে॥
হাসি হাসি পিয়া মিলল পাশ।
তা দেখি কাঁপয়ে গোবিন্দদাস॥ ১৯৭৫

শ্রীরাগ।

হাসিয়া নেহার রাই হাসিয়া নেহার।
অনুগত জনেরে পরাণে কেন মার॥
যে চাঁদের সুধাদানে জগত জুড়াও।
সে চাঁদ বদনে কেনে আমারে পোড়াও॥
অবনীর ধূলি তুয়া চরণ পরশে।
সোনা শতগুণ হৈয়া কাহে নাহি তোষে॥
সে চরণ ধূলি পরশিতে করি সাধ।
জ্ঞানদাস কহে যদি করে পরসাদ॥ ১৯৭৬

তুড়ি।

প্রাণ নন্দিনী, রাধা বিনোদিনী, কোথায় গিয়াছিলে তুমি।
এ গোপ নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, খুঁজিয়া ব্যাকুল আমি।
বিহান হইতে, কাহার বাটীতে, কোথা গিয়াছিলে বল।
এ ক্ষীর মোদক, চিনিক দলক, কে তোর আঁচরে দেল॥
অগোর চন্দন, কস্তুরী কুঙ্কুম, কে রচিল তোর ভালে।
কে বান্ধিল হেন, বিনোদ লোটন, নব মল্লিকার মালে॥
অলকা তিলক, ললাটে ফলক, কে দিল চম্পক দাম।
জ্ঞানদাস কহে, সব বিবরণ, কহ জননীর ঠাম॥ ১৯৭৭॥

শ্রীরাগ।

ধেনু সঙ্গে আওত দুলাল।
গোধূলি ধূসর, শ্যাম কলেবর, আজানুলম্বিত বনমাল॥
ঘন ঘন শিঙ্গা, বেণু রব শুনাইতে, ব্রজবাসীগণ ধায়।
মঙ্গল থারি, দীপ করে বধূগণ মন্দির দ্বারে দাঁড়ায়॥
পীতাম্বর ধর, মুখ জিনি বিধুবর, নব মঞ্জরী অবতাংস।
চূড়া ময়ূর, শিখণ্ডক মণ্ডিত, বাহিরি মোহন বংশ॥
ব্রজবাসীগণ, বাল বৃদ্ধ জন, অনিমিখে মুখশশী হেরি।
ভূলিল চকোর চাঁদ জনু পাওল, মন্দিরে নাচয়ে ফেরি॥
গোগণ নবহু, গোঠে পরবেশল, মন্দিরে চলু নন্দলাল।
আকুল পন্থে, যশোমতী আও, জ্ঞান ভণিত রসাল॥ ১৯৭৮॥

তিরোতা—ধানশী।

সুন্দরি আমারে কহিছ কি।
তোমার পিরীতি ভাবিতে ভাবিতে, বিভোর হইয়াছি॥
থির নহে মন, সদা উচাটন, সোয়াথ নাহিক পাই।
গগণে ভুবনে, দশ দিশ গণে, তোমারে দেখিতে পাই॥
তোমার লাগিয়া, বেড়াই ভ্রমিয়া, গিরি নদী বনে বনে।
খাইতে শুইতে, জ্ঞান নাহি চিতে, সদাই জাগয়ে মনে॥
শুন বিনোদিনী, প্রেমের কাহিনী, পরাণ-পিঞ্জরে বান্ধা।
একই পরাণ, দেহ ভিন ভিন, জ্ঞান কহে গেল ধান্ধা॥ ১৯৭৯॥

কানাড়া।

মুরলী করাও উপদেশ।

যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ॥
কোন রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম?
কোন রন্ধ্রে রাধা বলে ডাকে আমার নাম?
কোন রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুললিত ধ্বনি।
কোন রন্ধ্রে কেকা রবে নাচে ময়ূরিণী।
কোন রন্ধ্রে রসালে ফুটয়ে পারিজাত?
কোন রন্ধ্রে কদম্ব ফুটে হে প্রাণনাথ?
কোন রন্ধ্রে ষড়ঋতু হয় এককালে?
কোন রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফুল ফলে?
কোন রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চম স্বরে গায়?
একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যামরায়॥
জ্ঞানদাস শুনি কহে হাসি হাসি।
রাধে রাধে মোর বোল বাজিবেক বাঁশী॥ ১৯৮০॥

শ্রীরাগ।

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।
নয়ান না চলে নাচে হিয়ার পুতলী॥
পীতবসন মোর তুয়া অভিলাষে।
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিশ্বাসে॥
রাই কত পরখসি আর।
তুয়া আরাধনে মোর বিদিত সংসার॥
লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মুরলী।
পরশিতে চাহি তোমার চরণের ধূলি॥
তুয়া মুখ নিরখিতে আঁখি ভেল ভোর।
নয়ন অঞ্জন তুয়া পরচিত চোর॥
রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগুলি।
বিহি নিরমিল তুয়া পিরীতি পুতলী॥
এত ধনে ধনী যেই সে কেনে কৃপণ।
জ্ঞানদাস কহে কেবা জানিবে মরম॥ ১৯৮১॥

ধানশী।

কানু সে জীবন ধন মোর।
তোমরা যতেক সখী, ঘরে যাই কুল রাখি,
শ্যাম রসে হইয়াছি বিভোর॥
গুরু গরবিত ঘরে, যে বলু সে বলু মোরে,
ছাড়ে ছাড়ুক গৃহপতি।
সকল ছাড়িয়া মুঞি, শরণ লইনু গো,
কি করিব ঘরের বসতি॥
যত ছিল অভিমান, সতী কুলবতী নাম,
সব হরি নিল শ্যামরায়।
কহত পরাণ সখি, অঙ্গেতে অঞ্চল মাখি,
আন রঙ্গ লাগে নাহি তায়॥
রূপ গুণ যৌবন, এ তিন অমূল্য ধন,
সাজাইয়া রতন পসার।
জ্ঞানদাস কহে, যে ধনী এমনি হয়ে,
ধনি ধনি সোহাগ তাহার॥ ১১৮২॥

শ্রীরাগ।

পাসরিতে নারি কালা কানুর পিরীতি।
সোঙরিতে প্রাণ কান্দে করিব কি রীতি॥
হিয়ায় হইতে পিয়া শেজে না শোয়ায়।
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়॥
তনু তনু পরশ লাগি আভরণ তেজে।
চরণে যাবক রচে দেখি পাই লাজে॥
নিশি অবসান জানি কাতর হইয়া।
দৃঢ় করি বান্ধে মোরে ভুজলতা দিয়া॥
অরুণ উদয় দেখি পড়ি প্রেম ফান্দে।
মুখে মুখ দিয়া পিয়া কত জানি কান্দে॥
ঘরে আসিবার কালে পরে প্রেম ফাস।
তেঞি সে এমন দেখি কান্দে জ্ঞানদাস॥ ১১৮৩॥

সুহই।

সজনি ও কথা কথন নয়!
শ্যাম সুনাগর, গুণের সাগর, পড়িনু কোরে দুয়ার।
কত পরকারে, চেতন করয়ে, চেতন না ভেল মোর।
অভিমান করি, পাশ মোড়ি রহি, দুঃখেতে চলল ভোর॥
উঠিনু জাগিয়া দেখি নাই পিয়া, হৃদয়ে বাজয়ে শেল।
আহা মরি মরি, মদন খাণেতে, জর জর ভৈ গেল॥
সে সব সোঙরি, চিত বেয়াকুল, কেমনে আছয়ে পিয়া।
জ্ঞানদাস কহে, এ কথা শুনিতে, বিদরয়ে মোর হিয়া॥ ১১৮৩

ভূপালী।

বরুণক দেশ রঙ্গিনী চলি গেল।
অরুণ অতি সুরপথ দিগ ভেল॥
ঐছন সময়ে নিজ কেলিনিবাসে।
বেশ করলি পিয়া বহু প্রীতি আশে॥
আধা আধ ভাহে না পূরল আশ।
হেরিবি যিনি কত ছাড়য়ে নিশ্বাস॥
নাহিক চিন্তছি অতিশয় খেদ।
জ্ঞানদাস কহ রিহিক সম্বেদ॥ ১১৮৫॥

ললিত।

রাধা মাধব অতি মনোহর।
উঠিয়া বসিলা পুষ্পশয্যার উপর॥
রতির অলস দুহে আঁখি মেলিতে নারে।
দুহুঁ ঢুলি ঢুলি পড়ে দোঁহার উপরে॥
কর্পূর তাম্বুল দুহুঁ সুগন্ধি চন্দন।
মঞ্জরী আরতি সখী করয়ে সেবন॥
শুনি চমকিত মন কোকিলের রায়।
জ্ঞানদাস দুহু রসালস গায়॥ ১১৮৬॥

সিন্ধুড়া।

বড়ি মাই ভাল বিধি কিনি শিখাইলি।
ভুলায়ে আনিলি মোরে, রঙ্গ দেখিবার তরে,
মেয়েরে আনিয়া দিলি ডালি ॥
মুঞি কুলবতী মেয়ে, যদি কিছু বলে মেয়ে,
ঝাপ দিব যমুনার জলে।
যমুনাতে দিয়ে ঝাপ, ঘুচাব মনের তাপ,
এড়াইব সকল জঞ্জালে ॥
আমি রাজনন্দিনী, ভাল মন্দ নাহি জানি,
মেয়ে কেনে মোরে পরশিল।
মনে ছিল অনুবাদ, পুরালে মনের সাধ
অকলঙ্ক কুলে কালি দিল।
আপনার মাথা খেয়ে, ঘরের বাহির হোয়ে,
আইলাম বড়ায়ের সাথে।
জ্ঞানদাসেতে বলে, তারে পাইলে কলে,
নাবিকে দেহ না কিছু খেতে ॥ ১১৮৭ ॥

ধানশী।

তুয়া অনুরাগে হাম নিগমন হইলাম।
তুয়া অনুরাগে হাম গোলক ছাড়িলাম।
তুয়া অনুরাগে হাম কাননে ধাই।
তুয়া অনুরাগে হাম ধবলী চরাই ॥
তুয়া অনুরাগে হাম পরি নীল শাড়ী।
তুয়া অনুরাগে হাম পীতাম্বরধারী।
তুয়া অনুরাগে হাম হইনু কলঙ্কিনী।
তুয়া অনুরাগে নন্দের বাঁধা বৈনু আমি ॥
তুয়া অনুরাগে হাম তুয়াময় দেখি।
তুয়া অনুরাগে মোর বাঁকা হইল আঁখি ॥
তুয়া অনুরাগে হাম কিছু নাহি জান।
চন্দ্রাবলী ভজ জ্ঞানদাসের গান ॥ ১১৮৮ ॥

ধানশী—কন্দর্প তাল।

আঘণ মাস রাসরসসায়র নাগর মাথুর গেল।
পুররঙ্গিনীগণ পূরল মনোরথ বৃন্দাবন বন ভেল।
আওল পৌষ তুষারসমীরণ হিমকরতিম অনিবার।
নাগরীকোরে ভোরি রহু নাগর করব কোন পরকার॥
মাঘে নিদাঘ কৌন পাতিয়ায়ব আতপ মন্দ বিকাশ।
দিনমণিতাপ নিশাপতি চোরল কানু বিনু সঘন হুতাশ॥
ফাগুণে গুণি গুণি গুণমণি গুণগণ ফাগুয়া খেলন রঙ্গ।
বিরহপয়োধি অবধি নাহি পাইয়ে দুতর মদনতরঙ্গ।
আওত চৈত চিত কত বারব ঋতুপতি নব পরবেশ।
দারুণ মনমথ ফুলশরে হানই কানু রহল দূর দেশ॥
মাধব মাস সাধ বিধি বাধল পিককুল পঞ্চম গান।
দারুণ দক্ষিণ পবন নাহি ভায়ত ঝুরি ঝুরি না রহ পরাণ।
জৈঠহি মিঠ কহত সব রঙ্গিণী চন্দন চান্দনী রাতি।
শীতল পবন মোহে নাহি ভায়ত দারুণ মনমথ সাথী।
মাস আষাঢ় গাঢ় বিহানল হেরি নব নীরদপাঁতি।
নীরদ জুরতি নয়নে যব লাগয়ে নিঝরে করয়ে দিন রাতি।
শাওণ সঘন গগনে ঘন গরজন উনমতি দাদুরী বোল।
চমকিত দামিনী জাগয়ে কামিনী জীবন কাহি লোল।
ভাদরে ভর ভর দারুণ দুরদিন ঝাঁপল দিনমণি চন্দ্র।
শীকর নিকরে থির নহ অন্তর দহই মনোভব মন্দ।
আশিন মাসে বিকশিত পঙ্কজিনী সারস হংস নিসান।
নিরমল অম্বর হেরি সুধাকর ঝুরি ঝুরি না রহ পরাণ।
কাতিক মাস নিরাশ করল বিধি শীলা রসময় রাস।
নিকরুণ মাধব কৌন পাতিয়ায়ব কহতহি গোবিন্দদাস॥ ১১৮৯।

আশাবেরী—তিওট।

শ্যাম বিয়োগী যোগী হয়েছে ব্রজবালা।
করিয়ে রোদন, নয়ন অঞ্জন, গলিয়ে গলেতে গুঞ্জমালা॥
লইতে বেশ, দোলে জটাশ্রেণী, কাণেতে কুণ্ডল কাণবালা।
পঙ্কজ লেপন, হলো হুতাশন, বিরহ জ্বালা। ১১৯০॥

ধানশী।

শিশুকাল হেতে বন্ধুর সহিতে, পরাণে পরাণ লেহা।
না জানি কি লাগি, কো বিহি গঢ়ল, ভিন ভিন করি দেহা॥
সই কিব সে পিরীতি তার।
আলস করিয়া, নারে পাসরিতে, কি দিয়া সুধিব ধার॥
আমার অঙ্গের, বরণ লাগিয়া, পীতবাস পরে শ্যাম।
প্রাণের অধিক, করের মুরলী, লইতে আমার নাম।
আমার অঙ্গের, বরণ সৌরভ, যখন যে দিকে পায়।
বাহু পসারিয়া, বাউল হইয়া, তখন সে দিকে ধায়॥
লাখ কামিনী, ভাবে রাতিদিন যে পদ সেবিতে চায়।
জ্ঞানদাস কহে, আহীর নাগরী, পিরীতে বান্ধল তায়॥ ১১১১।

ধানশী।

একলি মন্দিরে, শুতলি সুন্দরী কোরহি শ্যামর চন্দ।
তবহু তাহার, পরশ না ভেল, এ বড়ি মরমে ধন্দ॥
সজনি পাওলি পিরীতি ওর।
শ্যাম সুনাগর, বৈশবে কিবা কঠিন হৃদয় তোর॥
কপূরী চন্দন, অঙ্গে বিলেপন, দেখিয়ে অধিক উজোর।
বিবিধ কুসুমে, বান্ধল কবরী, শিথিল না ভেল তোর॥
অমল বদন কমল মাধুরী, না ভেল মধুপ সাত।
পুছইতে ধনী, ধরণী হেরসি, হাসি না কহসি বাত।
কিবা রতিপতি, বসতি বিদরে, দেখিয়া দেওলি ভঙ্গ।
জ্ঞানদাস কহে, এ দোষ কাহার, দৈবে না ভেল সঙ্গ॥ ১১১২

যোগীয়া।

বিচ্ছেদ যোগেতে আমি ত্যজিব পরাণ।
আর কোন মতে সখি নাহি দেখি ত্রাণ॥
শ্যামরূপ ধ্যান করি, শ্যাম নাম জপ করি,
এরূপে জপাজপ হবে সমাধান। ১১১৩।

ভৈরবী—আড়া তেতালা।

ধরিল হরের বেশ তোমায় শ্রীমতী।
ভস্ম করিবারে পুনঃ শ্যাম হে রিপু রতিপতি॥
রাগ ভাগ নাগ তায়, অলঙ্কারময় গায়,
আলু থালু বসনেতে নগনা যুবতী।
বেণী জটাজুট মত, প্রাণ বিষ কণ্ঠাগত,
বিষাদ বিভূতি মুখে মাখিয়াছ সতী॥ ১১১৩॥

জয় জয়ন্তী—একতালা।

কেঁদ না কেঁদ না আর।
তোমার এ দশা হেরে ব্যাকুল অন্তর॥
বৃথা কেন কৃষ্ণধন, অমঙ্গল কর কেন,
রাহুগ্রস্ত শশধর থাকে কিগো নিরন্তর॥ ১১১৪॥

বাহার—একতালা।

মানময়ি! দেখ তব পায়।
আহা মরি প্রাণ হরি ধরণী লুটায়॥
যাঁর মানে তব মান, তাঁর এত অপমান,
প্রাণসখি প্রাণ ধরে দেখা কি গো যায়॥
আর কাজ নাই মানে, সরে বস সাবধানে,
ঠেকিবে চরণে তব মোহন চূড়ায়॥ ১১১৬॥

সিন্ধু—ভৈরবী।

এই ত সখী বলিলাম বদন ঢাকিয়ে
সাবধান কৃষ্ণ যেন না আসে কাছিয়ে।
বাঁশী কেড়ে নিও তার, আর যেন পুনর্বার,
বাজাতে পারে না সখি মম নাম ধরিয়ে॥ ১১১৭॥

খাম্বাজ—একতাল।

যাও হে আমার কুঞ্জ হতে মিছা আর জ্বালাইও না।
স্মরিলে মরিব মরিলে ভুলিব, পেয়েছি যে যম যাতনা॥
সয়েছি কত মরম বেদনা, অন্তরযামী তুমি জাননা,
মিনতি করি দুটি পায়ে ধরি ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা॥ ১৯৯৮॥

পূরবী—আড়া।

প্যারী কথা কয় না অভিমানে।
চেয়ে রইলেন শ্যামের পানে।
করেন মনে বিচক্ষণ, করিতে প্রেম মন্থন,
কালকূট উপার্জ্জন হল এই কপালগুণে॥ ১৯৯৯॥

ঝিঁঝিট—দাদরা।

মনোমোহিনী প্রাণ সজনী তুমিলো মোর প্রেমের মহাজন।
আমার শিখায়েছে যা, শিখিয়াছি তা,
বলে তাবলে কি হবে অধম॥
যোড়শত গোপিনী শ্যামসোহাগিনী, বঞ্চনা করিয়ে সবে তুমি ধনি,
ভুলালে তারি মন।
তুমি উঠাও বসাও, কাঁদাও হাসাও কে আছে তোমার মতন॥ ২০০০॥

রামকেলী।

শ্যামের শুধ সই কেন কর গান।
মিশাইয়া প্রেম রাগের বিচ্ছেদীর তান।
বিহারীর ক্রিয়াকাল, বিস্ময় বিলাস তাল,
বারে বারে দিওনা হে হায় হায় মান।
বিগুণের অতুল গীত, কর বিরাগে মিশ্রিত,
তবে আর হবে না সে, রাম মূর্ত্তিমান॥ ২০০১॥

কৃষ্ণ কালী রূপ।

সুরট—জৎ।

অপরূপ কালরূপ কেশবে (কে শবে)।
সুরপুর ছাড়ি এল কে সে (এলোকেশে) হের ঐ মাধবে (মা ধবে)।
না রয় আপদ তার পদে সদা শিব (সদাশিব) তায় পদে,
নিরখি পবিত্র পদে জীবের পাপ না রয়.
যশোদয়ালঙ্কৃত (যশোদয়া-অলঙ্কৃত) বপু,
হেরি কি বা মার (বামার) বপু,
রূপের ছটা রিপু দেখে স্থির ভবে॥
ঘুর্ণভুজে করে কিরণ (কি রণ), চর্ম্মণ কিরণে, কে রন,
যে লয় শ্রীপদে শরণ তার কি আপদ হবে,
ঋজু পায় সরল ভাবে. কুব্জা (কু বুঝা) পায় বাঁকা ভাবে,
হেরি রমাপতি পরে (রমা পতি পরে), মোক্ষপদ পায় নরে,
কেন তারে ভাবনারে ভাবনা তোর যাবে॥
কিবা রূপ ধরাপরি, পীতাম্বর পরি হরি (পরিহরি)
করেন গো রক্ষা তারি, ভাব রক্ষা পাবে।
হেন দুর্লভ চরণে, জটিলে না পায় ধ্যানে,
কুটিলে পাবে কেমনে, তাও কি সম্ভবে?
ভজিয়ে ঐ শ্রীচরণ, পূত হয় নিরাধার (নিরাধার) মন, কৈলাস দিলে না মন,
কেমনে তারে (তারে অর্থাৎ তারারে) পাবে॥ ২০০২।

বাহার বাগেশ্রী—আলফ তেতালা

বাও বৃন্দে মাধবে আনিতে।
কৃষ্ণ বিনে শূন্য পরে না পারি রহিতে॥
ছিলাম যে মান করে, সাধিয়ে গিয়েছে ফিরে,
মান গিয়া অবশেষে তোলো সে বুঝিতে॥
দীনবাধে বল গিয়ে, সাধিব ধরিয়ে পায়ে,
বিমুখ হইলে পরে পাবে না দেখিতে॥ ২০০৩॥

সোহিনী—চিমেতেতালা।

শ্যামকে সাধে সাধে, বিষাদে কেন বসিয়ে গো রাধে।
তারে মানাইতে মানে, সামান্য মানে কি রাধে॥
যার লাগি তব মান, সাধিতে তাহারে নাহি অপমান,
বিরাগী কৃষ্ণপ্রেম সুধা লাগি মগনা বিচ্ছেদ হ্রদে॥ ২০০৪॥

কালাংড়া—আড়া।

আসিবে হরি এই মনে করি
হইয়ে রয়েছে আমার দুটী নয়ান প্রহরী॥
আশায় আশ্রয় করি, নিশি শিশিরে, শিহরি,
শেষে হতেছে সর্ব্বরী হরি হরি হরি হরি॥ ২০০৫॥

সিন্ধু—আড় খেমটা।

সেই ত যমুনা কূলে কদম্বের তলে।
সেই ত আমরা সখি মিলেছি সকলে॥
সেইত চাঁদের আলো কোকিলের ধ্বনি।
কিন্তু সেই রসময় কোথা কর্ণধার॥ ২০০৬॥

ললিত—আড়া।

রাধা নাম লয়ে রাধা কেন কুঞ্জে এলে।
শ্যামের বেণু রবে ভুলে॥
গোকুলনগরে তার, প্রেয়সী কি নাহি আর,
শ্যাম কলঙ্কিনী তোমায় পিছে লোকে বলে।
গাঁথিবে কুসুমহার, রোদন হইল সার,
বল গলে দিবে কার ত্যজিয়ে সলিলে।
সহচরীগণের মানা, কখন তাহে শুনিলে না,
হইবে গোকুল কলঙ্কিনী প্রতিফল পেলে॥ ২০০৭॥

ললিত—আড়া।

জেগেছ রজনী সজনী কারো আশা আশাতে।
প্রভাতে অরুণ হয়েছে অরুণ তব নয়ন প্রভাতে॥
অলস অবশ অঙ্গ, হইতেছে অঙ্গ ভঙ্গ, মদন মদেতে।
বেশ ভূষা যেমনি সকলি আছে অমনি তিলক নাসাতে॥ ২০০৮॥

ললিত—আড়াঠেকা।

ওগো সজনী রজনী প্রভাতা হলো।
কৃষ্ণ কুঞ্জে নাহি এলো॥
অসহ্য হইল শয্যা, বেশ ভূষা কিবা কাজে,
কেমনে হবেগো ধৈর্য্য শ্যামের মনে এই ছিল॥
গণিতে গণিতে তারা, স্থির হলো আঁখি তারা,
প্রেয়সী হয়েছে তারা রাধা সনে মনে॥
চন্দ্রাবলী আদি সখি, তাদের সুখে আছেন সুখী,
সুরিলে রাধার আঁখি বধু বুঝি থাকেন ভাল॥ ২০০৯॥

আড়া বাহার—জলদ তেতালা।

সখিরে কি উপায় বলনা প্রাণ যায়।
শ্যাম আশে রজনী যে পোহায়॥
গুরুর গঞ্জনা মনে ভয় না করি,
মুরলী রবে আমি আপনা পাসরি,
এই আশু প্রতিকার তার করিল সেই নিদয়॥ ২০১০॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

নিশি গেল পোহাইয়ে প্রাণনাথ এলো না।
আমার মনের কথা মনে রইলো শ্যামকে বলা হোল না॥
বনে বনে বুলি বুলি, বনফুল তুলিলাম তুলি,
তার বোটাগুলি দিলাম ফেলি, শ্যাম অঙ্গে বাজিবে না।
আমার সাধের মালা শুকাইল শ্যামকে দিতে পেলেম না॥ ২০১১॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

কুঞ্জে বসি সারাটি রজনী গেঁথেছি সজনী হার লো।
সে তো না আইল, নিশি পোহাইলো, পরাইব গলে কার লো॥
কভু নাহি আসে আসিব বলিল, আশা দিয়ে কেন সে ছলিল,
ওলো সে কি নাহি জানে, চাহি পথ পানে,
রয়েছি আশায় তার লো॥ ২০১২ ॥

দেশ মল্লার—আড়া।

চল চল চল সখি, হেরিগে চিকণকালা।
বনফুলে সাজাইব সাজে তারে বনমালা।
মুরলীবাদন বন্ধে, ডাকিছে মোহন মন্দে,
কি করে কুলের তন্ত্রে অন্তরে বাড়িল জ্বালা॥
কুল ভয় কে চাহিবে, কাল ভয় না রহিবে,
আকুল প্রাণ জুড়াইবে সাজ সব কুলবালা॥ ২০১৩ ॥

মঙ্গলরূপ।

সখি হের দেখ আসিয়া।
ধরণী উপরে, এ চারু পঙ্কজ, নয়নে দেখ চাহিয়া॥
পঙ্কজ উপরে, বিশ শশধর, চাঁদের উপরে গজ।
এ চারু গজের, উপরে শোভিত, যুগল কেশরী রাজ।
কেশরী উপরে, এই দুই সায়র, সায়র উপরে গিরি।
গিরির উপরে, এই দুই তমাল, চারি শাখা আছে ধরি॥
তাহে আছে সখি, একটি তমাল, নবঘন সম দেখি।
একটী তমাল, সোণার বরণ, শুনলো সরম সখি॥
তাহে ফলিয়াছে, অরুণ বরণ, এ চারি উত্তম ফল।
কদের তিতর কুল ফুটিয়াছে, নাহি তার শাখাদল॥
তা পর এ দুই, কীরের বসতি, তা পর চকোর চারি।
তা পর এ দুই, চাঁদের বসতি, পিবইতে ছুহুবারি॥
তা পর দেখহ, বিনু সে অরুণ, তা পর ময়ূর অহি।
জ্ঞানদাস কহ, মরমকথাত, এ কথা জানে না কহি॥ ২০১৪ ॥

ললিত—আড়াঠেকা।

সই কই সে কালশশী।
ঐ সেই অস্তাচলে চলিল গগনশশী।
সয়ে কত তিরস্কার, ক'রিলাম অভিসার,
গৃহে ফিরি যাই চল' কার আশ্বাসে আছ বসি। ২০৩৫ ॥

জঙ্গলা ঝিঁঝিট—ঢিমাতেতালা।

না চলে চরণ কেন চলিতে অকল বাধে।
কেন হরি অভিসারে সুখ সাধে বাদ সাধে॥
কুঞ্জে কুঞ্জে আগমন, কি জানি হয় কেমন,
বলিতে বলিতে পারে বাঁচাও শিব সংবাদে॥ ২০৩৬ ॥

মল্লার—কাওয়ালী।

ছি ছি রাধে কেমনে।
তুমি ভাবনা লো আজ মনে।
কিবা কর শ্রীমতী, পরিহরি নিজ পতি,
মতি পরপতির চরণে, ভাল খ্যাতি রাখিলি ভুবনে।
সদাই তোকে তুতলে, কালা কলঙ্কিনী বলে,
লজ্জ মরি আমরা শ্রবণে, ক্ষমা দেহ প্রেমে লো এক্ষণে। ২০৩৭ ॥

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

আমাতে কি আমি আছি সই।
কালার প্রেমে জর জর আমি যেন আমি নই।
যে দিন দেখা কালার সনে, মন ভুলেছে বাঁশীর গানে,
আর কিছু লাগে না মনে মরমেতে মরে রই॥ ২০৩৮ ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

এই হলো হরি মরি হরি ভজনে।
কুযশ ঘোষণা করে ব্রজের কুজনে।
শ্রীকৃষ্ণে অর্পিয়া মতি, হয় কিনা এই গতি,
সতত লাঞ্ছনা অতি গুরুগঞ্জনে। ২০৩৯ ॥

বাহার রাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

শ্রীঅঙ্গ ত্রিভঙ্গ কেন কেন বা কালোবরণ।
আরে সখি বল দেখি, ইহার কি বিবরণ॥
সরল বংশের অংশ, বংশী করে অবতংশ,
কুলধর্ম্ম করে ধ্বংশ সকল শ্যামাচরণ॥
অতনু সতনু করে, সতনুর তনু হরে,
শিখি পাখীর পাখা শিরে, সে করে মনহরণ। ২০২০।

সুধরাই—আড়াতেতালা।

মুরলিবদন মুরলী পুরিল,
গৃহ কায লোকলাজ সকলি ঘুরিল।
এ কেন বিনে দিনী রাই, চলো নিকুঞ্জে যাই,
রহিতে না পারি আর অধৈর্য্য করিল॥২০২১।

যোগিয়া—রূপক।

মুরলী কেন বাজাও বঁধু নিশিতে।
অবলাকুল নাশিতে, লাজ ভরম ধরম হয় চিতে,
উচিত সেসব ভাবিতে।
কাল ননদ প্রমাদ করয়ে তিলেতে কেবল হয় হে কাঁদিতে॥২০২২।

ভাটিয়ার—ললিত আড়া।

করিলে বনবাসী।
কি ক্ষণে শ্রবণে আসি পশিল সে বাঁশী।
বন সে ভবন হোলো, প্রতিবাসী প্রতিকূল,
অকুল করিল আমায় গোকুলনিবাসী॥২০২৩।

[illegible] সং।

[illegible]

আর যেন [illegible] বাজেনা।
না বুঝিয়ে অনুর[illegible] করে রাগ,
আর যেন প্রেমরাগ [illegible] বাজেনা॥২০২৪।

জঙ্গলা ঝিঁঝিট—আড়া।

বাঁশী বটে রাধা রাধা সদা রটে।
সে কি শ্যামের বাঁশী বটে।
সে মধুর রবে, স্থির কে রবে,
অবলা কি বলা যায় শিবের সমাধি ছুটে।২০২৫।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

কেন বাজরে শ্যামের বাঁশী শুনতে ভালবাসি।
তোমার মধুর রবে হয়েছি উদাসীর দাসী।
সতত অন্তরে বাজ, আসিয়ে অন্তরে বাজ,
ত্যজে গৃহ কাজ সাজ পরেছি প্রেমের কাঁসি।২০২৬।

ধানী মুলতানী—কাওয়ালী।

শুনিয়ে মোহন মুরলী গান, করি অনুমান, গেল বুঝি কুলমান।
প্রাণ কেমন করে, সুমধুর স্বরে ধৈরয মন না ধরে,
সাধ হয় শ্যাম দরশনে, লাজ ভয় হল অবসান।
নারি সহচরী রহিতে ভবনে, ত্রিভঙ্গ শ্যাম বিহনে,
চিত যে বঞ্চিত তুরিত মিলনে, না দেখি তাহার সুবিধান

বেহাগ—একতালা।

সখি ওই শুন শ্যামের বাঁশরী।
বাড়িল কাঁচলি ডোর, খসিল কবরী।
মধুর বাঁশরী গান, কেড়ে লয় মন প্রাণ,
লাগিল রে প্রেমবাণ উঠ মরি মরি।২০২৭।

খাম্বাজ—একতালা।

বাজিছে মধুর স্বরে প্রবেশি অন্তরে।
অনল কণা ধরে মন দাহন করে।
যে ধনী এ বাঁশি শুনে, সতত প্রবাদ গণে,
থাকে অস্থির মনে মনে গুমরে মরে।২০২৮।

কীর্ত্তনাঙ্গ—চৌপদী।

যে চরণে কুচযুগ পরশ না হয়।
সে চরণে তীর্থভ্রমণ এ বড় সংশয়॥
যে কটিতে শোভে পীতধটী পীতাম্বর।
সে কটিতে কেমনে পরাব বাঘাম্বর॥
যে অঙ্গেতে অগুরু চন্দন সেবা করে।
সে অঙ্গেতে ভস্ম মাখাইব কেমন করে॥
যে করে শোভা করে মুরলী মধুর।
সে করে কি শোভা করে শিঙ্গা ও ডমুর।
যে শশী চরণে আসি লুকায়েছে লাজে।
সে শশী ফিরায়ে কিহে ভালে ভাল সাজে॥
যে পদে উদ্ভবা বারি নাম সুরধুনী।
সে ধনী ধরিলে শিরে কি হবে সুরধনী।
যে গলেতে দেন রাধা বৈজয়ন্তীমালা।
সে গলে কেমনে আমি দিব অস্থিমালা।
যে শিরে মোহন চূড়া কুন্তলের ঘটা।
সে শিরে কেমনে আমি বিনাইব জটা।
আমি বৃন্দে পদারবিন্দে কার হে বিনয়।
হে গোবিন্দ গোবিন্দদাসে হোয়োনা নিদয়।২০৩০।

হরিনাম-সংগীত।

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং।
বিহিত বহিত্র চরিত্রমখেদং।
কেশব ধৃত মীন শরীর, জয় জগদীশ হরে ॥২০৩১॥

ক্ষিতিরতি বিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে।
ধরণি ধরণকিণচক্র গরিষ্ঠে।
কেশব ধৃত কূর্ম্ম শরীর জয় জগদীশ হরে ॥২০৩২॥

বসতি দশন শিখরে ধরণী তব লগ্না।
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না।
কেশব ধৃত শূকররূপ, জয় জগদীশ হরে ॥ ২০৩৩॥

তব করকমল বরে নখমদ্ভুত শৃঙ্গং।
দলিত হিরণ্যকশিপু তনু ভৃঙ্গং।
কেশব ধৃত নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥২০৩৪॥

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুত বামনং।
পদ নখর জনিত জন পাবন।
কেশব ধৃত বামনরূপ জয় জগদীশ হরে ॥২০৩৫॥

ক্ষত্রিয় রুধির ময়ে জগদপগত পাপং।
স্নপয়সি পয়সি শমিতভব তাপং।
কেশব ধৃত ভৃগুপতিরূপ, জয় জগদীশ হরে ॥ ২০৩৬॥

বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতি কমনীয়।
দশমুখ মৌলিবলিং রমণীয়ং।
কেশব ধৃত রঘুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥২০৩৭॥

বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং।
হলহতি ভীতি মিলিত যমুনাভং।
কেশব ধৃত হলধররূপ জয় জগদীশ হরে ॥২০৩৮॥

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতি জাতং।
সদয় হৃদয় দর্শিত পশুঘাতং।
কেশব ধৃত বুদ্ধ শরীর জয় জগদীশ হরে ॥২০৩১॥

ম্লেচ্ছ নিবহ নিধনে কলয়সি করবালং।
ধূমকেতুমিব কিমপি করালং।
কেশব ধৃত কল্কিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥২০৪০॥

শ্রীজয়দেব কবেরিদমুদিত মুদারং।
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারং।
কেশব ধৃত দশবিধরূপ জয় জগদীশ হরে ॥২০৪১॥

পরজ—ঢিমা তেতালা।

দেখ ঝুলিছে কিশোর কিশোরী।
নিকুঞ্জবনে চারিদিকে ঘেরি সহচরী।
নবীন নীরদ শ্যাম, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ঠাম,
তাহে রূপ অনুপম তড়িত জিনিয়া প্যারী।
অধরে মুরলী গরজিছে গভীর বরষিছে সুধাবারি।
শ্রীমতি উল্লাস, শ্রীমুখে হাস্য প্রকাশ,
করে পূর্ণ অভিলাষ চতুর চতুরী। ২০৪২।

সিন্ধু—কাওয়ালী।

কুঞ্জ কাননে কালী, ত্যজে বাঁশী বনমালী, করে অসি ধরে শ্রীরাধাকান্ত
শ্যাম শ্যামা ভেদ কেন করয়ে জীব ভ্রান্ত।
পীতাম্বর পরিহরি, হরি হলেন দিগম্বরী,
মরি মরি হেরি কি রূপের অন্ত,—
কিবা কাল শশী, লোলজিহ্বা মুক্তকেশী,
ভালে শশী অট্টহাসি বিকট দন্ত।
যে গোবিন্দ পদদ্বয়ে, সুগন্ধি তুলসী দিয়ে,
সুর নরে সাধে সারা দিনান্ত,—
দিয়ে সে চরণে রাঙ্গা জবা, রঙ্গিনী রাই করে সেবা,
কে পাবে শ্যাম চিন্তামণির ভাবের অন্ত। ২০৪৩।

বাহার মিশ্র—একতালা।

জয় জয় জয় যুগলঠাম জয় জয় গৌরাঙ্গ।,
চাঁদে চাঁদে কিরণ ঠিকরে চাঁদে চাঁদে রঙ্গ॥
আমরা যুগল ভাঙ্গা দেখতে নারি।
কলুষনাশন দীনতারণ কনক বরণধারী।
চূড়া ঝলমল বেণী দল দল শোভিত কুসুম সারি।
গৌরচন্দ্র চরণবন্দ প্রেমানন্দ মেলা।
চিত্ত বিভোর নেহার নেহার মাধবী মাধব সঙ্গ।
রাসরসে রসিক রসিকা মাধুরী তরঙ্গ।
আমরা যুগল ভাঙ্গা দেখতে নারি॥ ২০৪৪॥

শুভ মিশ্র - লোফা।

দারুহরি সিংহাসনে নরহরি ভূতলে।
শ্যামহরি আর গৌরহরি রূপ হেরি সই প্রাণ গলে॥
প্রেমসাগরে উঠলো রে তুফান॥
আপনি হরি হরি বলে হরিনাম বিলায়,
হরি চায় হরির পানে নারীর মন মজায়,
রাজ রাজেশ্বর-শ্যাম, যোগী আমার গোরা গুণধাম,
হরির তত্ত্বে মত্ত হরি ডাকে রে হরি বোলে
রাধার প্রেমের পাগল বয়ান ভাসে নয়ানের জলে
প্রেম সাগরে উঠলো রে তুফান॥ ২০৪৫॥

সুরট—ঝাঁপতাল।

শক্তি রাধিকার সনে শ্যাম শোভিত বর্ণাসনে।
সাদরে সাধক সব সাজিল সন্দর্শনে॥
সব সখী সদনে সঘনে সজল সচন্দনে,
সাথে সনক সনাতন, স্মরনীয় সনাতনে॥
শ্যাম সুন্দর সহিত, শত বৎসর শতভক্ত,
সবে শয্যাশরীর শরশয্যা করি শয়নে,—
সুখসাগরে শুক শারী, কিশোরী শ্যামে সহাসনে,
লাজন সম, শরণ শূন্য রাশমণী ভণে॥ ২০৪৬॥

বিভাস—তিওট।

বৃন্দাবনে একাসনে বিরাজিত দুই জনে।
প্রেমময়ী রাজনন্দিনী কমলিনী কৃষ্ণ সনে।
বনমালা বিলম্বিত, উভয় গলে শোভিত,
কোটীচন্দ্র পদাম্বিত মন ভুলে দরশনে,—
রাই অঙ্গে নীলাম্বরী, পীতবসন পরে হরি,
রসিক কহিছে মরি কি শোভিছে পদ্মাসনে॥ ২০৪৭॥

হাম্বির কেদারা—কাওয়ালী।

সখি আমারি দুয়ারে কেন আসিল।
নিশি ভোরে যোগী ভিখারী কেন করুণস্বরে বীণা বাজিল।
আমি আমি যাই যতবার, চখে পড়ে মুখ তার,
তারে ডাকিব কি ফিরাইব ভাবিলো॥
শ্রাবণে আঁধার দিশি, শয়নে বিমল নিশি,
বসন্তে দক্ষিণ বায়ু বিকশিত উপবন,
কত ভাবে কত গীতি, গাহিতেছে নিতি নিতি,
মন নাহি লাগে কাযে আঁখি জলে ভাসিলো॥ ২০৪৮॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কি শোভা কমলিনী শ্যাম ঘনে।
যেন সৌদামিনী জড়িত বনে।
দেখে রজনী বাসরে, ভৃঙ্গ ডাকে ব্রজেশ্বরে,
পদ ঘনাইয়া শুন্ গুণ স্বরে,—
হেরি যুগল রূপ কিশোরী কিশোরে,
কোকিল পঞ্চম স্বরে ডাকে সঘনে॥ ২০৪৯॥

খাম্বাজ—জৎ।

পদ্মআঁখি আজ্ঞা দিলেন পদ্মবনে আমি যাব।
আনিয়ে নীলপদ্ম সে নীলপদ্মের চরণপদ্মে দিব।
হয় না হরির কার্য্যসিদ্ধি কিসে তোর এত বুদ্ধি,
বলোরে বাসুরে বুদ্ধি হরির দোহাই তুচ্ছ কর॥ ২০৫০॥

কামোদ মিশ্র—একতালা।

ডাকে হে পতিত তোমায়
পতিত পাবন পুরাও সাধ।
দীনের ঠাকুর কোথায় গৌরচাঁদ॥
নামের গুণে এস গুণধাম,
হৃদয় ভরি হেরি হরি ত্রিভঙ্গিম ঠাম,
নামে ভরসা করি আশা পুরবে মনস্কাম,
আমার মন বসেনা প্রেম জানেনা, বাঁধো পেতে প্রেমের ফাঁদ॥
রাঙ্গা চরণ ছুটে চাই মধুর গৌর নামটি যেন পাই,
রাই কিশোরীর দোহাই হরি তোমারি দোহাই।
আমার সংশয়ে প্রাণ সদাই দোলে, দাওহে প্রেম সুধার স্বাদ। ২০৫১॥

পরজ ঢিমা—তেতালা।

শ্রীরাধে চল নিকুঞ্জবনে সাজ গো ত্বরা করি,
আমাঙ্গে বামাঙ্গে আজি ঝুলাব ঝুলনে।
মিলন হয়ে অনুপ, মদন মোহন ভূপ,
হেরিব যুগলরূপ যুগল নয়নে।
মনী গভীর হোলো, বিলম্বে কি ফল বল, অবিলম্বে কৃষ্ণ দরশনে।
বিপক্ষ জাগিলে রাধা গমনে হইবে বাধা,
শুন গো কৃষ্ণপ্রমদা নিবেদি চরণে। ২০৫২।

সুরট—মল্লার।

কুঞ্জবনে আজু কি শোভারে সখি।
শ্যাম সুন্দর সঙ্গে ঝুলে চন্দ্রমুখী॥
উভয়েরি অঙ্গ অঙ্গে, মিলিত ললিত রঙ্গে,
মোহিত করে অনঙ্গে অপাঙ্গে নিরখি।
ত্যজি সব কুললাজ, সাজিল ঝুলন সাজ,
আইল কানন মাঝ গৃহ কাজ রাখি।
দোঁহে হেরি রূপজ্বালা, মেঘে যেন চাঁদমালা,
সকলে হলো বিভোলা আনন্দে সজল আঁখি। ২০৫৩॥

মোহিনী—আড়া।

যেমন মোহন শ্যাম তেমনি মোহিনী।
গলে গলে যুগলে কি ঘন পাশ সৌদামিনী॥
করে করে করধরা, রাস্ রসে মৃত্যপরা
শিব সংগোপিয়ে কায় গায় তার মোহিনী॥ ২০৫৪॥

কীর্ত্তন ভাঙ্গা।

হরি নামে পাষাণ গলে, মাগো আমার কিসের ভয়!
যখন বস্‌বো গিয়ে পিতার কোলে, বল্‌বো হরি বাহু তুলে,
পিতাও আমার—ওমা,—হরিনামে যাবে ভুলে।
তুমিও আমার মা,—হরিও আমার মা,—
মায়ের কাছে বসবো হরি হরির কাছে বলবো মা॥ ২০৫৫।

টোরী ভৈরবী মিশ্র—যৎ।

আমি মত্ত থাকি মধুপানে মনের কথা বলি তাই।
আরতো ফিরে আস্‌বে না কানাই॥
আমি বুঝালেম যত, রইল নীরব সে তত,
নিঠুর কে আর আছে তার মত,
কে কেমন আছে ব্রজে এলেম যদি দেখে যাই।
কি ভাবে আছে কানাই কব কেমনে, মনের কথা রাখে গোপনে,
কেবল দেখি রাধা নয়নে,
কানু রা—বলে আর ধূলায় পড়ে তেমন কানু আরত নাই॥ ২০৫৬।

মল্লারখিম্বা—একতালা।

আয় রে আয় হরি বলে, হাত তুলে নেচে আয়.
ডাক্‌লে হরি রইতে নারে, রাখ্‌বে তোরে রাঙ্গা পায়।
কাজ কি আর ছার কামনা, হরি পদে প্রাণ সঁপনা,
হরি নাম কারু নয় মানা,—
হরি নামের পথে, হরি কেনে নামের তাপে তরে যায়॥ ২০৫৭॥

বাউলের সুর।

(মধুর) হরি নামের নাই তুলনা। (সদা হরি বল)
ও নামে মহাপাপী তরে গেল রে,
ও নামে অন্ধ অসুর তরে গেল রে,
ও নামে মরা মানুষ বেঁচে গেল রে?
ভবে অপার নামের মহিমা (সদা হরি বল)
ও নামে অজামিল বৈকুণ্ঠে গেল রে,
তারে যমদূতে ছুতে পেলে না (সদা হরি বল)
যদি বিষয়েতে সুখ হত রে,
তবে লালাজি ফকিরি নিত না। (সদা হরি বল) ।২০৫৮।

দেশ মিশ্রিত—একতালা।

কেশব কুরু করুণা দীনে, কুঞ্জকাননচারী,
মাধব মনোমোহন, মোহন-মুরলী-ধারী।
ব্রজকিশোর, কালিয়হর, কাতর ভয়-ভঞ্জন,
নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখিপাখা,
রাধিকা-হৃদিরঞ্জন।
গোবর্দ্ধন-ধারণ, বন-কুসুম-ভূষণ,
দামোদর কংস দর্পহারী
শ্যাম রাস-রস-বিহারী ।২০৫৯।

সিন্ধু—কাওয়ালী।

মন রে বিপদে ত্রাণ আর হলি নে।
বলিতে হরি তোর আর বলি নে।
তুই এ জননে হরিপদ নলিনে স্থান নিজি নে।
যখন জঠরেতে ছিলি, দুঃখ পেয়ে বলেছিলি,
হরি ভুলে দুঃখ পেয়েছি আর ভুলি নে।
সব কার্য্য পরিহরি, এবার ভজিব হরি,
তবে খসে সে পথ তুই গেলি নে।
কুপথে ভ্রমণ সদাই কর মন,
সেই শমনদমন রাধারমণে মন দিলি নে। ২০৬০।

ঝিঁঝিট—আড়া।

মরণ সময়ে যেন পাই হে রাঙ্গা চরণ তরি,
প্রাণ সখা দিও দেখা হয়ে বাকা বংশীধারী,
দিনান্তে বদন ভরি, প্রাণান্তে বলি নাই হরি,
মদনমোহন ঠামে, আরাধ্য রাধিকা বামে,
এস হৃদয় বৃন্দাবনে, যুগল হেরে যেন মরি॥ ২০৬১॥

মুলতান—একতালা।

তোমারি কারণে হরি সদা কাঁদে প্রাণ,
কোথায় হে দয়াল প্রভু দাও দরশন।
শুনেছি বেদ পুরাণে, কাঙ্গালেরি কান্না শুনে,
বাজের অধিক বাজে প্রাণে, ওহে ব্রহ্মসনাতন।
দুর্ব্বলেরি তুমি বল, যে ডাকে হে দাওহে কোল,
তবে কেন কর ছল করিতে করুণা দান॥ ২০৬২।

সিন্ধু—চৌতাল।

অনন্ত শয়ন, হের নারায়ণে
হের হের বিশ্ববাসিগণ।
পীতাম্বর হরি, মধুর মাধুরী
পদপাশে বিজলীবরণা;
কিবা মোহনবেশে, কিবা মধুর হেসে,
হেরি হরি লীলার স্বপন॥ ২০৬৩।

জয়জয়ন্তী—একতালা।

ওহে মাধব, শ্রীচরণে তব, এই মাত্র মম নিবেদন।
যেন শয়নে স্বপনে, ভোজনে ভ্রমণে, ঐ চরণে থাকে মন।
ওহে পীতবাস, ঘুচাও গর্ভবাস, দাসের পাপ কর বিমোচন।
ইন্দ্রিয়গণের পড়ে ইন্দ্রজালে, তোমারে অভুনা হই যেন বিস্মরণ।
সুখ দি সম্ভোগ, চাইনা স্বর্গভোগ, নির্ব্বাণে নাই আকিঞ্চন।
সদা দাস হয়ে থাকি, পদরজ মাখি, পদাম্বুজ করিব সেবন॥২০৬৪।

দেশমিশ্র—ঝাঁপতাল।

তোমার করুণা ভাবিয়ে হরি এসেছি তোমার দ্বারে হে,
তোমাতে সঁপিয়ে জীবন যৌবন, সংসার সাগরে ভাসি হে,
মুখে ধন দেও, নরকে ডুবাও, এ কেমন তব বিচার হে,
যারা অপরাধী, সদা সুরাপায়ী, এই কি ধনের গরিমা হে ।২০৬৫।

কীর্ত্তন।

তোর নাম রেখেছি হরিবোলা,
মনের সাথে ও আমার মন, খেলনা হরি নামের খেলা।
প্রেমে মেখে ভক্তি মাটা, গড় না হরির চরণ দুটি,
আয় দুজনে সেই চরণে পড়িয়ে দি বনফুলের মালা। ২৯৬৬।

বাউল।

হরি বল, বলরে ভাই, আর বেলা নাই, এই বেলা চল নিতাইয়ের ঘাটে।
ছেড়ে সব খুট নাটি, দরগা আটী পড় গিয়ে চরণ নিকটে।
কেন মন কর দেখি, প্রাণের অরি, শমন এসে বাঁধবে কসে।
নিতাই দুই বাহু তুলে, আচণ্ডালে, ডাকছে রে সব পাপী জুটে।
পাপী তোর পাপের বোঝা দে আমারে, আমরা দু ভাই হলেম মুটে।
বলি মন কাণা খোঁড়া পথ চিন না, সোজা হবে যাওনা হেঁটে ।২০৬৭।

বাউলের সুর।

দেখ ভাই জলের বুদ্বুদ, কিবা অদ্ভুত দুনিয়ার সব আজব খেলা।
আজি কেউ পাদসা হয়, দোস্ত লয়ে, রং মহলে করছে খেলা।
কাল আবার সব হারায়ে, ফকির হয়ে সার করিছে গাছের তলা।
আজি কেউ ধন গরিমায়, লোকের মাথায়, মারছে জুতো এড়ি তোলা।
কাল আবার কোপীন পরে, টুকনি ধরে কাঁধে ঝোলে ভিক্ষার ঝোলা।
আজ রে যেখানে সহর, কত নহর, রয়েছে সব বাজার মেলা।
কাল আবার তথায় নদী, নিরবধি, করছে রে তরঙ্গ খেলা।
(কাঙ্গাল কয়) পাদসা ভজ্জীর কাঙ্গাল ফকির;
সকলি তাই তোজের খেলা;
মন তুমি ধন যা হও, ঠিক পথে হও, ধর্ম্মকে কর না হেলা। ২০৬৮।

কীর্ত্তন।

কানু পরশ মণি আমার। কর্ণের ভূষণ আমার সে নাম শ্রবণ,
নয়নের ভূষণ আমার সে রূপ দরশন, বদনের ভূষণ আমার সেরূপ গান,
হস্তের ভূষণ আমার। পদ সেবন, ভূষণ কি আর বাকি আছে,—
আমি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রহার পরিয়াছি গলে। ৮১৮।

কীর্ত্তন।

প্রাণ গৌরাঙ্গ হে, একবার এস গৌরাঙ্গ, প্রভু ওখানে দাঁড়ায়ে কেনহে
ও এস হে, আমার শচীর দুলাল, ও এস হে, আমার নদীয়ার চাঁদ,
তোমার ভক্তবৃন্দ সঙ্কীর্ত্তন করে হে, প্রিয় গদাধরকে সঙ্গে করে হে!
(আমি জ্বলে মলাম হে) (বিষয় জ্বালায়)
তোমার সীতানাথের সঙ্গে এস হে। ২০৬৯।

বাউলের সুর।

আমি অপরূপ রূপ সাগরের পারে,
ঐ ভুবনমোহন রূপে, পাগল করেছে আমারে।
আমার মন মানে না, আমার প্রাণ মানে না,
আমি আর যাব না আর যাব না অ র যাব না ঘরে,
আমি কাঙ্গাল বেশে, ঘুরে দেশে দেশে,
আমি প্রেম-নগরে শেষ এসে পেয়েছি তাহারে।
কেঁদে পথিক বলে, ভেসে নয়ন জলে,
আমি প্রাণারামে রাখ্‌ব ভরে প্রাণের মাঝারে। ২০৭০।

পিলু—যৎ।

একদিন হায় এমন হবে, এ মুখে আর বলবে না,
এ হাতে আর ধরবে না এ চরণ আর চলবে না,
নাম কিরে ডাকবে সবে, শ্রবণে তা শুনবে না।
পুত্র মিত্রে জগত চিত্রে নেত্রে নিরখিবে না।
ভাল মন্দ কোন গন্ধ নাসিকাতে লবে না,
হবে সাঙ্গ, অবশাঙ্গ, সঙ্গে কিছুই যাবে না।
(তাঁরে) এই বেলা ডাক, ডেকে নেরে, ডাকতে সময় মিলবে না। ২০৭১।

সংকীর্ত্তন।

আমার গৌর নাচে,
নাচে সংকীর্ত্তনে, শ্রীবাস অঙ্গনে, ভক্তগণ সঙ্গে,
হরি বোল বলে বদনে গোরা, চায় গদাধর পানে।
গোরার অরুণ নয়নে (আমার গোরার)
বহিছে সঘনে প্রেম ধারা দেও অঙ্গে,
(নাচে ভক্তগণ সঙ্গে) (আমার গৌর নাচে) ॥ ২০৭২ ॥

নাচে রে শ্রীগৌরাঙ্গ আমার রাধা প্রেমে বলে হরি হরি,
উথলিল প্রেম সিন্ধু ব্রজলীলা মনে করি।
গোরা ক্ষণে বৃন্দাবন করিয়ে স্মরণ, ক্ষণে ক্ষণে বলে কোথায় প্রাণেশ্বরী ॥

রাধে গোবিন্দ বল, শ্রীরাধে গোবিন্দ বল।
রাধে রাধে রাধে বল, (নাম বলতে বলতে প্রাণ গেলেও ভাল।
থাকলেও ভাল)
রাধা নামে বাঁধ ভেলা, এড়াবি শমনের জ্বালা,
রাধা নামে সুধানিধি, পান কর নিরবধি,
রাধা রাধা বল মুখে, জনম যাইবে সুখে,
রাধা নাম বল সদা, যাবে তোর ভবের ক্ষুধা ॥ ২০৭৩ ॥

যমুনা তীরে হরি বলে কে রে, প্রেমদাতা নিতাই এসেছে; (বুঝি)
আমার নিতাই এসেছে, আমার গৌর এসেছে,
(তা নৈলে প্রাণ জুড়াবে কিসে!)
নিতাই নৈলে প্রেম বিলাবে কে?
(নিতাই নৈলে) (দয়াল নৈলে) ॥ ২০৭৪ ॥

জেনে আয় মাধাই রে, নগরে কে যায় হরিবোল বলে।
দৌড়া যাচ্চে দৌড় দৌড়ে কানা যাচ্চে পথ চিনে,
কত শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল হরিনামের গুণে,
কত অন্ধ আতুর তরে গেল এই হরিনামের গুণে,
এ নাম কে আনিল নদে ॥ ২০৭৫ ॥

প্রেম ধন বিলায় গৌররায়, দয়াল নিতাই ডাকে, আয় আয় আয়,
শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়।
আপনি পড়িয়ে নিতাই, বলে সাম্‌লাল রে ভাই। (প্রেমের বন্যা এলরে)

আরে ও ব্রজের বালক, হরিনাম কোথায় ছিল, কে আনিল, (বল রে)
এ নাম তোদের মুখে শুন্তে ভাল! (বল রে)
নামের বর্ণে বর্ণে সুধাক্ষরে, (বল রে)
এ নাম গোলকে গোপনে ছিল, (বল রে)
হরিনাম কোথায় ছিল, কে আনিল, (বল রে)
এ নাম নিতাই ভিন্ন কেউ জানে না! (বল রে)। ২০৭৭।

হরি বল্‌ব আর মদন মোহন হের্‌বো, যাব ব্রজেন্দ্রপুর,
গোপীকার হব নূপুর, (গোপীকার শ্রীচরণে)
আমি শ্রীচরণে রুণু ঝুনু বাজ্‌বো।
তোমরা সব ব্রজবাসী পুরাও এই অভিলাষী,
আমি নিতুই নিতাইর শ্যামের বাঁশী শুন্‌বো। (শ্যামের বাঁশী)

গৌর প্রেম উথলিয়া যায় (রে) কে নিবি, প্রেম নিবি তোরা আয়।
উথলিয়া প্রেম-সিন্ধু, শান্তিপুর ডুবু ডুবু, (প্রেমে দশদিক ভাসায়)
প্রেমে নদে ভেসে যায় (রে)! ঢেউ এসে পাড় ভেঙ্গেছে,— ২০৭৮
ঢেউ লাগ্‌লো জীবের গায়।

শ্রীবাসের অঙ্গিনার মাঝে, আমার গৌর নাচে,
তোরা দেখ্‌বি যদি ত্বরায় আয়, দরশনের সময় বয়ে যায়।
নাচে হরিবোল হরিবোল হরিবোল বলে (রে)
গৌর নিতাই নাচে, হরিবোল হরিবোল হরিবোল বলে।
(আমার) গৌর নাচে রঙ্গে ভঙ্গে, নিতাই নাচে প্রেম-তরঙ্গে,
হরিবোল হরিবোল হরিবোল বলে। (রে)
ও তার সঙ্গে নাচে ভক্তগণ, শ্রীরূপ স্বরূপ সনাতন,
নাচে হরিবোল হরিবোল হরিবোল বলে। (রে) ২০৮০

বাউলের সুর।

সে এক রসিক পাগল, বাধালে গোল, নদেরমাঝে দেখ্‌সে তোরা।
পাগলের সঙ্গে যাব, পাগল হব, হেরবো রসের নব গোরা।
নিতাই পাগল, গৌর পাগল, চৈতন্য পাগলের গোড়া॥
অদ্বৈত্য পাগল হয়ে, রসে ডুবে, প্রেম এনেছে জাহাজে পোরা।
ব্রহ্মা পাগল, বিষ্ণু পাগল, আর এক পাগল না দেয় ধরা;
কৈলাসের শিব পাগল, খেয়ে পাগল, সার করেছে ভাং ধুতুরা।
ওমীন পাগল, জোমেন পাগল, আর এক পাগল না দেয় ধরা,
তারা তিন পাগলে মুক্তি করে, মক্কায়-কল্লে নমাজ পড়া।
যত সব বৈরাগী বৈষ্ণব, ভেক নিয়ে, নাম বাড়ালে বাউল নেড়া
গোঁসাই গোবিন্দের বচন, পাবি চরণ, জানুতে সরা॥

আলাইয়া—সং।

(এবার) হরিপ্রেমানলে জ্বলে হব খাঁটি সোণা,
আপনার রূপে আপনি মজে, করব প্রেম সাধনা।
ভক্তের পদমূলে, নূপুর হয়ে নাচব তালে,
বাজব রুণু ঝুণু বোলে, মধুর বাজনা।
সোণার বরণ গৌর অঙ্গে, মিশে যাব প্রেমরঙ্গে,
গৌরসঙ্গে হরিনাম করিব ঘোষণা॥

কি দেখিলাম রে, কেশব ভারতীর কুটীরে,
অপরূপ জ্যোতিঃ গৌরাঙ্গ মুরতি, দুনয়নে প্রেম বহে শতধারে!
গৌর মত্ত মাতঙ্গের প্রায়, প্রেমাবেশে নাচে গায়,
কভু লুটায়ে ধরায়, নয়নজলে ভাসে রে!
কাঁদে আর বলে হরি, স্বর্গ মর্ত্ত্য ভেদ করি, চিত্ত হরে রে!
দাঁতার দন্তে তৃণ লয়ে, কৃতাঞ্জলি হয়ে, দীনা-মুক্তি যাচেন দ্বারে দ্বারে।
কিবা মুড়ায়ে মাথার কেশ, ধরেছেন যোগীর বেশ,
দেখি ভক্তি ভাবাবেশ প্রাণ কেঁদে উঠে রে।
জীবের দুঃখে কাতর হয়ে, এলেন সর্ব্বস্ব ত্যজিয়ে, প্রেম বিলাতে রে
প্রেমদাসের বাঞ্ছা মনে শ্রীচৈতন্য চরণে,
দাস হয়ে সঙ্গে বেড়াই ঘুরে। ২০৮১।

বাউল।

বাঁশের দোলাতে উঠে, কেহে বটে, শ্মশান ঘাটে যাচ্ছ চলে ?
সঙ্গে সব কাঠের ভরা (হায় কি দশা) সঙ্গে সব কাঠের ভরা,
লট বহরা, জ্ঞাত বেহারার কাঁদে দুলে।
ঐ শুন ঘরে পরে, সবাই কাঁদে, ছেলেরা কাঁদে ব বা বলে
কোথা সে সব মমতা, (হায় রে দশা) কোথা সে সব মমতা,
কও না কথা, এখন কি তা ভুলে গেলে ?
ঘরে যে দিল্লি লাহোর, ঢাকা সহর, টাকা মোহর নিয়ে এলে ;
খেতে না পয়সা সিকি, (হায়রে দশা) খেতে না পয়সা সিকি,
কও হে দেখি, তার কিছু কি সঙ্গে নিলে ?
রং বেরং সালের জোড়া, গাড়ি ঘোড়া, চেন ঘড়ি সব কোথায় খুলে,
হবে যে এমন দশা, (হায় কি দশা) হবে যে এমন দশা,
দশম দশা, জীবদ্দশায় ভুলে ছিলে।
শত্রুতা প্রকাশিতে, যাদের সাতে, বলছে রে সেই সকলে ;
বলছে, ভাই ভালই হল, (ঐ দেখ সব) বলছে, ভাই ভালই হল,
আপদ গেল, হাত জুড়োল এতকালে।
খেদে দীন বাউল কয়, এ সমুদয়, দেখে শুনেও লোক সকলে ;
একটী দিন এ ভাবনা, (হায় কি দশা) একটী দিন এ ভাবনা,
কেউ ভাবে না, বিষয়মদে থাকে ভুলে ॥ ২০৮২।

বাউল।

কোথা দীন দুঃখী তোরা, আয় রে ত্বরা, গৌরচাঁদের প্রেম বাজারে ;
হরিনাম মধুপুরী, (আয়রে তোরা) হরিনাম, মধুপুরী, মিঠাইপুরী,
প্রেমের ঝুরী, খেয়ে যা রে।
যত সব যাচ্ছে দুখো, প্রেমের ভুখো, নিতাই আমার যতন করে,
যে যত পাচ্ছে খেতে, (দেখ সে তোরা) যে যত পাচ্ছে খেতে
ইচ্ছা মতে, ইচ্ছা পাতে ঝাঁকা ধরে।
দেখ্‌তে আনন্দ বাজার হাজার হাজার লোক ধেয়েছে নদেপুরে,
গেল সব মনের, দ্বন্দ্ব, প্রেমের দ্বন্দ্ব, পূর্ণানন্দ ঘর বাহিরে।
আনন্দে মত্ত কিবা, (দেখ সে তোরা) আনন্দে মত্ত কিবা,
হায় রে শোভা দীন বাউলের হৃদমাঝারে। ২০৮৩।

বাউলের সুর।

ঐ দেখ প্রেমের দরবারে আনন্দের মেলা,
হরি ভক্তসঙ্গে রসরঙ্গে, করিছেন কত খেলা।
কেহ লয়ে প্রেমের পসরা, বলে আয় রে ভাই, শুদ্ধ প্রেম,
প্রেম কে নিবি তোরা, করে অপরূপ মধুভাবের বিচিত্র রসলীলা।
কেহ হরি-ভক্তের সাজায়ে ডালি, দেখায় নানা ভাবকলী,
ভাবে হাসে কাঁদে, নাচে গায়, দেয় করতালি;
দুনয়নের জলে অঙ্গে ভাসে, প্রেমরসেতে মাতোয়ালা।
যোগী ঋষি তপোধন, তারা ধ্যানেতে মগন,
পণ্ডিতেরা বেদমন্ত্র করে উচ্চারণ, আবার কর্ম্ম যত সেবায় রত,
ভাবনায় হয়ে ভোলা।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রস,
তাতে দিয়ে নব রস রস কেবা বিলায় প্রেম কলসে কলস।
ডাকে কে নিবি আয়, প্রেমের ছবি ধরা করে এই বেলা।
রামদাসের বড় সাধ মনরে হরি বলে ভিক্ষা করে ভক্তির দোকানে;
সাধু মহাজনের পাতের খেয়ে ঘুচায় জঠর জ্বালা। ২০৮৪।

রামকেলী ভৈরবী— আড়াঠেকা।

যার যার যে রূপ উদয় হয় মনে, সময়ে সে রূপের দেখা মিলে কই।
সদানন্দ রূপ, রূপেরি স্বরূপ, সে রূপ বিহনে সদানন্দ কই।
আমার আঁখির বাসনা ঐ রূপ হেরি পলকে পলকে,
মনেরি বাসনা ঐ রূপ মনে মনে থাকে, রসনার বাসনা সদা
তারে ডাকে, শ্রবণের বাসনা শুনে শোনে কই।
অতি দূর কূল, আশা পারের পার, সে রূপ রহিল আশা পারাপার,
বিনে নাবিক করী, কিসে পাবি পার,
আশা পারাপারের নাবিক রৈল কৈ।
অন্ত সুখ যেমন অগ্নি জলচয় কর্ম্মপাশে জীব সদা বদ্ধ রয়,
সে জন কেমন করয়ে দাহন বুঝিবে কেমন কেবা আছে কই।
কৃষ্ণমণি বলে কৃষ্ণকান্ত তোরে বলি এ বার ভবে এসে কেবল
কয়ে কয়ে গেলি সকলি করিলি, কাজে শূন্য হলি,
শ্রীরূপের চরণে স্মরণ নিলি কই। ২০৮৫।

বাউল—একতালা।

আর কত দিন রবে, মা গো আঁধির ঘরে বসে আর?
না দেখিয়ে কেমন করে হিয়ে, ও মা আমায় দেখা দাও একবার
ও মা না চাহিতে দিচ্ছ তুমি আপনা হতে,
আমার প্রয়োজন যাতে, (মরি হায় রে)
লুকায়ে দাও দেখিনে চক্ষেতে, ও মা এই বড় দুখখ আমার॥
যেমন অন্ধ বালক মায়ের কোলে স্তনের দুগ্ধ খায়,
মাকে দেখিতে না পায়, (মরি হায় রে)
আমি সেইরূপ দেখিনে তোমায়, সদায় দেখিতে প্রাণ কাঁদে আমার।
ও মা অবোধ বালক কভু যদি আঁখি হাতে পায়,
তা তে আপনায় ধরতে চায় (মরি হায় রে)
ধরতে আপনায় না পায় কেঁদে পড়ায়, মা সেই দশা হয়েছে আমার।
কাঙ্গাল বলে ভেঙ্গে মা আঁখির আড়াল,
একবার কোলে নে হাওয়াল (মরি হায় রে)
মায়ের স্বরূপ কেমন দেখুক কাঙ্গাল সে যে জনমে দেখে নাই মায়॥

মলাহর ঠুংরি—লোকা।

দেখেছি রূপ সাগরে, মনের মানুষ কাঁচা সোনা,
তারে ধরব ধরব মনে করি, ধরতে গেলাম, আর পেলাম না।
বহু দিন ভাব তরঙ্গে, ভেসেছি কতই রঙ্গে,
সুজনের সঙ্গে হবে দেখা শুনা।
তারে আমার আমার মনে করি, আমার হয়ে আর হল না।
পথিক কয় ভেবনা রে, ডুবে যাও রূপ সাগরে,
বিরলে বসে কর যোগ সাধনা।
একবার ধরতে পেলে মনের মানুষ, ছেড়ে যেতে আর দিওনা॥ ২০৮৬॥

বেহাগ—ঝাঁপতাল।

যাচি হে হরি ও পদ-রাজীবে তব।
দেহি সুগতি সুমতি দেবী, সুখসম্পদ নব॥
দেহ বিমল ভকতি, জ্ঞান মুকতি, বৈরাগ্য বিবেক ন্যায় সুকৃতি,
খণ্ডি পাপচয়, নাশ কালভয়, পার কর দীনে মোহময় ভব। ২০৮৭॥

রামকেলী ভৈরবী—আড়াঠেকা।

যারে মন, দিলে মন পাইতে পার তারে দিলে কৈ।
আমি হলেম আমার মত তার মনের মত হলেম কৈ॥
মনের আগুন মাপ জানে বল্ব কার কাছে,
এমন বুঝে, আগুন করে বারণ এমন বা কে আছে।
যে বুঝিবে মন তারি কৃপার ভাজন যোগ্য হলেম কৈ।
দিলেম না মন রইলেম সদা বনিতা নিবাসে,
হল প্রায় কাল শেষ দেখ মন শেষ মন শেষ মজেছে কি রসে,
যে দেশে গেলে আশা পোরে সে দেশে যাওয়া হলো কৈ॥
সাধু যে জন দিয়াছে মন ত রিচরণ পাশে
ও সে রসের পাথার, নিয়ে সাঁতার প্রেম-তরঙ্গে ভাসে;
এমন হয়েছে যে জন তার তুলনা আছে কৈ॥
দেখি ভেবে দিবে কবে, দেহ যায় দিন কি আছে,
চিন্তামণি বলে কাতরে দেখ কৃতান্ত তোর পাছে;
তোর আপন দোষে সব হারালি, আমার দেশে এলি কৈ॥ ২৮৮৮॥

ললিত—আড়া খেমটা।

জানি হে জানি হে হরি, তুমি বিপদ-কাণ্ডারী।
তুমি যদি বধ প্রাণে, কি আছে উপায় তারি।
যত আছে চরাচর সকলি তোমার কর।
ইন্দ্র চন্দ্র আদি হয়, ঐ চরণে আজ্ঞাকারী॥
আমি অতি মূঢ়মতি, কি জানি নিন্দা স্তুতি;
তোমার চরণে গতি, এই ভিক্ষা মাগি হরি॥ ২৮৬৪॥

রামকেলী ভৈরবী—আড়াঠেকা।

অন্তিমের সে দিনের উপায় কি হবে।
দেহ ছেড়ে আত্মা-পাখী যবে উড়ে যাবে॥
ধমনী হই ব স্তব্ধ, কণ্ঠে ঘর ঘর শব্দ,
চক্ষু হবে দৃষ্টিহীন, চস্‌মা পড়ে রবে;—
গৃহে রোদনের রোল, স্বজনের গরিবোল,
সবে বাক্য কবে, তুমি শুনতে নাহি পাবে। ২০৮৯॥

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

ভবের বাঁশবাজি করে, ও মন সাবধানেতে, যাও রে তরে।
পরমায়ু-দড়ির উপর পা ফেল রে ধীরে ধীরে,
কর অঙ্গ চালন, লোক ব্যবহার, বিচার-বাঁশটা করে ধরে।
কর্ত্তব্য কর্ম্মেতে নাচ, উৎসাহেতে বারে বার,
যেন মাথার কলসী ও রে মন—
যেন, ধর্ম্ম-কলস যায় না পড়ে, পাপ-পিছলে পাটা সরে॥
আত্মারামের দোহাই দিয়ে, বাজিকর ঘুরে ফিরে,
ও মন এড়াবি মরণ-ভয়ে, ভেল্কি লাগবে শমনেরে॥ ২০৯০॥

ময়ূরপঙ্খীর সুর—খেমটা।

যায় মারা বাসনা জলে মন-তরি আমার, ভবকাণ্ডারী হে কর পার
হে লোভ-মেঘে, কুমতি ঝড়, হইয়ে সঞ্চার,
প্রবল ইন্দ্রিয়-ঢেউ করিছে বিস্তার, তাহে তরি টলে বারে বার।
হে স্বার্থরূপ-পাষাণ চড়াতে, বাড়িয়ে আঘাত,
বারে বার ছেড়ে গেলে নৌকারি মাঝার, জল উঠে ছিদ্র দিয়ে তার
হে ভাঙ্গিল বিচার-হাল, ছিঁড়ে ধৈর্য্য-পাল,
পাপরূপ পাকনা জাল ঘুরায় অনবার, তাহে ভয় তরি বাঁচা ভার।
হে লোভ-কুম্ভীর লোভ-হাঙ্গর-আকার,
ধরি তরি অঙ্গ তারা করিছে আহার, হই সারা তাহে একবার॥
হে করুণা বাতাসে নাথ করে হে উদ্ধার,
ক্ষমা-কূল দেও প্রভু চরণে তোমার, ভবকাণ্ডারী হে কর পার॥২০৯১

ভৈরবী মিশ্র—একতালা।

প্রাণ ভরে আয় হরি বলি, নাচি আয় জগাই মাধাই,
মেরেছ বেশ করেছ হরি বে লে নাচ ভাই।
বলরে হরিবোল, প্রেমিক হরি প্রেমে দিবে কোল,
তোলরে তোল, হরিনামের রোল।
পাওনি প্রেমের স্বাদ, ওরে হরিবোলে কাঁদ, হেরবি হৃদয়-চাঁদ,
ওরে প্রেমে তোদের নাম বিলাব, প্রেমে নিতাই ডাকে তাই। ২০৯

রামকেলী ভৈরবী—আড়াঠেকা।

জানি কায় রূপসাগরে ঝাঁপ দিয়ে ও গৌর হয়েছে।
তারে ধরবে বলে, ঝাঁপ দিলে থাই পেলে না নদে উঠেছে॥
কারে জানি বাস্‌তো ভাল, সে মনের মত ছিল,
সদা ওর মন নিল, সেই রূপের কাছে;
ও তার পেলে না বল, তাইতে বিকল, অন্তরে ওর দাগ লেগেছে॥
সদা ওর মন পুড়ে যায়, নয় স্থির ভয়ে বেড়ায়;
তা'পত প্রাণ শীতল হয় স্থান কোথায় আছে;
তার প্রেমানলে দগ্ধ হৃদয়, নয়নে নিশানা আছে।
নাইকো ওর দুখের অন্ত, হয়েছে পথভ্রান্ত,
সদা তার ভ্রান্ত নয়ন ঝুরতে আছে;
কৃষ্ণকান্ত বলে শান্তি নাই তার, যাবজ্জীবন তাবৎ আছে॥ ২০৯৩॥

কালাংড়া—খেমটা।

যদি চাস মন জগতের ভালবাসা পেতে।
খুলে দে রে প্রেমদ্বার জগত-মাঝেতে॥
বিতরি প্রেম-রতন, শাক্য যীশু চৈতন্য,
দেবতা বলিয়ে গণ্য, হলো ভূতলেতে॥
পশিলে পরশমণি, লোহা সোণা হয় অমনি,
প্রবাদ-বচন শুনি, লোকেরি মুখেতে—
প্রেমমণি হৃদে যার, পরশেছে একবার,
রূপের কি হয় তার, তুলনা চাঁদেতে? ২০৯৪॥

বাউলের—সুর।

ওরে যার হবার হয়, তার প্রেম উথলে দুর্দ্দাবাসে;
প্রহ্লাদ হ বলে নয়ন জলে ভাসে, হরিনামের হ বলে নয়ন জলে ভাসে
প্রেমে নদেবাসী গৌর ভুলাইল চোর, মাতাইল গৌর সেই বয়সে।
পরে বেলা গেল, বাসনার আগুন দ্বি, তাই শুনে লালা আমার,
ওরে লালা আমার রল না দেশে।
কত কথা শুনি এখন, চেতে নাকো মন, (সদাই অচেতন মোহবশে)
আমার হয়েছে প্রাণ, আপন পাষাণ ভেজে না সহস্র উপদেশে॥২০৯৫

রাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

বিপাকে পড়িয়ে হরি ভাব কার দ্বার।
অসহায় অন্ধকারে কে করে নিস্তার॥
তুমি পিতা তুমি মাতা, তুমি গুরু জ্ঞানদাতা,
তোমারই আশ্রিত আমি, তুমি হে ভরসা আমার।
মোহময় পাপ নাশি বিরাজ হৃদয়ে আসি,
আঁধার জগতে দীপ তুমি হে সবার॥
অন্তর বাহিরে যার, ভ্রমে রিপু দুর্নিবার,
কোথায় নিষ্কৃতি শান্তি সুখ তার অনিবার;
যাচি নাথ পদাশ্রয়, ত্রাহি ত্রাহি দয়াময়,
সংসারসঙ্কটে বিভু তোমারই চরণ সার। ২০৯৬॥

ইমন—কাওয়ালী।

সুধানাথ নাম তোমার।
ঐ নাম যখন মনে পড়ে সুধাময় হয় হৃদয় আমার।
নাম ধরে যখন ডাকি, প্রেমানন্দে ঝরে আঁখি,
সুধাময় ব্রহ্মাণ্ড দেখি দেখি তোমার সুধার আধার।
প্রেম করে যে যা বলে, প্রেম সিন্ধু সেই তোমার নাম,
শ্যাম বলুক শ্যামা বলুক অথবা বলুক শিবরাম;—
যে জাতি বলুক যে ভাষায়, বঞ্চিত হবে না সে আশায়,
সকল ভাষার গুরু তুমি, তোমার কাছে নাই জাত বিচার।
তোমার কি আর পিতা আছে নাম রেখেছে শিশুকালে,
সকলের পিতা তুমি সবার পালিত তোমার কোলে,—
তোমার ভক্ত যে সেই তোমার পিতা, সেই তোমারি জন্মদাতা,
নাম রাখে সে মনের ভাবে, সেই ভাবে হও নবকুমার॥২০৯৭॥

ভৈরবী মিশ্র—একতালা।

আমি প্রেমের ভিখারী, কে প্রেম বিলায় এ নদীয়ায়,
কে প্রেমের মাতাল, কে প্রেম ঢেলে দেয়, যে যত চায় তত পায়।
প্রাণে প্রাণে শুনে কথা, তাইতো আমি হলেম হেথা,
আমি দেশে দেশে বেড়াই ভেসে, ঠেকে গেছি প্রেমের দায়। ২০৯৮।

বদনের তুক্ক—ঠুংরী।

জয় নারায়ণ বিঘ্নবিনাশন, জয় মুরারি কেশব বিশ্বম্ভর বামন।
জয় কালীয়দমন, বিরাট ভীষণ, দেবকীনন্দন, দনুজদলন;
জয় বিষ্ণু জগন্নাথ, রাম বিশ্বনাথ কংসদৈত্য নিপাত, মধুসূদন।
জয় গোবিন্দ রমেশ, কৃষ্ণ হৃষীকেশ, নটেন্দ্র সুরে, স্মরমোহন;
জয় যজ্ঞেশ গোপাল মুকুন্দ নৃপাল ব্রহ্ম সুরপাল পীতবসন॥
জয় গিরিচক্রধারী, বিপিনবিহারী, শার্ঙ্গ পাণি হরি খগবাহন;
জয় শ্রীনন্দসুত যশোদাসুত, পরম পুত হাসাবদন।
জয় বসুদেবজায়, ত্রিভঙ্গকায়, অদ্ভুতমায়, জগরচন;
জয় কল্কি হলধর, নবরসসাগর, বুদ্ধ অবতার, লক্ষ্মীরমণ।
জয় কৌস্তুভভূষণ, শঙ্খধারণ, পূতনাঘাতন, কেশীমর্দ্দন;
জয় শ্রীনাথ শ্রীবাস, জাহ্নবী প্রকাশ, পূর্ণ অভিলাষ, যাচি শরণ,
জয় স্থির পদ্মাসন, গরুড় কেতন, বিশ্ববিমোহন, গদাধারণ,
রোগ শোক ঘোর, নাশ কর মোর করি করযোড়, মাগি চরণ।২০৯৯।

খাম্বাজ—খেমটা।

জীব কেন রে অচৈতন্য।
দ্বৈত জ্ঞান ত্যজ, শ্রীঅদ্বৈত ভজ, নিতানন্দে মজো পাবে চৈতন্য
শ্রীবাস গদাধরের অতুল মহাত্ম্য, প্রভু তুল্য কিন্তু নাহি প্রভুত্ব,
প্রভুতে দাসত্ব এই পঞ্চতত্ত্ব,
যে করেয়ে তত্ত্ব সেই তত্ত্বজ্ঞানী স্ব স্ব তত্ত্বে ধন্য।
প্রভুর প্রিয়োত্তম, জয় গোঁসাই গুণবন্ত,
দ্বাদশ গোপাল চৌষট্টি মহন্ত, সান্ত মহাদান্ত;
ভক্তের আদি অন্ত, কে করবে অন্ত অনন্ত ভ্রান্ত জীব নাস্তি
প্রভু শ্রীনিবাস, পূর্ণাও অভিলাষ, ঘুচাও অভিলাষ,
হৃদয়ে কর বাস দেহ শ্রীপদে বাস;
দাসের এই আশ্বাস, তব দাসের দাস, কর গোবিন্দ দাসের বাসনা পূর্ণ॥

কোন ফুলের সৌরভ রে নিতাই, এনে জগত মাতালি রে।
গাছের নাম তার চম্পকলতা রে পাতার নাম তার হম;
ওরে, এক ডালে তার রসেরকলি, আর এক ডালে প্রেম রে ২১০১।

কীর্ত্তন।

শ্রীরাধার মন্দিরে রূপ কি হইল রে, কি হইল কি হইল কি হইল রে!
আট কোটরি দরম দশা, আঠার মোকামে,
ঐ যে দেহের মধ্যে আছে রূপ পাব কি সন্ধানে রে রূপ কি হইল রে
ডাইনে গঙ্গা বাঁয় যমুনা-মধ্যে ত্রিবেণী লহরী,
যেখানে বসিয়া দেখ অনঙ্গমঞ্জরী রে, রূপ কি হইল রে।
ভুবন ভরি গৌর বলি মেলামিলি করে,
বিজুলি চটকে রূপ দেখ নুনয়নে রে, রূপ কি হইল রে।
নরোত্তম বাউলের বল, ফাঁড়িয়াবায় ঘুরে,
আমার দয়াল চাঁদের কৃপা হইলে অমূল্য ধন মিলে;—
রূপ কি হইল রে! ২১০২॥

বাউলের সুর।

আজ আমার প্রেমসাগরে, জীবন তরি ডুবে গেছে।
এ তরি ভাসবে না আর, ভাসবে না আর, মাঝ কোটাতে জল উঠেছে।
ডুবেছে জীবন-তরি উঠেছে তুফান ভারি,
তরঙ্গ দেখে অঙ্গ কাঁপিতেছে,
ভয় পেয়ে জ্ঞান কাণ্ডারী, দশজন দাঁড়ী, অবাক হয়ে বসে আছে।
যা কিছু বোঝাই ছিল, সকলি ভেসে গেল,
আমার সঙ্গে ছিল ছয়জন চাকর, সাঁতার দিয়ে পালাইয়াছে।
পথিক কয়, ভাল হল, মনরে তোর ভাগ্য ভাল,
আর কেন হাবার মত ভাবিস্ মিছে।
এখন ঝাঁপ দিয়ে পড় গুরু বলে, যা হবার তা হয়ে গেছে॥ ২১০৩।

কীর্ত্তন।

তোরা দেখ এসে রে নদেপুরে,
যাদের হরির নামে নয়ন ঝরে রে।
(তারা) দুভাই বাহু তুলে, প্রেমে-গলে, নৃত্য করে রে।
(চেয়ে দেখরে নদের সাঁ)
তাদের আর কিছু নাই এ সংসারে, সে ধন বিনে রে॥ ২১০৪।

বাউল।

হরি নাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে, বল্ মাধাই মধুর স্বরে
নারদ ঋষি দিবানিশি বীণাযন্ত্রে গান করে,
মন প্রাণ ঐক্য করে ডাক যশোদা-কুমারে।
(মাধাই তাও কি তুমি জান না রে)
হরি নামের গুণে, গহন বনে, মৃত তরু মুঞ্জরে,
হরি নামামৃত পান করিলে, ভাস্‌বে সুখের সাগরে।
(মাধাই তাও কি তুমি জাননা রে)
আমরা দুভাই অশেষ পাপী বিখ্যাত এই সংসারে,
হরি নামের তরি ঘাটে বাঁধা, ডাক্‌লে নিতাই পার করে,
(মাধাই তাও কি তুমি জাননা রে) ২১০৫

কীর্ত্তন।

আমি ব্রজে যাব কোন পথে?
গুণের ভাই রে নিতাই, ব্রজের পথ চিনায়ে দে।
কবে রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড, দেখ্‌বো দুনয়নেতে,
কবে মাধুপুরি মেগে খাব, ব্রজবাসীর ঘরেতে,
কবে তাপিত অঙ্গ শীতল হবে বংশীবটের ছায়াতে।
আমি ব্রজে গিয়ে এই করিব,—ধূলা মাখিব অঙ্গেতে;
কবে রাধারাণীর দয়া হবে, যাব ব্রজপুরেতে ২১০৬।

হরি বল্‌বো আর চল্‌ব ব্রজের পথে রে, তোমরা বল, ও ভাই বল রে।
আজ সুধামাখা হরিনামে, আজ সুধামাখা (নামে কতই সুখা রে)
ব্রহ্মাণ্ড যাবে মেতে; আজ হরিনামের ধ্বজা লয়ে,
আজ হরিনামের (বিজয় নিশান ধরে রে) যাব দ্বারেতে দ্বারেতে।
সেই ব্রহ্মার দুর্লভ নাম, সেই ব্রহ্মার, (নামের কি মহিমা রে)
দুর্লভ নাম এল পাপী তরাতে। ২১০৭

ব্রজেযাই রে গুণের ভাই, নিতাই চল্ চল্ চল্ ব্রজে যাই।
(আমরা দুভাই ব্রজে যাই) ব্রজে গিয়ে মাধুকরি মেগে খাই।
(চল্ চল চল্ ব্রজে যাই)
ওরে, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, কবে হেরিবো দুনয়নে।
(চল্ চল্ চল্ ব্রজে যাই।) ॥২১০৮

গৌর চল্লো ব্রজনগরে, জয় রাধে শ্রীরাধার নাম লয়ে।
গোরাঁত মুড়ো মাথা, ছেঁড়া কাঁথা, করঙ্গ নিয়ে করে,
(হেদে গো নদেবাসী) জয় রাধে শ্রীরাধার নাম লয়ে;
(গৌর চল্লো ব্রজনগরে)
গোরা যারে দেখে, গোরা তারে পুছে, মধুর বৃন্দাবন কত দূরে।
(হেদে গো নদেবাসী)
তাপিত অঙ্গ শীতল হবে বংশীবটের ছায়াতে,
(জয় রাধে শ্রীরাধের নাম লয়ে।)
ওরে চিনি না চিনার দেরে, ব্রজে যাব কোন পথে!
(জয় রাধে শ্রীরাধার নাম লয়ে)॥ ২১০৯

মনের আনন্দে হরিগুণ গাও, গাওরে আনন্দে হরিগুণ গাও;
একবার গাও রে আনন্দময় নাম, এ নাম বদন ভরে গাও,
হরিনাম বদন ভরে গাও।
এ নাম নিশান্তে নিশান্তে গাও রে, সদা সর্ব্বক্ষণে গাও
হরিনাম সর্ব্বক্ষণে গাও।
এ নাম শয়নে স্বপনে গাও রে, হরিনাম যথা তথা গাও,
হরিনাম যথা তথা গাও, এ নাম নিতঙ্ক নিশ্চিন্ত মনে,
গেয়ে জগত মাতাও, নামে জগত মাতাও।
এ নাম গাইতে গাইতে পথে (সংসারের দুর্গম পথেরে)
আনন্দে চলে যাও। ২১১০

তোরা কে নিবি লুটে লুটে নে, নিতাই চাঁদের প্রেমের বাজারে।
প্রেমের কর্ত্তা শ্রীচৈতন্য, পাত্র হইল নিত্য নন্দ,
মুন্সিগিরি দিল অদ্বৈতা রে।
ওরে হরিদাস পাজাঁ হয়ে প্রেম বিলাচ্চে নগরে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যারে ভাবে নিরন্তর, ধ্যান করিয়ে না পাইল যাহারে
ওরে নারদমুনি মগ্ন হয়ে বীণা যন্ত্রে গান করে।
(নিতাই চাঁদের প্রেমের বাজারে) রূপ সনাতন দুভাই আসি,
প্রেম বাজারে বসি, আনন্দেতে বেচাকেনা করে;
ওরে রাং দিয়া ফেলে, সোণা নিতেছে ওজন করে। ২১১১

কি প্রেমধন গৌর এনেছে এ নদিয়ায় রে,
ওরে, কলসে কলসে লুট, তবু না ফুরায় রে।
নদীয়ার নাগরী যত জল আনতে যায় রে;
(ওরে) কাকের কলসী খুয়ে, গৌর পানে চায় রে!
গৌর নিত ই দুটী ভাই, নাচে আর গায় রে,
কুল ডুবায়ে উঠ্‌লে ঢেউ, লাগ্‌লো জীবের গায় রে।
গৌর বলে, নিত্যানন্দ তুমি গুণের ভাই রে,
ওরে, তুমি থাক মায়ের কোলে, আমি ব্রজে যাই রে। ২১১২

হরি নাম সুধা সিন্ধুনীরে, ভাসিয়ে দে দেহ তরি হরি বলে রে।
ও তার যাবার সময়, কত রত্ন কুড়াইবি রে,
ও তার কূলে পড়ে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ রে॥
ও ভাই সে জলধি, নিরবধি সুখময় রে,
ও তায় ব্রহ্ম আদি দেবগণে সুখে বিহরে।
নবকিশোর বলে ভাই চল সত্বরে,
ও তোর ভক্তিকুম্ভ লয়ে চল, সুধা আনি রে। ২১১৩

বাউল সুর।

মনের মানুষ খুঁজিয়া বেড়াই, পাই না তার অন্বেষণ
মনের মানুষ বিনে রাত্রি দিনে, (গো) আমার ঝরে দুনয়ন॥
মনের মানুষ যদি পাই, হৃদকমলে বসাইব,
নয়ন জলে ধোয়াব চরণ।
(ওগো) প্রেম-সুধা নিধি দিয়া (গো) তারে করাব ভোজন
মনের মানুষ পাবার লাগি শিব হয়েছে সর্ব্বত্যাগী,
করে সে শ্মশানেগমন (গো) (ওগো) সে অধর ধরা যায় না ধরা,
তারে ধর্চ্ছে গোপীগণ॥
সে মানুষ কোথায় পাব, পেলে মনের কথা কব, জুড়াব তাপিত জীবন
আমার দেহ আত্মা মন, প্রাণ গো তারে করবো সমর্পণ।
মনের মানুষ শচীর শচীর গোড়া, নদেতে পড়েছে ধরা,
করে তার করঙ্গ ধারণ,
(গো) দ্বিজ গঙ্গাধর কয়, হরির পদে (গো) যেন থাকে আমার মন॥২১১৪

কেদারা—আড়াঠেকা।

বাকি কি রেখেছ দিতে, ওহে করুণার আধার,
খুলিয়ে দিয়েছ নাথ, সুধার ভাণ্ডার।
দিলে দেহ, দিলে মন, দিলে আত্মা, জ্ঞান ধন,
দিলে হে প্রেম-ভূষণ সকল রতন সার।
চির সুখ সাধিবারে, দিলে আপনারে,
কে আছে হে এ সংসারে, তোমা সম দাতা আর। ২১১৫

কে আমার ডাকে বিদেশী সাধু, মধুর ভাষে যেতে স্বদেশে!
আমার ধন মান পরিজন কাজ নাই গৃহ বাস!
আমি অভাগা দীন পরাধীন, আছি রোগে শোকে,
পাপে তাপে, পিতা মাতা হীন।
কবে যাবে জ্বালা, প্রাণ জুড়াবে, হৃদে পেয়ে প্রাণেশে?—
আর কত দিন এই আঁধারে পড়ে, থাক্‌ব বিদেশেতে একাকী,
সেহ মায়ের কোল ছেড়ে।
আর ফিরাব না পাষাণ মনে, জননীরে নিরাশে।
এবার পাইলে সে হারাণ রতন, রাখব মনের সাধে, হৃদে গেঁথে,
করিয়ে যতন, যাবে জন্মদুঃখীর সকল দুঃখ, প্রেমবারি পরশে। ২১১৬

হরি বলে আমার গৌর নাচে,
নাচে রে অদ্বৈত আমার হেমাগরির মাঝে।
(ভাবে ভোর হয়ে আমার গৌর নাচে রে)
হরিবোল বলে আমার গৌর নাচে রে)
অরুণ নয়নে ধারা প্রেমে ঢুলু ঢুলু আঁখি ভোর,
গোরার রাঙ্গা পায়ে সোণার নূপুর রুণু ঝুণু বাজে।
(আমার গৌর নাচে)
খেকো রে বাপ নরহরি, গৌরচাঁদের কাছে,
গোরার রাধারসের গড়াতনু, ধূলায় পড়ে আছে।
(নদের কঠিন মাটী রে) ২১১৭

বাউলের সুর।

এ জীবনের নাইরে আশা, কর শ্রীগুরু চরণ ভরসা।
দেহের গৌরব কর মিছে, নিশ্বাসের কি বিশ্বাস আছে,
কাল শমনে জাল পেতেছে, ভাঙ্গাঘর রে তোর সুখের বাসা।
ভাই বন্ধু দারাসুত, কেবল পথের পরিচিত,
যখন প্রাণ হবে গত, কে তোরে করবে জিজ্ঞাসা।
আপন আপন বল যারে, কেউ তো সঙ্গে যাবে নারে,
চারি জনাতে কাঁধে করে, নদীর কূলে দিবে বাসা।
গোঁসাই সদানন্দে বলে, গুরুর কৃপা না হইলে,
গুরু ভজন হইল নারে কেবল ভবে যাওয়া আসা। ২১১৮

বাউলের সুর।

গুরুদয়াল হইবে হবে কি, আমি যে ভক্তিহীন।
গুরু দয়াল বটে সত্য, আমি হইলেম কুপদার্থ, হয়েছি পদার্থ বিহীন।
আমার গুরু দয়াল বটে সত্য, আমি নিজে যে কঠিন;
ওগো আমি মম-ফুলে নয়ন জলে চরণ ভজলাম না একদিন,
যদি ভজতেম গুরুপদে, তবে যেতেম নিরাপদে, বিপদে হইত শুভদিন,
(ওগো) জন্মাবধি গেল না আমার মনের মলিন।
কদিনও রইলাম না শান্তে, শ্রীগুরুর চরণ চিন্তে, চিন্তায় গেল রাত্রদিন
ওগো আমি বিষম-জ্বালায় জ্বলে মলেম, সোণার তনু হইল ক্ষীণ। ২১১৯

ইমন কল্যাণ—চৌতাল।

তুহি ভজ ভজরে মন কৃষ্ণবাসুদেব;
পরম নাম পরম পুরুষ পরমেশ্বর নারায়ণ।
যুগে যুগে জপতপ করে ব্রহ্মা, দেবনারদ মুনি বশিষ্ঠ সেবকাদি,
যব সুখর সুর গাওত ধাওত অঠ জাম, পর হেরাও ত পরায়ণ;
যব মুরারে বামন পদনাভ চক্রপাণি মধুসূদন পরমানন্দ বনোয়ারি,
বংশীধারি গদধর গরুড়বাহন,
কেশব ভক্তবশ ভগবান, প্রভু দীন তানসেনকা নারায়ন। ২১২০।

আলেয়া বিভাস—একতালা।

স্বপনে, মন যে কেমন মানুষ রতন দেখিয়াছে।
সে যে, অধর মানুষ দেয় না ধরা, ধরিতে মন চায় মেনেছে॥
হাওয়ায় আসে, হাওয়ায় বসে, হাওয়ায় মজে আপন রসে,
হাওয়ার মাঝে লুকায়ে সে বিরাজিছে।
তারে ধরে ধ'রে ধরতে নারে, মন অ মার পাগল হয়েছে॥
দূর হতে মোহন বেশে, কখন বা কাছে এসে, অপরূপ হেসে ডাকিতেছে
যে তার ডাক শুনেছে, সেই মজেছে, আপনার সে হারায়েছে।
সে মানুষ ধরবে বলে, গেল সব বলে চলে,
তেতালায় পবন তুলে বসে বসে আছে।
তবু না পেয়ে তত্ত্ব, তাঁদের চিত্ত, ভেবে ভেবে মারা গেছে।
মন তুমি ভাব বৃথা, সত্য নয় কথা,
কলে বলে কে কোথায় তারে পাইয়াছে—
পরিব্রাজক বলে প্রেম বিনা সে কার কাছে ধরা দিয়াছে॥ ২১২১

বাউলের—সুর।

চাল দিয়ে মুড়ি খাওয়া নয়, মানুষ উড়তে গেলে মরতে হয়।
যেমন তিলে তৈল দুগ্ধে ঘৃত, বপু তেমনি আলোময়॥
(আর) ইক্ষুদণ্ড, বিতে দণ্ডে রস পেয়েছে কে কোথায়।
যে বুঝেছে সে মজেছে, সেতো কতু যেন্ত নয়,
আর আমার কর্ম্ম মায় বুঝে জীবে কি তার খবর পায়॥ ২১২২

বাউলের সুর কীর্ত্তন।

তরী লেগেছে ঘাটে; তাতে জীব ভব-শঙ্কটে॥
অটল তরণী তায় কাণ্ডারী হরি,
যত পাতকী পার করতে এবার এনেছে তরী;
কর কাঙ্গালে পার, দলে বে একবার,
অমনি দীনবন্ধু, করেন ভবসিন্ধু করেন তারে পার;
একবার হরি বলে (বাহু তুলে) চুবের কুলে,
কে যাবি পার আয়রে ছুটে॥ ২১২৩

কীর্ত্তন।

গৌরাঙ্গ রূপে প্রাণ নিলোগো নিলো, নয়ন ভুলিয়ে রইলো।
সইগো চল যাই যমুনায় ঘাটে যে ঘাটে গৌরাঙ্গ গো মিলে,
(সইগো) রূপের দিগে চাইতে চাইতে নয়ন নিলো।
সইগো দালান কোঠা যত ছিল সকলি গৌরাঙ্গ গো নিলো,
ওগো সকল ধন থুয়ে আমার পরাণ নিলো।
(প্রাণ নিলো গো নিলো) সইগো কুলমান যত ছিল,
সকলি গৌরাঙ্গ গো নিলো (ওগো সকল ধন থুয়ে আমার পরাণ নিলো।
সই গো কুলের মুখে দিয়ে ছাই চলগো চলো;
ওগো লোকের মাঝে কলঙ্কিনী আমারে
কর্‌লো প্রাণ নিলগো নিলো। ২১২৬॥

কীর্ত্তন।

ওহে সংসার বাসনা আমার মনে নাই,
আমার ডোর কৌপীন দেও ভারতী গোসাই।
ওরে জগাই মাধাই পাপী তিলিরে, তারা হরির নামে তরে যায়।
(আমায় ডোর কৌপীন দেও ভারতী গোসাই)
দুয়াল গুরু কেশ মুড়ায়ে, করঙ্গ হাতে রে ব্রজের পথে চলে যাই।
শচী কেঁদে বলে কোথায় আমার প্রাণের নিমাই দেখা দেওরে আমায়
তাপিত প্রাণ জুড়াই, গোসাই দেও আমারে এই উপদেশ,
বসন ছেড়ে কৌপীন পরে, লব কাঙ্গাল বেশ। ২১২৫॥

কীর্ত্তন।

ডোর দেরে মন গৌর প্রেমনীরে।
কত স্বর্ণ পাবি সেই জম্বুপুরে।
যেয়ে সেই নদীর তীরে, এক বৃক্ষ উপরে
আরে স্বর্ণেতে জড়িতে লতা পাতায় আর ফুলে;
গাছে ধরিয়ে এক রঙ্গা ও তার রসেতে ভরা,
তারে ধরি ধরি মনে করি ও পেলেম না ধরা।
ও সে অধরটারকে ধর্ত্তে গেলে, প্রাণ থাকিতে মিত্তে মরা। ২১২৬॥

কীর্ত্তন।

আয় নাগরী দেখে যা তোরা এসেছে এক সোণার মানুষ
গৌরবরণ মনোহরা, অঙ্গে দিয়ে নামাবলী,
মাথে নিয়ে প্রেমের ডালি, কক্ষে আছে ভিক্ষারঝুলি ডোরকোপীন পর
মুখে হরি হরি বলি, নাচে দুই বাহু তুলি, আবার বার বার বলি,
দুনয়নে বহে ধারা। ডোর কৌপীন অভিলাষী কেহ কয় নবীন সন্ন্যাসী
চরণতলে কোটী শশী উদয় হয় আসি, বদনেতে মৃদু হাসি,
লাজে লুকায় গগনশশী, ঘেরে আছে অনেক তারা।
কিবা শোভা কালশশী ত্রিভঙ্গললিত অঙ্গে সদারসে প্রেমতরঙ্গে,
জপের মালা হাতে আছে ধূলায় ধূসরা। কুলরঙ্গিণী পেয়ে রঙ্গ,
করে কত রঙ্গ ভঙ্গ করেতে নিয়ে করঙ্গ, কেঁদে কেঁদে হয় বিভোরা।
কিবা নাসা কিবা তিলক, কিবা নয়ন কিবা পলক,
কিবা রূপে দিচ্ছে ঝলক, না যায় পাসরা,
কিবা বদন কিবা শ্রবণ, বচনে ভুলায় ত্রিভুবন, বলে গোসাই চাঁদ,
হেরতে পারি নাগরী গো, হেরে পারি কুল কিনারা ॥২১২৭॥

কীর্ত্তন।

তোরা দেখে যাগো রসে মাখা গৌরবরণ।
ও তোরা দেখে যাগো দেখে যাগো, মরি রূপের বালাই লয়ে,
দেখলে পাগল হবি তোরা।
রাধার ভাব অঙ্গে করি, অবতীর্ণ নদেপুরী,
সবে বলে হরি হরি করঙ্গ করেছে ধারণ।
গৌর আমার শুধু গৌর নয়গো একা, অন্তরে ত্রিভঙ্গ বাঁকা
বাহ্যে রূপে আছে ঝাপা, চিহ্ন আছে ওগো ধনি নয়ন বাকা নয়ন ॥২১২৮

কীর্ত্তন।

নাম জানিনা গৌরবরণ নবীন সন্ন্যাসী (ও ব্রজবাসী)
রাধা রাধা রাধা বলে রাধাকুণ্ডের তীরে বসি:
বাঁকা নয়ন চিহ্ন আছে, কেবল নাই তার চূড়া বাঁশী,
মোদের কালাচাঁদের মতন তেমনি গো চাঁদমুখের হাসি। ২১২৯।

কীর্ত্তন।

শচীর উক্তি।

আমার নিমাই কেন রাধা বলেই কেঁদে উঠে।
নিমাই ত্যজিয়ে রাজবরণ, করেছে কৌপীন ধারণ (তোরা দেখগো)
আরও কি জানি আছে আমার ললাটে।
যেমন দশরথ প্রাণে মৈল সেই দশা আমার হইল, (তোমরা দেখগো)
রাণী কৌশল্যার দশা বুঝি আমার ঘটে,
হৃদেরে নিমাই তোর কি দয়া নাইরে, মা বলে ডেকে একবার আয়রে
একবার কোলে করি। যেমন শ্রীরাম যায় বনান্তরে, দশরথ প্রাণে মরে
তোমরা দেখ গো আরও কি জানি লেখেছে বিধি আমার ললাটে॥২১৩০

কীর্ত্তন।

ওরে মন আর মানে না ধনি। অহা মরি! গৌরহরি বলে হরি।
(নাগরীগো) বলে হরি হরিধ্বনি মনোহর বেশ ভূষণ,
হেরিলে জুড়ায় নয়ন, অঙ্গে পরা অরুণ বসন সুচন্দ্র জিনি।
কাহে গৌর সোণারবরণ, শোভে তাঁহে রূপের কিরণ,
মেঘে আচ্ছাদিত গগণ খেলে যেমন, (নাগরীগো) সৌদামিনী।
ভানু যখন অস্তে চলে, আমি ত না যাইগো জলে,
গৌরাঙ্গ দাঁড়ায়েছিল সে নদীর কূলে চেয়েছিল ম (গোমটা তুলে,
অমনি নয়ন গেল ভুলে, গৃহে যেতে মন না চলে।
পাইলাম ভাল নাগরী গো প্রাণসজনি। ২১৩১।

কীর্ত্তন।

গৌর গৌর বলে ঝরে দুটি আঁখি। দুটি আঁখি গো নাগরী।
কি ক্ষণে জল ভরিতে গেলাম সুরধুনীর তীরে,
সইলো যেন দেখি গৌর আমার ভাসে ফিরে ঘাটে লো।
সুরধুনীর কূলে যাইতে উচ্চ উচ্চ মাঝা গো সই
ভাঙ্গিল কাঁকের কলসী, গৌরময় দেখিগো (নাগরী)
শোন শোন প্রাণ সই গো কইগো মনের কথা,
সইগো গৌরচাঁদকে কোলে নিলে ঘুচিবে মনের ব্যথা গো ॥২১৩২॥

কীর্ত্তন।

কনক কুমুদ দেহের মাধুরী সকলি রসের কূপ।
হিয়ার মাঝারে জাগিয়া রহিল গৌরাঙ্গচাঁদের রূপ।
চন্দনে চর্চ্চিত শ্রীঅঙ্গ ভূষিত, গলায় মালতির মালা,
আমরা যতেক রমণী চলি সুরধুনী করিয়ে জলের ছলা॥
ইন্দ্রনিলমণি জিনিয়ে দামিনী, এমনি হেরিলাম তায়,
হেলিয়া দুলিয়া রঙ্গিয়া ভঙ্গিয়া পর ণ লইয়া যায়।
গৌরাঙ্গ হেরিয়া দুকুল মজিল এখন করিব কি,
কহে নরহরি এরূপ মাধুরী হৃদয়ে ভরিয়েছি॥ ২৩৩৩॥

কীর্ত্তন।

এত কি কপালে আছে গো আমার হেরিব গৌরাঙ্গ নিধিরে।
(ওগো) আমি অভাগিনী, চির পরাধিনী,
গৌর চিন্তামণি যেন ঠেলো না আমারে।
যত দুঃখেতে আমি পরেরি ঘর করি,
নীরব নিশ্বাস ভয়ে ছাড়িতে না পারি,
যদি মুখ তুলি চাই, কলঙ্কে ডুবাই,
তবু যদি পাই মনের দুখ যায় দূরে।
যে দিন শুনিলাম যড়ভুজ দেখিল, যে দিন শুনিলাম
পশু গাধা উদ্ধারিল, যে দিন হতে মম প্রাণ বিকায়েছি তারে।
দীন নরোত্তম বলে এবার আশা রইল মনে,
প্রবর্ত্ত ত ন ভজিল কেনে; দেখতে সবে গেলি দুপারেতে ঠেলি
কেন নাহি নিলি মেরে স জের নগরে॥ ২৩৩৪॥

কীর্ত্তন।

আমার গৌর নিতাই জগৎ ডুবাইল যে কোন কলে।
ওরে জগৎ ডুবাইল রে আমার প্রাণ হরে নিল রে।
ঐ আশমানে গাছের শিকড়, পাতালে তার মূল,
ওরে হাত নাই বেটা পাড়ে রে, মুখ নাই বেটা খায়,
ঐ গাছের নাম চম্পকলতা, লতার এই রীত,
ওরে ডাল ছাড়া কলিরে ধরে কলিছাড়া ফুল রে। ২৩৩৫॥

কীর্ত্তন।

কৃষ্ণকান্ত পাঠকের—সুর।

গৌর প্রেম সিন্ধুনীরে বাঞ্ছা ক'রে যে ডুবেছে।
ও সে অকূলের কূল পাবে বলে কূলেতে কালী দিয়াছে।
স্বরে বেড়ায় দেশ বিদেশে, সদা সে মগ্ন আছে প্রেমরসে,
ও তার নাইকো দেখ, বলে রাধা সুধাপানে মত্ত আছে।
নাহি তার ভাল মন্দ নাহি সুখের সম্বন্ধ
মুখেতে বলে জয় রাধে গোবিন্দ, ও তার আশ্রয়রূপ সহজ স্বরূপ,
সেইরূপ নেহার কর্ত্তে আছে (দেখ নাগরী)॥ ২১৩৬॥

কীর্ত্তন।

কাঁচা সোণার বরণ গৌর হরি অনেক সন্ন্যাসীর সাথে
তোমরা কি কেউ দেখছ যেতে।
হরি বোল হরি বোল হরি বোল হরি বলতে বলতে
তোরা কি কেউ দেখেছ যেতে।
ভাবে নাচে ভাবে গায়, ভাবে গড়াগড়ি যায় সে তো বাউলের প্রায়।
নামের মালা দুলছে গলে নামাবলী শ্রীঅঙ্গেতে।
শয়ন মন্দিরে ছিল নিশাভাগে কোথা গেল হায় কি হইল,
নগরবাসী দেখগো তোরা গৌরচাঁদ কোন পথে গেছে।
চাঁচর কেশ ভরে নবীন বয়েস, হরি নামে বড় আদেশ বৈষ্ণবেতে,
ঘরে বিষ্ণুপ্রিয়া ধূলায় পড়ি কাঁদিতেছে॥ ২১৩৭॥

পাহাড়ী - আড়াঠেকা।

হায় আজি কেন হেন হেরিশাম কম্বপন,
যোগী সেজে তাজে যায় সেন যাদুধন।
সে যেন সঙ্কেত করে কি বলিয়ে বংশী স্বরে,
লয়ে গেল বিশ্বম্ভরে, আমাকে করে বঞ্চন।
কি দেখিনু অমঙ্গল, করে দণ্ড কমণ্ডলু,
আঁখি দুটা ছল ছল বিভূতি ভস্মভূষণ।
নির্দ্দয় হইয়ে মোরে, যেন গেল দেশান্তরে,
আর না ফিরিবে ঘরে, বলিল বাক্য দারুণ॥২১৩৮॥

ভাটিয়াল—সুর।

ভবের বাজার ভেঙ্গে গেলরে মন আমার।
ও তুই ভবের হাটে কি করিলি বেপার॥
খোদা যখন সুধাইবে, তুই তখন কি জবাব দিবে,
শাস্তি হলে কি ভস্তে পাবে দেলকী দুনিয়ার॥
লেরকা লেরকি করিলা খসম্ কেউত মনরে নয়রে আপন,
একা আলি একা যাবি ভোজের বাজি এ সংসার॥
যদি করতে চাইস্ কতে, তবে চল ধরমপথে,
খোদাতালার কুদরতে খএর হবে তোর এবার॥ ২১৩৯॥

লগ্নি—ছপকা।

আমার গৌর যে সব যন্ত্রণা মনে জানে প্রাণে জানে,
অন্যে সে দুঃখ জানে গো না। (আমার গৌর বিনে)
গৌর পাবার মনে বাসনা, আমি গৃহ ছেড়ে গৌর পেলেম না,
আমার একুল সেকুল দুকুল গেল, (হেদে গো নবনাগরী গো)
আমি কোথায় যাব বল গো না।
গৌররূপে নয়ন দিওনা নয়ন দিলে পরে ফিরে পাবে না।
একবার গৌর রূপে নয়ন দিলে (হেদে গো নবনাগরী গো)
কুলমান কিছু রবে গো না॥ ২১৪০॥

কামদ—চৌতাল।

মধুসূদন মদনমোহন, মাধব বহুরূপী, তুহি অবয়রূপ পতিতপাবন
দীনবন্ধু জগন্নাথ দামোদর দর্পহারী দেবেশ,
দেবপাল, দারিদ্র্য-দুঃখ-ভঞ্জন।
মহাভাগ বেগবান অমিতাশন ব্যবস্থান,
সাধুগতি সর্ব্বদর্শী বিমুক্তাত্মা সর্ব্বজ্ঞান।
বৎসর বৎসল বৎসী রত্নগর্ভ ধনেশ্বর,
গাওয়াত মূঢ়পামর তুহি হো কৃপানিধান॥ ২১৪১॥

কীর্ত্তন।

গৌর প্রেম সিন্ধুনীরে ডুবলে এবার দেখবি তারে।
সহযোগেতে পূর্ণ ভগবান আছে গো বিরজার পারে।
প্রেমময় সে জগৎ জোড়া, সহজ মানুষ রসে ভরা,
অধরচাঁদ রসিকের মন চোরা,
ও তার চলাচল ভিতর বাহিরে ত্রিবেণীতে উজান ধরে।
কল্লোল তরঙ্গ তাহে সপ্তনদী বেড়া, বহে ধরা সুধামৃত সুর সারা,
কত মণিমুক্তা অমূল্য ধন, পড়ে আছে থরে থরে॥
সে মানুষ আছে আড়ে, দ্বিদলে বিহার করে,
সদা তার বারামখানা মূলাধারে।
মানুষ ধরবি যদি নিরবধি, সদা থাক জ্যোতি নেহারে।
গোসাঁই গুরু প্রসাদ বলে, ভুলনা মন মায়া জালে,
অসাধনে দিন গেলে সেধন পাবি কেমন করে। ২১৪২।

সিন্ধু খাম্বাজ—একতালা।

আজ প্রাণে কপ্তুরী ঢেলে দিল।
হরি নাম মোহন মন্ত্র নিতাই আমার কাণে দিল।
এ সংসার গেলামরে ভু'লে
মদের নেশা স'য়ে ছিলাম, নাম আমায় পাগল কৈল।
যার নামে হৃদয় শিহরে, যার নামে নয়ন ঝরে,
সেই কাঁচা সোণার বরণ প্রেমের মানুষ কাছে এল।
যেচে আমায় কোল দিল॥ ২১৪৩।

বাহার—কাশ্মিরী খেমটা।

হরি হরি হরি বল বদন ভ'রে।
বল, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ—কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
প্রেমের মূরতি হরি, রাখবে হৃদয়ে ভরি,
ডাক, হরে রাম হরে রাম—রাম রাম হরে হরে।
হরে মুরারে, মধুকৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ—মুকুন্দ সৌরে। ২১৪৪।

রামকেলী ভৈরবী—আড়াঠেকা।

প্রেমের দাগ মাখা রাগ অন্তরে যা'র তার তুলনা কৈ।
নয়ন মন তার কাছে সে বিনে প্রাণ বাঁচে কৈ॥
আছে কিনা আছে যেন এ দেহে জীবন,
ও তার মনে মনে রূপের সনে হয়েছে মিলন।
মন করে আকর্ষণ সেইরূপ ছায়া তার নয়ন কৈ॥
ঘুচেছে তার লৌকিক লাচার বিচার লোকের মাঝে,
ও তার হৃদয় মাঝে প্রেমের প্রচার সদায় আছে কাযে,
ঐ হাহাকার এ ভবে তার সে বিনে কে আছে কৈ॥
লেগেছে দাগ দাগের মত তব অনুরাগে,
ও তার রাগের কারণ মনের কাছে দিন যামিনী জাগে,
সেরূপ রাখে অন্তরে ভাইরে লোকের কাছে বলে কৈ॥
গোঁসাই চিন্তামণি কয় তোর ছিল না কপালে,
কান্তরে তুই মানব জনম কাটালি বিফলে;
হারালি দিন এখনো রাগের অনুগত হলি কৈ॥ ২১৪৫॥

আশা—খেমটা।

ঢ'লে ঢ'লে গোরা হরিগুণ গায়।
আসিয়া বৃন্দাবনে নাচে গোরা রায়॥
বৃন্দাবনের তরুলতা, প্রেমে কয় হরি কথা,
নিকুঞ্জের পাখীগুলি হরিনাম শুনায়।
গোরা বলে হরি হরি, শুক (ও) বলে হরি হরি,
মুখে মুখে শুকশারী হরিনাম গায়।
হরি নামে মত্ত হয়ে হরিণ আসিয়াছে ধেয়ে,
ময়ূর ময়ূরী প্রেমে, নাচিয়া খেলায়।
প্রাণে হরি, ধ্যানে হরি, হরি বলে বদন ভরি,
হরির নাম গেয়ে গেয়ে রসে গলে যায়।
আসিয়া যমুনার কূলে, নাচে হরি হরি বলে,
যমুনা উথলে এসে চরণ ধোয়ায়॥ ২১৪৬॥

কীর্ত্তন।

তোরা দেখে যা এক রসের মানুষ এলো নদীয়ায়।
তার রসে তনু ডগমগ, তার পরশেতে অঙ্গ জুড়ায়। (এলো নদীয়ায়)
অঙ্গতে ত্রিভঙ্গ বাঁকা, গৌররূপে অঙ্গ ঢাকা, দেখা যায় দুনয়ন বাঁকা
ও সে রাধা রাধা রাধা বলে, দুই নয়ন জলে ভেসে যায়।
(এলো নদীয়ায়) ভাবের মূর্ত্তি রসের ভরা, ও সে প্রেমময় সে
জগৎজোড়া; হেরিলে সেরূপ না যায় ধরা;
এলো প্রেমের মানুষ নাই কোন ভয় দুই বাহু তুলে নেচে বেড়ায়।
(এলো নদীয়ায়) বিরজা ব্রহ্মাণ্ডপরে, রত্নবেদীর উপরে,
যে মানুষ বিহার করে, ও সে মানুষ এলো নদেপুরে
যারে ব্রহ্মা আদি ধ্যানে না পায়, নয়ন গেল রূপ সাগরে,
ও তার কুলমানে ঝক করে, রহিতে না পারি ঘরে,
আমার সকল আশে দূরে গেল আমি শরণ নিলাম ঐ রাঙ্গা পায়॥২১৪৭

মালকোষ—আড়া।

কূলেতে দাঁড়ায়ে রৈলাম পার কর, হেদে হে ও সুন্দর মেয়ে
পার করহে, প্রচণ্ডতাপে তাপিততনু ওহে করুণা নয়নে চেয়ে।
পার করহে আমরা দাঁড়ায়ে রৈলাম কূলে।
ত্বরায় আসিয়া রহিলাম বসিয়া, একি, পার হব কিকি গেলে।
কি চাও কি চাও কি চাও বসিয়া, না শুন অবলা বোলে।
তেকারণে বলি, ত্বরায় আইলে, বেতন ভাল মিলে॥২১৭৮॥

পাহাড়ি—একতালা।

হরি হে আমার এই বাসনা।
নয়ন ভরি সদা হেরিব শ্রীরাধা কেলেসোণা।
মনচোরা রাধাপ্রেমে, প্রাণেশ কাছে দাঁড়াও এসে,
এ হৃদয় হউক কদমতলা অশ্রুধারা হউক যমুনা॥
বাজায়ে কুলনাশা বাঁশী, ব্রজের খেলা খেলাও আসি,
এ দেহ হউক ব্রজের মাটী, এ প্রাণ হউক ব্রজাঙ্গনা।
শ্যাম-কলঙ্ক অলঙ্কারে, চাহি আমি সাজিবারে,
ধরম করম ছেড়ে চাহি, করিবারে প্রেম সাধনা॥২১৮৯।

(তেওট—মহড়া)

কেন সদয়ে নিদয় হলে রাধারঞ্জন! কোথা যাও হরি,
শূন্য করি শ্রীবৃন্দাবন ? তুমি ব্রজের ধন, গতি মতি ঐ শ্রীচরণ!
কেন প্রতিকূল গোকুলে, কি দোষে নিদয় হলে দয়াময়,
দিয়ে অকূলে গোপকুল বিসর্জ্জন!

(ঐ খাদ)

ব্রজনাথহে! কারে সঁপে যাবে তোমার গোপীগণ।

(খামাল—ফুকা)

রথ রাখ রাখ দীনবন্ধু হরি!
আমরা যত গোপীগণ, জুড়াব নয়ন, বারেক শ্রীমুখ চন্দ্র হেরি!

(তেওট—ঐ)

ব্রজের বিভব কি দোষ মাধব, ত্যজিবে এখন বলনা হে?
স্বপনে জানিনে, কভু মনে, এ সুখেতে বঞ্চিত হব?

(একতালা—ঐ)

তবে কি সাধ জীবনে, কৃষ্ণ তোমা বিনে এ যাতনা, সহিব কেমনে?

(তেওট—মেলতা)

রাধার খেদে বিদরে ধরা। নয়নে বহে ধারা মলিনা স্বর্ণলতা মনোদুখে।
পড়ে ভূতলে আকে দেখ অচেতন॥ ২৩৫০॥

কীর্ত্তন।

সই নবদ্বীপের মাঝে গো সোণার এক মানুষ এসেছে।
সোণার মানুষ নাচে এনে প্রেমধন বিলাইছে গো। (নবনাগরী গো,
যখন আমি ঘুমটা টেনে আড় নয়নে দেখ্‌লাম গো।
বলে বলুক কলঙ্কিনী যার মনে যা লয় গো,
সই গো আমার মনে লাগ্‌ছে ভাল শচীর দুলাল গোরা গো।
নিতাই নাচে গোরা নাচে, শ্রীবাস গো (ও নবনাগরী গো।
ঐ যে শান্তিপুরের বুড় গোঁসাই হেলে দুলে নাচে গো।
নাচিতে নাচিতে গোরা নগরদিয়ে যায় গো,
(ওগো) তখন আমি ঘোমটা টেনে দেখে এলাম তায় গো॥২৩৫১॥

বিষ্ণুপ্রিয়ার উক্তি।

আমি যাবনা সজনি ঘরে যাবনা, ওগো তোরা সবে যা॥
আমি কি ক্ষণে জল, ও জল ভরতে এলাম,
গৌর রূপ দেখিয়ে ভুলে রইলেম, (যাবনা সজনি ঘরে যাবনা)
আমার একে গউর, গউর কাঁচা সোণা, তাহে কে মিশালে গোরচনা
তোরা বলিস্ বলিস্ গুরুজনার কাছে (সজনিগো)
সেবার দাসী তার সঙ্গে গেছে।
আমার একে গউর, গৌর রাসবিহারী, সে যে কখন পুরুষ কখন নারী।
আমি এ ছার কুলে কুলে কালি দিয়ে, আমি গৌর কুলে কুল মিশাব।
(যাবনা সজনি ঘরে যাবনা)
আমার মন চলে ঐরূপ দেখে আসি আমার প্রাণ বলে হইগে দাসী,
যেমন মিনের অরি অরি কুম্ভিরিণী, তেমন আমার অরি ননদিনী।
আমি যখন নয়ন, নয়ন মুদে থাকি, আমি অন্তরে গৌর রূপ দেখি,
(যাবনা সজনি ঘরে যাবনা)॥ ২১৫২।

তোমরা কেহে খঞ্জন-নয়নী।
যাবে কোথা কোন কাজে, এহেন বিনোদ সাজে, বল বল বলনা ভাই শুনি
কেহই সে হহ মেয়া, তা না অনহে তরা, কাজে কাজে চিনিবে এখনি,
না বুঝে করি পার, এ নয় আমার ভার, হইবা পার আপনারে জানি,
তোমরা ডাকিছ সুখে, আমার তরণী পড়েছে পাকে,
আপনা সামালি আগে আনি॥ ২১৫৩।

লুম খাম্বাজ—কাশ্মিরী মেটা।

লুট নিবি কে আয়, গৌর নিতাই অমিয়া বিলায়।
গৌরচাঁদ সুধার আধার নিতাইচাঁদ নাশে অন্ধকার,
অঙ্গে অঙ্গে মিশি চাঁচি চাঁদ এসে উদয় হয়েছে ধরায়।
জগাই মাধাই অমিয়া পেল, মদমাতালে প্রেম মাতাল হৈল,
আরো কত পাপী তাপীরে—সুধা পেলে চাঁদের করুণায়॥ ২১৫৪।

ভীম পলাশী—একতালা।

(কেও) দেখেছে কি গোরাকে আমার।
এই পথে যেতে হরি ব'লে বার বার।
সদা হরি হরি বলে, ভেসে যায় নয়ন জলে,
ধূলায় পড়ে ঢ'লে ঢ'লে, ধ'রে রাখা ভার।
স কীর্ত্তন শুনিলে পরে, এক তিল না রহে ঘরে,
ছুটে ছুটে যায় দৌড়ে, নারি রাখিবার।
বসেনা মায়ের কাছে, ফিরে নিতাইর কাছে কাছে,
না হেরে তার চাঁদ মুখ, কাঁদি অনিবার।
দুখিনীর নয়ন তার, ননীর পুতুলি গোরা,
এক পল না দেখিলে জগত আঁধার॥ ২১৫৫॥

বাউলের সুর।

গৌর আমায় কর তবে পার,
আমি দুরাচার ভজন জানিনা তোমার।
গৌর তোমার নামের বলে, সলিলে ভাসে শিলে,
সেই বলে দিয়েছি সাঁতার।
আমি অকূলে ডুবিয়ে মলে, হবে কলঙ্ক তোমার॥
ভবকূলে অকূলতরী, তাহে আমার জীর্ণতরী,
কি হবে ভাবি অনিবার;
আমি যে দিক প্রসারি আঁখি, দেখি সে দিক অন্ধকার।
পুরাণে শুনেছি আমি, পতিতের বন্ধু তুমি, অজামিল করেছ উদ্ধার
গঙ্গাধরের এই বাসনা, ভবে যেন আর আসিনা, যন্ত্রণা সয় না বারে বার
আমি মরি যেন হরি বলে (গো), জনম হয়না যেন আর॥ ২১৫৬।

কীর্ত্তন।

কুলের গৌরব করে পরে মিলবে না গো গৌরমণি
ও পাড়ে চৈতন্যের খেয়ানি।
গুরুর নাম মহামন্ত্র জীবের তরণী।
ও সে তো ধনী মানী পার করে না পার করে কাঙ্গালিনী॥ ২১৫৭॥

কীর্ত্তন।

আমি আর মেলবনা গো আঁখি।
নয়নে হেরিয়ে গৌর হৃদয়ে এনেছি। (সখি)
সজনি হে যতনে, পেয়েছি গৌর রতনে,
এতদিনে বিরহচ্ছেদকে দিয়েছি ফাঁকী।
গোরা নব শশধরে, পেয়েছি বহুদিন পরে,
মন প্রাণ চকোরি গো সখি।
গৌর রূপ লাবণ্য রাশি, হেরেছে গো যে রূপসী;
হিয়ার মাঝে জাগে দিবানিশি।
নয়নে আনিয়ে যারে, রেখেছি হৃদয় মন্দিরে,
মেলে নয়ন পুনঃ সে ধন হারাব কি
গৌর আমার কুলমান গৌর জীবন যৌবন,
গৌর আমার প্রাণ ধন সখি।
দীনভানু চন্দ্রে বলে, গৌরচন্দ্র সই যারে মিলে,
কুলমান ভাসায়ে জলে, হই বিবেকী। ২১৫৮ ॥

কীর্ত্তন।

মন্ত্র না জানিয়ে সে জন সই সর্পের লেজ ধর্ত্তে চায়।
ও সে যে গৌর কাঁটা বিষম লেঠা বসলে খসান দায়॥
প্রেমসর্প উঠেরে যখন ছোপ মেরেছে আমারি মাথায়,
ও আমার বিষে অঙ্গ জড় জড়, ঝেড়ে কি করিবে ওঝায়।
প্রেম প্রেম সবে বলে, প্রেমের জন্ম হলো রে কোথায়,
কোন প্রেমেতে মরণ জিয়ন, কোন প্রেমে বৈকুণ্ঠে যায়॥ ২১৫৯ ॥

কীর্ত্তন।

একদিন এসে নদেপুরে ভাসাইলো প্রেমরসে আর কি গৌর আসবে গো দেশে। কোথাকার ভারতী এসে কিবা মন্ত্র দিল গো; মন্ত্র পেয়ে নিমাই চাঁদ সন্ন্যাসী হইল গো। (আমার প্রাণ নিল গো)
ব্রজে ছিল কানাই বলাই, তাঁরা আইলো আইলো গো,
ব্রজগোপীর প্রেমবায় ঠেকে রইলো গো। (আমার প্রাণ নিলগো)॥২১৬০॥

কীর্ত্তন।

ও সজনি আমার এই হলো চাঁদ গৌর ছেরে, আগে তার মন না জেনে
আগে তার প্রেম না জেনে, কেনে নয়ন দিলাম তারে,
নয়ন গেল রূপের ঘরে, আর নয়ন এলোনা ফিরে, ও সজনি আমার
সকলি কপালে কর নৈলে কি গোরাঙ্গ এসে দাঁড়বে জাহ্নবীর তীরে।
ও সজনি আমার সংসারেতে সুখ নাইরে, জ্বালার উপর এত জ্বালা,
কে কত সহিতে পারে, ও সজনি আমার মনের দুঃখ প্রাণে জানে,
গৌর বিনে মনের দুঃখ অন্যে সে দুঃখ জানবে কেনে।
(ও সজনি) আমার মনের দুঃখ বিপিন বলে,
এবার আমি মরি বাঁচি ঝাঁপ দিব গৌরঙ্গ বলে। ২১৬১।

কীর্ত্তন।

ভাবের আর অন্ত পাইলাম না, ও চাঁদ গৌর কি গৌর হে।
গৌর যারে দয়া করে, আঁধার ঘরে মাণিক জ্বলেরে
ও তোর দেহের মধ্যে ছয়জন রিপু কার কথা কেও শোনে না,
গোসাই সনাতনে বলে, চরণ ভজ সতু করেহে।
আমি যার চরণ ভজিতে গো এলাম তার ঠিকানা পাইলাম না।
গৌরময় সকল দেখি, ওরে গৌররূপ দেখিতে যাদকে ফিরাই আঁখি,
(ওরে কৃষ্ণরূপ দেখিতে) দণ্ডে দণ্ডে তিলেক তিলেক
গৌরচাঁদকে না দেখি (ও নাগরী)
(ওরে) গৌরচাঁদকে না দেখিলে, জিয়ন্তে মরে থাকি।
গৌরচাঁদ জগতের চাঁদ সে চাঁদের তুলনা কি (ও নাগরী)
আরে গৌরচাঁদকে না দেখিলে জুড়ায় না মোর দুই আঁখি ॥২১৬২॥

কীর্ত্তন।

ধূলায় পদচিহ্ন রয়েছে; ঐ পথে গৌরাঙ্গ গিয়েছে।
দেখ শচী মাতা, বিষ্ণুপ্রিয়াগো, (ও) দুটি নয়ন জলে ভাসতেছে।
গৌর যারে দেখে আপন কাছে, ওগো তারে হরির নাম যাচে,
গৌর বামাবেশে নদে এসেগো, দুটি বাহুতুলে নাচতেছে। ২১৬৩॥

কীর্ত্তন।

গুরু যে ধন দিয়াছে তোরে—সুর।

ও প্রাণসখি কিরূপ দেখে এলেম জাহ্নবীর তীরে।
হেরিয়ে গৌরাঙ্গরূপ আমার নয়ন না এলো ফিরে।
প্রেমভাণ্ড নিয়ে করে, গৌর ভেসে যায় নয়ন নীরে,
(হরি বলে) উচ্চরবে শুনে নাম ধ্বনি;
আমার মন চলেনা গৃহে যেতে।
আমি রব ঐ চরণ ধরে, রূপেতে নয়ন দিয়াছে,
নারি সইতে নারী আমি, এখন কি ধন নিয়ে রব ঘরে। ২১৬৪ ॥

কীর্ত্তন।

তুমি এসো গৌর পতিত পাবন: দয়া করে দেওহে শ্রীচরণ।
(ও) তোমার নিতাই অদ্বৈত সঙ্গে লয়ে এস কর নাম সংকীর্ত্তন।
(ও) তোমার ছয় গোস্বামী সঙ্গে লয়ে—এসে কর নাম সংকীর্ত্তন।
তোমার ভক্তবৃন্দ সঙ্গে লয়ে—এসে কর নাম সংকীর্ত্তন।
তোমার ছয় মঞ্জরী সঙ্গে লয়ে—এসে কর নাম সংকীর্ত্তন।
তোমার অষ্ট সখি সঙ্গে লয়ে—এসে কর নাম সংকীর্ত্তন।
তোমার শ্রীরাধিকা সঙ্গে লয়ে—এসে কর নাম সংকীর্ত্তন।
তোমার শ্রীরাধার দোহাই লাগে—এসে কর নাম সংকীর্ত্তন॥ ২১৬৫ ॥

কীর্ত্তন।

কৃষ্ণকানু পাঠকের সুর।

আজ মোরা জল ভরিতে দেখে আসলাম নবীন গোরা।
সে তো হাসে কাঁদে নাচে গায়, থাকে সদা বাউল পারা।
কিবা তার অঙ্গ ভঙ্গী, কিবা তার সঙ্গ সঙ্গী, কিবা তার রঙ্গ
শীতার নেহারা; সে তো গোপী ভাবে সদা মগ্ন দশম দশায় মাতোয়ারা
তিলেক নাহি বিচ্ছেদ, কখন কখন হয় সন্ধি বিচ্ছেদ,
কখন কখন ছাড়ে বিধি বেদ সৃষ্টি ছাড়া।
আশানন্দ বলে ধর্ত্তে গেলে হতে হবে জিন্তে মরা॥ ২১৬৬ ॥

কীর্ত্তন।

আমার প্রাণ কান্দে গৌরাঙ্গ বলে ধৈরয না মানে,
ধৈরয না মানে প্রাণে, নিষেধ না মানে।
আমি নারী হয়ে কতই সইতেম (ও নাগরি) গলে যেতো হলে পাষাণে
আমি কি জন্য জল ভর্ত্তে গেলাম (ওগো ও নাগরি) ভুলে রলেম ভঙ্গীপানে
আমি আর বাবনা মনে করি (ওহে ও নাগরি)
তবু কি জানি সন্ধানে টানে (ধৈরয না মানে)॥ ২১৬৭॥

কীর্ত্তন।

চৈতন্য দুটী ভাই আমার আগরে এসো নিতাই।
(এসো ওহে দয়াল নিতাই)
আমি ভয় পেয়ে তোমাকে ডাকি নিতাই।
তোমার শ্রীরাধিকার দোহাই লাগে নিতাই এস হে এস দয়াল নিতাই
তুমি আসিলে আনন্দ হবে নিতাই (এস ওহে দয়াল নিতাই)
তোমার ভক্তবৃন্দ সঙ্গে করে নিতাই।
আমি অধম বালক ডাকি নিতাই॥ ২১৬৮॥

কীর্ত্তন।

ও পালা পালারে শসন এই দেশে চাঁদ গৌর এলো।
গৌর এলো, নিতাই এলো, সঙ্গে রামানন্দ এলো।
হরিদাস চৌকীদার তোরে গ্রেপ্তার কর্ত্তে এলো।
ও তোর যে দেশেতে হরির নাম নাই সেই দেশে তোর যাওয়া ভাল।
(ওরে) শান্তিপুরের ন্যাড়া বাউল তারাই গৌর এনেছিল॥ ২১৬৯॥

কীর্ত্তন।

ও তোরা দেখ্‌বি যদি আয় গো আয় আমার সঙ্গে আয়।
রমণীর মনচোরা গৌর উদয় নদীয়ায়, আমি দেখেছিলাম রূপমাধুরী।
কটাক্ষেতে মনচুরি করিল আমার, ও কুলের গৌরব রবেনা গো,
(সজনীগো) গৃহে থাকা হলো ভার।
আমি গিয়াছিলাম সুরধুনী, কর্ণে শুনি হরিধ্বনি, ও ধ্বনি শুনা যায়।
চরণে নূপুরধ্বনি, রুণু রুণু বাজিছে গোরার রাঙ্গা পায়॥ ২১৭০॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

ঐ দেখ রেল-রোডের কল। ভব-পথে করছে চলাচল॥
কোথা জেমস্ ওয়েটের বুদ্ধি, এর অদ্ভুত এমি কৌশল।
উদর বয়লারেতে জমছে বাষ্প, দিয়ে অন্ন আগুন জল॥
আহারাদি কয়লার গাদি, পড়ছে তাহা অবিরল।
ভাঙ্গা ফুটো সারা, অয়েল করা ডাক্তারের কাজ কেবল॥
সম্মুখেতে লণ্ঠন তার চক্ষু দুটী সমুজ্জ্বল।
ঐ যে শ্বাস পানে, হৃদ্ধ কলের, সংঘর্ষানি অবিরল॥
সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা যত, প্রহরী রয় প্রতিপল।
ধর্ম্ম জ্ঞান গার্ড, কাম ক্রোধ, এ গাড়ীর আরোহীদল॥
লকমটিভ্ ডিপার্টমেণ্ট এর, জননীর গর্ভস্থল।
আফিস, বাড়ী, বাগান হয় ষ্টেশন করিতে এ কল শীতল॥
জন্ম মৃত্যু টার্মিনাস্ দুই, ড্রাইভার তায় মন প্রবল।
আহার সদ্ভাবে, দীন জানে, দ্বন্দ্ব কলিশান কবল॥ ২১৭১॥

বাউলের সুর—একতালা।

এ ঘোর ভব-সাগরের জলে। বসে আছে জেলে জাল ফেলে।
এ যে জগৎ-জোড়ে, ধরলো বেড়ে জগতের জীব এককালে।
এ জালে নাই কারু পরিত্রাণ;
যত, বোয়াল কাতলা, ছোট চিতল মুচরে সবার প্রাণ।
ও তোর পুঁজি, জীবন, আর কতক্ষণ বাঁচবি ডুবী টান দিলে॥
যে ছয় বেটা সেই জেলের অধীন॥
তারা খুঁজে খুঁজে, জলের মাঝে আনছে যত মীন।
জেলে, সকল জানে যা যেখানে, রয় না ছাপা লুকালে॥
যাদের কিছু সাধন-বল আছে,
তারা ছিঁড়ে ছুটে, এ জাল কেটে পালিয়ে যেতেছে।
ও তোর কোথায় সে বল, আরো কেবল,
বাঁধিয়ে নিলি ফাঁস গলে॥ বিপদ-কালে ঘটে রে-জঞ্জাল,
এ দীন বাউল বলে কলেবলে কাটিল না রে জাল।
ও সেই কাল-নিবারণ হরির চরণ, কর স্মরণ এই কালে॥ ২১৭২॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

ফকিরী করবি পারবি রে মন;
ছেড়ে সব খুঁটীনাটি ময়লা মাটি, খাঁটি হবি রূপটাদি যেমন।
ফকিরী নয় সামান্য, হতে হয় দীনদৈন্য, আদর্শ শ্রীচৈতন্য করবে দর্শন।
পার যদি তেমনি করে, ডুবিতে প্রেমসাগরে,
পাবে অমূল্য নিধি, পরমতত্ত্ব মুক্তিধন। ২১৭৩।

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন মাঝি তোর ভাঙ্গা তরী কিনারে ভিড়াইয়া ধর।
নায়ের মাঝি ষোলজন, তারা কেহ নয় আপন,
ছয় জনাতে ঠেকা মার, গুণ টানে দশজন।
আলেক মাঝি ডাক দিয়ে বলে, হাল কাঁটা ফিরাইয়া ধর।
নায়ের বান ছুটিল, নায়ের জাকন মরিল,
পাপপুঞ্জে ভরা তরি ভারি হইল।
অনেক মাঝি ডাক দিয়া, বলে, গুরুর নামটি স্মরণ কর। ২১৭৪।

বাউলের সুর—একতালা।

চল ভাই আর দেরি নাই ঐ টিকিটের ঘণ্টা হল।
ত্বরায় যাই ষ্টেশনে দেখে শুনে তলপী তোল।
পাসেঞ্জার যাচ্ছে যত বলছে টাইম হল।
হুড় হুড় হুড় আসছে গাড়ী, হুড়োহুড়ি লাগল ভাল।
ঝোলা ব্যাগে যাচ্ছে বেগে, যারা আগে টিকিট পেল;
কেউ বা যেতে টিকিট কিনে, পোলিসম্যানে চালান দিল।
কত জন কচ্ছে রোদন হে গোবিন্দ একি হল;
কি দিয়ে কর্ব্বো টিকিট হায় কে পকেট কেটে নিল।
দীন দুঃখী দেখে টিকিট মাষ্টার যারে সদয় ছিল;
বিনে মূলে অনায়াসে, পাস পেয়ে সে পালিয়ে গেল।
দীন বাউল ঐ সামিলে, দলে মিলে টিকিট পেল;
হরি হরি কও সকলে, চারি দিকে জয়রাইট হল। ২১৭৫।

বাউলের সুর—একতালা।

আর কি এবার ভাবনা রে আছে। নগী ফুল বেঞ্চে পেশ হয়েছে।
যারে লোয়ার কোর্টের হুকুম কেটে রে, আছে যে সহায় আমার পাছে॥
যারে মল মহলের কর্লেম ম্যানেজার,
করে, জবরদখল, সোণার মহল, করে ছারেখার।
দিল মিথ্যে সাক্ষী ছয় বিপক্ষ রে, তাইতে অন্যায় ডিক্রী পেয়েছে॥
এবার সদর আপীল করেছি দাখিল;
আপনি গ্রাউণ্ড লিখে, দিলেন দেখে, শ্রীশ্রীনাথ উকীল।
করেন মিত্র জজে, বিচার মিছে রে,
কিসের ব্যারিষ্টার আর তার কাছে॥
হাকিম, দীনদরিদ্র, জানেন আমারে;
দয়াল নাম যে প্রকার, নালিশ এবার চোলবে পাপরে।
ও সে যে আদালত বুঝবে হালৎ রে, আমার ধর্ম্মসাক্ষী রয়েছে॥
আছে সব প্রিপেয়ার নৈরে আর ব্যস্ত;
ঠুকে আনবো মহল, করে বহাল, সত্ত্ব সাব্যস্ত।
ডীবি, কৌন্সিলের সে নজীর এসে রে, আমার তমাদি দোষ কেটেছে।
বলে দীন বাউলে ভাবছো কি রে মন,
এবার গবর্ণমেণ্ট স্যাপীলাণ্ট, নাই তোমার মোচন।
বমাল খরচার দাবী, পয়মাল হবি রে,
আবার ধুমমাল ডাক্তি রয়েছে॥ ২১৭৬॥

দেশমিশ্রিত—একতালা।

কার ভাবে গৌরবেশে জুড়ালে হে প্রাণ।
প্রেমসাগরে উঠলো তুফান, থাকবে না আর কূলমান।
(মন মজালে গৌর হে)
ব্রজমাঝে রাখাল সাজে চরালে গোধন,
ধরলে করে মোহন বাঁশী মজলো গোপীর মন,
ধরে গোবর্দ্ধন, রাখলে বৃন্দাবন,
(আবার) মানের দায়ে ধরে গোপীর পায়ে ভেসে গেল চাঁদ বয়ান।
মন মজালে গৌর হে॥ ১২৭॥

বাউলের সুর—একতালা।

কেন দাঁব খেল্‌তে এলি বল। ক্রমে, কমে যে তোর এলো বল
ি ছি না জেনে চাল, হলি বেচাল রে, ও তোর বিপক্ষ হল প্রব
যে তুই বড়ের জোতে চাল্লি দুই ঘোড়া,
ও তোর কপাল পুড়ে চাপায় পুড়ে গেল ঘর মারা।
পড়ে উঠসা কিস্তী, মলো কিস্তী র এ দেখ হাসছে তোর বিপক্ষদল
যে জোর দুয় চক্রে মন্ত্রী পড়েছে,
এদে বল খেতে দার খেতে, আর কি পথ আছে।
শেষে না খেয়ে পক্ষ একি বিপদ রে, দাবা খেলের সঙ্গে হয় বসল
হায় হায় গজ দুটি তোর বিপক্ষের ঘরে,
কতুয় কড় হাঁ না, জের পেলে না, এল না ফিরে।
কেবল কিস্তী কিস্তী নাই সোয়াস্তি রে, ও তোর রাজা যে হল
আর বাঁচবি কিসে পক্ষ বড়ের মাত;
যখন শক্ত এসে ধরবে ঠেসে, করবে কিস্তিমাত।
এখন বাউল বলে, কল কৌশলে রে,
এ দুই এই বেলা চাল মাতে চল॥ ১৭৮॥

পাগলা কানাইয়ের সুর।

পাগলা কানাই বলে গড়া রথ নূতন করে।
চালাতাম সারথি বলে, এই শেষ কালে চলে না॥
আমি ঠেলে ঠেলে চালাবার চাহ, যার চলবার সে চলে না
ঠেলতে ঠেলতে দিন গেছে আর ঠেলা এ সয় না, ভটিরথ চলে না
চড়নদার ছিল যারা, সব সরে পড়লো তারা,
হয়েছি দিশেহারা নজরধারী সরে যেতে পারলাম না।
(যার কাছে যাই সেই রাগ করে) ভটিরথে থাকবো না,
ইন্দ্রিয়গুলি দুজন তারা প্রবোধ মানে না ভটিরথ চলে না।
রথ নূতন যখন গড়া, তখন টনক ছিল দড়া, খুব জোরে চলত ঘোড়া,
রথ দেখতে পরিপাটা (সারথি হয়েছে ভাটি)
গড়াতে আর নাইক জোর পাগলা কানাইর হলো মিছে
টানাটানি সার, ও রথ চলবে না আর॥ ২১৭৯॥

বিভাস—ঢিমে তেতালা।

ওমা! হরি হরি বল না, প্রাণের ভয় ভেব না,
হরিপদ ভাবনা।
হরিনামে বিপদ ঘুচে, মরব দুঁলেও জীবন বাঁচে,
ঐ না হরি দাঁড়ায়ে আছে, নয়ন মুদে দেখনা॥
হরি হরি হরি বলে পিতার কাছে চলনা॥ ২১৮০॥

খাম্বাজ—পোস্তা।

কোথা আছ হে কৃষ্ণ এত কষ্ট সইতে নারি॥
পার কর দুঃখিনীরে, দুঃখ-নীরে দিয়ে অভয় চরণ-তরী।
রক্ষ ভুবনের স্বামী, ভবের ধন ভভার হারী॥
শুনেছি নাম দীনবন্ধু, কৃপাময় কৃপাসিন্ধু,
দাও হে চরণারবিন্দ, পতিতপাবন হরি॥ ২১৮১॥

বিভাস—ঢিমে তেতালা।

ওরে! সাধের স্বপন ভেঙ্গে দিলে—
স্বপন মূরতি অতীব সুন্দর, কাল বরণ ভব মনোহর
ওরে! স্বপন কোথা গেলে মিলে? মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ বলে,
ঐই যে আমায় কোলে নিলে তুলে, ধরি ধরি করে তার পায়,
আমায় ছেড়ে শূন্যে চলে গেলে।
বল ওরে! তারে কোথায় মিলে,
কেন আমার সাধের স্বপন ভেঙ্গে দিলে॥ ২১৮২॥

বাউলের সুর—খেমটা।

ভবের ব্যাপারী ভাই, আর তোমার নাই সুধাই।
ওরে কি কিনিলে, কি বেচিলে, হিসাব তার কি আছে রে নাই॥
ওরে কি লালসে আছরে বসি, করিবার কি কামাই।
ওরে চিটার দরে চিনি বেচে, কি লাভ হইল জানতে রে চাই॥
ও তোর আসল গেল, দেনা হইল, ঠেকলে রে কি বিষম দায়;
তুই কিবা জবাব মহাজনকে দিবি, তার কি ভাবনা রে নাই॥ ২১৮৩॥

বিভাস—ঢিমে তেতালা।

কোথায় আছ হে পদ্মপলাশ-লোচন,—
(হরি হে! আমার প্রাণের হরি!)
মরি তাতে ক্ষতি নাই কিন্তু সাধ পূরিল না হে,—
আমার হরি বলা সাধ পূরিল না হে, সাধের হরিবলা আধা রহে গেল,
মুকুল জীবন আজ অকুল পাথারে, ভেসে গেল—ভেসে গেল হে—
ও কাঙ্গালের নাথ!
যায় যাক্ তায় ক্ষতি নাই, কেবল এই চাই, হরি এই চাই—
যেন তোমারি চরণে শান্তি পাই॥ ২১৮৪॥

বাউলের—সুর।

দেখনা মন ঝকমারি এ দুনিয়াদারি।
পড়িয়ে কোপনী ধরজ কি মজা উড়ালে ফকিরী॥
বড় দরদের ভাই বন্ধুজনা পরে সখের সাথী কেউ হবে না, মন তোমি
আবার একা পথ খালি হাতে, বিদায় করে দেবে তোরি সেই দিন
তুমি যা কর তা কর রে মন কিন্তু শেষের কথা রেখ স্মরণ বরাবরি।
ও তোর পিছে পিছে ফিরছে শমন ওরে [illegible]
হাতে দেবে ডুরি। (মন তোমারে)
বড় আশায় বাসা এ ঘর, কোথায় পড়ে রবে তোমার ঠিক নাই তাহি
সিরাজ সাঁই কয় লালন ভাড়া,
তুই করিস রে কার এন্তাজারি ভেড়ো তুই॥ ২১৮৫॥

কীর্ত্তন।

হরিবোল হরিবোল বলে কে যায় নদের বাজার দিয়ে।
ওরে সোনার নূপুর রাঙ্গা পায়।
ওরে নগর দিয়ে হেঁটে যায়, (দেখরে) হেলে পড়ে নিতায়ের গায়॥
ও দেখরে নূপুর পঞ্চম গায়॥
ওরে মাজি মধা নিতায়ের গায়, দেখরে রক্ত অঙ্গ ভেসে যায়,
ওরে জগাই বলে মাধাই ভাই, এমন রূপ আর দেখি নাই,
এমন নাম আর শুনি নাই॥ ২১৮৬॥

ভৈরবী—একতালা।

ভজ গোবিন্দ চরণারবিন্দ মন। এ ভব যন্ত্রণা যাবে এড়াবে শমন।
আশী লক্ষ যোনি ভ্রমে, এসেছ মন ক্রমে ক্রমে,
মানব জনম বহু শ্রমে, পেয়েছ এখন।
যদি বল সময় আছে, সে কথা সকলি মিছে,
কাল বেড়ায় পাছে পাছে, সদা সর্ব্বক্ষণ।
সকল কর্ম্মের ঠিক পাবে, দেখ তুমি ভেবে,
কখন কালাকাল হবে, না'ত নিরূপণ॥
বশ্য আছে এ রসনা, এই সময় বিবেচনা,
নিদানে বলা হবে না, হবে অচেতন।
স্ত্রী পুত্র সকলে আছে, শুনাইবে কাণের কাছে,
শ্রবণ আগে বচন পাছে পলাবে তখন।
গলিত তখন হবে দেহ, মুখাতে ছোঁবে না কেহ,
সেই সময়ে স্নেহ, করিবেন নারায়ণ॥
কুসঙ্গে সদা মজে, রহিলে মন কি বুঝে,
কালাচাঁদ দাসে ভজে, শ্রীকৃষ্ণ চরণ॥ ২১৮৭॥

কীর্ত্তন।

তোমরা দু-ভাই পরম দয়াল হে প্রভু, গৌর নিতাই।
তোমরা জীবের দশা, দশা মলিন দেখে,
না কি নাম এনেছ গোলক থেকে।
তোমরা যারে তারে নাকি দাও কোল, কোল দিয়ে বল হরিবোল॥
আমরা গিয়েছিলাম অনেক ঠাঁই, কিন্তু এমন দয়াল দেখি নাই।
গৌর আমি ত ভজনে খাঁটি, তুমি ত দয়াল বট॥ ২১৮৮॥

বিভাস—ঢিমে তেতালা।

ওরো! কি শিখালে গো আজি আমারে।
যে নামের ভিখারী আমি আদি যে তার এই অক্ষরে।
যারে বড় ভালবাসি, যার তরে অভিলাষী,
সে নামের আবির্ভাব আজ পশিল অন্তরে॥ ২১৮৯॥

বিভাস—ঢিমে তেতালা।

প্রহ্লাদ আমার গুরুর গুরু, এমন গুরু আর পাবনা॥
এই গুরুর কৃপায় জগৎগুরুর—নাম জেনেছি আর ভুলি না,
হরি বল মন! ভক্তি ভরে, বিপদ সাগরে যাবি তরে,
ভবের শ্মশান থাকবে দূরে পাপে-মরা আর রবনা;—
ইহলোকেই স্বর্গ পাব, ঘুচে যাবে যম-যন্ত্রনা॥ ২১১০।

বিভাস ঢিমে—তেতালা।

পিতা একবার হরি হরি বল, মনের সুখে হরিবল।
প্রাণের সুখে হরি বল।
পিতা যে মুখে দাও গালাগালি, আমার হরিকে
সেই মুখে একবার হরি বল, হরি হরি হরি বল॥ ২১১১।

খেমটা।

দোকান পেতেছে ভাবি, ও নাগরি গৌরহরি নদেপুরে।
নিতাই চাঁদ বেচ্‌চে বসে, হেসে হেসে, প্রেমের লাড্ডি কর ধরে।
মতিচুর মণ্ডা গজা, খাসা খাজা, রেখেছে ভাল ভিয়ান করে।
কিনতে যায় তাড়াতাড়ি, পুরুষ নারী, নবদ্বীপের ঘরে ঘরে।
চৌষট্টি রসে ভরা মনোহরা, সাজায়েছে থরে থরে।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ প্রাপ্ত হয় সে খেলে পরে।
নূতন পিরীতের গোল্লা, উঠছে জেল্লা, জীব রতিতে ছুঁতেও নারে,—
পেয়েছিল রে সে ধন রূপসনাতন কৃষ্ণ অনুরাগের জোরে।
হরিনাম বুকনি ঝাড়া, টাট্‌কা পেড়া, পান করলে যায় ক্ষুধা দূরে—
গোসাই গোবিনের বচন, গোপালে শোন পাবি চরণ, জ্যান্ত মরে॥২১১২

দেশমল্লার—ঝাঁপতাল।

হরি তোমা বিনা কেমনে জীবন ধরি।
সংসার জলধি মাঝে তুমি হে তরি।
তোমারে যখন পাই, আঁধারে আলোক পাই,
নিমিষে হৃদয়তাপ সব পাসরি॥ ২১১৩।

পাগল কানাইয়ের সুর।

কি মজার ফুল ফুটেছে ও রঙ্গের মাঝার।
দেখতে ভয়ঙ্কর ভাসছে ফুল নিরাকার॥
মূল রয়েছে তদন্তরে তদন্তরে নাবির দৃষ্টি কার;
লগ্নযোগে লিখা দৃষ্টি দৃষ্টি রাখে সৃষ্টিধর
কি চমৎকার সেই অমূল্য ফুল তোপে সাধ্য কার॥
যোগেন্দ্র ইন্দ্র আদি ফুলের চতুর্দ্দিক,
তরঙ্গের মাঝারে দিচ্ছেন তার বাদ,
ফুলে নৃত্য করে ভ্রমর অলি, ফুলে বসে আছে শশধর,
ফুলের পর লিখছেন বিধি, দেবতা আদি, বোঝা ভার সাধ্য হয় কার।
সেই পাগলা কানাই হয়ে বিচার, মিছে কাটি কাচারী সার॥
গরল ফুলের চতুর্দ্দিকে, তাই ঘেরে যে জীব কার,
এমন সাধু কোথা করে, শুনি লা গ ভয়;
যে স্থলে যার পুষ্প ফুটে বারমাস, দেখা যায়;
অরণ্যে খেলে জুয়া, কতক ফুল পড়ে ভূঁ।
লগ্নযোগে যদি এক ফুল রয়, ফুল যেন সেই চাঁদের
তুল্য অমূল্য ফুল ধরতে যায়।
সে ফুল কে পায় না হক নজরে দয়া করে দিয়াছেন যারে যেমন॥২১৯৬

আড়খেমটা।

গৌর হে! কি হল আজ তোমায় হেরে।
ঘরে ফিরে যেতে নারি, প্রাণ কেমন করে (ওহে গৌর)
মন প্রাণ হরে নিলে নাম রসে মাতাইলে,
প্রেমের আগুন জ্বেলে দিলে, হৃদয় মাঝারে। (ওহে গৌর)
হরি মন্ত্র দিয়ে কাণে তরাইলে কত জনে,
দেখে শুনে থাকব ভুলে কেমন করে, (ওহে গৌর)
ফেলিলে গোর বিপাকে, এখন বল যাই কোন দিকে,
দুকুল হারাইয়ে ভাসি অকূল পাথারে। (ওহে গৌ)
কেঁদে উঠে প্রাণ উদাস হইল মন।
না হয় দুঃখ সম্বরণ নয়ন ঝরে। (ওহে গৌর)॥২১৯৭॥

পাগলা কানাইয়ের সুর।

শোন ভাই আমি রথের কথা বলে যাই,
এক কামিলকর উত্তম ব্যক্তি দীনবন্ধু সাঁই।
দিয়ে তিনশ ষাট ঘোড়া, রথ করে খাড়া, দুই চাকার পর
এমন রথ কভু দেখি নাই,
আছে কুড়ি চন্দ্র আর দশ ইন্দ্র, রথে বিরাজ করেন চৌষটি গোঁসাই॥
দয়াময় রথে কি কাজ করেছে, দ্বিদল চতুর্দ্দল অষ্টদল শতদল গঠেছে,
কত যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র আদি ধ্যানে ধন রথে বিরাজ করিতেছে,
এমন উত্তম উত্তম ব্যক্তি থাকিতে, বিন্দু ছোঁড়া প্রধান হয়েছে॥
আর রথখানি ভাল কমি বেশি নাই,
হয় সাড়ে তিন হাত, এক চূড়ার পরে লেখা
আছে হউং মউং নিজের কত দৌলত;
রথের পর হইার মধ্যে শতদল, মন হিল্লোলে,
ঘুরছে চাকা বাহবা মজার কল ইহার শতদলে সারথী বসে চূড়োর পরে
আলো করছে দুই মশাল, ও তা বিনে তৈলে জ্বলে,
পাগলা কানাই বলে, বাহবা দীনবন্ধুর কল॥
আর রথ ফেলে যে দিন সারথী যাবে, তখন কি ছুতর দরশন দেবে,
রথের ভরসা নাই, পাগলা কানাই বলে ভেবে দেখে,
ভাই সকল এখন ছুতর কোথায় পাই। ২১৯৬।

বাউলের—সুর।

কার ভাবে নদে এসে, কাঙ্গাল বেশে হরি হয়ে বলছ হরি।
কার ভাবে ধরচো ভাব, এমন স্বভাব, তাও কিছু বুঝিতে নারি।
কোথা তোর সেই ধেনুর পাল, দ্ব দশ রাখাল!—
কোথায় তোর নবীন বাছুরি;
এখন তোর মা যশোদা রহিল কোথা; শূন্য করে ব্রজপুরী।
কোথায় তোর সখি সখা, সেই বিশাখা, কোথায় রে তোর রাইকিশোরী,
এখন কোথায়রে তোর কুঞ্জমালা, শিকেয় তোলা কোথায়রে কদমমঞ্জরী,
কার ভাবে মুড়িয়ে মাথা, ছেঁড়া কাঁথা, নদেয় হলি দণ্ডধারী।
কাঙ্গাল অটল বলে, রামচন্দ্রের, যুগলচরণ সাধন করি। ২১৯৭॥

পাগলা কানাইয়ের সুর।

দেখ ভাই রথ গড়েছে দীননাথ ছুতর।
কত বৃক্ষ আদি তরুলতা সেই রথের উপর।
আবার সারথী এর মধ্যে বসে যখন বলে চাকা ঘোরাও,
(ও রে চাকা ঘোর) ছুতরের কথায় চলে, বিনে দড়াতে চলে
চাকার এছা জোর॥
আর রথখানি গড়েছে ভাল, ভাবতে দিন বয়ে গেল,
(কি জানি হয়) শেষকালে ভাঙ্গলে দেখী ছুতর তালি দিতে পারবে না
তাই বলে পাগলা কানাই রথখানি বাকা,
রথ পুরণ হলে জাট নড়িলে হবে না এ পাকা,
রথ ভাঙ্গলে পুরণ হবে তখন
কি খাটবে তালি সারথী উড়ে গেলে পড়ে রবে রথ॥ ২১৯৮॥

বাহার ঠুরী।

দেখ ওই দেখ ধেনু দাঁড়ায়ে বৎস সনে,
বৃষভ গজবাজী কুমার আজনাবে রণে, (জিনবে সমর)
সুন্দরী রজত সোণা, দ্বিজ নৃপ বারাঙ্গনা
ঘুরু মধু ফুলমালা পতাকা ঐ গগনে (জিনবে সমর)
দেখ ঐ আপনা জ্বলে, শিখা তার ডাইনে হেলে
পূর্ণ ঘড়া দধি ছড়া ধানের গোছা শ্বেতবরণে (জিনবে সমর) ।২১৯৯।

বাউলের সুর।

আমি একদিন না দেখিলাম তারে।
আমার বাড়ীর কাছে আর্শিনগর এক পরশি বসত করে।
ওরে গ্রাম বেড়ে অগাধ পানি, তার নাই কিনারা নাই তরণী পারে।
মনে করি, দেখব তারি আমি কেমন সেথা যাই রে।
আমি বলব কি পরশির কথা, ও তার হস্ত পদ স্কন্ধ মাথা নাই রে,
সে ক্ষণেক থাকে শূন্যের উপরে, আবার ক্ষণে ভাসে নীরে॥
পরশি যদি আমার হত, তবে যম যাতনা সকল যেত দূরে;
আবার সে আর লালন একস্থানে রয় আবার লক্ষ যোজন ফাঁক রে॥

বাউলের—সুর।

আমার আপন খবর আপন আর হয় না।
আপনারে চিনলে পরে, যায় অচেনারে চেনা॥
সাঁই নিকট থেকে দূরে দেখায়, যেমন
কেশের আড়ে পাহাড় লুকায় দেখ না,
আমি ঢাকা দিল্লী হাঁটতে ফিরি, আমার কোলের ঘার ত যায় না।
আত্মারূপে কর্ত্তা হয়, মনে নিষ্ঠা হলি মিলবে তারি ঠিকানা,
আবার বেদ বেদান্ত পড়বে যত, ওরে বেড়বে তত লটনা।
আপন আপন কে বলে মন, ওরে যে জানে তার চরণ শরণ নে না,
আমার, লালন মলো মনের গোলে, যেমন চোক থাকিতে কানা।

বাউলের—সুর।

যার জন্যে পাগল হয়ে বেড়াস্ বনে, সে যে তোর ঘরের কোণে;
তারে আদর করে আপন ঘরে ডেকে লবে সযতনে।
এনে দেহ ঘরে, হিয়া পরে বসায়ে রাখ প্রেমরতনে;
সে যে রত্নবাণি হীরা মাণিক, মিলায় কত লক্ষ জনে।
(ওরে) যে ধন লাগি সর্ব্বত্যাগী গৌর নিতাই ভক্তগণে
মহা মোহ বশে কর্ম্মদোষে, হারাস্নে তাঁয় অযতনে।
তারে দিবানিশি কাছে বসি, যেচে দেখিস্ প্রেমনয়নে;
একবার চোখে চোখে দেখা হলে, মিশে যাবে প্রাণে প্রাণে।
এমন হারানিধি পেয়ে যদি, ভুলে থাকিস্ সে রতনে;
তবে আঁধার ঘরে লয়ে কারে সাধ মিটাবি প্রেমসাধনে।
প্রেমদাস বলে জ্ঞান কালে শান্তি নাই তার এ জীবনে।
(ও সে) রতন ফেলে, করমফলে, জ্বলে পুড়ে মরছে মনে॥ ২২০২॥

ভৈরবী ঠেকা।

যমে কাঁদিতে, জাগাব জীব চতে,
জাগাব রচিতে কত গান।
তাই জীবে প্রাণে, সকল জীবে প্রাণে,
উথলি উঠিবে হরিনাম॥ ২২০৩॥

বাউলের সুর—একতালা।

বৃথা ভবে খেলাতে এলি তাস, ও তোর মন্ত্রী কচ্ছে সর্ব্বনাশ।
এমন কাগজ পেয়ে, অলপ্ পেয়ে রে কেন ডাকলিনে ইস্তক-পঞ্চাশ॥
হাতে রং থাকতে তুই খেল্ল এ কিরূপ,
এসে তোর সাক্ষাতে বিপক্ষেতে হাঙ্গেছে তুরুপ,
কিসে বল রে এবার পিঠ পাবি আর রে,
হাতের সকল ফেরাই দিলি পাশ॥
হেসে 'বন্ধী কাবার কচ্ছে বিপক্ষে,
কিসে রাখবি কাগজ দেখিনে গোচ কিছুই তোর পক্ষে,
হায় হায় এমন খেলায় হারালি হল'ম রে,
করিস ছাতের পাঁচের কি আশ্বাস॥
ও যে টেক্কাতে পিঠ নেয় তুরুপ করে,
ও তুই এমন বেহুঁস, দশ দিলি ঘুস গোলাম না মেরে।
এখন হাত থাকিতে বশ নে হাতে রে শেষে পাবি নে আর অবকাশ।
যখন তিনকুড়ি সাত ফেলাতে কবে
তখন কি দেখাবি পাবি খা-বি চক্ষুস্থির হবে।
এ দীন বাউল বলে, হরি বলে রে, শেষে যে তোর বুকে বাঁশ।২২০৪

বাউলের—সুর।

এমন আজব বিষয় ভাব্‌তে যে মন অবাক করে।
(ওরে) আকার বিকার নাই কিছু তার সে কেমনে চিত্ত হরে?
কি গুণে সে নির্গুণ, মজায় ত্রিভুবন (বুঝি)
চিহ্নহীন রূপেতে আছে চরাচরে;
যার আদি অন্ত খুঁজে না পাই জান্‌ব কি তায় চিন্তা করে;
যে বস্তুর নাই আধার সে নাকি মূলাধার,
(আবার) অরূপেতে কেমনেই বা জ্যোতি ধরে?
যার নাইকো আকার, করছে বহার ভাব্‌লে জ্ঞান বুদ্ধি হরে।
ভাবুকে ভাব যোগেতে, চাহিলে পায় দেখিতে,
(ওরে) যে সে কি তায় দেখতে পারে ইচ্ছা করে,
সেই চিন্তামণি, প্রেমের খনি, (আছে) ভক্ত জনের হৃদ-কুটীরে।২২০৫

ভৈরবী—একতালা।

আর ঘুমাওনা মন। মায়াঘোরে কতদিন রবে অচেতন।
কে তুমি কি হেতু এলে, আপনারে ভুলে গেলে,
চ হরে নয়ন মিলে ত্যজ কুস্বপন।
রয়েছ অনিত্য ধ্যানে, নিত্যানন্দে হের প্রাণে,
তম পরিহরি হের তরুণ তপন॥ ২২০৬॥

বাউলের সুর।

(শোন) মন রে, আমার কপাল মন্দ. পরকে মন্দ বলো না।
অযোধ্যাতে রাম রাজা হইবে, ঐ নামে সে বনে যাইবে,
জানকীরে সঙ্গে করিয়ে,
কপালে বিধি লিখিলে তারে খণ্ডাইতে কেউ পারবে না।
ধর্ম্ম কার্য্য করে নল রাজা, কপাল গুণে পেলো সাজা বনে বনে ভ্রমণ করে
মন রে, বলি তোমারে, তুমি কুভাবনা ভেব না। ২২০৭॥

মুলতান—আড়া।

তার দীনে নিরগুণে শ্রীমধুসূদন, শুনেছি ত্রিভঙ্গ তুমি পতিতপাবন।
আমি অতি দুর্ম্মতি, না জানি ভকতি স্তুতি,
গতি হীনে দেহ গতি দুর্গতিহরণ॥
তুমি ত্রিলোক তারণ, ভবভয় নিবারণ,
দারিদ্র দুঃখভঞ্জন শমন দমন। ২২০৮॥

তুক্ক—ঠুরি।

তামসী রজনী পথ নাহি চিনি আসিয়ে পড়েছি বনে।
পঙ্কজ লোচন, শ্রীমধুসূদন ক্ষমিবে রাখ চরণে॥
গিয়ে পিতৃপাশে, বিমাতার কাছে যে দুঃখ পাইনু মনে।
সে কথা কহিতে তোমারে দেখিতে ব সনা হয়েছে মনে।
অন্তরের কথা জানহে তুমি তা কহে ইহা সর্ব্বজনে।
এসেছি বনেতে তোমারে দেখিতে জননীর মুখে শুনে।
তুমি নারায়ণ কমললোচন নাশ মম মনাগুণে। ২২০৯।

বাউলের সুর।

কৃষ্ণপ্রেম খাসা ঢেলে ভক্তি ডেলে বানিয়ে নিলে প্রেম খিচুড়ী।
যাবে তোর পাপ অরুচি, হবে রুচি, তিন দিনেতে বাড়্‌বে ভুড়ি॥
তুইরে মন সাবধানে, যোগ আগুনে, চড়িয়ে দেনা দেহ হাঁড়ি।
বিবেক ঝাল দিয়ে তাতে বিধিমতে ঘন ঘন দাওরে নাড়ি॥
প্রবৃত্তি পটোল ভাজা, হলে মজা, হয়রে কিছু বাড়্‌বাড়ি।
শ্রদ্ধা সিদ্ধিতে ঢেলে, যেন ভুলে বাসনারে তুই ও আনাড়ী॥২২১০

মঙ্গল বিভাস—একতালা।

নদিয়া মাঝ গৌর রাজ, হেরি রঙ্গ পায় রঙ্গিহে আজ
সঙ্গকিত ভকর জকিসাজ, বিঝ্‌জিত রসরঙ্গিয়া।
ব'জত মৃদঙ্গ ডফরসাল, নিতাই অদ্বৈত নাচত ভাল,
হেরি রঙ্গে হরি ধরত তাল, নরহরি গৌরের সঙ্গিয়া।
লিয়ে পিচকারী মুরারী জগদানন্দ অবীর ঝারি,
সদাই অঙ্গ গৌর ভারি রঙ্গে পুলক অঙ্গিয়া।
রঙ্গ তরঙ্গিয়া নদিয়া নগর, রঙ্গতর নরবাট ডগর,
নহবনে হারা মোহেরি সুগর উলটবন্ধ তরঙ্গিয়া॥ ২২১১॥

লুম খাম্বাজ—ঠুংরি।

ভক্তিভরে গান কর শুদ্ধ কর মন।
হরি যদি পেতে চাও এই সে সাধন॥
নম্র হও, থাক সদা সাধু পদ ছায়ায়
কাণ পাতিওনা কভু পর চরচায়॥২২১২॥

গৌড় সারঙ্গ—আড়াঠেকা।

কেন প্রভু দীনজনে হইলে নিদয়।
না দিলে ভকতি হরি কি দিয়ে তুষি তোমায়।
জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক বলে, তন্তুতরী সাজাইলে,
পাপ পুণ্য দুটা দিয়ে সৃজিল সাগর,—
মোহ-পাল আশাপবনে, দুটা দাঁড়ির মিলনে,
ডুবালে পাপসলিলে পূর্ণচন্দ্রের হৃদয়॥ ২২১৩॥

রামকেলি—কাওয়ালী।

জয় নারায়ণ লক্ষ্ম পরায়ণ শ্রীপতি কমলাকান্তং।
নাম অনন্ত কাঁহ লাগ বর্ণ শেষ না পায়ো অন্তং॥
শিব সনকাদি আদি ব্রহ্মাদি নারদ ধ্যান ধরন্তং।
রামরূপ রাবণ মারে কৃষ্ণরূপ বলবন্তং॥
বাসুদেব গৃহে জনম লিয়ো আয় নাম ধর যদুনাথং।
কৃষ্ণরূপ ধরে অসুর সংহারে কংসকো কেশ গহন্তং॥
জগন্নাথ জগমগ চিন্তামণি বৈঠরহ মেরি চিন্ত।
দশমস্কন্ধং ভাগবত গাওয়ে সুরদাস ভগবন্তং॥ ২২১৪॥

বিভাস—ঝাঁপতাল।

হরিবলে ডাকরে মন ডাকরে মন একমনে।
দয়ার ঠাকুর হরি দেখা দিবেন নিজগুণে॥
হরিময় এই বৃন্দাবন, হরিময় কুঞ্জকানন,
হরি হৃদয় রতন ডাকরে মন সযতনে॥
হরি বলে হরিদাস করিলে প্রেমে উদাস,
স্বর্ণপুরী দেখাইলা এই বৃন্দাবনে॥
হরিহে আমারে তবে, দেখাও দেখাও সেই ভাবে,
স্বর্ণময় এই বিশ্ব রঞ্জিত প্রেম-কাঞ্চনে॥ ২২১৫॥

সুরট মল্লার—একতালা।

বৃথা দিন গেলরে বীণে ডাকরে বীণে মধুর রবে।
শ্রীহরি রব বিনে বীণে রবিনে আর অন্য রবে॥
কররে বীণে উপাসনা, কর্ব্বিনে আর দুর্ব্বাসনা,
করিলে যে নাম ঘোষণা রবিতনয় দূরে যাবে॥
না বলিলি হরিগুণ, তোর গুণে কি হবে গুণ,
ওরে বীণে তব গুণ, লোকে গাবে কোন গৌরবে॥
ডাকরে বীণে গুণে গুণে, নিজগুণে সে নির্গুণে,
দীন হীন গোবিন্দের যেন যেতে হয়না ঘোর রৌরবে॥ ২২১৬॥

বাউলের সুর—একতালা।

এবে বিষম নদী দেখে করে ভয়।
বাছ্ খেলাতে এলাম এবার বাছ খেলান হল দায় রে।
পাঁচ কাঠের জীর্ণ তরণী ও তার নবছিদ্রে ওঠে বারি দিবা রজনী;
ও সে জলের ভারে ভরি গড়ায় রে, বুঝি গড়াতে গড়াতে ডুবে যায় রে
দশখানি দাঁড় পতো আছে রে,
ও তার ছয় দাঁড়ীতে জোরে টেনে লয় ভাটিয়ে রে,
আবার বাখি বেটা এমন বোকা রে, হাল ধরিতে দিলে নাহি পায় রে।
আঠার ডগরাতে বসে রে, ঐ যে আঠার জন আছে।
তারা কেবল মুখায় রে, তারা জাগে না যে কোন মতে রে,
আমায় বলে না দেয় সদুপায় রে।
আকাশে মেঘ দেখা যে দিল, ওরে অমনি দারুণ ঝড় বাতাসে; তুফান উঠিল,
পাঁচ গুণারি টানে পাঁচ দিকে রে, পাকে পড়ে তরি মারা যায় রে।
কিকিরচাঁদ কয় মন রে বিনয়ে, কেন এত ভাবছিস্ বসে বিপদ-সময়ে,
এখন কূলে যেতে চাস্ যদি রে,
তবে বাদাম টেনে দে ফরায় রে॥ ২২১৭॥

বাউলের সুর—একতালা।

দোকানি ভাই দোকান সার না; কত কর্ব্বি বেচা কেনা॥
ও তোর লাভের আশায় দিন কেটে গেল,
দোকানের সব মাল মশলা চোর ছজন নিল।
(দোকানি) ও তোর ঘরের মাঝে
(ও রে ও ও দোকানি) সিঁধ কেটেছে, তাও কি একবার দেখ না॥
পরেরে ঠকাতে গে নিজে ঠকিলি;
যা ছিল তোর আসল টাকা সকল খোয়ালি,
(দোকানি) ও তোর মহাজনের, (ও রে ও ও দোকানি)
কি করিবি; তাগাদার দিন বল না॥
কিকিরচাঁদ কয় কিকিরের কথা,
(এখন) মহাজনের শরণ লয়ে জানাও গে ব্যথা,
(দোকানি) তিনি বড় দয়াল (তার মত আর দয়াল নাই রে)
এবেলে আওগাঁল, তোরে নিদয় হবেন না। ২২১৮॥

বাউলের সুর—একতালা।

কার হিসাব লিখছিস বসে মনের খোসে, আপনার ক'জ মুলতুবি রেখে॥
ও রে তোর চুল পেকেছে, দাঁত পড়েছে, পরের চখে দেখছিস চোখে।
তবু তুই পরের বেঠিক, করছিস রে ঠিক, আপনার বেঠিক ঠিক না দেখে।
লিখছিস পরের বাকীজায়, আপনার দিন যায়,
তোর ঠিকানা নাই সে দিকে।
পারলেও আপনার ভাল বুঝে ভাল, আপনার ভাল না বোঝে কে।
শুনেছি লোকে শিখে লোকের দেখে, হাবা লোকে ঠেকে শিখে।
নিকেশে ঠেকুবি যে দিন, বুঝবি সে দিন, সবুরে না তোর বাক্য মুখে
কিকিরচাঁদ বলে খেদে, দিন থাকিতে, আপনার হিসাব নে রে দেখে।
যদি রে থাকে বেঠিক, কর তা ঠিক, তবেই নিকেশ দিবি সুখে।২২১।

বাউলের সুর।

বাড়ীর গিন্নি আজ, চল্লে কোথায় উদাসিনী হয়ে।
এই যে, জাতবেহারার কাঁধে চড়ে ধাঙ্গীতে শুয়ে॥
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, গৃহস্থালী পাতাইলে,
আহা, হাঁড়ী কলসী পাকাইলে, তেলে আর ঘিয়ে।
সোণা রূপার গয়না গাঁটি, বাসন কোসন ঘটী বাটী,
এই যে খাট বিছানা, শীতল পাটী, রেখেছ সাজায়ে॥
রেখে হাঁড়ি, কলসি জালা, ঘরেতে দিয়েছ তালা,
এই যে কুলো ডালা, খৈচালা রেখেছ টাঙ্গায়ে।
গৃহস্থালীর যত আসবাব, কিছুরত্নো রাখ নাই অভাব,
আহা ক্রমে ক্রমে করেছ সব, কত কষ্ট সয়ে,
ঘরকন্নার জিনিস যত, রাখতে ধরে সখের মত,
তুমি কাউকে ছুঁতে দিতে নাত্তো, অপচয়ের ভয়ে।
কেউ যদি কিছু চাহিত, প্রাণ ধরে দিতে না তো,
তুমি থাকতে বলতে সব "বাড়ন্ত" চতুর্ভুজা খেয়ে॥
সদাই বলতে আমার আমার, আজ কিছুই তো হলো না তোমার,
আহা, কেবল মলে পথ দুই চার চাবির বোঝা বয়ে।
পাগল বলে হরি হরি, এ সব কেন রাজ্য ছাড়ি,
তোমার এক সাধের পাকা বাড়ি, বাওনা মড়া নিয়ে।২২২।

বাউলের সুর।

নবদ্বীপে এসেছে কে নিতাই কিশোর।
সঙ্গে নিমাই তার প্রাণের সোসর॥
বিলাইয়ে নাম, ফেরে অবিশ্রাম, প্রতি ঘরে ঘরে না হয় কাতর,
তারা হরি হরিবলে, নাচে দুই বাহুতুলে,
প্রেম অশ্রু গলে আনন্দেতে ভোর॥
ভক্ত শ্রীনিবাস, অদ্বৈত শ্রীবাস, করিতেছে তনু ধূলায় ধূসর।
হরি সংকীর্ত্তনের ধ্বনি, শুনে সুরধুনী, উথলিয়ে এসে প্রবেশে নগর॥২২২১

বাউলের সুর।

যদি ভাই খেয়ে মদ, কর্‌বে আমোদ, কাজ কি যেয়ে শুঁড়ির বাড়ী॥
বিলাতি ব্রাণ্ডি বিয়ার, কাজ কি তোমার নষ্ট করে পয়সা কড়ি॥
সহস্রার খোলা ভাঁটী, পরিপাটী, গুরু খুলেছেন কৃপা করি;
সোম-রস, সুমধুর-রস, সুরা সরস, হংসযন্ত্রে হয় তৈয়ারী॥
সঙ্গে লও শম দমাদি, যথাবিধি, বসরে মন চক্র করি;
এই তো ভাই যেমন শক্তি, দিলাম যুক্তি শক্তি কর ভক্তি নারী॥
গুরুকে করিয়ে ধ্যান, কররে পান, প্রেমের চষক হাতে ধরি;
নেশা, ভাই, চড়বে যবে, মনে হবে হাত বাড়ায়ে স্বর্গ ধরি।
করেছে ভাই উজান ভাটী, মৎস্য ছুটি, ধর তারে যত্ন করি;
ভাজিয়ে ধরে না ঘিয়ে, খিচুরী দিয়ে, চাট কর মাংস সম্বরি॥
ও রে ভাই পিত্তা পিত্তা, পুনঃ পিত্তা, ধরায় দিবে গড়াগড়ি;
শা, ভাই, ছুট্‌বে যখন, আবার তখন, পান করে ভাঙ্‌বে খোয়ারী
দেখিবে চতুর্দ্দলে, কুতূহলে, ব্রহ্মা, সাবিত্রী সুন্দরী;
ডাকিনী শক্তি তথা, বিরাজিতা, রূপে ভুবন আলো করি।
দেখিবে মুদিত চখে, জীবাত্মাকে, চিত্তবৃত্তি নিরোধ করি,
রেখেছে ত্রিকোণ ঘরে, অধীন করে কন্দর্প-বায়ুতে ঘেরি।
তার পর সুষুম্না মুখে, দেখবে সুখে সয়ম্ভু লিঙ্গ উপরি;
নিদ্রিতা কুণ্ডলিনী ভুজঙ্গিনী, ব্রহ্মদ্বার রুদ্ধ করি।
পাগল কর নেশার ঠোকে, জাগাও মাকে, সুষুম্নাতে বায়ু ভরি;
যদি হন জাগরিতা, জগদ্ধাত্রী, তবেই জনম সফল করি॥২২২২॥

বাউলের সুর।

পাখী মোর সেই কথাটি বলনা।
মনে বড় আশা, তাই জিজ্ঞাসা, করব করতে পারি না।
অতি প্রভাত কালেতে, বসে গাছের ডালেতে,
তুই ঊর্দ্ধমুখে ডাকিস কারে মনানন্দেতে।
তাঁরে না ডাকিলে, প্রভাত কালে, সুধা পেলেও গিলিস না।
শক্তি নাই বলে তোরে, খেতে দেয় অকাতরে,
তোর এমন দরদি জন কোথা বল না আমারে;
যে জন এমন দাতা বল সে কোথা, শুনব তা আজ ছাড়ব না।
তোর গর্ভ সঞ্চারে, গাছের ডালের উপরে,
তুই এমন করে কর রে বাসা কে বলে তোরে;
আবার ডিম্ব হলে, তার তা দিলে, কে বলে হবে ছানা।
ফিকিরচাঁদ কয় কাঁদিয়ে, অশেষ পাপী বলিয়ে,
বল্লে না সে কথা পাখী গেল উড়িয়ে।
তবে কোথায় যাব, কায় ডাকিব, কেউ যে কথা বলে না।২২২৩।

বাউলের সুর।

আজব দুনিয়ার একি দেখি আজব কারখানা।
ওরে ফল খেয়ে যাবি যে গাছ দেখে না।
হচ্ছে কত গাছের পাতা পড়ছে আবার খসিয়ে,
ওরে আগুনেতে পুড়ছে খসি গোবর উঠ্‌ছে হাসিয়ে,
মর্‌ছে লোকে সর্ব্বদাই, শ্মশানেতে হচ্ছে ছাই,
তবু লোকে কর্‌ছে মনে আমার মরণ হবে না হবে না।
ইচ্ছা অনুসারে যখন কার্য্য হয় না সবাকার,
তখন ইচ্ছা পরে ইচ্ছা আছে সন্দেহ আর নাহি তার,
লোকে এমন অবোধ ভাই, হাতের ফল বলে নাই,
অহঙ্কার করি তাই বলে ঈশ্বর মানি না মানি না।
কেঁদে বলে অতি দীন, বিদ্যাহীন কাঙ্গালে,
ঈশ্বরে কি জানা যায় বিদ্যা বুদ্ধি কৌশলে,
আমি আছি কি রে নাই, আগে ঠিক কর তাই,
পরে দেখবে আছেন তিনি, ভাবতে কিছু হবে না হবে না।২২২৪।

বাউলের সুর—একতালা।

ভাই রে কে তুমি এই শ্মশান-শয্যায়।
সন্ন্যাসীর বেশে হায় কে তোমায় দিলে বিদায়।
ভাই রে, যদি হও মুকুলের বাদশা, তবে কে করিল এ হেন দশা,
তোমার সৈন্যবল, কল কৌশল, সে সকল এখন কোথায়॥
ভাই রে, তোমার সেই অতুল ধন রাশি,
এখন কারে দিয়ে সাজিলে সন্ন্যাসী,
তোমার কৈ বাড়ী সে গাড়ী জুড়ি এখন কে হাঁকায়॥
ভাই রে, যদি হও তুমি মান্যমান, কুল-মর্য্যাদায় সব কুলীন প্রধান,
তোমার সে মান্য, কৌলিন্য, প্রাধান্য, এখন কোথায়॥
ভাই রে, যদি হও দীনহীন কাঙ্গাল, তবে ধনীর দ্বারে যত খেয়ে গাল
ভিক্ষা করেছ, কেঁদেছ, এখন সে জ্বালা নিবায়।
কাঙ্গাল বলিছে, কাঙ্গাল ধনবান, শুলে শ্মশানে হয় সকলে সমান,
জাতি কুল বিচার, অহঙ্কার, কোন বিচার, নাই তথায়॥ ২২২৫॥

কীর্ত্তনের সুর—ঢিমেতেতালা।

মুখ দেখে বুক ফাটেরে, নিমাই কে হেন শিখালে।
এবেশ সাজালে, ও বাপ নিমাই কটিতলে,
ডোর কৌপীন কে পরালে তোরে।
নিলে গৌর অঙ্গের যত আভরণ মণিময় রতন ছলে হ'রে।
তোমায় কে দিলে দণ্ড কমণ্ডলু করে।
ওরে এমন বয়সে কি সন্ন্যাসী হয়, এত দুঃখ মায়ের প্রাণেতে কি সয়,
বুঝিবা কেশব ভারতী মন্ত্রণা দিয়ে, জ্বালা ঘটালে নদেপুরে।
নিমাই লয়ে যায় বধে শচী মায়েরে।
ওরে কি হবে বিষ্ণুপ্রিয়ার দশা এখন,
তোমার বিরহে তার কি বাঁচে জীবন,
নদে অন্ধকার করি কোথা যাবে গৌরহরি, বধে অভাগিনী রমণীরে।
তুমি যে অঙ্গে চন্দন করিতে লেপন,
সে বেশ নাই এখন, এমন করে মস্তকমুণ্ডন,
মায়ে কি দেখিতে পারে। ২২২৬।

বাউলের সুর।

চলতেছে আজব ঘড়ি দিবা রাতি নাই কামাই।
ও যার ঘড়ী এমন, কারিকর তার কেমন ভাই।
এক স্প্রিংয়ের জোরে ঘড়ী ঘুরছে যে রে সকল কল,
সেই স্প্রিংয়ের জোর না থাকিলে যত কল সবই বিকল,
বুকের দুপাশে দোলানা টক্ টটক্ টক্ হয় বাজনা,
বেদম ভাবে চলছে কিন্তু দম্ দিবার তার চাবি নাই, ও রে ভাই।
সূতর মত ছোট খাট চাকার আলার কত চিজ,
ও তার উপর উপর দেখ্‌লে তাতে পায় না কেউ কোন উদ্দেশে;
দুই কাঁটা চলে বাইরে, এক কাঁটা যায় ধীরে ধীরে,
একটা বাধায় পাকেচক্রে গোল ভাল মন্দ দুই এরাই, ও রোইন্ড।
ফিকির তোরে ফিকির বলি যদি মোর কথা রাখিস,
তবে প্রেমভরে দিনান্তরে দয়াময় নাম টাইম দিস,
যে কারিকর বানাইছে, নষ্টের কি কথা আছে,
নিজের দোষে ভাঙ্গবে যখন তখন রাখবার উপায় নাই, ও রে ভাই॥

বাউলের সুর—একতালা।

সবে হচ্ছে পার যাচ্ছে এক খেওয়ায়।
এ কি চমৎকার, কহ কার ছোয়া পানি নাহি খায়॥
এক খেওয়ারি তুলিয়ে নৌকায়, ও রে সকল জেতের পারে লয়ে যায়,
ও রে এক আকার, সবাকার, তবু জাত-বিচার দেখায়।
এক নদীতে হিন্দু মুসলমান, ও রে খৃষ্টান আদি করিছে জলপান,
সেই জল তুলে, কেউ ছুলে, অমনি ঢেলে ফেলে দেয়।
এক বাতাসে সবে কচ্ছে বাস, সেই বাতাস আবার নিশ্বাস প্রশ্বাস,
তবু বিশ্বাস নাই, এক সবাই, অবিশ্বাস কথায় কথায়।
ও রে এক সূর্য্যের আলোক পায় সবায়, আবার আধার নষ্ট
এক চাঁদের জ্যোৎস্নায়, তবু অসম্ভব, ভিন্ন ভাব নাই দুনিয়ায়।
কাঙ্গাল বলিছে সকলেই সমান, ও তা মুখে বলেন, কাজে না দেখান,
বিনে তত্ত্বজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, ভেদ-জ্ঞান, কভু না যায়। ২২২৮।

মূলতান—খেমটা।

দেহ মন কলের গাড়ি ব্যাপার কিবা পরিপাটি ;
মূল হতে লাইন খুলে সাঁতি ইষ্টেসন ঘাটি ঘাটি ॥
সাঙ্কেতিক দণ্ডমূলে, কুণ্ডলিনী মুখ তুলে,
কয় ঠিকানায় প্রভু ছলে, চন্দ্র আদি আছেন যুটি।
পথের কথা শোনরে পাছে, সুষুম্নাতে রেল বসেছে,
তার দুপাশে তার চলেছে ইড়া পিঙ্গলা এই দুটী॥
কৃপা বাষ্প দিয়া ছাড়ি, শ্রীগুরু চালান গাড়ি,
হংস হংস রব ছাড়ি চলে গাড়ি ছুটো ছুটি ॥
শান্তি নিকেতনে যেতে, জীবাত্মা চাড়েন তাতে,
চলে যান আনন্দেতে তেজে ভবের খাটাখাটি ॥
যথায় পঞ্চ কুণ্ডবারি কলের মধ্যে লয় ভরি,
তার পাশেতে লক্ষ্য করি, দেখ রে এক ডাকাত ধটী ॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম জপ ব্রত, পথের সঙ্গী কত শত,
জীবাত্মা পাইয়া ধত, চলে যান রে আপন বাটী।
দীক্ষার সম্বল সাথে, নিতুত টিকিট হাতে,
তবেই যাবে মুক্তি পথে, গোপাল কহিছে খাঁটি ॥ ২২৯ ॥

বাউলের সুর—একতালা।

সংসার জ্বালায় জ্বলে সবাই মরতে চায়।
মলে এমন রতন কি পায়, তাই মানুষে মরণ চায় রে ॥
বল শুনি মন সেই কথা আমায়,
ও রে মানুষ মলে শান্তি পায় রে এমন স্থান কোথায়,
মলে পুড়ে মানুষ তথায় গেলে রে, সকল জ্বালা অমনি নিবে যায় রে,
তাই বন্ধু সংসারের মাঝে, এ সব বন্ধু হতে বন্ধু আমার এমন কে আছে,
সে কি এত ভালবাসে সবায় রে, মরে তার কাছে যেতে চায় রে ॥
এত ভালবাসে রে যে জন, কেন তারে প্রাণের সহিত
ভালবাসিস্ নে রে মন, তারে ভাল না বাসিলে মন রে,
মানুষ মলেও শান্তি নাহি পায় রে, কাঙ্গাল কাঁদে চক্ষে পড়ে জল,
ও মন মরতে চাও যে মরণের কাম কি করিলি বল,
যে দুদিন যেঁচে থাকিস্ মন্ রে, ডাক দীননাথে সর্ব্বদায় রে ॥ ২২০ ॥

বসন্ত—তেলেনা।

ও রে মন তোর কোম্পানীর কাগজে কেন মন।
ভেবে দেখ সব অকারণ॥
তুই এখনি করবি কৃপোকাত শমন পাঠালে শমন॥
সদা ফের আয়ের তরে, চাবি দিয়ে ব্যয়ের ঘরে,
রেডিমণি ক্যাশে কেবল আকিঞ্চন, শুদ্ধ সুদের হিসাবে আছ অনুক্ষণ।
হলো আয়ু আয়ের ঘরে শত্রি কল্লে নাকো দরশন॥
অর্দ্ধ পেটা খেয়ে পেটে, পোঁদে পরে ভসর কেটে,
অহোরাত্র খেটে অর্থ উপার্জ্জন, কার জন্য কর মর কি কারণ;
তোর সম সংসারে আছে আর কে এমন কৃপণ॥
শোনরে মন ইষ্টুপিট, আর করোনা ডিপজিট;
আর কিননা কলের ইট, আস্তাবলের কারণ;
দীন হীন দরিদ্রে কর বিতরণ,
যে ধনে হলোনা পুণ্য, সে ধনে কি প্রয়োজন,
কোথা রবে বৈঠকখানা, তোষাখানা বালাখানা,
ধরবে নানা থানা যখন করবে রোগে আকর্ষণ;
তখন অন্তরে উঠিবে উদ্বেগ হুতাশন।
হেরে ব্যাকুল হবি বিপুল বিভব কারে করি সমর্পণ॥ ২২৩১॥

বাউলের সুর—একতালা।

কার চোকে দিচ্ছ ধূলি চতুরালী, করে রে মন তাই বলনা;
সে যে হয় জগৎকর্ত্তা, বিচার কর্ত্তা অন্তর্যামী তাও জান না॥
সে যে তোর হৃদে জাগে, মনের আগে, দেখ্‌ছে রে সব ঘটনা;
সে যে হয় মনেরই মন, যার যেমন মন, সকলি তার আছে জানা॥
ও রে যার মন নয় সোজা, আঁখি বোজা, কেবল রে তার বিড়ম্বনা॥
তুমি এই ভবে এসে, লোভের বশে, যখন কর রে ছলনা॥
সে তোর এ সব দেখেছে, তার কাছে রে ছাপালে ছাপা থাকে না।
[আলোক আর আঁধারে স্থান দেখে সমান, সে ত নয় রে ট্যারাকানা॥
তার চখে ধূলা দিয়ে ছাপাইয়ে, যাবে মেরে তা হবে না॥
কাঙ্গাল কয় যা ভেবেছি যা করেছি, সব জেনেছে সেই এক জনা॥
ভেবে আর নাহি রে উপায় সব অনুপায়, দয়াময়ের দয়া বিনা॥ ২২৩২॥

বাউলের সুর—একতালা।

ভেবে ত দেখে না কেউ, কত যে ঢেউ, উঠছে সদা দেল-দরিয়ায়।
কখন হয়ে রাজা মারে মজা, মনেতে মন মনকলা খায়।
কখন বাদসা উজীর, কোটাল নাজীর, আবার ফকির হয়ে বেড়ায়॥
কখন ধনের জাঙ্গাল, কখন কাঙ্গাল, অট্টালিকা বৃক্ষতলায়।
ওরে তোর মনের মাঝে হাসি কান্না ঘর-কন্না এই সমুদায়।
ও রে ভাই মনের কথা, দেখা সেথা, মায়ে আবার লোকে ক্ষেপায়।
এ পাগল কে নয় রে ভাই, মনের কথা বয়ে সবাই তা জানা যায়॥
কাঙ্গাল কয় যে জন মোরে, পাগল করে, মনের কপাট ভেঙ্গে ফেলায়।
যদি সেই পাগল করা, পড়ে ধরা, তবে সকল পাগল হওয়ায়॥২২৩৩॥

বাউলের সুর—একতালা।

যার ফুল নকল করে গহনা গড়ে, দিচ্ছ রে মন কত বাহার।
তিনি যে জগৎ গুরু, কল্পতরু, তাঁরে ভুল একি বাভার॥
কখন হয়ে অন্ধ, বল গুরু মারা বিদ্যা তোমার;
ও রে যার আকাশে রং, দেখে যে রংকরতে শিখে জগৎ সংসার।
আবার তাঁর সং বলিয়ে, ঢং করিয়ে, নাচাও তুমি কি অহঙ্কার॥
কাঙ্গাল কয় যাঁকে দেখে, লোকে শিখে, না করে যে নামটী তাঁহার।
ওরে তার পদে প্রণাম, নেমক-হারাম, তার মত কে আছে রে আর॥

বাউলের সুর—একতালা।

করিছ পরের কারণ, সদাই রোদন, আপন কাঁদন ত কাঁদ না।
টোকাহীন হলে নাড়ী, যুক্তি করি, খুঁজবে ধাড়ি পাট বিছানা;
খুলে তোর ঘড়ঘড়ী বোল, বল্‌বে সকল, শীঘ্র ধরে বাইরে নেনা॥
মন রে তোর আত্মজনে, বাইরে এনে, দেখবে কিছু আছে কি না।
অনুমান মাত্র টোকা পেয়ে ধোকা, বল্‌বে আছে নাম ডাক না॥
কিছুক্ষণ কান্না কেঁদে, গামছা কাঁধে, খুঁজবে কোথা জাতি জনা।
আছে সব জাত বেহারা এলে তারা, মুদণ্ড তোমার থেকবে না।
ফিকিরচাঁদ ফকীর বলে, এ দিন পেলে, ঘোচে তার ভব-ভাবনা,
অন্তিমে কলসী কাঁচা, বাঁশের মাচা, কিম্বা বা ভাণ্ড মেলে না॥২২৩৪॥

বাউলের সুর।

মনে না বিবেক হলে, ভেক লইলে, কেবল রে তার বিড়ম্বনা।
মনে তোর টাকা কড়ি, কোটাবাড়ী, কিসে হবে সে ভাবনা॥
বাহিরের তিলক ঝোলা, জপের মালা, দেখে ত ভাই সে ভুলবে না
বাহিরে মুড়ো মাথা, ছেঁড়া কাঁথা, মনের মধ্যে কুবাসনা।
তাইতে মাগীর তরে, ভিক্ষা করে, বেড়াও আসল ঠিক থাকে না।
কাঙ্গাল কয় কুবাসনা, মনের মধ্যে থাকলে না হয় উপাসনা:
যদি বৈরাগী হতে ইচ্ছা তবে, ছাই কর ভাই কুবাসনা॥ ২২৩৬।

বাউলের সুর।

ও রে ভাই সকল ফাঁকি, শেষ দশা কি, মলে একবার ভেবে দেখ্‌লে।
মানুষে করে যখন ধন উপার্জ্জন, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে॥
তখন রে ধনের তরে মধুর স্বরে, সবাই ডাকে কর্ত্তা বলে:
যদি রে ধন উপার্জ্জন না হয় কখন, নিন্দা করে কথার ছলে।
গৃহিণীর মুখ গুলো ছেলে গুলো, মাহি ডাকে বাবা বলে।
দিয়ে রে ছাই উদরে, সিন্দুক পুরে, ধন দৌলত রেখেও মলে।
শ্মশানে লয়ে যখন, বাঁধবে তখন, একখান ছেঁড়া চাটাই ফেলে।
তুমি যে গিন্নীর ঠাটে, খেটে খেটে, সোণার শরীর মাটি কর্‌লে,
শ্মশানে লয়ে যখন, হয় ত তখন, তিনি দেবেন গোবর গুলে॥
কাঙ্গাল যে ভবের মুটে, খেটে খেটে, জব্দ এখন এই শেষকালে,
বুনো বলদের মত, কষ্ট কত, স্থান না পায় আর কোন স্থলে।২২৩৭।

চাটীয়াল—সুর।

মন পাগলারে হরদমে গুরুজির নাম লইও।
ওরে দিবানিশি লইও নাম কামাই নাহি দিও॥
(দেখ যেন ভুলনারে)
ভাই বল বন্ধু বলরে সব সম্পদের সাথি।
অসময়ে বিপদকালে গুরুর নাম সারথি॥
টাকা বল কড়ি বলরে সব পুরাণ হয়ে যায়।
আমার এ গুরুজির নাম নিত্য নূতন রয়রে। ২২৩৮।

বাউলের সুর।

তোর মত মন বোকা চাষী আরত দেখি না।
(তোর) দেহ জমি রৈল পড়ে আবাদ করি না।
শমনের পেয়াদা এসে, (যখন) করবে তশীল ধরবে কেশে,
মালগুজারী করিবি কিসে কিছু তা বলি না।
থাকতে ঘরে ছটা এড়ে (তুই) করি না চাস ও রে কুড়ে,
সাল্লে তোর পাঁচজনায় পড়ে, তাওত বুঝলি না।
কি দশা হবে তোর শেষে (ওই) সর্ব্বস্ব খোয়ালি চাষে,
কাল কাটালি বসে বসে কথা শুনলি না। ২২৩৯।

বাউলের সুর।

এই হরিনাম খাসা অদুরি; (ও মন) টান দেখি ধীরি ধীরি।
নেশাতে গা উঠবে মেতে পাবিরে মজা ভারী॥
নসায়ে প্রবৃত্তি গুড়গুড়ী, গড়গড়ায়ে টানরে তামাক ভক্তি নল যুড়ি,
প্রেমের কলকে লাগিয়ে তাতে, দাও রে দম যতন করি।
বিচার করে দেখ মনে মনে, এমন ধরা মিঠে কড়া আরত পাবিনে,
এ তামাক তুই খেলে পরে, একেবারে যাবি তরি। ২২৪০।

বাউলের সুর—একতালা।

দুনিয়ার আজব গাছে সদা বসে আছে দুই পাখী।
কেহ বাসা ছেড়ে নাহি নড়ে দুজনে মাখামাখি।
ভালবাসায় এক পাখী কত ফল খিলায়,
সে ত খায় না সে ফল, আর এক পাখী বসে বসে খায়,
ও যে ফল খিলাচ্ছে সে না খাচ্ছে অন্যে হচ্ছে ফলভোগী।
ইচ্ছামত পাখী নয় কাহারও অধীন, ও যে ফল খায়
সে ফল চিনিতে হয়েছে স্বাধীন, সে ফল দেখে শুনে নাহি চেনে,
ফল খেয়ে হারায় আঁখী, নিজ দোষে, মনোদুঃখে কাঙ্গাল কাঁদিছে,
আমি স্বাধীন হয়ে না পারিলাম ফল নিতে চেছে,
আমি খেলাম রে ফল, এখন সে ফল,
কেবল গরলময় দেখি, হায় হল কি। ২২৪১।

বাউলের সুর—একতালা।

(বল) তুই কেমন করে যাবি রে তরে।
ও তোর জীর্ণতরি তুফান ভারি, ও রে বুঝি ডুবে যায় রে॥
তরির নয় স্থানেতে ছিদ্র ন'টা, ঐ দেখ উঠ্‌ছে তাতে বারি সদা ভাই রে
তরি হয়েছে যে ডুবু ডুবু ও তা দেখে প্রাণ কাঁপে রে॥
যে দশ জন আছি দাঁড়ি, তারা মনের সুখে গাচ্ছে সারি বসে,
ওরে মহাজনের মাল বলে রে, তাদের তিলেক ভাবনা নাই রে।
ওরে ধড় বোকা মাঝিটে রে, সে ত জলের গতি বোঝে না রে ভাই রে
আবার হেলে পানি মানে না রে, এবার বুঝি প্রাণ যায় রে॥
পাগল বলে নাই আর উপায়, বিনে রে সেই দীনদয়াময় ভাই রে।
ভবের নাবিক তিনি চিন্তামণি,ও তুই ডাক রে ত্বরায় তাঁরে॥২২৪২॥

বাউলের সুর।

জীবনপ্রদীপ জ্বলছে রে ঘরে; কোন দিন নিয়ে যাবে ফুস করে॥
(তখন) অন্ধকারে মহাঘোরে বেড়াতে হবে ঘুরে॥
নটা দ্বার ঐ রয়েছে খোলা, সামাল সামাল জীবন প্রদীপ
সামাল এই বেলা, আস্‌বে যখন কালের ঝটকা,
আটকাবি কি প্রকারে॥
দুদিন বাদে দেখবিরে নিশ্চয়, জীবন প্রদীপ নিবলে আধার হলে সমুদয়,
থাকতে জ্বালা নে এই বেলা, নিজের আসল কাজ সেরে॥২২৪৩॥

বাউলের সুর—খেমটা।

ওগো সখি তোরা কি তাই পারবি,
ও যে বড় কঠিন পীরিতি; শেষে রাস্তায় বসে কাঁদবি।
সে যে তুফানের উপর তুফান রে, শেষে জ্বালায় জ্বলে মরবি॥
সে যে আগে দুঃখ মাঝে সুখ রে,
শেষে অমূল্য ধন পারি, শেষে আঁচল টেনে মরবি॥
সে যে এক মরণে দুজন মরে রে, দেখ চণ্ডীদাসের আর রজকিনী,
কেশব সাই সে প্রেম জানে না, বল তার কেচাতুরী॥২২৪৪॥

বাউলের সুর।

মন যদি তুই বাঁচাবি মাথা; তবে শোন আমার কাজের কথা।
(হরি) নামের ছাতা মাথায় দিয়ে যথা খুসি যাও তথা,
এ ছাতা তুই দিলে মস্তকে,
কিছু মাত্র পাপের রৌদ্র লাগ্‌বে না তোকে,
বেড়াবি তুই মনের সুখে, পাবি না কোন ব্যথা।
(কেন) থাক্‌তে ঘরে এমন ছাতা, ভিজে মরি সর্ব্বদা ॥ ২২৪৫ ॥

—৮—

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

দেখ না মন নেহার করে।
আছে এক বস্তু চাপা রসে ঢাকা, রসিক জনার অন্তরে।
রসিকের পাগল দশা, দেখে জীবের নেক নজরে না ধরে,—
তাতে রতি মাসা তফ'ৎ হলে ঠেলে দেয় দূরে॥
ওরে বেদ বিধি পড়ে রত্ন সেদিন দেখিলাম সব তত্ত্ব করে,—
আবার গ্রন্থকর্ত্তা রাখলে কলম সহজ সহজ লিখতে না পেরে॥ ২২৪৬ ॥

—

বাউলের সুর—একতালা।

সংসারেরি যত সুখ, সকলি পড়িয়া রবে,
জীবন জলবিম্ব প্রায়, জলে জল মিশাইবে।
তালার উপরে তালা, তেতালার আর কেবা শোধে।
যখন শমন ধরিবে চুলে, ধরণী লুটিয়া রবে।
সুদের সুদ গণিতেছ ভাল, আট বছরে দ্বিগুণ হল,
কেবা মাতা কেবা পিতা, কেবা মলে তোর সঙ্গে যাবে॥ ২২৪৭ ॥

—

বাউলের সুর।

কৃষ্ণপ্রেমের মশারী, যতন করি খাটাও রে মন দেহ ঘরে।
শমন মশকের বাসা, সব দুরাশা, ভেঙ্গে যাবে একেবারে॥
পেতে তুই ধর্ম্ম গদি, নিরবধি, থাকবে শুয়ে মজা ক'র;—
পুণ্য বালিশে মাথা, দিলে ব্যথা, থাকবে না তোর ত্রিসংসারে॥
দেখ্‌বি তুই বসে বসে মশা এসে বেড়াবে চারিদিকে ঘুরে;—
সাধ্য কি প্রবেশিতে মশারীতে আপশোষে পালাবে ফিরে॥২২৪৮॥

বাউলের সুর—খেমটা।

দেল দরিয়ার খবর কররে মন।
তোর কোথা বৃন্দাবন, কোথা নিধুবন,
কোথায় রে তোর গুরুর আসন।
যদি পদ্মা পাড়ি দিবি, তবে ঢাকা দেখতে পাবি,
মুরসুদাবাদ করবে অন্বেষণ।
আছে কলিতে কলিকাতা, তিন সহরে আঁটা,
সাঁতার দে যায় রসিক যে জন॥ ২২৪৯॥

বাউলের সুর—খেমটা।

হায় হায় কি মজার দোকান পেতেছে নিতাই।
তোরা কেউ দেখতে যাবি ভাই॥
প্রেমরসে ভেজেছে ঝুরি, যে খেলে সে বুঝছে তাই॥
কাণে কাণে দোকান ভরা, হরিনাম-মনোহরা,
তাপিত প্রাণ শীতল করা, সুধা পাবা যত খাই;
যাতায়াত সহজ সোজা, বইতে নার ভার বোঝা,
হয়ে শমনের সাজা, খাজা গজার মুখে চাই।
ভাব-রসের কারবারী, না জানে দোকানদারি,
যে খায় এক্তার তারি, প্রেমের বলিহারি যাই॥
সম্মুখে সাজান মাল, ধরতে ছুঁতে নাই বমাল,
দোকানী এমনি সামাল, খুঁজলে হাতে পাতে নাই॥ ২২৫০॥

বাউলের সুর—খেমটা।

আগুন আছে ছেলের ভিতরে। আগুন বার কর ছাই মেড়ে॥
যদি দেয়াসাগে জ্বালাবে আগুন কেউ কেউ যত্নেরে ভাই
পোড়া শোলার গুণ, আগুন ইস্পাতে মজুত ছিলরে ভাই,
আগুন মজুত আছে পাথরে।
রয়না আগুন পাকা দালানে, মাটির ঝিঁক তার নড়ে আগুনে
আগুন আকাশের গুরু বটে রে ভাই, আগুন-নাসে মন হয়ে॥ ২২৫১

বাউলের সুর—খেমটা।

যা যা যা তেল দিগে যা আপন চরকাতে।
ভোলা মন ভুলিস না তুই কথাতে॥
চরকার আটটা পাখী, দুই ধারে দুই প্রধান খুঁটী,
মাঝখানে চাকি, কতকাল ঘুরচে রে মন,
চরকা ঘোরে কেবল মালের জোরেতে। ২২৫২।

এসেছে এক নূতন মাতাল এই নদীয়ায়, তোরা সব দেখসে রে আয়।
ও সে ভাই হরিনামের সুধাপানে হরি বলে জগৎ মাতায়।
ও ভাই খায়নাকো সে শুঁড়ির মদ, আপন মদ আপনি বানায়
ও সে মন ভাটিতে প্রেমগুড়েতে নয়নজলে সে মদ চুয়ায়।
নিতাইচাঁদ অদ্বৈত, ইয়ার বাশী এরা সবায়,
তারা খায় আর নাচে, আবার যাচে, যাদিকে সম্মুখে পায়।
সে মদ খেয়ে খেয়ে অসার হয়ে, যখন পড়ে ভূমে লুটায়,
তখন রাধারি নাম-সুধা চাট, মুখে দিয়ে আবার লাফায়।
সে মদ খেলে পরে, এককালে ইয়ার সবে জাত ভুলে যায়,
তখন কিবা ব্রাহ্মণ, কি হাড়ি ডোম চণ্ডালাদি সবাই এক ঠাঁই।
সে মদ খেয়ে তারা, চোখের তারা কপালেতে তুলেছে ভাই,
হরিমোহন বলে, মোর কপালে, এক ফোটা না মিলরে হায়॥২২৫৩॥

বাউলের সুর—একতালা।

সাধের খাঁচা পড়ে রবে তোর। ক্ষেপা ভালো নাকো ঘুমের ঘোর।
মিছে দেহের গুমোর করোনা,
কোন্ দিন পাখি পালিয়ে যাবে তাওতো জান না।
(ক্ষেপা) ও রে তখন খাঁচা পড়ে রবে, থাকবে না তার ঠিকানা তোর
যখন খাঁচার পত্তন করেছে, পালাবার পথ রেখে ঘরে বসত করেছে।
(রে ক্ষেপা, ও রে সিঁধ কাটিতে ছুয়ার কাটে,
ঘরের ভিতর ঢুকলে চোর।
ভাই বন্ধু মাতা পিতাতে, বৈদ্য এনে বসাইবে চারি ভিতেতে (রে ক্ষেপা)
ও তোর ঘড় ঘড় ঘড় করবে গলা, তখন হবে বাজী তোর। ২২৫৪।

বাউলের সুর—খেমটা।

পরমেশের দয়ার দেশে, পেয়েছি পত্র পুষ্প ফলাদি তাঁর আদেশে
বালিকে গিরির মত, ক্ষুদ্রকে হস্তগত,
বিশ্বময় দৃশ্য যত, তাঁর কৃত প্রকাশে॥
আছি সদা মত্ত তাঁর উদ্দেশে, গগন ভেদ করে যাই ঊর্দ্ধদেশে,
পেলে সেই ঈশের দিশে, প্রেমাশ্রুতে দেহ ভাসে।
কভু অনিলের সঙ্গে, হেলি দুলি সেই রঙ্গে,
সুখোদয় কত অঙ্গে, ব্যক্ত করি কিসে।
সদা ত্যজিয়ে সুখ-বাসনা, আমি করি ঈশের উপাসনা,
সেই জন্যে যোগী জনা আমার ভলা ভালবাসে॥
সদা রই ঈশের আশে, নিযুক্ত নিজাবাসে,
চিন্তা রাত্রি দিবসে, ঈশে পাব কিসে॥
চন্দ্র কয় শুনরে তরু, কোন সিদ্ধি নহে বিনে গুরু,
ভজ শ্রীনাথ গুরু, কুল পাবিরে অনায়াসে॥ ২২৫৫।

বাউলের সুর।

বল কি সন্ধানে যাই যেখানে মনের মানুষ যেখানে।
আঁধার ঘরে জ্বলছে বাতি দিবারাত্রি নাই সেখানে॥
যেতে পথে কাম নদীমত, পাড়ি দিতে ত্রিবেণী
(ভোলা মন মন রে আমার)
কত সাধুর ভরা, যাচ্ছে মারা, পড়ে নদীর ঘোর তুফানে।
যত রসিক যারা, পার হয় তারা, কামিনীর ঐ ধারটী দিয়ে,
দেখ উজান নদী যাচ্ছে বেয়ে যারা স্বরূপ সাধন জানে। ২২৫৬।

কালাংড়া—আড়খেমটা।

এসো প্রেমরসের কাঁসারি, আয় সই ভাঙ্গা কুটা বদল করি।
একটি নয় সই ছিদ্র বটা, রসবিহনে অন্তর কাটা,
জল থাকে না একটী ফোঁটা আঠায় যত সারি।
সকলে ভরে গাগরি, দেখে খেদে ফেটে মরি,
জগত্ত ঘরে হয় চুরি, সহিতে কি সই পারি। ২২৫৭॥

মিশ্র—খেমটা।

সে পুর ঢুকতে ভুর অমনি ভেঙ্গে যায়।
তার নীচের তালায় আছে তালা, খোলা বড় বিষম দায়॥
জারি জুরি কর কি মন, বুজরুকি খাটে না তায়,—
ওরে ধ্যানী জ্ঞানী সিদ্ধিকামী, নামী ধামির কর্ম্ম নয়॥ ২২৫৮॥

বারোয়া—একতালা।

দীন বন্ধু হে—

সেই দিন দেখবো তোমায় কেমন পরম বন্ধু তুমি।
যে দিন শমন রাজা মোরে, শমন জারি কোরে,
কোন ফেরে ঘরে দ্বারে বন্ধ হই আমি॥
হরি তুমি অকপট, আমি হে কপট, কপট প্রেমে তুমি নহে প্রেমী।
যদি অকপট প্রেমে, ডাকিতাম তোমায় ভ্রমে,
তবে এমন কপট প্রেমে ভ্রমে কি ভ্রমী॥
হরি তুমি সৎ, আমি হে অসৎ, অসৎসঙ্গে বসত অসৎগামী।
এখন যেরূপ নিরন্তর, হতেছে অন্তর, জান সর্ব্বান্তর অন্তরযামী॥
তুমি অগতির গতি, তোমা বিনে গতি, নাহি অন্যগতি ভারতভূমি।
কর যা ইচ্ছা তোমার, রাখ কিম্বা মার,
দাস গোবিন্দ তোমার তুমি হে স্বামী॥ ২২৫৯॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

সে দিন কেমন ভাবলি না মন যে দিন জীবন যাবে রে।
কর যত ধন উপার্জ্জন সে ধন কে তোর খাবে রে॥
তৃণশয্যা ভূমবাসে, পড়ে থাকবি পরের বশে,
রঙ্গরসে পালংপোষে, কে আর হেসে শোবে রে;
জ্ঞানশূন্য বাক্য ছাড়া, পড়ে থাকবি বোলবে মরা,
ওরে জপেতে হও আত্মসারা, যদি যমের হাত এড়াবি রে।
নীলাম্বর আর বলবে কত, যে মুখে খাও পক্কামৃত,
সেই মুখেতে তব সুত আগুন জেলে দেবে রে॥ ২২৬০॥

বাউলের সুর—খেমটা।

সৌরভেতে জগৎ মেতেছে।
ও ভাই বলরে স্বরূপ, কি অপরূপ, কোনখানে ফুল ফুটেছে।
আমার গোঁসাই বৃন্দাবনে লীলা করেছে,
ও সে রাখালবেশে গোষ্ঠে গিয়ে রাজা হয়েছে,
ও সেই ফুলের লাগি মহাযোগী সর্ব্বত্যাগী হয়েছে।
ও সে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়, ফাল্গুনে পূর্ণিমাতিথি জন্মগ্রহণ লয়,
ওই নদে এসে কাল বুঝে, নিতাই গৌর হয়েছে॥ ২২৬১।

বাউলের সুর।

ওরে তুমি আর কর উপার্জ্জন; তোমার সঙ্গেত যাবে না ধন।
তোমার আহার কারণ; মিছা ভাবা অকারণ;
আহার দিতেছেন বিনা দিয়াছেন জীবন।
আহার বিনে কেহ প্রাণে; মরেছে কি প্রাণিগণ;
তুমি ত্যজ অভিমান; তোমার বাড়িবে সম্মান;
সকল স্থানে মিলবে আহার; পাবে তত্ত্ব জ্ঞান;
তোমার সকল কষ্ট হবে নষ্ট যদি স্তুতি নিন্দা হয় সমান॥ ২২৬২।

একতালা;

হরিনাম ব্রহ্ম জপ রে তরবি যদি এ সংসারে।
মন রে হরি হরি বল বারে বার; যদি ভবে তরে পার;
হরিনাম নিয়ে ভবে দাও সাঁতার মন রে আমার;
মন রে হরির নামে মোক্ষধামে; পাষণ্ড পলায় দূরে॥
যখন শমন এসে বাধবে দশদ্বার; তখন দেখবি চমৎকার,
বুকে বসে কসে মারবে; পাপ মন রে আমার॥
তখন সঙ্কটেতে কালের হাতে, মরবে আগুনে পুড়ে;
মন রে ভাই বন্ধু যত পরিবার; কেহ সঙ্গী নয় তোমার;
"আমার আমার" কেবল অহঙ্কার মন রে আমার;
মন রে তুমি বা কার? কেবা তোমার?
আমার শব্দ দূর করে। ২২৬৩॥

বাউলের সুর—খেমটা।

শুধু ঘটে পটে নটি ধর্ম্ম হয় না ভাই।
তীর্থাশ্রম মনের ভ্রম তাতে কিছু নাই॥
কেউ বা করে কালী কালী; কেউ বা বলে বনমালী,
কেউ খাড়া; কেউ ধরে ঝুলি; তায় না মেলে ভাই;—
ফলিতার্থ না জানিলে ফল হয় না ফল ফুলে,
প্রবৃত্তির নিবৃত্তি নহিলে, ছাই মাখিলে হবে ছাই।
কামনায় কামনা বৃদ্ধি ত্যাগ বিনে নাই প্রবৃত্তি;
কার কার ঘোরে বুদ্ধি দেখিবারে পাই;—
ঘটে কিছু না থাকিলে; ভাবে না চড় চাপড় কিলে;
কথায় লোকে বলে; বুঝে সুধা করেছ ক্ষুধা চাই॥ ২২৬৪॥

[illegible] সুর।

দেখ জহুরা নয়ন খুলে; ভগবান কি করে রে!
কেমন আজব সলি আজব নদী; আজব গড়ন গড়ে রে॥
(ও মন) জল থাকে রে নিচে ভাই, কাঠ ভাসে পাহাড়ে;
(দেখ) সেই দুজনে (ও মন) দেখি গড়ে সদাগরি করে রে।
(দেখ) ভারতের [illegible] মাটি, ফুরায় [illegible] পেটে,
(দেখ) সেই দুজনে [illegible] কত [illegible] খটে রে॥
(ও মন) সূর্য্য দেয় রে দিন করিতে; জোনাকি দেয় রে চাঁদ,
বাতাস বয়, মেঘ বরষে, [illegible] ভাসায় রে॥
(রে মন) শুনোতে বেড়ায় রে জল, [illegible] বিনা কে আনে রে,
ওরে এই জহুরা তুচ্ছ করি কোন জহুরা মান রে॥ ২২৬৫॥

কীর্ত্তন।

নিতাই চৈতন্য নামে, এই নামে শমন ভয় আর রবে না রে।
(হয় না হয় লয়ে দেখ)
গৌর যারে দেখে আপন কাছে, তারে হরিনাম যাচে;
মার খেয়ে প্রেম যাচে, এমন দয়ার কে আছে,
গৌর জগৎ ডুবিয়ে গেল, আমার হিয়া ডুবলো নারে॥ ২২৬৬॥

বাউলের—কীর্ত্তন।

আমার মন যদি পার হবি, তবে হরিনামের নৌকা ধর।
হরিনামের নৌকা ধর রে, শ্রীগুরু কাণ্ডারী কর॥
অন্য চিন্তা ত্যাজ্য করে, চিন্তামণিকে চিন্তা কর;
জগাই মাধাই পাপী ছিল রে, হরির নামে তরে গেল॥ ২২৬৭।

বাউলের সুর।

সংসারের উজান স্রোতে যাও বেয়ে;
ওরে ও ভাই, ওরে ও ভাই; ও ভাই প্রেমরসিক নেয়ে॥
চল কিনারা ঘেসে; হাল ধরে রে কেসে;
দেখ যেন উলটো স্রোতে যায় নাকো ভেসে;
চালাও দিবানিশি জীবন-তরী; আর থেক না অলস হয়ে।
তুলে প্রেমের বাদাম বদনে বল হরিনাম;
আনন্দে ক্ষেপণী ফেলে চল অবিশ্রাম,
যখন ভক্তি-জোয়ার আসবে বেগে; তখন সহজে যাবে লয়ে;
শুন শুন ও রে মন; কু-সঙ্গে করো ভ্রমণ;
ভরাডুবি করে তারা; করবে পলায়ন;
থেকো সাধু মহাজনের সঙ্গে; সদা অকপট হৃদয়ে॥ ২২৬৮।

সিনকাফি—ঠুংরী।

গৌর পাব কি সাধনে।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ ছয় রিপু ছয় দিকে টানে।
কেহ বলে কৃষ্ণ রাধা; কেহ বলে আল্লা খোদা;
ইহাতে নাইকো বাধা; যার যেই মনে।
কেউ বলে মানি না মক্কা; পিঁড়ায় বসে পীরের দেখা;
ইহাতে বড়ই বাঁকা কতই কুমন্ত্রণা জানে।
কেউ বলে গয়া যাব; শ্রাদ্ধ করে পিণ্ড দিব,
পিতৃলোক উদ্ধারিব; এই বাসনা মনে।
গুরুপদে নাইকো মতি; কথা শুনে না তো এ দুর্ম্মতি,
না হইল নিষ্ঠা রতি; বেড়ায় তীর্থপর্য্যটনে॥ ২২৬৯॥

বাউলের সুর।

মন-ব্যাপারী তোমার মত দেখি নাই এমন বেদিশা ;
তোমায় হঠাৎ লোক দেখলে ভাববে খেয়েছ কতই নেশা।
এই ভবের বাজারে কত রত্নাদি ধন, বিক্রী আছে মহাজনের ঘরে ;
তুমি রত্ন ছেড়ে যত্ন করে নিতেছ দস্তা সীসা।
তুমি হয়ে জহরী, কাঁধা ধাঁড়ির ফের বোঝনা ; কেমন ব্যাপারী ;
[তুমি চোখে দেখে আপন খোয়ে নিতেছ অচল পয়সা।]
সবিল হচ্ছে তোমার নাও ;
চেয়ে দেখ মণ ব্যাপারী মুলে ঘেটে যাও ;
যখন হিসাব দিবেবুঝবে তখন খাবে কত ঘষা ॥ ২২৭০ ॥

মনোহর সাই—লোফা।

ও রে মন পাখী চাতুরী করবে বল কত আর।
বিধাতার প্রেমের জালে পড়বে না কি একবার ॥
সাবধানে ঘুরে ফিরে ; থাক বাহিরে বাহিরে,
জাল কেটে পালাও উড়ে ; ফাঁকি দিয়ে বার বার।
তোমায় একদিন ফাঁদে পড়তে হবে ; সব চালাকি ঘুচে যাবে ;
অন্ন জল বিনেযখন করবে দুঃখে হাহাকার ॥]
যে দিন বাধের বাণে ; কাল সাপের দংশনে ;
জ্বলিয়ে মরিবে প্রাণে ; দেখবে চক্ষে অন্ধকার।
তখন আপনা হইতে পোষ মানিবে ; তাতেও নাহি যাবে ;
পিঞ্জরে বসে হরির গুণ গাইবে নিরন্তর ॥ ২২৭১ ॥

খট ভৈরবী—একতালা।

নিমাই কোন প্রাণে আমায় ছেড়ে হবি সর্ব্বত্যাগী,
উদাসীন বৈরাগী—নিদারুণ কথা শুনে প্রাণ বিদরে ;
তোকে বিশ্বরূপের বিরহ অনলে, চিরদিন আমার
শোকে অঙ্গ জ্বলে, তোর মুখ চেয়ে আছি ভূমণ্ডলে.
তুই গেলে সন্ন্যাসে, বাঁচব কেমন করে।
বিধু বিষ্ণুপ্রিয়া বল কোথা রবে, সোণার সংসার মোর ছারখার হবে ॥

[illegible]

যার গুরুপদে ঠিক [illegible] ? ভাবনা কি।
[illegible] কি।
করে না অন্য রোগ, হয় না [illegible] অন্য রোগ,
সে যে ঐ রোগেতে রোগী হয়ে, [illegible] রোগ দেয় বাঁকি।
করে সে অনুরাগ [illegible] শাক,
এলবণে পাক করে [illegible], [illegible] ভাল তার মুখে।
দেখ রাগ কর শাক [illegible] হল কি।
যার আছে মনে ঠিক, [illegible] ঠিক,
তার মনকষা ঠিক দিয়ে [illegible] ঠিক।
নারাণে দিনক[illegible] ঠিক [illegible] না,
তার ঠিকের ঘরে [illegible] ভাতে চালে থি।
তার গুরুপদ ঠিক হল না [illegible] কি॥ ২২৭৩॥

বারোয়া[illegible]

হরি দয়াময়। [illegible] কি বিপদ্ [illegible]
ভক্তাধীন নাম ধ[illegible] [illegible] নারে,
ভক্তিভাবে [illegible] হয়ে [illegible] বাঁধা মায়ার বয়;
বিশ্বনাথের এই বাণী, সবার [illegible] প্রাণী;—
হরি হরি হরি বলে [illegible] প্রাণ পায়॥ ২২৭৪॥

আলাইয়া ঝিঁঝিট—একতালা।

দীনে দয়া কর ভগবান; কর আশা [illegible] দিয়ে পদতরী,
হে ভবকাণ্ডারি, কর দাসে পরিত্রাণ।
নিজ কৃত পাপে আছি ম্রিয়মাণ, ধরার [illegible] কাঁদে হে পরাণ
আর এ যাতনা সহে না [illegible] দুঃখ অবসান।
যে আশা দিয়েছ গৌরাঙ্গের প্রাণে, [illegible] পিতঃ মানব-সন্তানে,
তোমার প্রেম-রাজ্যে তোমার [illegible] দাসের প্রাণ।
গৃহে শচীমাতা জনক দুঃখিনী, সদা বিকুলিয়া মণিহারা ফণী;
ও হে প্রেমসিন্ধু দিয়ে কৃপাবিন্দু কর তাঁহে শান্তিদান॥ ২২৭৫॥

বাউলের সুর—খেমটা।

মন রে দিনান্তরে গৌর বলে ডাকলে না রে।
চেয়ে দেখ রে মন শমন এসে যেরো তোরে॥
গৌর তন্ত্রের নয়, মন্ত্রের নয়, বেদের নয়, বিধির নয়;
যে জন তাঁর জন্য বাতাল হয়, নয়নে ধারা বয়,
দয়ালি তারে দয়া করে।
গৌর ধনীর নয়, মানীর নয়, জ্ঞানীর নয়; গুণীর নয়;
যেমন মদ খেয়ে মাতাল হয়,
তেমনি প্রায় হলে গৌর তারে দয়া করে॥ ২২৭৬॥

বাউলের সুর।

এতদিন কার বেগারে ছিলাম, এখন কি ধন নিয়ে যাই।
বেসে রাত্র দিনে (মনে মনে) ভাবিছি তাই॥
এ দেহ পতন হবে, দেহের মালিক চলে যাবে, উপায় কি হবে।
একে একে চলে যাবে দেহের পঞ্চ ভাই।
ভেবে ভেবে হলেম সারা, ভজনহীনের কপাল পোড়া, ডুবলে রে তরী॥
এ দেহ পতন হলে পুড়ে করবে ছাই (মত বন্ধুগণে)।
এসেছিলাম ভবের হাটে;
গেলাম ভূতের বেগার খেটে, ছিলাম কার মুটে।
ভবনদী পার হইতে কিছু সম্বল নাই॥ ২২৭৭॥

বাউলের সুর।

চিন্তা করে ধনের চিন্তা গেল না।
চিন্তা বাড়ে বই; আর কমে না॥
করে ধনেরি চিন্তে; আমি পাইলেম না চিন্তে;
ভবে এসে হলো; নাকো হরির চিন্তে;
উদর চিন্তে করে আমি; চিন্তামণি পেলেম না॥
এসে চিন্তা পাপরাশি; গলায় দিয়েছে ফাঁসি;
হেন শক্তি নাইকো আমার উঠিয়ে বসি;
কারে কয়ে চিন্তে, যায়গো দিনটে, হরির চিন্তে হবে না॥ ২২৭৮

ভৈরবী—একতালা।

ও তুই ঘরে যাইয়ে দেখলে নারে (ও মন) কত রত্ন আছে ঘরে ঘরে।
মাল ভরা তোল সিন্ধুকেতে, চিন্‌লে না মন পরোক্ষেতে,
চাবি তোর পরেরই হাতে।
একবার খুঁজলে পরে মিল্‌বে চাবি, যদি ডুবতে পার রূপ সাগরে।
সহজ মানুষ আছে ঢাকা, সাধন হইলে পাবে দেখা,
সে মানুষ ত্রিভঙ্গ বাঁকা;
সে মানুষ উলট কলে সদাই চলে, সে যে ত্রিবেণীতে উজান ধরে॥২২৭৯

বাউলের সুর—খেমটা।

ঘরের মাঝে অনেক আছে।
কোন্ ঘরামী ঘর বেঁধেছে; এক পাড়ে দুই ধাম দিয়েছে॥
সেই ঘরের ছাউনি আছে, চামের এক বেড়া আছে,
আর একটী বাতি আছে, নিবায় বাতি কু বাতাসে।
ঘরের মাঝে খুপ্‌রি আছে, তার খোপে খোপে মানুষ আছে;
তার কেহ না যায় কারো কাছে, যার যার তারে সে সে আছে॥ ২২৮০।

বাউলের সুর।

ও যার হবার হয় তার প্রেম উপলে দুর্ব্বাবাসে!
প্রহ্লাদ হ বলে নয়ন জলে ভাসে, হরিনামের হ বলে নয়ন-জলে ভাসে
প্রেমে নদেবাসী গৌর, ভুলাইল চৌর, মাতাইল গৌর, সেই রসে;—
ও রে বেলা গেল বাসনার আগুণ দে, তাই শুনে,
লালা আমার আর রইল না দেশে।
কথা কত শুনি এমন, চেতে নাকো মন, সবাই অচেতন, মোহ বশে;—
আমার হয়েছে রে প্রাণ, অশান পাষাণ ভেজে না সহস্র উপদেশে॥২২৮১

কাফি—সং।

গোরা সন্ন্যাসী নবীন অবনীতে উপনীত,
ভক্তের অধীন, গুণের সাগর-তুল্য রূপেতে প্রবীণ।
হা রে বিধি হেন নিধি কে পরালে ডোর কোপীন,
কিবা সত্তা নিত্যানন্দ ভাবিয়ে সচ্চিদানন্দ, কালী অতি লীন॥ ২২৮২॥

কাফি—আড়া।

নবীন সন্ন্যাসী আসি নদীয়া নগরে।
কিবা রূপ তেজঃপুঞ্জ, হয়ে পাপ তাপপুঞ্জ, যে নয়নে হেরে।
অবনীতে অবতরি, ভবেতে ভরিতে তরী,
হরিনামে পরিণামে জীবেতে উদ্ধারে।
কহিতেছে কালিদাস, করুণা কর প্রকাশ,
মম সম নরাধম কে আছে সংসারে। ২২৮৩।

টোরী ভৈরবী—চৌতালা।

কি ভাবে কিসের অভাবে গৌর আমার কোথায় গেল।
নবদ্বীপচন্দ্র বিনে, নবদ্বীপ, অন্ধকার হলো।
আমি অতি দুঃখিনী রে! আমায় ভাসাইয়ে দুঃখ নীরে,
সে হেন গুণমণিরে কেন বিধি হরে নিলে।
গৌরাঙ্গ চাঁদের উদ্দেশে, যাব আমি কোন দেশে,
কৌশল্যার দশা কি শেষে, আমার কপালে ঘটিল।। ২২৮৪।।

বাউলের সুর।

হরি বল বল্‌বি আর কোন্ কালে!
বাল্য আর যৌবনকালে, রসরঙ্গে কাটালে।।
বিষয় বাড়ী করে কেবল, গোঁপ দাড়ি সব পাকালে।
পরের জমি লয়ে তুমি, সকল লোককে ঠকালে।।
নানা রকম ভেক ধরিয়ে, অনিত্য কাজ সাধিলে।
শিকড় মাকড় তুলিয়ে সব, টাকার পুটুলি বাঁধিলে।।
যত্ন করে অর্থ দিয়ে, পাপের ভরা কিনিলে।
নালা কাটিয়ে বেন জল সব ঘরের ভিতর ভরিলে।
না জেনে তত্ত্ব, খুড়ে গর্ত্ত, কালভুজঙ্গ ধরিলে।
তুমি কলে বলে আপনার জালে আপনি বদ্ধ হইলে।।
যমের বাড়ী, পিটন বাজী, খাবার কড়ি পাঠালে।
সব বিপরীত, ভাবিয়ে হিত, বড়ই সুকৃত ছোটালে। ২২৮৫।

বাউলের সুর।

বানিয়েছে [illegible] খাম।
[illegible] খাড়া রয় [illegible] পরিমাণ ॥
বেঁধেছে ঘর, কা[illegible] করে গণন,
ঘরের সহস্র [illegible] রে হায়)
আমায় দুই খুটিতে ঘর তুলেছে কর[illegible] (ভোলা মন) গুণ বাখান
এক ছাওনে কাজ [illegible] এমনি কারিকর,
ও সেই নয় [illegible] হায় রে হায়)
সুখী নয় রে ইতর, ঘরের ভিতর [illegible] (ভোলা মন) বিরাজমান
এমন সাধের ঘরের কিবা শোভা [illegible] ঘরের কারচুবি বিস্তর;
এ ঘর বাধে যারা [illegible] তারা,
(এ ঘরের) মানুষ যখন প[illegible] যান ॥ ২২৮৬ ॥

বাউলের সুর।

রংমহলে লুট করে ভাই ছয় জ[illegible] ও [illegible] তুমি সাবধানে ॥
ভক্তি কপাট এটে দি[illegible] [illegible] গোপনে ॥
ঘর চোরেতে যুক্তি [illegible] ধনের সন্ধানে ॥
অবকাশে রাখিবে ধন [illegible] জানে।
কেহ নহে মিত্র সবাই শত্রু [illegible] পেলে পতনে ॥
রবিসুত বশীভূত [illegible] জনে।
গাঁট কাটা ঐ ছটা, তোমায় ধরিয়ে দেবে শমনে ॥
সামাল সামাল সকল বামালরা [illegible] অতি যতনে।
শুন মন সকল ধন, রা[illegible] চরণে ॥ ২২৮৭ ॥

বাউলের সুর।

মানে না আসসনাসা, আমায় [illegible] করে তাড়িয়ে দেছে।
মহলের ছজন প্রজা [illegible] কউ নয়তো সোজা,
মানে না বলে রাজা, বেড়াগ কেবল কথা বেচে,—
যে সব জমি ছিল [illegible] সব বলে হাজা,
বলিয়ে দেয় মো সাজা, [illegible] জারে বেড়ায় নেচে ॥ ২২৮৮

বাউলের সুর।

জন্ম হবে শেষ কালে।
কলে বলে নানা ছলে; বিষয় নিলে কৌশলে॥
মোকদ্দমা করে টাকা খাওয়ালে সব উকীলে।
পরের নিয়ে সুখী হয়ে, আছ এখন হালফিলে।
ধরে গলায় নলি; মাথার খুলি; ভাঙ্গবে যম তোর এক কীলে!
টাকার জোরে; অহঙ্কারে; গেছে তোমার পা ফুলে॥
ঠকালে ঠক্‌তে হয় মন; দেখ না তা নেজ তুলে!
বিষয় বাড়ী টাকা কড়ি; যেতে হবে সব ফেলে॥
তুমি বা কার; কেবা তোমার, ভেবে দেখ কার ছেলে।
যাদের জন্য পরের বিষয়; কেড়ে বিকড়ে সব নিলে॥
তারাই তোমার করিবে কি; দেখলে না তা চোক মেলে।
তুমি মলে; চিতায় ফেলে, দেবে তোমার মুখ জ্বেলে।
তোমার দগ্ধ করে আসবে ফিরে; মুখে হরিবোল বলে॥ ২২৮৯ ॥

সিন্ধু—ঝাঁপতাল।

শ্রবণ মঙ্গলং। হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং॥
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥
তত্ত্বে কিবা মন্ত্রে জীবনান্তে হরিনাম বিনে সকল বিফলং;
কাল কলুষনাশন তারণ কারণ, জগত কুশলং।
দূর কর গর্ব্ব হর সর্ব্ব কুভাব,—উপসর্গ স্বভাব, ধর স্বর্গ স্বভাব,—
কর যজ্ঞ যাগ, যজ্ঞ নহে যোগ্য যজ্ঞেশ্বরের নাম কেবলং;
ভক্তিভরে যেই জন, লয় নাম পায় ত্রাণ,
স্মরণে যন্নাম, গ্রহণে যন্নাম চিত্ত নির্ম্মলং॥ ২২৯১॥

কীর্ত্তন।

হরি বল হরি বল রে ও মন: দিন গেল বিফলে।
মন রে এখনে না বলে হরি (ও মন) হরি বলবে কি আর দেহ গেলে॥
মনরে এ দেহ জলের বিম্ব (ও মন); বিম্ব ত জলে মিশে যাবে জলে॥
মনরে ভাই বন্ধু দারাসুত (ও মন);
তারা কেউ যাবে না নিদান কালে॥ ২২৯২॥

বাউলের সুর।

ও মন-ময়রা তুই বল না, কেন ভিয়ান কল্লি না;
সখের খুলি রাখলি ফেলে; তাতে হাত দিলি না।
রাখলি তুই খলের ভিতর সকল চিনি;
কার কথাতে ভুলে (বল) তুই ভিয়ান কল্লি না॥
ভিয়ান কল্লে মাল পেতিস কত;
(ভাইরে) কেন চেষ্টা করে দেখলি না।
থাকতে তোর আয়োজন সকল;
কেন আসলে হারালি বল আসল সম্বল;
খাচ্ছে ছয় জনেতে লুটে পুটে,
(ভাইরে) তারা তারাতো কেউ মানে না।
এখন জোরেতে জ্বলতেছে আগুন;
এই সময়ে কল্লে ভিয়ান হতো বিলক্ষণ;
আগুন গেলে নিবে; কাজ হারাবে,
(ভাইরে) রস গরম কর্ত্তে পারবি না॥
ওরে করিস কি দিন অবসান হলো,
হরি হরি বলনা মুখে রজনী এলো;
কেন অন্ধকারে; বৃথা ঘুরে; (ভাইরে ময়রি মাল্ত পাবি না॥ ২২১২।

বাউলের সুর—খেমটা।

ভবের ভাস খেলায় বসে হার হল মন খুব কসে।
আশী লক্ষ দফা খেলায় কেবল মলাম তাস পিসে॥
ও কি ঘটিল কাল এয়ি কপাল, সুপীট পেলাম না এসে॥
ভক্তি রঙ্গের নাই কিছু জোর, কেবল কাটাবার দোষে॥
ওরে, ধর্ম্ম বুদ্ধি নাই রে ফেরাই, পড়তা ফেরাই আর কিসে।
পড়িয়ে কুবুদ্ধি টেক্কা, পাপের ছক্কা হয় শেষে।
হাতের পাঁচ না এলো, পঞ্জা হলো পঞ্চ পাতকে মিশে॥
আর কেমনে টেকি, ঘরের ঢেকি, ছয় জনারি আভাসে,
কোরে সামাল সামাল, হলো বেহাল,
শ্রীরামগোপাল বলে আপশোষে॥ ২২৯৩।

বাউলের সুর।

দেহ গোপীযন্ত্র বাজাও জোর করে।
বাজারে খুব, গুবগুবাগুব, গৌরাঙ্গ প্রেমের ভরে॥
মানস তারে মিহি সুরে, সর্ব্বদা ডাকবে তারে ;—
এ ভব ঘোর অকূল পাথার, অনায়াসে যে নিস্তারে॥
রাধাকৃষ্ণ বাজাও স্পষ্ট, সকল কষ্ট যাক দূরে ;—
(ওরে) চামের ছাওয়া গোপীযন্ত্র, ভাঙ্গবেরে দুদিন পরে,
এই বেলা তুই জ্ঞান কাটিতে, বাজায়ে নে যতন করে,
অবহেলে তরবি যদি, এ জলধি দুস্তরে॥ ২২১৪॥

বাউলের সুর।

ভুগছো মিছে পাপের বিকারে ; কোন দিন অক্কা পাবি ফস্ করে॥
ভাল দেখে চিকিৎসককে এই বেলা ডাক চট করে,
(ওরে) ডেকে গুরু-নেটিভ ডাক্তারে,
ঘণ্টায় ঘণ্টায় রোগের ওষুধ খাও যতন করে,
মন্ত্র-কিবার মিক্‌শ্চারে রোগ তিন দিনে যাবে সেরে॥
মিছে কেন মরবি বেধোরে,
হরিনামের কুইনাইন তোর থাকতে রে ঘরে।
এমন ওষুধ আর পাবি না ভেবে দেখ না অন্তরে॥
দিবানিশি হচ্ছে মনে ভয়, হাতুড়েদের হাতে পাছে মারা যেতে হয়,
(তারা) শুনবে না ধর্ম্মের কাহিনী, পট করে দেবে মেরে॥ ২২১৫॥

সঙ্কীর্ত্তন।

সাধের হরি বল্‌তে নয়ন ঝরে; (মাধা) তারা দু'ভাই এসেছে রে।
যারা আচণ্ডালে প্রেম বিলায় তারা এসেছে রে॥
আগে মাধা; মাধা মেরেছিল; পাছে তারা কেঁদেছে রে ;
জগা বলে (ওরে) মাধা ভাই, এমন রূপ আর দেখি নাই রে;
মাধা বলে জগাই ভাই; আজ হতে ডাকাতির আর কার্য্য নাই;
ইচ্ছা হয় তার সঙ্গে যাই রে॥ ২২১৬॥

বাউলের সুর।

দেরে ঘরে কৃষ্ণপ্রেম ছবি; যদি কৃতান্তে ফাঁকি দিবি।
কোন চিন্তা থাকবে না তোর, নিশ্চিন্তে কাল কাটাবি।
ছজন ডাকাত ফিরছে রে ছলে,
ফাঁক পেলে তোর ফাঁকি দিয়ে, ফেলবে যে গেলে,
এই বেলা সামাল নৈলে হাতে হাতে ফল পাবি।
ঘরে হলো পঞ্চভূতের বাস,
(এরা) ফিকিরে তোরে করবে ফকির করে সর্ব্বনাশ,
(তুই) এ চাবি না দিলে ঘরে আসল কর্ম্ম কাঁচাবি। ২২১৭।

সাওন মিশ্র—একতালা।

হরি বল হরি বল হরি বল মন।
ছাড় মোহ মায়া ভ্রম ছায়া সংসার স্বপন॥
(একবার হরি বলরে)
আয় ভক্তি ভরে উচ্চৈঃস্বরে করি হরি সংকীর্ত্তন।
ওরে নেচে নেচে রে)
আমরা প্রেমভিখারী প্রেমের হরি করে প্রেম বিতরণ॥ ২২১৮॥

সঙ্কীর্ত্তন।

কে রে হরিবোল বলে যায়; তোরা যা রে মাধাই জেনে আয়;
আমি কি বলিব এই হরি-ধ্বনি, এ ধন ছিল কোন ধনীর,
শুনে চক্ষে কেন বহে নীর পুলক শরীর॥
আমি কখনও শুনি নাই এ নাম কে আনিল নদীয়ায়;
আমি কি বলিব এই যে হরিবোল, যেমন অমিয়ার উথল,
আমার শুনে অঙ্গ হয় শীতল বল মাধাই তুই বল।
আমি কখনও শুনি নাই এ নাম, কে আনিল নদীয়ায়।
এ নাম গোলকে গোপনে ছিল, কে আনিল নদীয়ায়;
এ নাম শিব গেয়েছে পঞ্চমুখে, কে আনিল নদীয়ায়;
এ নাম ব্রহ্মা গায় চতুর্ম্মুখে, কে আনিল নদীয়ায়। ২২১৯।

বাউলের সুর—খেমটা।

ভবের খেলা কল্কিকার।

এ ভবের চটক ভ[illegible] ফোপরা নাইক সার॥
তোমার বাড়ী গাড়ী ঘ[illegible] সখের বস্তু কতই আর;
সে সব থাকবে পড়ে, রাখবে কেবা দেখবে কে আর বাহার তার॥
তুমি যাদের জন্যে খেটে খেটে অস্থি চর্ম্ম কর সার;
বৃদ্ধ হলে মরবে জ্বলে [illegible] তাদের ব্যবহার॥
এ ভবে কত এলো, কত গেলো কেবা করে সংখ্যা তার॥
জীবের জন্মে ধিক, এ অলীক সংসারে সংসাজা সার॥
আসবে কত যাবে কত, এই এক খেলা চমৎকার॥ ২৩০০॥

বাউলের সুর।

গাঁট কাটা, ছ[illegible] বড় বমবেটে;
ওদের লজ্জা নাইক [illegible]মর্যাদ খেটে॥
মিষ্ট কথায় আগে ভুলায়, [illegible] ভাই সব লোটে
ওদের কথায় ভুলিস নে [illegible] ভক্তি কপাট দে এটে॥
আপন বলে; কথার ছ[illegible] [illegible]তে নেয় গাঁট কেটে;
চোকে ধুলা দিয়ে; পলাই[illegible] নিমেষেতে যায় ছুটে॥
জারি জুরি চুরি; [illegible] ওরা খায় পেটে।
যতই জমায় ততই চায়; কতু [illegible] খেদ মেটে॥ ২৩০১॥

বাউলের সুর—খেমটা।

ঘরের মধ্যে ঘর বেঁধেছ মনমতি মনোহরা।
যায়গা হয়না ঘরের মধ্যে থাকে না ঘর ছাড়া॥
মুল্লুক জোড়া ঘর বেঁধেছে গো, ঘরামী এক ছোড়া।
মুল্লুক জোড়া ঘর বেঁধেছে, শুধুই চর্ম্মের বেড়া॥
বাহান্ন গলি তিপ্পান্ন বাজার গো ঘরের মধ্যে রত্ন পোরা,
মট্‌কাতে মহাজন আছে, নামটি তার অধরা।
ঘরে কেবা ঘুমায়, কেবা জাগে গো, ঘরে কে দিচ্ছে পাহাড়া।
তিন জনে তিন তারে [illegible], পবন আছে খাড়া।
কেশবচাঁদ দরবেশে বলে, ঘরে বাস করা হ'ল সারা॥ ২৩০২

খাম্বাজ—একতালা।

ধন্য হে গৌর তোমারে, প্রেমিক ভকতের শিরোমণি;
আহা! কি দেখালে কি নাম শুনালে, দেখে শুনে দুনয়নের বারি ঝরে,
আপনি মাতিয়ে মাতালে সকলে, হরিনামরসে উন্মত্ত করিলে,
হইলে বৈরাগী, (গৌর হে তুমি) যোগী, সর্ব্বত্যাগী,
বিলাইলে ভক্তি বঙ্গবাসীর দ্বারে॥
মরুভূমি হল প্রেমসরোবর, কঠোর হৃদয় ভক্তির আধার,
শিখালে বিনয়, (গৌর হে তুমি) ত্যজে অহঙ্কার,
প্রচারিয়ে প্রেম দেশদেশান্তরে॥ ২৩০৩॥

কীর্ত্তন।

জীবের থাকতে চেতন হরি বল মন, দিন গেল দিন গেল।
দিন গেল দিন গেল রে মন; দিন গেল দিন গেল॥
ওরে জগাই মাধাই পাপী ছিল; তারা হরির নামে তরে গেল॥
ওরে রূপসনাতন দু'ভাই ছিল; তারা বিষয় ছেড়ে
(তারা বিষয় ছেড়ে) ফকির হল।
(ওরে) রত্নাকর দস্যু ছিল, সে যে হরির নামে
(সে যে হরির নামে) তরে গেল।
ওরে অহল্যা পাষাণ ছিল; সেই চরণ পরশনে
ওরে মনরে তোর পায়ে ধরি; এবার আমায় নিয়ে
এবার আমায় নিয়ে ব্রজে চল॥ ২৩০৪॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

বুঝিব আর কেমনে হায় কেমনে,
কারে কি কর হে বিধি অনন্ত লীলা-গুণে।
আজি রাখি সিংহাসনে, কালিকে পাঠাও বনে,
সহসা মধুর হাসি পরিণত রোদনে॥
এক মাত্র পুত্র, যার, তাকেও হরিলে তার,
সুমতি যুবতী জায়া জীবনমৃত জীবনে।
নবদ্বীপ-সুধানিধি, অকালে হরিলা বিধি,
স্মরিতে বিদরে হৃদি ধারা বহে নয়নে॥ ২৩০৫॥

টোড়ী-ভৈরবী—একতালা।

জয় নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র, জয় জয় ভব-তারণ।
অনাথ ত্রাণ জীব প্রাণ ভীত ভয়-বারণ॥
যুগে যুগে রঙ্গ,নব লীলা নব অঙ্গ,নব তরঙ্গ নব প্রসঙ্গ,ধরা ভার-ধারণ,
তাপহারী প্রেমবারি বিতর রাস-রস-বিহারী,
দীন আশ কলুষ নাশ, দুষ্ট ত্রাণ কারণ। ২৩০৬।

কীর্ত্তন।

হরি বল বল জগাই মাধাই, তোরা নেচে দুটী ভাই।
এ নাম মধুর বড়, ছোট বড়, কারো বলিতে বাধা নাই॥
তোরা মন প্রাণ খুলে, সুখে দুই বাহু তুলে,
মুখে বল হরি বল বল, রবে না গোল তরবি অকূলে;
হরি সদানন্দ, নিরানন্দ অন্তরে পাবে না ঠাঁই।
শোনরে হরিনামের গুণ, ঐ নাম কণ্ঠে নির্গুণ,
(নামে) পালায় শমন, রিপুদমন, নিভে পাপাগুণ,,
হরিনামামৃত পান করিলে, ভবক্ষুধা দূরে যায়।
এই হরির নামে হয় ব্রহ্মার ব্রহ্মভাব উদয়,
শিব ত্যজে কাশী শ্মশানবাসী, হলেন মৃত্যুঞ্জয়,
নামে মুনিগণে নিবিড় বনে; মহাসুখে কাল কাটায়।
প্রহ্লাদ হরি বল ব'লে; পর্ব্বত অনলে জ্বলে;
করীর পদ চাপনে বাঁচল প্রাণে; খেয়ে গরল ভাই। ২৩০৭।

কীর্ত্তন।

ওরে বল্‌রে আমার মন (একবার) হরিবল।
এ নাম বল্‌বি মুখে যাবি সুখে বল্ হরিবল॥
এ নাম সকল দুঃখ দূরে যায় বল্ হরিবল।
এমন মধুর নামে পাবি কোথা বল্ হরিবল
আজ কাল বলে দিন গেল বল্ হরিবল।
দিনান্তে নিশান্তে একবার বল্ হরিবল;
বৃথা জন্ম চলে গেল বল্ হরিবল॥ ২৩০৮।

কাফি বাঁরোয়া—একতালা।

অপার হরিনামের মহিমা।
প্রাণ কর শীতল, বোল হরি বোল মুখে মনের কালিমা।
হরিনামের রসে পাগল হলে, আর ডাকি আর হরি বলে,
হরি বলে ভবে চাই চলে,—
হরি হৃদয় মাঝে উদয় হলে, হরি প্রেমের নাই সীমা।২৩০১।

দাঁড়লের সুর—খেমটা।

হরি-প্রেম-ভক্ত গৌর নিতাই নাতঙ্গেরি প্রায়।
পদভরে ক্ষিতি টলে, চক্ষের জলে পাপীকে গলায়।
(তাদের) দিগ্বিদিগ নাহি জ্ঞান, হরি বলতে হয় অজ্ঞান,
ঐ ভাবে গড়ল টলে টলে, দুই জনেতে চলে যায়।
কাছে দেখে দেয় মেরে, ঐ তাদের গলে ধরে;
অমূল্য রতন নামধন, যেচে তাদের বিলায়;
অমর সুধা করে চিরমৃত পাপীর দ্বারে;
কাঁদিয়ে ডেকে তাদেরে, আঁচল পূরে নাম দেয়;
কেশবলতে কৃষ্ণমতী, হয়েছিল পুণ্যবতী;
সে ধনের অভাব এযে, দেখ ভারত মৃত প্রায়।২৩১০।

নিতাই গৌরের মত পাঠাবে কি ধরাতল। (পিতা গো)
(যারা) ছড়াইত ভবধামে বীজ হরি বলে;
কি নামের সুবোল বলে; টলে টলে যেত চলে;
যার পাপীকে দেখলে পরে, কাঁদত তাদের ধরে গলে;
কি মধুর বোল বলতো তারা; (শুনে) পাপী কেঁদে হত সারা,
প্রাণের বেগে ছুটে পড়ত তাদের চরণতলে।
(আর কিছু নয় আর কিছু নয় সে প্রেমময়েরে দেখবে বলে)।২৩১১।

কীর্ত্তন।

আমায় ছেড়ে দেও ছেড়ে দেও প্রাণের নিতাই আমায় ছেড়ে দেও।
ধৈরয ধরিতে মন স্থির নাহি বাঁধে (আমায় ছেড়ে দেও)
কি উপায়ে বাঁচাতে আমায় কি করিবে বিধি,
বিরহ-বিকারে আমার কি দিবে ঔষধি। (এ রোগ নিদানে নাই,
কোন বিধানে নাই) (রোগের ঔষধি নাই নিধন বিনা)
দংশিয়াছে কাল-সাপে, কি করিবে ওঝা,
এ জীবন হইল আমার বেগারেরি বোঝা।
(এ ভার বইতে যে পারি না, বৃথা জীবন ভার আর)
তুষের অনলে আমার সদা হরি জ্বলে, পতঙ্গ হইয়ে পড়ি,
হরি প্রেমানলে, (যদি জীবন দিলে আমার সে ধন মিলে)
আমার জীবনে আর কি সুখ আছে,
(হরি-ভক্তি বিনা কি সুখ আছে)। ২৩১২ ।

বাউলের সুর—খেমটা।

হরি বলে ডাকরে রসনা, ও তোর যাবে ভব-যন্ত্রণা।
হরি বলে ডাকরে আমার মন,
অন্তিমকালে জানবি হরি নামের কত গুণ,
আবার হরি বলে যাবে চলে, যমে ছুঁতে পারবে না।
হরি ভব কাণ্ডারী, নিজগুণে পার করিতে রেখেছেন তরি,
যের দুঃখী তাপী পারে যাবে, তাদের মাশুল লাগবে না। ২৩১৩

বাউলের সুর—খেমটা।

তুমি কেহে বট উপুড় হয়ে ভাসছ গঙ্গাজলে।
তোমার মা দুঃখিনী কাঁদচে বসে ধুলাতে লুটায়ে।
তোমার প্রাণ-প্রেয়সী কাঁদছে বসে হাতের শঙ্খ ভেঙ্গে
তুমি বলে ছিলে সঙ্গে লব একলা যাচ্ছ চলে।
তুমি ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছ কোথা দুঃখিনীরে ফেলে।
তোমায় চোরের মত পুড়িয়ে মারবে চিতের উপর তুলে।
তোমার মুখে দিবে অগ্নি জ্বেলে সুরধুনির কূলে। ২৩১৪

বাউলের সুর।

হরি যে ভাবে তোমায় যে ভাবে তারে কৃপা কর সেই ভাবে হে।
তোমায় ভক্তিভাবে, ভক্তে ভাবে,
ওহে গোপীকান্ত, অভাব হওহে অভাবে।
হে ব্রহ্মসনাতন, সনক সনাতন, শান্তভাবে পেলে তব চরণ
শিশুপাল রাবণ অরি ভাবে, পেলে হে
পতিতপাবন, মম দশার কি হবে,
হরি হে বলিরে ছলিলে, বামনরূপ ধারণ করে হে।
হরি কে জানিবে তব অন্ত, যার অনন্ত না পায় অন্ত,
হরি ত্রিপাদ ভূমি দান নিতে, পদ বাহির কৈলে নাভি হতে॥
ও পদপঙ্কজে, ভৃঙ্গ হয়ে রঙ্গে থাকরে, পান কর সুখে,
পরম সুখে চরণপদ্মের মধু (আমি তাই বলি মন)
বিষয়-কেতকী কণ্টকের বনে, সে বন মধু-বিহীন,
ইথে বিফল ভ্রমণ ভ্রম কেন মন,
অসার সংসারে, কে আপন আছে, ও মন ভেবে দেখ,
শ্রীহরি বিনা সকলি মিছে।
অহং নারায়ণ ক্ষেত্রে, অর্দ্ধ গঙ্গানীরে মগ্ন রহে যেন;
দৃষ্টি করি রবিসুতে, না আসিবে আমায় নিতে,
হয়ে অতি ভয়ে ভীত, দূরে থাকি দিবে ভঙ্গ।
আমার চরমকালে, হৃদয় কমলে, নীলকমল দাঁড়াবে॥ ২৩১৫॥

ভৈরবী—একতালা।

দীনবন্ধু হে আমি সেই দিনে হে, দেখব কেমন বন্ধু তুমি।
কে পার করিবে হে আমারে, শমন রাজার দ্বারে,
যে দিন গিয়ে বন্ধনে পড়িব হে আমি;
যদি তুমি হে মাধব, হও দীনবান্ধব, হতে হবে সে দিন অগ্রগামী;
একবার সেই দিনে হে যদি না দাঁড়াও ওহে শমন দমন!
শমন যা করবে তা জান হে অন্তর্যামী, হরি তুমি বন্ধু বট,
আমি কিন্তু শঠ, শঠের প্রেমে পাছে না হবে প্রেমী।
কিন্তু ও দীননাথ? তোমায় শঠ ও সরল সমান, সংসার-স্বামী।২৩১৬।

ঝাঁপতাল—ঝাঁপতাল।

হরিনাম সুধা-রসে কেন রসনা রসনা।
বিরস বিষয়-রসে কেন সতত বাসনা॥
দারাসুত আদি সবে, সকলেই পড়িয়ে রবে,
নাম মাত্র সঙ্গে যাবে, সেই নামের সাধনা।
বার বার গতায়াতে, নানা ক্লেশ পাও পথে,
(এবার) মোহমদে অন্ধ হয়ে, হওনা যেন বঞ্চিত।
অতএব বাক্য ধর, হরিনাম মালা পর,
হরিনাম করে কর ঘুচিবে ভব-যন্ত্রণা।
সদা সাধুগণ সঙ্গে, মজ ঐ নাম রঙ্গে,
অনুলেপ সদা অঙ্গে, নামের সুধা পঙ্ক। ২৩১৭॥

কীর্ত্তন—একতালা।

হরি বল বল ভাই দিন যায় বয়ে।
ওরে দিন যায় বয়ে; তোর সময় যায় বয়ে॥
ওরে এ ভব-সমুদ্র মাঝে নিতাই চাঁদ নেয়ে,
ওরে কি কার্য্য করিলিরে ভাই মানব জনম পেয়ে॥ ২৩১৮॥

সঙ্কীর্ত্তন।

আমার মন যেন আজ করে রে কেমন আমায় ধর নিতাই।
নিতাই জীবকে হরিনাম বিলাইতে; আমার ব্রজের কথা পড়লো মনে।
দুঃখের কথা কব কারে; কথা রায় রামানন্দ জানে।
আমার অষ্ট সখি ছিল সাথে;
নিতাই খত দিয়াছি আপন হাতে;সে ধার শুধব কিসে নিতাই রে।২৩১৯

সাওন মিশ্র—একতালা।

দিয়ে করতালি, এস হরি বলি, হরিনাম করি গান।
আয় হরি আয় হরি বলে শীতল করি তাপিত প্রাণ॥
অলসে দিন বয়ে যায়, প্রেমের হরিনাম বলি আয়,
রাঙ্গা পায় সঁপি মন কায়,—
সুধার ভাসি দিবানিশি সুখে সুধা করি পান॥ ২৩২০॥

মুলতান—খেমটা।

বিষয় ফুলে ভ্রমণ করে মজনা মজনা মন।
দেহ-সরোবরের মাঝারে ভ্রম গিয়ে পদ্মবন।
মূলাধারে চল চল বাদি সাত চারি দল,
হরিদ্বর্ণ সে কমল তাহে কর বিচরণ।
স্বাধিষ্ঠান বাদি সাত, চারু বড় দলরত,
শোভার নাহিক অন্ত যেন রে তপ্ত-কাঞ্চন।
কুণ্ডলিনী সহ মিলে, নাভিতে বদন মেলে,
ডাকি কান্ত দশ দলে নীলাঞ্জনেরি বরণ।
সেই মণিপুরে জান জলময় ব্রহ্মস্থান;
ছিয়াভ হৃদমাঝার, আদি অন্ত দ্বাদশার,
বালার্ক-বরণ তার বিষ্ণুরূপেরি সদন।
বিশুদ্ধাখ্য কণ্ঠপুরে শোভিত ষোড়শ স্বরে,
শম্ভুস্থান ধূম্রাকারে, চন্দ্রবিন্দুবিভূষণ;
আজ্ঞাচক্র গুরু ছলে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে,
হাদি ক্ষান্ত দুইদলে, শুক্লবর্ণ সুচিক্কণ।
ছয় পদ্ম বিচরিয়ে ব্রহ্মরন্ধ্রে দেখ গিয়ে,
সহস্রার কি দেখিয়ে, যেত রে নিয় বদন;
তার মাঝে কর তয়, নিত্য জ্ঞানময় সত্য,
জিনিয়ে সহস্রাদিতা, পরম পুরুষ-রতন।
তাহাতে যে সুধা পাবে, পান করি ভোর হবে,
সর্ব্বরূপ ক্ষুধা যাবে, গোপাল বলিছে শোন॥ ২৩২১।

বাউলের সুর—খেমটা

হরি বল মন রসনা, মানব জনম আর হবে না
(হরি বল মন রসনা, হরি বল মন রসনা)
জননী জঠরে যখন, উর্দ্ধপদে ছিলে তখন;
বলে এলে করবে সাধন, সেই কথা মনে পড়ে না।
যখন শমন বাঁধবে হাতে, কি করিবে মাতা পিতে,
হরি ভজ একচিতে, শমন তোমায় পাবে না॥ ২৩২২।

কীর্ত্তন।

তারে মারি কেন ওরে মাধাই, হরিনাম বল্‌তেছিল রে।
হরির নাম বল্‌তেছিল, কইতেছিল, লইতেছিল রে॥
যে নাম পাপীর সম্বল দরিদ্রের ধন—বল্‌তেছিল রে।
(সে নাম বল্‌তেছিল রে)
যে নাম শুনলে পাপীর পরাণ জুড়ায়—বল্‌তেছিল রে।
যে নামে রোগ শোক দূরে যায়—বল্‌তেছিল রে।
যে নামে মহাপাপী তরে যায়—বল্‌তেছিল রে॥
যে নামে পাষাণ হৃদয় গলে যায়—বল্‌তেছিল রে।
যে নাম শুনলে প্রাণ শীতল হয়—বল্‌তেছিল রে।
যে নাম পাপীর ভাগ্যে এসেছিল—বল্‌তেছিল রে।
যে নামে শমন ভয় দূরে যায়—বল্‌তেছিল রে॥
যে নামে পাপ তাপ দূরে যায়—বল্‌তেছিল রে।
যে নামে সংসার জ্বালা দূরে যায়—বল্‌তেছিল রে।
যে নামে শুষ্ক হৃদয় সরস হয়—বল্‌তেছিল রে।
যে নামে জাত বিচার চলে যায়—বল্‌তেছিল রে।
যে নামের বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে—বল্‌তেছিল রে।
(সে নাম বল্‌তেছিল রে)॥ ২৩২৩॥

কীর্ত্তন।

তাই তোমারে ডাকি, তোমায় ডাকলে গৌর বড় সুখে থাকি
যুগে যুগে করে লীলা, জলেতে ভাসল শীলা
জগাই মাধাই উদ্ধারিলে, গৌর আমায় দিলে ফাঁকি॥ ২৩২৪।

কীর্ত্তন।

নাচে শ্রীবাসের অঙ্গিনায় গৌর রায়,
আজ আর আনন্দের সীমা নাই। আনন্দে কে কার গায়ে পড়ে।
আনন্দে সবে ঢুলু ঢুলু আনন্দে বহে প্রেমধারা,
অঙ্গ পঙ্গু হয়ে নৃত্য করে প্রেমানন্দে। ২৩২৫।

আলাইয়া—একতালা।

গৌর নিতাই এস হে হরিনাম রস পরকাশে।
গাহিব অবিরাম, হরিনাম, মুক্ত যাহে ভবপাশে॥
ললিত মধুর বিশদ-চাঁদ, গাও হে আসিয়া গৌরাচাঁদ,
পাবে আনন্দ, ভক্তবৃন্দ, নাচিবে প্রেম-উল্লাসে॥
তানপুরে তান মিলায়ে রঙ্গে, বাজায়ে মৃদঙ্গ তাল-তরঙ্গে,
ভাসিবে অম্বরে হরি যশো-গাথা জলে কমলিনী যেন বিকাশে॥
ভাবে ভাবে সবে হইবে ভোর, ভাঙ্গিবে ভবের ঘুমের ঘোর,
হৃদিমাঝে হরি নধনী চোর হাসিবে সুখ-বিলাসে॥
রবে না কলির পাতক ভার, হরিনামে সবে পাবে নিস্তার ;
হরি হরি নাম পাতকী-উদ্ধার, জনম মরণ নাশে॥২৩২৬॥

বাউলের সুর—কাওয়ালী।

ও ভাই এসো প্রেমের গাঁজা খাবে কে।
ধরবে নেশা ঘুচবে বাসা লহ কলিকে। আশ্রয় ধর্ম্ম লহ কলিকে।
রাগের খরশান দিয়ে, মধুর রসে, জল মিশায়ে,
গোলাপ ভক্তি নিচে থুয়ে কাট রিপুকে, প্রেম কাটারিতে।
কিন্তু কলকেয় দিও ঠিকরে, নহিলে পরে যাবে ঠিকরে,
ঠিক ছাড়া হইও না রে ভাই, বলি তোমাকে, কাজে ঠিক রেখ।
সাপি খানি করে লয়ে, কলিকের তলাতে দিয়ে,
প্রেমের গাঁজা খাও পিয়ে, নিষ্ঠা দম রেখে গুরু-পদে।
দীন পঞ্চানন এই কয়, প্রেমের গাঁজা যে জনা খায়,
তার কি আবার নেশা হয়, অন্য তামাকে প্রেমের গাঁজা ভিন্ন॥২৩২৭॥

কীর্ত্তন।

প্রেম কি পায় সকলে, জগাইয়ে প্রেম কি পায় সকলে।
সে যে সাধনেরি ধন, সাধন বিনে সে ধন, কি অমনি মিলে।
যত যুবতী শিশু লয়ে কোলে, ডাকে বাহুতুলে আয় চাঁদ বলে,
চাঁদ তাই ভুলে গগন ছেড়ে কি উদয় হয় ভূতলে॥ ২৩২৮॥

মঙ্গল বিভাস—কাওয়ালী।

বীণে একবার হরি বল, হরি ভবের কাণ্ডারী, হরি বোলে পারে চল।
বীণায় বল হরিধ্বনি, শমন পালাবে আপনি,
কালনিবারণ চিন্তামণি, প্রহ্লাদ হরি বলে ছিলো।
শুনেছি পুরাণে বলে, হরিনামের গুণে মোক্ষ ফলে,
অজামিল তরিল হেলে, নারায়ণে বলে ছিল।
সুদন বলে কি করিলাম, মিছে মায়ায় বন্দি হলাম,
(এখন) গুরুপদ না ভজিলাম, আসা যাওয়া সার হল॥২৩২৯॥

কীর্ত্তন।

নবদ্বীপ যেতে হলো; রাই রূপে অঙ্গ ব্যাপিল॥
সঙ্গোপাঙ্গ লয়ে, হরি-সংকীর্ত্তন করিতে হলো;
আমি ঘরে ঘরে হরিনাম বিলাইব এই ভাবনা হৃদয়ে হলো॥
সুবল গৌরীদাস হয়ে অম্বিকাতে চল চল।
অভিরাম বসলো এসে কৃষ্ণনগর খানাকুল।
সুরধুনীর শান্তিপুরে, অদ্বৈত হুঙ্কার ছাড়িল;
দাদা বলাই হবে নিতাই, ঘোর কলিকালে কলি কাল এলো।
তিন বাঞ্ছা অভিলাষী, মনের কথা মনে রইল;
গোসাই রামলাল বলে রামচন্দ্ররে ব্রজলীলা সাঙ্গ হলো॥২৩৩০॥

বাউলের সুর—খেমটা।

পায় ধরে বলি তোমায়। হরি-চিন্তা কর মন রে, দিন ত বৃথা যায়॥
যখন যমে বাঁধ্‌বে রে কসে, তখন করবি কি উপায়।
(বাদী মন রে আমার) হায় হুতাশে প্রাণ রে যাবে,
তখন বলবি হায় রে হায় রে হায়।
কু-চিন্তা কু-ভাবনা রে ভেবে, বসে রইলি কার আশায়।
(পাষাণ মন রে আমার,) একবার আঁখি মুদিয়া রে দেখ,
তাতে কেমন দেখা যায়, ঊর্দ্ধ পদে হেট মুণ্ডে ছিলে গর্ভ যাতনায়।
(অজ্ঞান মন রে আমার) ও রে সেখানে কি বলে রে আইলে,
এখন তা তোর মনে নাই॥২৩৩১॥

বাউলের সুর—খেমটা।

চুল হলো তোর শোণলুটি।
কবে আর বলবি রে ভাই, অধম-তারণ নাম দুটি ॥
এ দিকে হয়ো তেলপ, গোঁফে কলপ, পান খেয়ে লালঠোঁট দুটি;
আবার মুচকে হেসে, কচকে কেশে, বেড়াও নবীন ছোকরাটি ॥
গিয়েছে দাঁত শুকিয়ে আঁত, ধরেছ ভাত এক মুটি;
চিত্রগুপ্ত আবার, দণ্ডে দুবার দিচ্ছে উকিলের চিঠি।
গাল খেয়েছে টোল, ভুড়িটি লোল, খেতেছে দোল ভন্তুটি;
এখনো গেলো না সক ভুগবে নরক, বলব যে হক কথাটি ॥
নাম কর রে সার, খেয়ো না আর উইলসনের পাঁউরুটি;
চিত্রগুপ্ত এসে, বাঁধবে কসে, হস্ত পদ আর গলাটি ॥
এবে দিন ফুরিয়ে এলে, অঙ্গ ঢেলে, মুদবে রে নয়ন দুটি;
তখন বন্ধুজনে চন্দ্রাননে, দেবে জেলে পাঁচকাটি ॥
নেনজা বলে, হরি বলে, ছাড় রে সব ভিরকুটি;
এখন জিব এড়িয়ে যাবে, খাবি খাবে, এসেছে সে সময়টি ॥২৩৩৭॥

কীর্ত্তন।

নাচে আর হরি বলে গৌর নিতাই, গৌর নিতাই, নাচে অদ্বৈত গোঁসাই
হরি বলে বল রে। (প্রেমে ঢলে ঢলে রে) দুনয়নে বহে ধারা।
ওরে গৌর নিতাই নাচে অদ্বৈত গোঁসাই।
ওরে এমন দয়াল প্রভু আর দেখি নাই।
যেতে প্রেম বিলায়, জেতের বিচার করে না ॥ ২৩৩৮ ॥

কীর্ত্তন।

বাম করে ধরিয়ে গিরি, ভাসালে গোকুলপুরী;
এখন কার ভাবেতে (হায় রে) ব্রজ ছেড়ে ভাব লুকালে নদে পুরী।
প্রেম-কলের দায় ঠেকে গোরা, হরি হয়ে বলছে হরি।
(এমন) কি ধর্ম কর্ম করেছিলে, হাল হে বেহাল কর-আমারী।
(কানাইরে) বাঁকা আঁখি জোড়া ভুরু সেই ভাব চিনিতে পারি।
সে কালরূপ কি অপরূপ, কটিতে কৌপীনধারী। ২৩৩৯।

বিভাস—একতালা।

জয় যজ্ঞেশ্বর জগদীশ্বর, জগজ্জন জগৎপালন।
হৃষীকেশ হরি রাসবিহারী রমানাথ রামামোহন।
হরি বিশ্বম্ভর, বংশীধর, গিরিধর গিরি-ধারণ;
তুমি অনাথের নাথ, শ্রীপতি শ্রীনাথ, দীননাথ দীন-তারণ।
ত্রিলোক পালক বালক-বেশেতে, কর বসুদেব দুঃখনাশন;
তুমি নরকান্তকারী, নর-কান্তিধারী, নরকুলে জন্মগ্রহণ;
হরি ভক্তবৎসল, ভবতারণ, ভানুজ-ভয়-ভঞ্জন;
তুমি গোলোকের পতি, অগতির গতি গোকুলচন্দ্র, গোপীমোহন,
ব্রজেন্দ্র নন্দন, ব্রহ্ম-সনাতন, বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত ঐ চরণ,
ও তে যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র, ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র; চরণেতে লয় শরণ;
হরি দামোদর দ্বারকানাথ, দৈত্যকুল-নাশন,
তুমি হর হৃদি, নিধি নিরবধি, বিধি করে পদ সেবন;
মুনিগণ-শিরোমণি, তুমি চিন্তামণি নারদাদি মুনির ধ্যানের ধন,—
করুণা কটাক্ষে, অকিঞ্চন পক্ষে, কর রক্ষে ভববন্ধন।২৩৩৫।

কীর্ত্তন।

আজ তোদের হরিনাম দিব রে জগাই মাধাই।
নেচে আয় জাহ্নবীর তীরে দুটী ভাই।
মাধাই কানা ফেলে মাল্লি নিতায়ের পায়,
মাধাই মাল্লি মাল্লি কল্লি ভাল রে (পরে ও জগাই মাধাই)
একবার হরি বলে কোলে আয়।
মাধাই তোরা দুভাই, আমরা দুভাই রে, (হরিনামের গুণে)
তোরা পালাগ হরি ভবের দায়॥ ২৩৩৬।

কীর্ত্তন।

গৌর প্রেমের ভরে মাতিল নিতাই, মাতিল নিতাই।
নিতাই গৌরব করিয়ে বলে আমার গৌর ছোট ভাই।
নিতাই যারে দেখে আপন কাছে, ধর প্রেম বলি যাচে;
গৌর কাঙ্গাল বড় ভালবাসে, নিতাইর কাঙ্গাল প্রতি বড় দয়া।২৩৩৭।

বিভাস—আড়া।

ভুলেছ কি আরে মন যে দিন যাইতে হবে,—
ভবের বাজার এই সকলি আধার হবে!
ধন জন ঘর বাড়ি, সকলি যাবেরে ছাড়ি,
প্রিয় সুত সুতা নারী, কে কোথায় পড়ে রবে!
ভুলেছ কি আরে মন! যে দিন যাইতে হবে।
এই দেহ এই প্রাণ, প্রিয় বলি যাহা জান,
সবই অনিত্য অনিত্য সন! শেষে কৃমী কীটে খাবে॥
শিকলী কাটা তোতাপাখী; সে তোমায় দিবেরে ফাঁকি
দেহ-পিঞ্জরেতে থাকি; আচম্বিতে উড়ে যাবে॥
ভুলে আছ মায়া-মোহে; আত্মহারা পাপদ্রোহে;
ধ্যান করেরে আপন গৃহে দিন থাকিতে: সে ধন-লোভে।
ভুলেছ কি আরে মন! যে দিন যাইতে হবে।২৩৩৮।

বাউলের সুর—খেমটা।

ও কে ডাঙ্গায় তরি বায় বেয়ে, কোন রসিক নেয়ে:
আছে দাঁড়ী মাঝি দশ জনা, ছয় জনা তার গুণটানা,
সে কে তা জেনেও জানিলে না।
আনন্দেতে যাচ্চে বেয়ে, যত অনুরাগী সারি গেয়ে,
এ কোন রসিক নেয়ে, আছে ডিঙ্গা ভরা বস্তু ধন,
বসগে প্রেমের মহাজন, তার চৌকি পঞ্চজন॥২৩৩৯।

কীর্ত্তন—সুর।

না জানি হরি কেমন, নামটি এমন মিঠা এত।
দয়ালের নাম শুনে হয় মন উচাটন, দেখলে জানি কেমন হতে
যে হতে নাম শুনেছি সে হতে পাগল আছি,
বাঁচি কিম্বা মরি ও সুখ বলব কত;
তারে ধরি ধরি করে হিয়ে, ধরলে জীবন সফল হতো।
শুনেছি লোকমুখেতে, এমন রূপ নাই জগতে,
যে দেখেছে সে হয়েছে অনুগত;
তারে দেখলে অঙ্গ সজলমাগে, নয়ন ঝরে অবিরত॥২৩৪০।

বাউলের সুর—খেমটা।

[illegible] এক রঙ্গভূমি ও সংসার। ইহাতে দেখ্‌চি যত চমৎকার।
আজ রাজা জমীদার কাল ভিক্ষাপাত্র সার,
এখন আনন্দ উৎসব রঙ্গ, পরে হাহাকার।
আবার এই কান্না এই হাসি, লোকের তবু এত অহঙ্কার।
এই যে সব দৃশ্য মনোহর, থাক্‌বে না দণ্ড দুই পর,
যত গীত বাদ্য রং তামাসা, সুখের আড়ম্বর।
[illegible] সময় হবে, সব ফুরাবে, তখন দেখবে কেবল অন্ধকার।
পথিক কয় শোন রে আমার মন, পেয়েছিস ভাল আয়োজন,
এখন সাবধানে খেল খেলা করিয়ে যতন।
[illegible] পটক্ষেপণ হইলে পরে, পাবে অনুযোগ আর তিরস্কার।২৩৪১।

বাউলের সুর—খেমটা।

বুঝ্‌বে কে পাগলের খেলা।
পাগলে কর্‌চে পাগল, পাগলে পাগলে মেলা।
এক পাগল গৌরাঙ্গ, আর পাগল তার সঙ্গ,
নাচে গায় সংকীর্ত্তনে বাজায় মৃদঙ্গ;
নিতাই পাগল, অদ্বৈত পাগল রে, পাগল রে তার সঙ্গের চেলা।
পাগলের কারখানা, পাগল বৈ কেউ বলে না,
এক পাগল রূপসনাতন আদি ছয় জনা।
তারা স্বর্ণ-শয্যা ত্যাজ্য করে রে, তুমি শয়ন গাছের তলা।
পাগলে হাট বাজার, পাগল সকল দোকানদার,
কেউ করে ছুনে ব্যাপার, কেউ হারায় মূলে।
সাঁই স্বরূপটাঁদে বলে রে, হেলায় হেলায় গেল বেলা।২৩৪২।

কাওলী।

[illegible] বল হরি বল ভাই, হরি নাম বিনা জীবের অন্য গতি নাই।
হরি নামে উদ্ধারিল জগাই আর মাধাই,
হরি নামের নৌকা করে ভবপারে যাই।
[illegible] মহামন্ত্র এই কর সার, হরিনাম বিনা জীবের অন্য গতি নাই

মূলতান—যৎ।

সে পথের কি করলি তা বল।
যে পথে তোর যেতে হবে সে পথের সম্বল।
ছাড়ব নাকো কোন মতে কল্লে কোন্ ছল॥
বাছবে নাকো কাদা কাঁটা জল কি জঙ্গল;
ধনী বলে ডরাবে না দেখে ধনবল॥
বলী-সম বলী হলে ধ্রুটবে নাকো বল;
সুজন সরল-পক্ষে সে পথ সরঙ্গ কুটিল কপট পক্ষে সে পথ গরল;
সে পথ লক্ষ-যোজন তরাই বলে; মনে যাদের মল;
পলকে পৌঁছিতে পারে মন যাদের নির্ম্মল;
পথের মাঝে বৈতরণী সে নদীর জল অনল;
তায় নাই তরণী মাঝী যাবি একাকী কেবল;
যাবে সঙ্গে যমদূত ভয়ানক অদ্ভুত সকল;
তারা ধমকে বলবে গরম জলে সাঁতার দিয়ে চল।
নির্ব্বাণ-প্রদীপে তৈল প্রদানে কি ফল;
কি হেতু তুই বাঁধবি সেতু বহে গেলে জল।
প্যারী বলে শোন সে পথের আছে একটা কল
এ বেলা কেবল খালি হরি হরি বল॥২৩১॥

বাউলের সুর।

মিছে পরের ভাবনা ভেবে আমার পরাণ গেল॥
কিছু হল না রে ভবে, আসা যাওয়া কেবল সার হল।
ঘৃতকুম্ভ লয়ে শিরে, যায় কত আশা করে,
দুধ বেচে বকরী কিনব রে, বকরীর বাচ্ছা বেচে কিনব গোরু,
দুধ বেচে তার করব জরু লেড়কা ডাকবে থানা খেতে,
নেহি থাঙ্গা বাতে মাথা নাড়তে কলসি ভেঙ্গে গেল॥
পিতাপুত্র উভয়ে মরে; পিতা বাস্ত পুত্রের তরে
ঔষধ আনতে পথেতে মরে ও যার রোগ হইলে দেখায় বৈদ্য;
নিবারিতে দৈব ঔষধ (ও দেও কবিরাজ);
আপনি চিন্তায় অন্তে মরে; চিকিৎসা নাঁ করে;
ভেবে ভেবে তনু-জরা হল॥২৩৩॥

খাম্বাজ—একতালা।

হেলাতে রতন হারাওনা মন হরি হরি বল বদনে,
হরি বল, হরি বল, বল শয়নে স্বপনে জাগরণে।
ইহিকের সুখ হল না বলিরে, তা বলে কি নাম রহিবি ভুলিয়ে,
নামে, তার প্রেমে, হলেন শুকদেব সুখদেব সুখী, নারদ বৈরাগী,
মহাদেব যোগী,—বেড়ায় শ্মশানে মশানে যোগ ধ্যানে॥
মনে কর সেই দিন ভয়ঙ্কর, অবশ অঙ্গ, যে দিন হইবে তোমার,
সেই দিনে বদনে, যদি বলতে পার নাম, হরি পূরাবে মনস্কাম,
তবে যাবি মোক্ষধাম তোকে লবে না ছোঁবে না শমনে;
যে হবে যেদিন তাজিয়ে সংসার, কোথায় রবে তোমার পুত্র পরিবার
সংসার অসার আঁখি মুদিলে অন্ধকার,
হরি পদ কর সার, যদি হরি ভব পার, রাখ রতি মতি হরির চরণে॥
রাম বলে গতি নাই হরি বিনে, হরি নাম সুধা পিওরে বদনে,
কলিতে তরাতে, হরিনাম ব্রহ্মাস্ত্র, যে (জন) জানেরে নিশ্চয়,
তার কি ভবে ভয়, ভবে তরিতে পারবে তুফানে॥

কীর্ত্তন।

এমন সুন্দর হরির নাম নিতাই কোথায় পেলে।
নিতাই কোথায় পেলি অবধৌত কোথায় পেলি।
নিতাই আনিয়ে গোলকের ধন জগৎ মাতালি,
আমারে ভাড়ায়ে ধন জগতে বিলালি॥
(আমি তোর কি কেউ নইরে নিতাই)॥

ভৈরবী—একতালা।

মনোযোগে মনোযোগ কর হে সাধন; এ নয় অসার ধন।
কি প্রয়োজন আসন; কি প্রয়োজন বসন;
রেচক পূরকে নাহি কিছু প্রয়োজন॥
অনুতাপ অগ্নি জ্বালি; চিত্ত মধ্যে দেহ ঢালি;
কি আছে সমল; কর তারে নির্ম্মল, পাইবে হে বিমল অমূল্য রতন॥

কীর্ত্তন—সুর।

হরি হরি বল ও রে মন, হরি বিনে কে আর আছে শমন-দমন।
ভাবিলি না যে কালবরণ, কিসে হবে কালনিবারণ,
সদা যেমন মত্ত বারণ, করেছ ভ্রমণ;
মত্ত হয়ে রাজ্যসম্পদে, না ভজিলি হরি পদে,
প্রতিফল তোর পদে পদে, দিবে যে শমন;
যে পদ লক্ষীর সম্পদ, ভাবিলি না হরি পদ,
ঘটালি আপন আপন এ আর কেমন;
কারে বল আপন আপন করেরে মন।
কি আলাপন সে নহে কখন আপন, যেমন স্বপন;
আপন যে চিনলি না তাঁরে, যে ভব দুস্তরে তারে,
গোবিন্দ কয় ভাবলে তাঁরে, পলাবে শমন ॥২৩৪৯॥

শুনলে পাষাণ মন আমার, হরিনাম ভুল না ভুল না।
এই না ভবে মানব জনম হয়ে গেল, আর ত হবে না।
হরিনামের যে মহিমা, বেদে নারে সীমা,
অনন্ত অন্ত পেলোনা গো (নামের অন্ত পেলে না)।
ঐ নামে অজামিল বৈকুণ্ঠে গেল ঐ নাম করে সাধনা।
ঐ নামে জগাই মাধাই তরে গেল, ঐ নাম করে সাধনা।
ভবে এলেম কি করিতে, কি কর মন কি করিতে,
ভুলিয়ে মায়ায় ঠেকো না—ঠেকো না।
ঐ নামে পাষাণ গলিত হইল, আমার মন তো গলে না।
কত কণ্ঠ বদন ভরে, নাম নিতে মুখ চেপে ধরে,
হরির নাম মুখে আসে না।
ওরে আমার আর না যাওয়া সার হইল, ভক্ত ভজন হইল না ॥২৩৫০॥

কীর্ত্তন।

দেখরে বাহিরে গোরা হরিনাম বিলায়ে যায়।
সঙ্গে আছে অশেষ পাপী জগাই আর মাধাই,
চল সবে যাই, ধরিগে মাধাই, দয়া করে বলবে জগাই,
ওগো তোমাদের ভক্ত গোসাঞি ॥ ২৩৫১ ॥

বাউলের সুর—খেমটা।

কেপা তোর খেল খেলা (হোর)
তোর সোণার ঘরে করি রে তুই ভূতের খেলা।
ঘরে বসে দেখলি না রে মন, ও তোর অন্তঃপুরী,
কল্লে চুরি অমূল্য রতন, ওরে অমূল্য রতন।
কখন আসবে শমন; করবে বন্ধন, দেখ্‌লি না তুই কোরে হেলা।
ওরে একটি মাণিক সাগর ছেঁচা ধন,
সেই মাণিক তোর ঘর হতে যায় রে অকারণ, খ্যাপা যায় রে অকারণ,
তোর ঘরে ঢুকে লাভে মূলে লুটলে রে তোর ভেঙ্গে তালা।
দেহের মালিক যখন যাবে মন, কেহ্না করে কেউ ছোঁবে না,
বলি তোরে শোন, খ্যাপা বলি তোরে শোন;
যখন ধরবে শমন করবে বন্ধন, ঘটবে রে তোর বিষম জ্বালা।
ওরে দাসে বলে শোন রে মন ভোলা,
দয়াল হরির চরণতলে বাঁধগে ভেলা, খ্যাপা বাঁধগে গেলা;
আবার সার করে তাঁর শ্রীচরণ নাম কর রে জপমালা ॥২৩৫২॥

বাউলের সুর—খেমটা।

কও হে কি কাজ করেছ আফিসে; আফিস কেন কোন দিবসে।
ভেঙ্গে রোকড় তবিল করেছ বিল, ঠেকতে হবে নিকাশে।
এতো সামান্য পাঁচ কোম্পানির আফিস,
বিবাদ বাদলে পরে, দুদিন পরে, হবে এবলিস।
সাহেব, বিলাত যাবে, হায় কি হবে, তুমি রবে কোন দেশে।
যখন জানবে তুমি প্রধান আফীসার,
অমনি সর্ব্বনেশে, সার্জ্জন এসে, করবে গেরেপ্তার,
কে আর করবে তল্লাস, আর কি খালাস, পাবে সে কালের পাশে।
হায় হায়, বিচার যখন করবে মাজিষ্টের;
এ যে বাবুগিরি কি বকমারি তখন পাবে টের,
খোরে দাগাবাজি সে বাবাজি অমনি বধবে ঘাড় ঠেসে;
এ দীন বাউল বলে ও কাজে কাজ নাই;
এসো দয়াল হরি আফিস করি সেই আফিসে যাই,
কোন নিকেশের দায়, নাইরে সায় (তথায়) থাকবে সুখে বসে।

বাউলের সুর—খেমটা।

ও চাঁদ গৌর হতে বাকি আছে অনেক দিন।
আমি কেমনে লুকাব কাল অঙ্গ, লুকায়ে শ্যাম অঙ্গ,
কেমনে হব গৌরাঙ্গ, আমি কেমনে ধরি করঙ্গ,
কেমনে পরি কৌপীন।
শিব বাবে অদ্বৈত হবে, কল্পে যোগ ভঙ্গ,
বলাই দাদা নিতাই হবে করে ধেনা সাঙ্গ,
সুবল গৌরদাস বলে যে দিন হইবে ঐ সঙ্গ,
ত্রিভঙ্গ ছাড়িয়ে হয় শ্রীগৌরাঙ্গ উদাসীন।
চৌষট্টি মহান্ত হবেন চৌষট্টি সহচরি,
হয় গোস্বামী হবে রাধা ছয় জনার ছয় মঞ্জরি,
গদাধর হবেন তিনি প্রেমের গুরু কিশোরী,
তবে দিন সুনায়ে আমরা হব হে দীনের অধীন।২৩৫৪॥

বাউলের সুর—খেমটা।

দিয়ে কিছু সেলামী, দেহ জমির লইব মৌরুসী পাট্টা।
করিয়ে উঠবন্দি, বিষ্ণু ফন্দি, পদে পদে ঘটে লেঠা॥
শুক আদি যত বৈষ্ণব, তাঁহারা সব মৌরুসীতে নিল পাট্টা;
নাই তাদের নূতন চিঠা কোন লেঠা, এক কালেতে জমা আঁটা।
বাজলে পর পুণ্যের বাজনা, দিয়ে খাজনা, নিচ্চে তারা সন সন সঁটা।
আমাদের পাইকস্তার জমিন, এসে আমিন,
নিয়ে করেছে নূতন চিঠা;
মাপিয়ে করছে জমী বেশী কমী, চড়াচ্চে তার কস্তর বাঁটা॥
ঘুষ দিতে যাচ্ছে সকল যত কসল, হচ্চে কেবল মিছে কাটা।
পঞ্চাননের নাহি সম্বল, হয় না ফসল, ধরুক মহাজনের পাটা॥
দয়াল ত বটেন গুরু, কল্পতরু, পুরাবেন মনোবাঞ্ছা।২৩৫৫॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

নলিনী-দলগত চঞ্চলজীবনম্ ; মা কুরু ধনজন যৌবনাভিমানম্।
বিষম-বিষয়-বিষপান বিমোহিতং চিন্তয় আত্মমোহিতম্
হরিপদ সরোজে স্থির মন মধুকর ; সফলং কুরু মানবজননম্।২৩৫৬।

বেহাগ—একতালা।

জীবন ও যৌবন জলের প্রায় কাল-রবি করে সদা শুকায়।
প্রবাহ রূপেতে নিয়ত ধায়, নাহি জানে কোথা চলিয়া যায়॥
অবিরাম গতি বিরাম নাই, দেখি মবে আঁখি ফিরায়ে চাই।
তথাপি মানস বিমূঢ় অতি, না দেখে জীবন যৌবন গতি॥
চেতন কেন হে চেতন-হীন, হক সচেতন যেতেছে দিন,
সময়ে বিভুর আশ্রয় লও, কেন ভব ভ্রমে ভুলিয়ে রও॥২৩২৭॥

বাউলের—আড়খেমটা।

আছিস চুপ করে তুই কি বলে।
এই বেলা নে হরি বলে, ভাসনা প্রেমসলিলে॥
ও তোর অন্তরেতে ঘুণ ধরেছে, পাক ধরেছে সব চুলে।
আবার অন্ত দন্ত সার হয়েছে, মাংস সব গেছে ঝুলে।
ও তোর শিয়রে কাল, বিষম জঞ্জাল, নে যাবে তোর এককালে।
তখন সাধের এ সব, ভবের বিভব, থাকবে তোর কে আগুলে।
ও তুমি ভয়ে সারা, দৃষ্টি হারা ভাসবে নয়ন-সলিলে;
তখন হেঁচকি তুলে, যেতে হবে সব ফেলে;
ওরে যারা এখন কচ্ছে যতন, আপন আপন বলে,
তারা পড়িয়ে কাচা সাজিয়ে মাচা অনায়াসে দিবে তুলে।
দিয়ে নূতন বসন ওড়ন পাড়ন দগ্ধ করবে অনলে;
আবার সাঙ্গ হলে হরি বলে, জল ঢেলে যাবে চলে॥২৩২৮

বাউলের সুর—আড়াখেমটা।

চল দেখি মন দু-জনে মন পস্তাবি শেষে।
সনাতনের এমি ধারা, খুঁজে খুঁজে হবি সারা,
পথআছে হলে আমরা, হরিনাম শেষে।
যদি এ পথ ধরতে পারো, তবে ভয় করিনে কারো,
শমন বেটা হবে কালে, ভাবনি রে বশে॥
দ্বিজ কেবার এই ভবে, মিছে মায়ার বশে কেনে,
হরিনামের ঝুলি নে রে, বেড়াই প্রবাসে॥২৩৫১॥

বাউলের সুর—খেমটা।

ডাকার মতন ডাক দেখি মন কবর খুলে, দয়াময় দীনবন্ধু বলে।
ডাকিলে পাবি দরশন, অভয় চরণ, জীবন-মুক্ত হবি অবহেলে।
যে জন কপটতা ছেড়ে সরল অন্তরে,
ডেকেছে তাঁহারে ভাসায়ে নয়ন-জলে;
সেই দয়াল অবতার, শুনি কান্না তার, অধিষ্ঠান হয়েছেন হৃদকমলে
যে জন তৃণ হতে হীন, অহঙ্কার বিহীন, দিনে হয়ে এই ধরাতলে।
যে জন ভক্তিতে ডেকেছে, কত কেঁদেছে,
সেই স্থান পেয়েছে তাঁর চরণতলে;
আর শুনি পুরাণেতে, অল্প বয়সেতে, ধ্রুব প্রহ্লাদ নামে দুইটী ছেলে।
ডাকার মতন ডেকে পেয়েছে,
তিনি কি থাকতে পারেন ডাকলে ছেলে ॥২৩৬০॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

হরি বিরাজ মম অন্তরে, চাহি নিরন্তর হেরিবারে।
শয়নে স্বপনে রব, সদা তব ধ্যান করে॥
আমি কাটাব দিবা যামিনী, আনন্দে স্মরি তোমারে॥
তুমি মম হর্ত্তা কর্ত্তা, তাই জানাই তব গোচরে,
দেখ অন্তিমে যেমন প্রভু, থেকো মম হৃদি পরে ॥২৩৬১॥

বাউলের সুর—একতালা।

এবার ভাঙ্গলো ভবের বাসা—
বাসা ভেঙ্গে যার চিরদিনের (এ জনমের মত)
আছে যে সব মালামাল, এই বেলা তুই সামাল সামাল,
নৈলে হবে সবার পয়মাল, (ও ভাই) কোন দিনে হরিরে করসা।
এক দিকেতে দেল ফেটেছে, পেয় লকল কেটে গেছে,
ঘরের ছয় জন নরকো সুজন, (ও ভাই) তারাই তোমার কর্ম্মনাশা॥
কোন সাহসে আছ বসে, রয়েছ মুখ মটকা বাঁশে,
বারা সাহস দিচ্ছে এসে ও ভাই, তারাই দেখবে রং তামাসা।
গুড়িয়ে যে তোর কাঁথা ঝুলি, ছাড় মুখে বিষয় বুলি,
মুখে হরি হরি বলি কর বাবার পথ খোলসা। (ও ভাই) ॥২৩৬২॥

বাউলের সুর—খেমটা।

বাউলের সঙ্গে পড়ে, ঘুরে ঘুরে ভবের মাঝে ভেসে মরি।
দেখে এদের রঙ্গভঙ্গ, জলে অঙ্গ, কিছুই ব্যাপার বুঝতে নারি॥
একতারা আছে ধরে, হস্ত নাড়ে, এই বুঝি ওর হাতে খড়ি:
জানে না এ সব তত্ত্ব, মদে মত্ত, করে বেড়ায় ছল চাতুরী॥
বাঁয়া বাজাচ্ছে যেটা, ঐ বেটা, ভুলেও ভাবে না হরি:
বলেতো দেয় না রে তাল, বড় বেতাল, তাল বেতালে বাজায় জুড়ি॥
গুপিযন্ত্র যে ধরে, ঝিমিয়ে পড়ে, মৌতাত লেগেছে ভারি:
খঞ্জনি বাজায় যে জন; বুঝি সে জন; দম দিয়েছে আহা মরি॥
দেখি তোর এল্লি বেহাল; যেন ইন্দ্রজাল; শীঁকেঁটার কারিকুরি:
গলাতে কণ্ঠি পরে; মাথা নেড়ে; গাচ্ছে সবে আহা মরি॥
আনন্দলহরী করে; আনন্দভরে; নৃত্য করে বলে হরি:
নয়নে চিনে নেনা; কেলে সোণা; সে ধন হরিনামের তরি॥
দেখি সব ছল চাতুরী; কি ঝকমারি; খাটবে না আর ভারিভুরি
মনু বলে; ভবনদী যাবি যদি; নিরবধি বল হরি॥২৩৬৩॥

বাউলের সুর—খেমটা।

আমার ঐ নিতাই চাঁদের দরবারে, এক মন হলে সেই যেতে পারে।
দুমন হলে পড়বি ফেরে পারবিনে যেতে॥
ওরে চার দশে হয় চল্লিশ সেরে মন,
ওরে রতি বাসা কষি হলে নয়না মহাজন॥
(আবার) সদর হুকুম আছে ব্রজে রাধারাণি পার করে॥
কাঠুরেতে মাণিক চেনে না, মরুর জল চিনি বয় বাদ জানে না,
(আবার) সোণায় মেলে সোণা চেনে, পরখ করে হয় তারে,
যে জন চাকি ওড়ের ভিজেল জানে না,
(আবার) কাঁচারসে জিরাট করে গুলা বাঁধবে কি করে।
ওরে সদর আমির শ্রীরূপ খোঁসাই সনাতন,
ও মন আনন্দ-বাজারে তারা প্রেমের মহাজন,
(ও) প্রেম দাঁড়ি ধরে ওজন করে; কসে মেজে লয় তারে॥২৩৬৪॥

বাউলের সুর—আড় খেমটা।

ওমন ভাঙ্গলো রে তোর শিরখুটি।
তোর নাইকো কাশ; তুবড়েছে গাল গিয়েছে দাঁত দুপাটী॥
ও তোর ধরেছে ঘুণ মটকায় আগুন চুল হয়েছে শোনলুটী;
তুমি তিনটি মাথায় বসে আছ তালব্য শর মতনটি।
উঠ যষ্টি ধরে তুফি করে ঠিক যেন রামধনুকটি;
স্বেছে চক্ষু দুটো, কর্ত্তে খাটি বাকি কেবল হেঁচকিটি॥
তবু ঘুচল না ভ্রম; নিকটে যম; খটিবে না তোর ভিরকুটি;
গোঁসাই বলে মায়াজালে; ঘেরেছে তোর দেহটি:
হরি বলবি কখন; বিষয় রক্ষণ ঢেকেছে সেই ভাবনাটি॥২৩৬৫।

সংকীর্ত্তন।

একবার হরি হরি বল রে মন, যাবে যাতনা;
যাঁরে ভাবলে পাপ দূরে যাবে রে শমন ভয় আর রবে না।
ও মন বৃথা কাজে কাটালে জীবন;
কি জবাব দেবে শমন এসে ধরবে রে যখন,
তখন হরির নাম ভরসা বিনা আর কিছু সম্বল রবে না।
দারাসুত-মায়াজালে পড় না রে মন,
পড়িলে এই বিষম পাশে মুক্তি নাই কখন,
(ও মন) মায়া বন্ধন ছিন্ন করে সার কর হরি-ভজনা।২৩৬৬।

সংকীর্ত্তন।

প্রেমানন্দে বল হরি দুঃখ দূরে যাবে রে,
দুঃখ দূরে যাবে রে মন, পাপ দূরে যাবে রে।
(দিন বৃথায় গেল রে) না ভাবিলে নারায়ণে, মানব-জনম নিয়ে রে,
(জনম বৃথা গেল রে) ভবার্ণবে পার হইতে কিছুইত কর নি রে,
(পাপ দূরে যাবে রে) ভবে তরি চাও যদি
একবার হরি বলরে।
(তোর কি গতি হবে রে) আত্মাসুত পীন করিলে পুণ্যধামে চল রে
(শমন-ভয় রবে না রে)।২৩৬৭।

বাউলের সুর—খেমটা।

ফুল ফুটেছে গোলাপ বাগানে।
হায় গো দিনের গোঁসাই বই আর কে জানে।
দেহের মধ্যে বাগান বসেরে মল্লিকা মালতী বাতি পুষ্প ফুটেছে,
ফুলে সুধা ফলে সো, স্বরূপ বই আর কে জানে।
জলের ভিতর ফুলবাগিচা হয়, মধু খেয়ে মাতল ভ্রমর কথা মিথ্যা নয়,
আবার মধু খেয়ে উড়ে গেল, সেই বা ধর্ম্মের কি জানে॥
কি কব ভাই ফুলেরই কথা, লাল নীল শ্বেত জরদ চার রঙ্গে গাঁথা,
যে জন অনুরাগী জানতে পারে, অরসিকে কি জানে॥২৩৬৮॥

ইমন্ ভূপালী—আড়াঠেকা।

দয়াময় নারায়ণ ভাব ওরে ভ্রান্ত মন!
মুকুন্দ মধুসূদন পাপ-তাপ-বিনাশন।
সংসার মায়ার ভুলে, রহিয়াছ কুতূহলে,
ভাবিলে না অন্তকালে কি হবে রে মূঢ় মন?
পরিহরি মায়াধার, কর হরি নাম সার,
ভাব রে মন ঐ নিরার সেই পতিত-পাবন;
ত্যজ দেহ গর্ব্বমনে, দমি ষড় রিপুগণে,
ভাব সেই নিরঞ্জনে, জীবের মুক্তি বিধান;
রমাকান্তের অন্তকালে, যবে ধরিবে রে কালে
কে তরাবে সেই কালে বিনা শ্রীমধুসূদন। ২৩৬৯॥

কীর্ত্তন—একতালা।

গেল দিন দীনবন্ধু বলে ডাকরে রসনা,
যদি পেয়েছ মানব-জনম হেলাতে হারাও না।
মিছে কাল করনা গত, সন্নিকটে কাল তত, হওরে জাগ্রত;
ওরে নামামৃত অবিচ্ছিন্ন পান বিনা প্রাণ পাবি না।
ভাই বন্ধু সুতদারা, সকল সুখের সুখী তারা, না দেখ লে সারা,
যে দিন হরিরে ভাই ভবছাড়া, সঙ্গেতে কেউ যাবে না॥২৩৭০॥

ললিত-বিভাস—খেমটা।

মন তাঁতি কি বুনতে এলি তাঁত, এসে প্রথমেই হারালি আঁত।
ও তোর পানায় সুতো পানায় না তোর রে,—
পোড়া পোড়নে হলো না জাত, করে আনা গোনা তানা কাড়ালি।
হায় হায়, তুমি কি সেই, হলো না কেই কোঁচকা পড়ালি।
যত আনা গোনা যার না গোনা কেহল, সকলি তোর ভস্ম সাৎ।
খেয়ে এমন তাঁতী জানলি না ভাসন;
কিসে, তাই ভাবিছে, ভাবিয়ে নিবাবি রে মনের হুতাশন।
এ যে কটনী টানা, আর কাটে না রে, যে তোর পাছে লেগেছে ছয় বজ্জাত
যত আশা করে তুলতে গেলে ঝাঁপ;
দিলি এককালে চিরকালে পাপসলিলে ঝাঁপ;
ভেবেছিস কি এবার, উঠবি আবার রে, ক্রমে ক্রমেই হল অধঃপাত।
হাতে গালে সুতো যত জড়ালি কেবল,
এলে রবিসুত, এ সব সুতো, কোথায় রবে বল;
তব নন্দসুত কই আও তোরে, যদি যাবি দীন বাউলের সাথ।২৩১১।

মূলতান—একতালা।

আমায় ভজনায় মিলে, পথ দেখায় বলে পদে পদে পথ ভুলি হে।
নানাকথার ছলে, নানান মুনি দলে, সংশয়ে তাই দুলি হে।
তোমার কাছে যাব এই ছিল সাধ, তোমার বাণী শুনে ঘুচাব প্রমাদ,
কাসের কাছে সবাই করিছে বিবাদ, শত লোকের শতবুলি হে;
কাতর প্রাণে আমি তোমায় যখন যাচি,
আড়াল করে সবাই দাঁড়ায় কাছাকাছি,
ধরণীর ধূলো তাই নিয়ে আছি, পাই নে চরণ ধূলি হে।
শত ভাগ মোর শতদিকে যায়, কখনো আপনি বিবাদ বাধায়,
কারে সামালিব এ কি হয় দায় একা যে অনেক গুলি হে।।
আমায় এক কর তোমার প্রেমে বেঁধে,
এক পথ আমার দেখাও অবিচ্ছেদে,
আঁধার মাঝে পড়ে কেবল মরি কেঁদে, চরণে শত ভুলি হে।২৩৭২।

কীর্ত্তন—আড়াঠেকা।

চরণ দাও শ্রীহরি বঙ্ক-বিহারী, নির্ধনের ধন তুমি ভব-নদীর কাণ্ডারী :
আমি অতি মূঢ়মতি, না জানি ভকতি স্তুতি,
দয়া কর আমায়, এই বাসনা করি।
বামন রূপেতে তুমি বলি উদ্ধারিলে,
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে দুই পদ দিলে,
আর এক পদ নাভি হতে বহির্ভূত করি,
বৃত্রাবলি উদ্ধারিলে তার মাথে ধরি।
রামকৃষ্ণের পদতলে পড়িল অক্রূর,
পুষ্পাঞ্জলী করি স্তব করেন সুমধুর,
যে চরণে জন্ম নিলেন গঙ্গা গোদাবরী,
সিন্ধু সরস্বতী আর যমুনা কাবেরী।
নরসিংহ রূপ তোমার অসুর নাশিতে,
বলিয়ে করিলে কৃপা বামন রূপেতে,
বেদ উদ্ধারিলে তুমি মৎস্য রূপ ধরি,
কচ্ছপরূপে ধরা পৃষ্ঠে ধরিয়া মুরারি। ২৩৭৩।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

বিফলে দিন যায় রে বীণে, শ্রীহরির সাধনা বিনে;
অসার বালুর সংসারে, সারাৎসার নাম শুনা বীণে।
বৃথা গুণ গুণ রবে, কি গুণ গাও সগৌরবে,
নিগুণে আর কে তাড়িবে, গুণাতীত শুনা বীণে।
তুমি বীণে অনুরাগী, জান কত রাগিণী রাগ,
ভক্তিরাগে মুক্ত কর, সে রাগে যেন ঘটে বিরাগ।
মূল কথা শুন মন দিয়ে, মূলমন্ত্র মিশাইয়ে,
মূলতানে আলাপ করিয়ে মজ বিশ্ব-মূল তানে।
দীপক বাসনা অনলে, যেন জ্বলে প্রেমানলে,
নির্ব্বাণ পাইবে মুক্তি, বন্যার আসিবে জলে।
ত্যজিয়ে জীবের ভ্রান্তি, মিশাইয়ে সরস্বতী,
যখন জয় জয়ন্তী, জয় হবে ভব বিদানে। ২৩৭৪।

বিভাস—একতালা।

মানব জনম পেয়ে, কৃষ্ণ না ভজিয়ে, অনিত্য বিষয়ে ভুলে রৈল মন।
ও তোর হলো না শ্রীকৃষ্ণভজন।
যত দৃশ্য হয়, সত্য বিশ্বময়, যবে লয়, সবে হবে লয়,
যে জন ভাগবত হয়, ও তার দেহ নিত্য রয়,
(ও সেই) নিত্য দেহে করে, শ্রীকৃষ্ণ সেবন।
অসার সংসার জ্ঞান করি সার, যাও বারেবার না ঘুচে সংসার,
শেষে হলো মাত্র সার, কৃতান্তবন্ধন।
ভক্তিভাবে ভজ শ্রীনন্দ-নন্দন, ঘুচে যাবে তোর মায়ার বন্ধন,
সাধিলে সে ধন, না থাকে বন্ধন,
(মন রে) যজ্ঞ ব্রত দানে না ঘুচে বন্ধন।
আশী লক্ষ পরে মানব জনম, বৃথা গেল বিনে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন,
চিনলি নে সে ধন, (ও তুই) কল্লিনে সাধন,
(কৃষ্ণ না ভজিয়ে হলো) জনম মরণ কৃতান্ত-বন্ধন।
চন্দ্রকান্তে কয়, ওরে অবোধ মন, দারা সুত ধন, কেহ নয় আপন,
(ও তুই) সেই পরম ধনে কর রে সাধন। ২৩৭৫॥

বাউলের সুর—খেমটা।

মাঝি বুঝে নৌকায় চড়,
শুকনো গাঙ তুফান ভারি আছড়ে তরি করবে গুঁড়।
দেখচ কত লম্বা দাড়ি, ওরা বাঙ্গাল মাঝি সব আনাড়ি,
দেবে না ওরা পারি ভয়ে হবে জড় সড়।
দাঁড়ির তরসা কর বৃথা, কার সাধ্য দেয় রে মাথা,
মাথার উপরে মাতা, নাইকো সেধাবাধা খুড়ো। ২৩৭৬॥

কালাংড়া—আড়াখেমটা।

এল প্রেমরসের কাঁসারি, আয় সই ভাঙ্গা কুলা বদল করি।
একটি নয় সই ছিদ্র নাটা, রস-ছিহনে অন্তর কাটা,
জল থাকে না একটি ফোঁটা, আমার মত ঝারি।
সকলে কুল গাথরী, দেখে দেখে ফেটে মরি,
জাগন্ত ঘরে হয় চুরি, সহিতে কি সই পারি। ২৩৭৭॥

বাউলের সুর—খেমটা।

স্নান করো না আঘাটায়, ওরে পা পিছলে গেলে উঠা দায়।
মরবি খেয়ে হাবুডুবু তখন করবি কি উপায়;
যদি নেচে উঠিস বেঁচে, পড়বি কেঁচে পুনরায়।
ভবনদীর কোথায় কেমন সহজে কি জানা যায়
কোথায় গড়ে হাঁটু পানি, কোথায় হাতি তলিয়ে যায়।
নাবলে পরে বাঁধাঘাটে আছে কত মজা তায়,
কত সাধু শ্রান্ত হয়ে ভ্রান্ত, বে-টকোরে মারা যায়।
সে জনা বলে, ঘোলা জলে, ঘাট কি আঘাট চেনা দায়,
জেনে শুনে নাবলে পরে নাইকো ক্ষতি তায়। ২৩৭৮।

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

তোরা চাঁদ নিবিত আয়
চাঁদ দেও বলে কত ঘোট করেছিল,
আজ বাপে কত চাঁদ এনেছে, চাঁদের ছড়াছড়ি আটোয়ায়।
কলঙ্কী বই অকলঙ্কী চাঁদ দেখিছিল কোথায়,
কোটী অকলঙ্ক চাঁদের উদয় হেথায়, (কত চাঁদ রয়েছে)
(গুরুতে কত চাঁদ ধরেছে)
আছে যার যত সাধ নে তত চাঁদ, আঁধার যদি ঘুচাবি ত্বরায়,
(মনের আঁধার যদি ঘুচাবি ত্বরায়)।
শচী-গর্ভ-ক্ষীর-সিন্ধু তা হতে উঠেছে ইন্দু,
ক্ষয় নাই তার বিন্দু, সমান জ্যোতি ধরায়
(চাঁদ কি বলিহারি) (পদ্ম-কোটরে চাঁদ কি বলিহারি)
আজ রবির দর্প দূরে গেল, সপরিবারেতে পালায়,
সন্ন্যাস অস্তাচলে, এখনি চাঁদ যাবে চলে,
পুনঃ এ অকলে আর হবে না উদয়, (চাঁদ চলে পড়েছে)
(সন্ন্যাস অস্তাচলের দিকে চাঁদ চলে পড়েছে)
আর ক্ষণেক পরে আঁধার করে চাঁদ চলে যাবে রে হায়,
(সুধা কোথায় পাবি) চাঁদ যে যাবে রে হায়। ২৩৭৯।

বাউলের সুর—একতালা।

চিত্তে গিয়ে অহঙ্কার।

যত ভণ্ডে বলে অং সোহং, কোহং তত্ত্ব নাই কো কার।
যত সব ভক্ত-বিটেল বিষম খেটেল, কেবল বলে সার বিচার॥
পড়ে গোলক ধাঁধায় মায়ার ধাঁধায় বেরিয়ে পড়ে অহঙ্কার॥
(আমায়) যত বলে পাগল বলে, এর চেয়ে কি অবিচার;—
তারা জানে না যে পাগল ভাবে আমি কেটা তুমি সার॥
দেখ বারি হতে উঠে বিম্ব বিম্ব আমি ভ্রম সবার:—
(ক্রমে) বারিতে মিশাবে বিম্ব, বারিই তুমি মূলাধার॥২৩৮০॥

তেওট।

আজ আমাদের প্রেম-পাঁখী নিতাই এসেছে।
নিতাই নইলে প্রাণ জুড়াবে কিসে।
যারে মাধাই জেনে আর, আমাদের নিতাই যার কি গৌর রায় রে।
নিতাই নইলে প্রাণ জুড়াবে কিসে, সুরধুনির তীরে হরি বলে কে।
শান্তিপুরে সীতানাথ সেই কি এসেছে,
প্রেমের হিল্লোলে গোরা জগৎ ভাসাইছে।
নাম শুনে প্রভুর শ্রীচৈতন্য দুটি বাহু তুলে নাচিছে॥২৩৮১॥

কীর্ত্তন—ময়রা।

তোমায় দীনহীন সন্তানে ডাকে নাথ, (পাপে কাতর হয়ে)
(ওহে দয়াবিপিতা) এসে তাপিত হৃদয় শীতল কর।
(ওহে শান্তিদাতা) এ ধরায় দেখে জীবন সফল করি।
(অপরূপ রূপ) এসে পাপীরে পবিত্র কর।
আমার বড় সাধ আছে মনে, তোমায় হেরিব প্রেম নয়নে।
একবার হৃদয়মাঝে উদয় হও, হয়ে দীনহীনের পূজা লও।
তোমায় পাবার আশে আমরা ডাকি সবে,
দাসের বাসনা পূরাতে হবে (বাঞ্ছাকল্পতরু)॥২৩৮২॥

সরার—তেতালা।

ও মন কেরাণী উচিত উপদেশ বলি শোন।
কার তরে ধন করচো উপার্জ্জন, বলে পরে উলোর জন্যে হবি রে নিধন!
ছুটোছুটি হুটোহুটি করে কেন বাচ্চ কুটী,
কুটি নয় সে পাপের কুটী, কাল কৃতান্তগণ।
মজিলি বিষম বিষে, ভাবলি না কি হবে শেষে,
শিয়রে কালসর্প বসে করিছে গর্জ্জন।
ডেভেল সব ডাক্তার এসে, খাইয়ে আরক শিশে শিশে,
বিলেস্তার বসিয়ে শেষে, করবে পলায়ন।
পালঙ্গপোষের আশে পাশে, বাড়ীর লোক থাকবে বসে,
তুই হবি কর্পূরের শিশে, উড়ে যায় যেমন।
মানবে না কুইনাইনের গুড়ো, নিয়ে যাবে দিয়ে হুড়ো,
বসে দেখবে বাবা খুড়ো, কে করে বারণ।
গোপাল বোসের গরম নাশে, যে নাশেতে বিকার নাশে,
সে তুফানে যাবে ভেসে, হবে অকারণ।
ভোজের বাজী জেনো সব; দারা সুত সমাদর,
শব নিয়ে শ্মশানে গিয়ে করাবে শয়ন।
চিৎ করে চিতাতে ফেলে, মুখে দিবে আগুন জ্বেলে,
একলা রেখে আসবে চলে ফিরায়ে নয়ন।
সম্বন্ধী বাবুরা এসে, আনন্দে অন্তরে বসে,
ক্ষীর গোলা গোলাপী করিবে ভক্ষণ॥
শ্রাদ্ধের হইবে শ্রাদ্ধ, তিলকাঞ্চন প্রায় বরাদ্দ,
গুরু পুরোহিত হেরে করিবে ক্রন্দন।
কবিরত্নের যুক্তি ধর, কসে দুর্গা পূজা কর,
দণ্ডপাণির দণ্ডভোগ হইবে খণ্ডন। এনে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতে,
নিযুক্ত কর চণ্ডীতে, চণ্ডীর চরণে বিষয় দাও রে বিসর্জ্জন॥২০৮০॥

কর্ত্তাভজা-সঙ্গীত।

কালাংড়া—একতালা।

তোমারি যতন, আমি কি জানি হে মানুষ তোমার যতন।
যতনের ধন তুমি, অমূল্য রতন, কেমনে কর্ব্ব যতন,
সে মন নয় মনের মতন, কাজে কাজে অযতন হচ্চে প্রতিক্ষণ।
যতন যে করে ভবে, তুমি যদি তারি হবে,
মিলের উপায় তবে, কি হবে এখন ॥২৩৮৪॥

বাহার—খেম্‌টা।

প্রেমের নাম মানুষ ধরা ফাঁদ।
যে ফাঁদেতে বদ্ধ হয় গো দয়াল মানুষ চাঁদ।
প্রেমের ফাঁদ পাতে যারা, মানুষ ধর্ত্তে পারে তারা,
টলে অধর যায় না ধরা, হয় গো কেবল সাধে বিষাদ।
প্রেমের ফাঁদ পাতলে পরে, দেয় সে ধরা ইচ্ছা করে,
এ ফাঁদ পাতে নাহি পেরে, মিত্র মনে গণে প্রমাদ ॥২৩৮৫॥

বাউলের সুর—খেমটা।

প্রেম কারে কয় আমি না জানি।
প্রেমের কথা কানে কেবল শুন্তে পাই গো লোক জবানি।
প্রেমের প্রেমী হয় গো যারা, প্রেমের কথা কয় গো তারা,
সজল তাদের নয়ন তারা, করে কানাকানি—
তারা কথা কয় গো মরি ঠোঁরে, আমি বুঝ্‌ব বল কেমন কোরে,
প্রসব বেদনা বুঝতে পারে, বন্ধ্যা হয়ে কোন কামিনী।
যার অন্তরে ধরাতলে, প্রেমের ঢেউ কেবল খেলে,
মহাভাগ্যবান বোলে, তারে সদাই গণি,—
যে জন হয় গো কৃপারভাজন, তারি ভাগ্যে ঘটে এমন,
নিলে তা নয় কদাচন, দীন মিত্রের এই বাণী ॥২৩৮৬॥

ভৈরবী—আড়খেমটা।

আমায় ধিক, আমায় ধিক ধিক ধিক আমায় ধিক।
মানুষে না বিশ্বাস হলো মনের ভ্রম এত অধিক।
ধিক জনমে ধিক জীবনে, ধিক আমার এ জ্ঞানে মনে,
প্রেম হলোনা তার সনে, যে আমার প্রাণাধিক।
মুনি ঋষি যোগীগণ পায়নি যার অন্বেষণ,
পেয়ে আমি সে রতন পাল্লেম না চিন্তে—
ভাগ্য যোগে ঘটলো এমন, আশ্রয় দিলে প্রেমমহাজন,
তবু আমার এ ভ্রান্ত মন, এখন হলো না ঠিক।
জীবে যা সম্ভব নয়, কৃপাযোগে তাই হয়,
জীবের এমন ভাগ্যোদয় কবে হয়েছে,—
এমন সুযোগ পেয়ে রে ভাই, তবু ভ্রমে ঘুরে বেড়াই,
মিত্র বলে আর কেহ নাই, আমার মতন বেরিক ॥২৩৮৭॥

মূলতান—তিওট।

দেখো দেখো দুলাল দেখো আমারে।
অকূল পাথার হেরে ডাকি তোমারে।
(যেন ভাসিয়ে না যাই অকূল পাথারে)।
আমি হে অভাজন, দীন হীন অকিঞ্চন, অধম দুর্জ্জন,
এমন দয়াল কে আছে আমায় নিস্তারে।
অধম তরাতে, এসেছ ধরাতে, স্বইচ্ছাতে—
কেমন অধম তরাও, জানাব এই বারে।
কাণ্ডারী আপনি, এনেছ তরণী, গুণমণি—তরী চড়তে যে পারে,
লয়ে যাও পারে।
পরীক্ষায় আপন মন, জানলেম হে বিলক্ষণ,
আমি এখন—চড়তে পাচ্চি না তরি, কোন প্রকারে।
চড়তে যে নারে লায়, চড়াও হে যদি তায়,
স্বকরুণায়—তবে এ দীনের উপায় হতে যে পারে।
কাতরে মিত্র কয়, হবে হে কি উপায়, দীন দয়াময়—
তুমি দয়াল তাই বলি, বলব আর কারে ॥২৩৮৮॥

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

মনের মতন দুলাল রতন, যতনের ধন রে।
তবু মন কি কারণ, করিস অযতন রে।
কার মন্ত্রণায় করিস এমন কার কুহকে হোস অচেতন,
কার বশেতে করিস ভ্রমণ, ভ্রমে সর্ব্বক্ষণ রে।
যে জন তোর প্রিয়জন, যাকে তোর প্রয়োজন,
তার প্রেমে হতে মগন, পাল্লি না এখন রে।
মিত্র ভাবে, ধরায় এসে, ভুলালে না ভালবেসে,
ঘোর বিপাকে দেখনা শেষে, হলো তোর পতন রে।২৩৮৯।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

তোর যতন কি আমি জানি, ওরে মানুষ গুণমণি।
কি কোরে কোর্ব্বরে যতন, রতন যে রে নাহি চিনি।
তুই যে অমূল্য রতন, তা যদি জানিত রে মন,
তাতেও সমুচিত যতন করা যে হতো না জানি।
যে যেমন হয় রে ধন, তেমন তার চাই যতন,
তা না হলে কেউ কখন, সে ধনে কি হয় রে ধনী।
মিত্র বলে যতন এবার, করা যদি হলো না আর,
বলে দে তবে কি প্রকার, পাব তোর চরণ দুখানি।২৩৯০।

আলেয়া—একতালা।

দেখ দুলাল দয়াল কেমন আনিল মর্ত্ত্যে সহজ রতন,
আপনি গুণশালী করিয়ে ঘটকালী, ঘটালে ঘটনা অদ্ভুত অঘটন।
জঠর যন্ত্রণা কোরে নিবারণ, জীবের চিরদুখ করিতে মোচন,
নির্গুণ সহজে মিলালে সহজে হয় নি যা কখন, কল্লে তা এখন।
বিধি বিষ্ণু ইন্দ্র আদি দেবগণ, কোন কালে যার পায়নি অন্বেষণ,
জীবে পেলে তারে, থাকিয়ে সংসারে, সত্যযুগ কলিতে হল সংস্থাপন।
আপনি আপনার ভজন সাধন, কৌশলে জগতে কল্লে প্রকটন,
মানুষ সাজিয়া মানুষে মিশিয়া, আপনি করিল আপনার ভজন।
সত্যনাম প্রকাশি দেখায়ে সুপথ, কৃপাতে পূরালে জীবের মনোরথ,
বেদ বিধি অতীত, তার প্রকাশিত মিত্র বলে ধন্য, তারক যে জন।২৩৯১।

গারা ভৈরবী—তিওট।

হায় কি কল্লিরে ও মন আসিয়ে এই ধরামণ্ডলে।
মায়াতে মগন, হয়ে রে এখন; ভুললি রে তার অভয় চরণ,
ও তুই ভাবলি নে কি হবে তোর শেষকালে॥
মন্ত্র কর ও মন পেয়ে রে রতন, কল্লি না তার উচিত যাজন;
তবে কোন গুণে ত্রাণ পাবি, এই ভব জলে॥২৪০২॥

দেষ—আড়খেমটা।

পতিতপাবন চরণ দুখানি; দুলাল তোমার আছে জানি॥
পতিতপাবন চরণে তোমার, চিরদিন হোয়ে থাকে পতিত উদ্ধার,
পতিততারণ কারণ চরণ ধারণ কোরেছে তা যে মানি॥
চরণ কমলে সৌরভ ছুটেছে, পতিতধারা চরণের গুণে জানতে পেরেছে,
তাইতে তারা তোমার চরণ লয়ে, কত্তেছে টানাটানি॥
লও বলে পতিতের তারণ ভার, ঐ চরণে পতিত জনের আছে অধিকার
মিত্র বলে চরণ দিতে হবে, দিলে তোমার কি হানি॥২৪০৩॥

মালকোষ—আড়খেমটা।

হৃদে দুলাল চরণ ধারণ করি,
আমরা সবাই, বসি এস ভাই, দুলাল গুণ গাই, দুলাল গান ধরি।
অন্য চিন্তা যত সকল পরিহরি, দুলাল চিন্তায় কেবল মন মগ্ন করি,—
দুলাল প্রেমের আশায় দুলাল আশ্রয় ধরি, আনন্দে এখন সময় হরি।
দুলালের গুণ করিলে কীর্ত্তন, ক্রমে ক্রমে হবে স্বভাব সংশোধন,
দুলাল কৃপা তবে করিতে গ্রহণ; সাধ্য পেয়ে যাব ভবার্ণব তরি।
দেখিতে দেখিতে দিন বয়ে গেল, যাবার দিন ক্রমে নিকট যে হল,
এই বেলা করি পথের সম্বল, সত্যসার করি দিবা শর্ব্বরী।
আমরা অধম অতি অভাজন, মনে মনে সবাই জানি বিলক্ষণ,
শুনি দুলাল নাম অধমতারণ, সেই ভরসাতে হই আশাধারী॥
দুলাল ভাবোদয় হলে পরে মনে, বসবে এসে দুলাল হৃদি পদ্মাসনে,
ভব তবে যাবে সেরূপ কিরণে, হেরব রূপ মাধুরী জ্ঞান নয়ন ভরি।
ভেসে নেত্র জলে কেঁদে দ্বিজ বলে, স্থান দে দুলাল তোর চরণ কমলে,
নজ গুণে তুই আপন কোরে নিলে তবে আমরা তোর হতে যে পারি

পূরবী—আড়াঠেকা।

এসো দুলাল মহাশয় আমাদের এ আসরে।
তুমি এসে বসলে পরে, সাহস পাই অন্তরে।
আমরা জেনেছি নিশ্চয়, যথায় তোমার গুণ গান হয়,
তথায় তুমি হও উদয়, উৎসাহ দিবার তরে।
হলে তোমার আগমন, বুঝা যায় হে ততক্ষণ,
আনন্দিত হয় সবার মন, তোমারি যে ভাব ভরে;
কাঙ্গাল ভাবে মিত্র বলে, গাইতে অক্ষম হলে,
সক্ষম কর কৃপা বলে, তোমার এই কিঙ্কর নিকরে ॥২৪০৫॥

ভৈরবী—পোস্তা।

বড় রসিক সুজন প্রেম মহাজন দুলাল মহাশয়, সদানন্দ সদাশয়,
সাধু সুধাময়, অগতি জনের গতি, ভকত বৃন্দের পতি,
অদ্বিতীয় মহামতি, দীন দয়াময়, অনায়াসে প্রেমধন;
হয় নি রে ভাই যা কখন, কল্লে এ সময়; কি দুর্জ্জন কি সুজন;
অধম কি উত্তম জন; সবাই তার কৃপাভাজন; শুনে ভরসা হয়।
দুলাল চেনা দিব্য আঁখি; যে পেয়েছে ভবে থাকি;
দুলাল প্রেমে মজতে বাকি;সে কি আরো রয়; দুলাল চাঁদের কৃপা নিলে
দুলাল চেনা চক্ষুঃ মেলে, মিত্র বলে তা নহিলে; সাধা খুঁড়লে নয়॥

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

আমাদের দুলাল, আমরা সবাই বলছি প্রাণ দুলাল।
মানুষ প্রেমের হাট বসাতে রে, দুলাল হয়েছে রে দীন দয়াল।
এই যে তিনি ইনি আর উনি, সকলের মুখে শুনি,
দুলাল সবগুণের গুণী, দুলাল চিরকাল বিশ্বপাল বোলেরে
ধরায় ধরেছে উপাধি পাল; দুলাল আমাদের দুলাল বলাচ্ছে;
তাই সকলে বলতে পাচ্ছে, তাই দুলালকে চাচ্ছে,
দুলাল দুলাল বোলে ডাকলেরে, দুলাল ঘুচিয়ে দেয় রে ভ্রমের জাল।
দুলাল আমাদের আদর মণি, অসীম দয়ার খনি, রসিকের শিরোমণি,
মিত্র বলে দুলাল দুলাল বলেরে, আমরা এড়িয়েছিরে করালকাল॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

এই যে মানুষ রতন, অমূল্য ধন, জেনেছে যে জন।
সে কি কভু মানুষেরে করে অযতন।
কায়োমনোবাক্যজ্ঞানে, সদাই থাকে সেই ধ্যানে,
বারণ নাহি সে মানে, করিলে বারণ।
বসায়ে হৃদিমাঝারে, দিবা নিশি হেরে তারে,
মন ফুলে নয়ন নীরে, পূজে তার চরণ।
মিত্র কয় এই মানুষেরে, চিন্তে আমি নাহি পেরে,
পড়িয়ে বিষম ফেরে, ভাবিতেছি এখন ॥২৪০৮॥

খাম্বাজ—খেমটা।

ওরে, হায়রে কি আজব কারখানা।
এবার এদেশে এসে, কল্লে বল কোন জনা।
ও কে জগৎ মাতালে, ওকে এক বোল বলালে,
প্রেমরসেতে একবারে দেশ ভাসালে,
কল্লে একসা হিন্দু মুসলমান, ভাব দেখে তা যায় জানা।
কুলের কুলবতী, কুল, ত্যজে লাজ ভয় কুল,
কার ভাবেতে এভাব ঘটে, কে ইহার মূল,
দীন মিত্র বলে ঠাওরাতে হই বাঁশ বনেতে ডোমকানা ॥২৪০৯॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

এলেম এ ভূ নিত্যধাম আমরা সবাই গো।
দুলালচাঁদে একবার দেখলে পূর্ণ হবে মনস্কাম।
কে আছিস দ্বার খুলে দেগো, দ্বার রুদ্ধ আর রাখিসনে গো;
ত্বরায় প্রবেশ করিয়ে নেগো, কেউ যেন আর হসনে বাম ॥
দুলাল দেখতে কোরে আশা, অনেক দূরে হয় গো আসা;
জন্মেছে দেখবার পিপাসা, শুনে দুলাল গুণগ্রাম।
বসেছে দীন দয়াল বেশে, কাছে যাচ্ছে যে সে এসে,
শুনে এলাম দেশে দেশে, কৃপাকল্পতরু নাম।
সব সময় দ্বার খুলতে বারণ, থাকে যদি আদেশ এমন,
মিত্র কয় তা হবে খণ্ডন, জানালে সবার প্রণাম। ২৪১০ ॥

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

বঁধু তোমায় পেয়েছি এবার ; আমি তোমায় ছাড়ব না আর।
তোমার দয়ায় তোমায় পেয়েছি,
তোমার দয়ায় আমি তোমায় আশ্রয় করেছি,
তোমার জোরে তোমায় ধোরে রাখব এই ভেবেছি সার।
এতদিন অদর্শন থাকি, বারে বারে আসায়, তুমি দিয়েছ ফাকি,
এবার তোমায় পেয়েছি দেখা, কেবল গুণে তোমার।
পালিয়ে যেতে আরো না দিব, চরণ ধোরে চরণ তলে পোড়ে রহিব,
দেখব তুমি কেমন কোরে ছাড়াইবে হাত আমার॥
তাতেও যদি চাও পালাতে, নাম ধোরে কাঁদব কেবল তোমার সাক্ষাতে,
মিত্র কয় আর কি যেতে পার্ব্বে, হয়ে তুমি কৃপাধার॥২৪১১॥

মুলতান—তিওট।

ওগো মা সতী করি মিনতি। আমরা সভয়ে করি তোমায় প্রণতি,
তোমায় সহিত সম্মিলন, বন্দি গুরুর শ্রীচরণ, দুলাল পায় সঁপিয়ে মতি।
পরে বন্দি সঙ্গের সঙ্গিগণ, যত সব ভগবজ্জন,
দীন হীন মিত্র বলে, তুমি গো গতি॥২৪১২॥

বেহাগ—পোস্তা।

নাম জপ সাবধানে, বিহিত বিধানে।
সলল স্বভাব পরিহর, বৃথায় না কাল হর, রসনারে মত্ত কর নাম রসপানে,
করিতেছ যার সন্ধান, নামে সে যে বর্ত্তমান,
নামে মানস পূর্ণ জানো, শুনেছ কাণে।
যে করে নাম জপমালা, থাকে নাস্তির কোন জ্বালা,
নাম মহিমা যায় না বলা, সামান্য জ্ঞানে।
বিশ্বাস কোরে ভক্তি ভরে, নাম ধোরে ডাকলে পরে,
আনন্দময় বিরাজ করে, হৃদপদ্মাসনে।
দীন হীন মিত্র কয়, মনোভ্রান্তি নাহি রয়,
স্বভাব নির্ম্মল হয়, নাম উচ্চারণে॥২৪১৩॥

বেহাগ—পোস্তা।

ওহে তোমার নাম বিনে। ভরসা আর দেখিনে।
কিবা সুমধুর নাম, আনন্দ রসের ধাম, নামে পূর্ণ মনস্কাম,
জীবে যম জিনে।
নাম দুর্ব্বলের বল, নিঃসম্বলের হয় সম্বল,
নামে তরে যায় কেবল; অধম দীন হীনে।
নাম রসের রসিক যারা; নাম রস পানে মত্ত তারা;
হয়ে বাহ্য জ্ঞানহারা; রয় নিশি দিনে।
মিত্র কয় যা অসম্ভব; নামে তা সম্ভব সব;
নাম মহিমা কিবা কব; কইতে জানিনে ॥২৪১৪॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়খেমটা।

কাঁদলে মা বোলে, মা যে অমনি এসে লয় কোলে।
দয়াময়ী মা পেয়েছি রে, ও ভাই এবার আমরা সকলে।
ভাই রে আমাদের তো জ্ঞান নাই, চলিতে না জেনে তাই,
আমরা যখন ওঁছোট খাই,তখন দুঃখ হরা মা আমাদের রে,
আপনি আসিয়ে ধোরে তোলে।
এই যে যখন যে ঘটে দায়, কেবলি মায়ের কৃপায়, আমরা ত্রাণ পাই
তায়, দেখ মায়ের দয়া না থাকিলে রে, বাঁচা ভার হতো ধরাতলে।
দীন মিত্র বলে ওরে ভাই,মায়ের গুণে তরে যাই, নৈলে গতি ছিল না
এই যে কোন জ্বালা থাকে না রে ভাই,
একবার মার কাছে খাড়া হোলে ॥ ২৪১৫ ॥

বাহার—আড়খেমটা।

কর মন যতন প্রাণপণে, এই দুলাল ধনে, দুলালে করে যতন,
মিলবে রতন ততক্ষণে। দুলালচাঁদ গুণের নিধি; পার করে ভব জলধি
তার দয়ার নাই অবধি, নিরবধি শুনি কানে।
দুলাল চরণ সরোজে, মধুপ হয়ে থাক যোজে,
যে মধু তায় উপজে মত্ত হও সেই মধু পানে
কেবল দুলাল চরণ সার, আর যত সকল অসার,
মিত্র কয় গতি নাই আর, দুলাল বই জীবন মরণে ॥২৪১৬॥

আলেয়া—একতালা।

ভাস তার প্রেম তরঙ্গে। কেবল থাক তার প্রসঙ্গে।
জীবের তারণ, করিতে যে জন, কাণ্ডারী হইয়ে এসেছে বঙ্গে।
তাহার মতন পরম বন্ধু, অধমতারণ করুণা সিন্ধু,
মিত্র বলে ভাই, আর কেহ নাই,বিপদে সম্পদে ফিরিছে সঙ্গে ॥২৪১৭॥

ললিত—আড়খেমটা।

আমরা দুলাল কাঙ্গালিনী গো। তোরা সে ধনে ধনিনী গো।
তোরা অপার যতন কোরে প্রেমের ডোরে বেঁধে তারে রেখেছিস ধরে,
শুন্তে পেয়ে তোদের কাছে এলেম হয়ে ভিখারিণী গো।
দুলাল ভিক্ষা দিতে একবারে,প্রাণ ধরে যদি না পারিস কোন প্রকারে,
তবে দুলাল ধনে একবার দেখতে, দিতে কি পার্ব্বি নি গো।
দেখতে দিলে তোদের ক্ষতি নাই,আমরা চরিতার্থ হয়ে মনের সাধ মিটাই,
দেখিয়ে নয়ন সফল কোরে দে গো, হয়ে হিতকারিণী গো।
দুলাল কথা যেমন শুনেছি, অমনি পাগলিনী দেখ গো হয়ে পড়েছি,
দেখলে পরে আবার কি হবে তা, মিত্র কয় জানি নি গো ॥২৪১৮॥

বিভাস—খেমটা।

দুলাল ঐ যে ভেরী বাজাচ্ছে দুলাল চাঁদ বাজিয়ে ভেরী,
যারে তারে মাতাচ্ছে। (ওরে ভাই)। দোলের উপলক্ষ করি,
বাজায়ে বিজয় ভেরী, কি পুরুষ কিবা নারী, সকলকে যে ডাকছে,
ঐ ভেরী রব মনের কাণে, শুন্তে পেয়ে স্থানে স্থানে সবাই সানন্দ মনে
দুলাল কাছে যেতে চাচ্ছে।
এমনি মন টেনেছে, অন্য চিন্তা দূরে গেছে, কেমনে যাবে ভাবছে,
থাকতে আর না পাচ্ছে, দুলালচাঁদ বাঁধিয়েছে রে গোল,
উঠেছে ভেরীর রোল, সকলের মুখে এক বোল দুলাল কেবল বলাচ্ছে
ইঙ্গিত কোরে বোলছে বাণী, পরস্পর জানা জানি, সকলকে কাণাকাণি,
যথা করাচ্ছে ভেরী রব ধন্য যে মানি, কি অপরূপ টানাটানি,
মিত্র কয় নাহি জানি, কি আনন্দে ভাসাচ্ছে ॥২৪১৯॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

আর যদি কেউ থাকৃত আমার তোর কাছে কি কাঁদতেম তবে
কেবল তোর ভরসা কোরে, প্রাণ ধোরে রয়েছি ভবে।
পড়িয়ে অকুল পাথারে, ডাকছি তোরে বারে বার,
কুল যদি না দিস আমারে, নামে তোর কলঙ্ক হবে।
অসাধ্য তোর কিছুই নাই, যা করিস হয় তাই,
অকূলে কূল যদি না পাই, কে তোরে দয়াল কবে।
অনুপায় দেখিস যে জনে, তার সহায় হোস ততক্ষণে।
মিত্র তবে কি কারণে, অনুপায় হয়ে রবে ॥২৪২০॥

সুরট—মল্লার।

ওগো আমার অকলঙ্ক দুলাল শশী, এই যে ভূতলে পড়েছে খসি
(নিত্যধাম গগণ হতে) (জীবে লাগাল পাবে বলে) (আপনা আপনি
ইচ্ছাকোরে) এ শশির নাই বৃদ্ধি হ্রাস, সমভাব বারোমাস,
অপরূপ রূপেতে প্রকাশ এ শশীর নিকটে যে যায় গো,
অমনি ঘোচে তার যে মনের মসি, (শশীর কিরণেতে,
সুধুই সুধাময় নয়, প্রেমমাখা প্রেমময়, সহজ রসের রসিক যে হয়;
সহজ রস বিলাবার তরে গো, সহজ রসেতে এসেছে রসি রসি
(আমার দুলাল শশী) ভাবসঙ্গীত চন্দ্রিকায়, ভ্রম তম লয় পায়,
হৃদি কুমদিনী ফুটে তায় ফুটে হৃদি কুমদিনী গো, অলি আপনি
আসি রয় গো বসি, (সহজ মানুষ অলি তাতে)।
জীবের মধ্যে চকোর যে হয়, এ শশীকে চিনে সে লয়,
সুধাপানে রত সদাই রয় সুধাপানে মত্ত হয়ে গো, সে যে থাকে
শশীর প্রেমে পশি, (চির দিনের মত) সুধাপানে পায় সে বল,
বাধ্য রাখে রিপু সকল, কোন অরি হয় না তো প্রবল।
শমনকে ভাগায়ে দেয় সে গো, এই যে লয়ে সহজ জ্ঞান অসি
(শশীর কৃপা ধরি) মিত্র বলে চেষ্টা কোরে, শশীর করুণা ধোরে
সুধাময় নামের জোরে শশীর কাছে যেতে পারে গো,
শশীর চরণ ধূলী মাখায় ঘসি। (আর কিছু না কত্তে পারি) ॥২৪২১॥

মুলতান—আড়খেমটা।

বলব কি তোরে ওরে দুলাল বলতে না জানি।
যা বলি তা বলি কেবল অমের কল্পনাতে অনুমানি।
জানি নে হয়ে ভ্রমান্ধ, কোন্‌টা তোর যে হয় পছন্দ,
কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, কোনটায় লাভ, কোনটায় হানি॥
মিথ্যাকে যে সত্য বলছি, আশার দাসত্ব কচ্ছি,
তাইতে আমি খাড়া হচ্ছি ভুলছি হয়ে অভিমানী॥
বর্জ্জি তোর যা নাইকো জানা তবু মন শুনে না মানা,
কত্তেছে কল্পনা নানা হয়ে যেন কত জ্ঞানী॥
বলা অভ্যাস তাইত বলি, যেমন অভ্যাস তেমনি চলি,
তাতে অপরাধ কেবলি, হতেছে যে মনে মানি।
যেমন হওয়া হয় প্রয়োজন, তোর ইচ্ছায় তুই চাস রে যেমন,
মিত্রে কোরে নে রে তেমন, দেরে তোর চরণ দুখানি।২৪২২॥

খাম্বাজ—ঠুংরী।

আহা! কি তোর মহিমা মাগো বুঝিতে নারি।
বুঝতে মানে হারী, আপনি ত্রিপুরারি।
মহিমা অনন্ত, জানে না অনন্ত,
ওমা ইন্দ্র চন্দ্র আদি সবাই তোর আজ্ঞাকারী।
যত অসম্ভব, কলি মা সম্ভব, ওমা দেখালি অপার দয়া,
গুণে আপনারি।
অন্ধ পায় নয়ন, বোবায় কয় বচন,
ওমা কালার হয় শ্রবণ, পুত্রবতী বন্ধ্যা-নারী।
মা তোর কৃপাবলে, পঙ্গু বেগে চলে ওমা যত ব্যাধিগ্রস্ত,
নব কলেবর ধারী।
চিত্তে চিন্তামণি, হলে মা প্রসন্ন,
ওমা অমনি নির্ব্বাণ করিস দিয়ে শান্তিবারি।
মিত্র বলে মাগো, একবার দিয়ে চাগো,
ওমা তোর কৃপা বিনে সতী মাই গতি আমারি।২৪২৩॥

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

যাবি কে পারে। পার হয়ে ভবসাগরে।
বেলা যায় রে ত্বরায় আয় রে আয়—পারের সুগম বড় এবারে।
দুলাল আপনি হয়ে কর্ণধার; এনেছে তরী এবার,
ঐ যে ডাকছে বারম্বার—বলছে আমি যে পার ক'রে দিব রে
পারের ভাবনা কেউ করিস না রে।
সে কুজন সুজন বাচ্চে না আর; রাখছে না জেতের বিচার
এলে অমনি কচ্চে পার,—এমন পারের সুগম আর হবে নারে;
চোড়ে বসগে তরির উপরে।
দীন মিত্র বলে যায়রে বেলা; হয়রে শেষ ভবের খেলা,
ও মন করিসনে হেলা,—কেন এখন বিলম্ব কচ্চিস রে;
এ সুসমাচার পাবার পরে ॥২৪২৪॥

জঙ্গলা—ঠুংরী।

ওহে মানুষ তোমায় আমি চিন্তে কি পারি; তুমি ভবার্ণবের কাণ্ডারী।
অসীম মহিমা তোমার; বুঝতে সাধ্য নাহি আমার;
কাঙ্গালে করিতে নিস্তার; হও হে কাঙ্গাল বেশধারী।
চিনিতে যদি পারিতেম; তবে কি তোমায় ভুলিতেম;
হৃদয়ে তোমায় রাখিতাম; করিয়ে হৃদয় বিহারী।
মিত্র বলে যে তোমারে; চেনায়ে দিবে আমারে;
তার মত এ সংসারে; কে আছে আর উপকারী ॥২৪২৫॥

বাহার—খেমটা।

তোমায় ছেড়ে ওহে মানুষ কার কাছে আর যাব।
তোমার মতন ব্যথায় ব্যথিত; আর কি কোথাও পাব।
ভ্রমের পাকে ঘোর বিপাকে; পড়িয়ে ডাকি তোমাকে
মনের বেদন কোরে কাকে; তাপিত প্রাণ জুড়াব।
মিত্র ভণে তোমা বিনে; কে দয়া কর্ম্মে এ দীন হীনে;
ধরিয়ে কার চরণে এ শমন দায় এড়াব ॥২৪২৬॥

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

অবলা মজায় ঐ দুলাল গুণমণি।
আমি যে মজেছি লো সই; হয়ে কুলরমণী।—
দুলাল চাঁদকে দেখবার আশে; এসেছিলাম দুলাল পাশে
একবার হেরে প্রেমের পাশে; বদ্ধ হলেম অমনি।
মন আমার গিয়েছে ভুলে; ত্যজিনি স্বজন কুলে;
বিসর্জ্জন দেওয়ালে কুলে; গুণ জানে ও এমনি।—
দেখতে ওরে ভালবাসি; তাইতে এখানেলো আসি;
হয়ে ঐ চরণের দাসী আছি দিবা রজনী।—
এসেছিস যদি এখানে; ফিরে যাব মানে মানে;
চাসনে লো ঐ দুলাল পানে; চাইলে এমনি হবি ধনি।—
দীন মিত্রের এই বাণী; সে যে বড় ভাগ্যবানী;
হয়ে আছে যে কামিনী দুলাল প্রেমাধিনী ॥২৪২৭॥

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

মনের ভ্রমে দুলাল মণি, ভুলে যে গিয়েছি রে॥
অনুমান হয় হেন যেন হারায়েছি রে॥
আত্মবিস্মৃতি হয়েছি; এমনি ভুলে গিয়েছি,
মনে নাই কোথায় রেখেছি, কি ফেলে দিয়েছি রে॥
ভাগ্য যোগে দুলাল মণি, কুড়িয়ে পেয়ে যে অমনি,
হৃদয়ে রেখে সজনি, পুনঃ না পেতেছি রে॥
বার বার কত বার খুজে হৃদয় রত্নাগার,
অন্বেষণ না পেয়ে তার, কি হলো ভাবতেছি রে॥
সে যে রতনের ধন, রয় না হলে অযতন,
অযতনে হয় এমন, নিশ্চয় জেনেছি রে। ২১৬৭ ॥
সে ধনে হয়ে ধনিনী, ছিলেম যে সই সুখিনী,
এখন দুলাল কাঙ্গালিনী, হয়ে কাঁদিতেছি রে॥
তোরা কেউ এ ধরায়, যদি পেয়ে থাকিস তায়,
মিত্র কয় ফিরে দে আমায়, মিনতি কত্তেছি রে! পায়ে যে ধত্তেছি রে॥

বেহাগ—পোস্তা।

রসের বঁধু মধুকর। রসিক মনোহর।
মহাভাব যৌবন সময়; আপনা হতে হোলে উদয়;
হৃদনলিনী প্রফুল্ল হয় অতি সত্বর।
ফুটলে হৃদনলিনী বঁধু, উপজে তায় মধুর মধু,
সেই মধু পানে; বঁধু হয় তৎপর।
মধুপান করবার তরে; মধুব্রত ভ্রমর করে,
ফুল বঁধু পেলে পরে; হৃষ্ট অন্তর।
যখন রসের বঁধু পায়; রত হবে থাকে তায়;
স্থানান্তরে নাহি যায় সে রসিকবর।
ফুল্ল হৃদনলিনী বনে; বঁধু মধুপ মত্ত মনে;
বিহার করে সঙ্গোপনে; সর্ব্বগোচর।
দীন মিত্র ভাবে ভবে, এমন সুদিন কবে হবে;
হৃদনলিনী ফুটে রবে আসবে নাগর ॥২৪২৯॥

বসন্ত বাহার—আড়খেমটা।

এসে ঘোষপাড়ায়। আমি পরেছি কি বিষম দায়।
মন আমার কেমন হয়েছে লো, ঘরে ফিরে যেতে আর না চায় ॥
আমি কারো কথায় কান না দিলেম, গুরু জনে লুকিলে এলেম;
এসে ফেরে পড়িলাম, দুলালচাঁদের চাঁদ মুখ হেরে লো
আমি হলেম পাগলিনী প্রায়।
আগে জানতেম যদি এমন হবে, এখানে কি আসতেম তবে,
ত্যজি স্বজন সবে, এসে দুলালে না হেরতেম যদি লো,
ও সই এমন ত হোত না তায়।
দুলাল হেরে কেন প্রাণ জুড়াল, কেন তারে বাসলেম ভাল,
বুঝতে পারেন না তা লো, লোকে মন্দ বলবে লো,
আমি পড়ে সব দুলাল পায়।
দীন মিত্র বলে মনে গণি, দুলাল যার আদর মণি; ধরা ধন্য সে ধনী,
সে ধনীর মতন না হলে তো, জীবন ধারণ ধরায় বৃথায়। ২৪৩০ ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কখন নয়নে আমি, হেরেছিলাম সেরূপ সখী।
যখন যেখানে থাকি, নিরবধি তাই নিরখি।
কি নিদ্রা কি জাগরণে, সদাই সে রূপ পড়ে মনে;
ভুলিব তারে কেমনে, দেখা দেয় লো হৃদে থাকি।
প্রতিবাদী যত আছে, প্রকাশি নে কারো কাছে,
কেড়ে তারা লয়লো পাছে, সেই ভয়ে লুকায়ে রাখি;
সে যে গোপনের ধন, রাখি তাই কোরে গোপন;
মিত্র ভাবে প্রতিক্ষণ, পালায় পাছে দিয়ে ফাঁকি। ২৪৩১ ॥

ললিত—আড়াঠেকা।

দয়াময় নামের ফল কি আমার ভাগ্যে এই ফলিল।
সংসার সাগরে পোড়ে, হাবু ডুবু খেতে হলো।
তুমি পরম দয়াময়, জেনেছি তা নিশ্চয় তবে কেন এমন হয়,
মর্ম্ম বুঝা নাহি গেল।
সংসার সাগর সুবিস্তার, যাতনা ঢেউ অনিবার,
কেমনে হইব পার, সাতার জানিনে—
সাঁতার দিতে জানে যারা, অনায়াসে পার হয় তারা,
মিত্র সাতার নাহি জানে উপায় কি হবে বল ॥২৪৩২॥

বাহার—আড়াখেম্‌টা।

চেয়ে দেখনা ওলো সই, চাঁদ দুলাল বোসে ওই।
আমাদের আদরের ধন, কে আছে আর দুলাল বই।
দুলাল কই দুলাল কই, এই যে বলতেছিলি সই, তাই, তাই
আমি তোরে কই, দেখনা ওলো রসময়ী। (চেয়ে)
ভক্ত সব লয়ে কাছে, মজলিসে ওই বসে আছে,
লোকে মন্দ ভাবে পাছে, আড়নয়নে চেয়ে রই।
মাথায় তাজ ফকির বেশে, বহির্ব্বাস কটিদেশে,
মগ্ন আছে ভাবাবেশে, চাঁদ মুখ হেরে মোহিত হই॥
সারিঙ্গে দিচ্ছে ঐ সুর, শুনলে সন্তাপ হয় লো দূর,
মিত্র বলে কি সুমধুর, একবার শুনলে ভোলবার নই। ২৪৩৩ ॥

মুলতান—আড় খেমটা।

মানুষের কথা তোরা বল গো বল।
শুনলে যার কথা ; যায় গো ব্যথা তাপিত প্রাণ হয় শীতল।
তার কথা যে যা জানিস ভাই ; প্রকাশ করে বল না তোরা ;
শুনে কান (প্রাণ) জুড়াই ; তার কথায় ওকি গুণ আছে
শুনে পাষাণ হৃদয় হয় কোমল।
তার কথা অমৃত সমান ; শুনতে শুনতে জন্মে ক্রমে অজ্ঞানের জ্ঞান ;
তার কথা শুনলে নয়ন জলে ভেসে যায় গো ভাবীর বক্ষঃস্থল।
তার কথা যতই শুনা যায় ;
শুনতে শুনতে শুনবার ইচ্ছে ততই বাড়ে তার ;
তাইতে মন আমার পাগল হয়ে, তার কথা শুনতে চায় কেবল।
মিত্র বলে কি বলিব আর ; সকলি অসার কেবল মানুষ চরণ সার ;
আমার মানুষ গতি মানুষ পতি ; ওগো মানুষ আমার বুদ্ধি বল ।২৪৩৪।

মুলতান—আড় খেমটা।

এখনো ঘুমের ঘোরে রৈলি মন।
তোরে জাগালেও জাগিলিনে, না জানি তোর ঘুম কেমন।
করুণাময় করুণা করি, ও তোর কানের কাছে বাজিয়ে দিলে
সত্য নাম ভেরী, তাতে একবার ওতুই জেগে উঠে;
আবার ঘুমে হলি অচেতন।
এই ভেরী রব শুনে শ্রবণে আর না ফুরাবে যদি থাকতিস চেতনে,
তবে প্রেমানন্দে মগ্ন হয়ে ; ও তুই কত্তিস প্রেম রস আস্বাদন ;
ঘুমিয়ে যদি জীবন কেটে যায়,তবে আর শেষ কালেতে হবে কি উপায়,
তবে কবে আর কর্ব্বিয়ে তুই ওরে বল নারে সত্য যাজন।
তার কাজ সে করেছে ভাই ;
তোর যে কাজ আছে তাতো তোর করা চাই ;
দীন মিত্র বলে নৈলে কি অমনি মিলিবে সে অমূল্য ধন ।২৪৩৫।

নগর সংকীর্ত্তন।

১৩০৫ সালের দোলপূর্ণিমা তিথি হইতে কলিকাতায় হরিনামের অপূর্ব্ব বন্যা আসিয়াছিল। প্রতি পল্লীতে পল্লীতে হরিনাম সংকীর্ত্তন হইয়াছে, মহামহোৎসব হইয়াছে সেই উপলক্ষে যে সকল সংগীত রচিত হয়, তাহাই নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ষ্টার থিয়েটার।

কীর্ত্তন।

ওরে ধরাভেসে যায়রে হাধার প্রেমধারে।
নৃত্যনটবর কেবা যোগীবর প্রেম ঢালে দ্বারে দ্বারে।
কনোয়া তনু কিবা ঝমকে, প্রেম-আহা চারু-চোখে চমকে,
নাচে ঠমকে ঠমকে আহা আহা আহা পড়ে ঢলে ঢলে বারে বারে।
নয়নেতে ধারা শাওনেয় জল, প্রেমে মাতি নাচে ধরা টলমল,
বরবপু বিভূষিত সিত পীত তুলসী-হারে॥
হুহুঙ্কারে গোরা বলে হরিবোল,
যে জুড়াতে আসে তারে দেয় কোল,
কারে নাহি বারে যবন চণ্ডাল পাষণ্ড পাপাচারে।
আহা কিবা সুধাধাম, ঐ হরিনাম, বলরে রসনা বল অবিরাম,
(ওরে) যে শিখালে নাম সে পুরাবে কাম—
নিয়ে যাবে তোরে ভবপারে।
দাও বাসনা ভাসান, তোল নামের নিশান,
ঐ নাম হরিনাম-মৃতুরা নামরে, সদা ফুকারে।
হবে শিব ওরে জীব জিহ্বারে নামটী শিখারে। ২৪৩৬।

সংকীর্ত্তন।

বড় অসময়, ভাই প্রেমময়, পড়েছে তোমারে মনে।
তোমা বিনা হরি, কারে ধরি তরি, ডাকি বল কোন জনে॥
(একি।) ভীষব করাল, ব্যাধি এলো কাল,
বিষম জঞ্জাল, তরঙ্গ উত্তাল,
নন্দলাল উচ্চরোলে ডাকিছে সঘনে।
(হরিবোল—হরিবোল—বোল হরি হরিবোল)
কুদিন বাতাসে, পড়েছি নিরাশে,
প্রাণের তরাসে, মরি হাহুতাশে,
কালশশী দেখ আসি, রাখ রাখ চরণে।
(হরিবোল—হরিবোল—বোল হরি হরিবোল)
ধরণী কাঁপায়ে, আকাশ ভাসায়ে,
তোল হরি হরিবোল ;—
ধরিব শ্রীপদে, তরিব বিপদে,
হরিনাম পান কর জনে জনে ;—
প্রাণ যায় শ্রীমরায় দেখ করুণা-নয়নে॥
(হরিবোল—হরিবোল—বোল হরি হরিবোল)॥ ২৪৩৭।

গভর্ণমেণ্ট প্রিণ্টিং ইণ্ডিয়া।

"হরিনামামৃত পান সবে কর ভাই।
এমন নাম কখন শুনি নাই॥
হরি নাম যে করে সার, ভবে ভাবনা কিবা তার,
নামে যায় মহাপাপ, রোগ, শোক, তাপ, সংসার বিকার।
নামে জগাই মাধাই তরে দুভাই, নাম শুনায় গৌর নিতাই।
(মধুর হরি নামের গুণে রে)
২। ভক্ত প্রহ্লাদের প্রাণ, নাশ করিবার বিধান,
হিরণ্যকশিপু দিল বিষ করিতে পান।
নামে গরল অমৃত হলো, প্রহ্লাদ বাঁচিল ভাই।
(মধুর হরিনামের গুণে রে)॥ ২৪৩৯॥

৩। যত যোগ যোগের সাধন, আর জপ, তপ, আরাধন,
হরি নাম সাগরের অগাধ নীরে বুদ্‌বুদ্ যেমন।
হরি নাম সাগরে মগ্ন যে জন, তার কি সাধন আরও চাই॥
(বোল হরিবোল বলেরে)

৪। পরিব্রাজক বলে সার, নামে নাইকো জাত বিচার,
নামে মূর্খ জ্ঞানী আচণ্ডালের সমান অধিকার।
ভুলে নামের নিশান, নাম কর গান, হরিবোল বল সবাই॥
(বোল হরিবোল বলেরে)॥ ২৪৭৯

সভাপতি—শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাইকপাড়া চতুর্থ বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে সংকীর্ত্তন।

নন্দদুলাল ব্রজগোপাল ভূপ ভূপাল হরি হে।
জয় কৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্রবদন, ভবসাগর তরি হে॥
রাধিকা হৃদিবিহারি শ্যাম, বংশীধারী বঙ্কিম ঠাম,
ফুল বনকুসুমদাম পাতকী পাপহারি হে॥
মনোমোহন রাঙ্কানয়ন গোপিনী মনোরঞ্জন,
চারু পীতধড়া শিরে মোহন চূড়া, ভীত চিত ভয়ভঞ্জন,
দৈত্যবিজয়ী হৃষিকেশ, চন্দন মাখা মোহন বেশ,
গে বর্দ্ধন ধরা পরেশ, বৃন্দা বিপিনচারি হে।
কোথায় দীনবন্ধু, করুণাসিন্ধু,
তোমায় দীন হীন কাঙ্গালে ডাকে,
গৌর এস হে হৃদিমন্দিরে,
তোমায় দীন হীন কাঙ্গালে ডাকে
আমার বড় সাধ ও সাধ আছে মনে
তোমায় হেরব আমি প্রেম নয়নে,
আজি মুকুল জীবন, আকুল তুফানে,
ভেসে যায় জনমের মতন,
হয়ে অকূলের কাণ্ডারী মুকুন্দ মুরারী তারহে তারণকারণ॥

তোমায় দীন দয়াময় সবাই বলে হে (হরি হে)
তব চরণ রেণু পরশে, পাষাণ মানব হলো অনায়াসে,
একবার ঐ চরণ, চরণ ধোয়েছিল,
তাহে দ্রবময়ী গঙ্গা হলো,
দেহ মাথে অনাথে, রবিজ যাতনা রবেনা,
আর আমার, তোমার সাধ মিটায়ে হেরি হে
তোমায় হৃদি সিংহাসনে রাখি সযতনে সাধ মিটায়ে হেরি হে,
(ও হে বাঁকা সখা দাও হে দেখা) । ২৪৪০

কেবল হরি বল হরি বল হরি বল সব।
হরি হরি বোলে বাহু তুলে নাচ সর্ব্বক্ষণ ।
বল অনুরাগে হরি, বীতরাগে হরি,যতনে হেলায় হরি,
হরি সাধনের ধন, পরম রতন বাঞ্ছাকল্পতরু হরি,
হেন সুধামাখা নাম, বল অবিরাম, করনা তার অযতন
দেখ পঞ্চমুখে হর জপে নিরন্তর, বিধি বিষ্ণু সদাক্ষণ।
এ নাম নারদ করে গান, বীণায় ধরি তান,
বদনে বলয়ে হরি,
এ নাম প্রহ্লাদের আহ্লাদ, ধ্রুবের সুপ্রভাত
সোপী ঋষির প্রাণহারী
আবার গৌররূপে হরি,নদে অবতরি,ক রলেন নাম প্রচার
ভক্ত নিতাইকে লইয়ে, হরি নাম বিতরে
জগাই মাধাই করেন পার।
ভবে কি ভয় ভাবনা, হরিবোল বলনা,
ভব পারে কর গমন।
এস পাপী তাপী বলে, হরি হরি বোলে,
যাই শান্তি নিকেতন। ২৪৪

শ্রীকীর্ত্তিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

দরজিপাড়া হরি-সংকীর্ত্তন।

রূপক।

ভক্তাধীন দীন দয়াময়।
তব নামে হরে ভবভয়।
বেদে কয় তুমি হরি কৃপাময়,
আমায় করুণা করহে করুণাময়॥
নব-নীরদ নিন্দি কায়, মরি হায় কিবা শোভা পায় (দীননাথ)
মোহন চূড়া শিরোপরে, শিখি পুচ্ছ শোভা করে,
মধুর মুরলী করে মনোহর,
মোহে মুনি মন হেরে রূপ মনোময়॥

পঞ্চম শোয়ারি।

শ্রবণে কুণ্ডল করে ঝল মল।
ভাবের উপর চল চল করে তায়—
প্রেমরূপ হেমমণি রসিকের শিরোমণি,
হৃদয়ে কৌস্তুভমণি শোভা পায়—(আহা কিবা) ২৪৪২

লোফা।

পীতবাস পরি কি সেজেছ মরি,
স্বর্ণ পত্রে ঢাকা যেন নীলকান্তমণি, (তুমি হে শ্রীহরি) ২৪৪৩

ছোট দশকুশি।

শ্রীরাধারে লয়ে বামে, উদয় হওহে হৃদয়ধামে,
ও যুগলরূপ প্রতিক্ষণে দেখি হে, হৃদয় বৃন্দাবনে॥ ২৪৪৪

আড়খেম্‌টা।

সুখ হরিনামের সুধা আর কে নিবি আয়,
বিকায় বিনিমূলে ভবের কূলে,
পান করিলে ঘুচবে ক্ষুধা।

মেলতা।

হরি চরমকালে দিও দীনে পদাশ্রয়॥ ২৪৪৫

প্রেমানন্দদায়িনী হরি সভা।

সুধামাখা হরিনাম, এনেছে সিতাই।
সবে হরি ব'লে, বাহু তুলে নাচি এস ভাই॥
কত মহাপাপী ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল,
তার সাক্ষী দেখ ভাই জগাই আর মাধাই;—
প্রহ্লাদ অতি শিশুকালে, ডেকেছিল হরি ব'লে,
বিষপানে জীবন পেলে দেখ ওরে ভাই;
হরিনাম সংকীর্ত্তন, এস প্রিয় ভক্তগণ,
মনের সাধে সকলে হরিগুণ গাই।
(হরি বল হরি বল হরি বল ভাই)
এ সার মরণকালে, হরি নাম ভুলিলে,
কি হবে অন্তিমকালের গতি ওরে ভাই;
গণা দিন ফুরায়ে গেল, সবাই একবার হরিবল,
হরিনাম পথের সম্বল করো ওরে ভাই;
(হরি বল হরি বল হরি বল ভাই)॥ ২৪৪৬
কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীহিরালাল গুরাই।

হালতু হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা।

মন তুমি এত।
কাল ভয়ে ক্ষুব্ধ আছ কি জন্য, তোমার দেহেই আছে বৃন্দাবন,—
তাহে কৃষ্ণ বিরাজিত।
কেবল চক্রধারীর চক্রে ষটচক্রে, আছে রুদ্ধ করি উর্দ্ধ পথ—
সেই পথ করে দিব, (আমার মন)
হও হরির চরণ শরণাগত। ২৪৪৭
ডাকরে মন তাঁরে।
(একবার) তারে তারে ডাক তাঁরে
এ বিনে ভব দুস্তারে বলরে আর কে নিস্তারে;
সাধিয়ে রসনা যত্ন, জপ সেই মহামন্ত্র,
মনে প্রাণে ঐক্য করি রসনাতে বল হরি॥

(হরি) নীল নলিন নবঘন, দলিতাঞ্জন শ্যাম বরণ—
তাহে পীতবসন, অঙ্গেরই ভূষণ,
জগজ্জন মনোরঞ্জন। (মরে যাইরে রূপের বালাই লয়ে)
যদি বল মন কিসে পাব তাঁরে,
সেই নিত্য বস্তু কোথায় বিরাজ করে;
(চলে) শিরসি—সহস্রদলে, (আমার)
নীলকমল তাহে দোলে—ও সেই চরিপদেরে—
ও মন করে সুধা—
সেই সুধাপানে না রয় ক্ষুধা॥
একবার চল রে মন ও সে স্থানে যাই—
সেথা যমের অধিকার নাই। (ওরে ও আমার মন)
সুষুম্নার সূক্ষ্ম দ্বারে সে পথে গমন করে;
পান কর শ্রীহরির চরণামৃত॥ ২৪৪৮

শ্রীকেশবমোহন দাস দাস।

ভবানীপুর কাঁসারিপাড়া হরিনাম সংকীর্ত্তন।

ছড়া বৃথা চিন্তা পরিহরি, স্মর হরি ওরে আমার মন।
(ভব) সাগরে যদি পার হবি [illegible] আমার;
লও শরণ হরি চরণেতে [illegible]
হরি ভব কর্ণধার, তরী [illegible] তার,
ঘুচবে ভব ভার ভাব [illegible]॥
মহড়া—(১) অসার সংসার রসে, মজে [illegible];
রসনা রসাও নাম [illegible]
(মুক্তি শুভ সার রে মানস) [illegible] কাটাও—
(এই) দেহে প্রাণ যতদিন—হরিগুণ [illegible] (কোরে রিপু জয়)।
কালান্ত কৃতান্ত এলো ওরে ভ্রান্ত মন [illegible]
নিতান্ত নাশিবে শমন—সাধের [illegible]
যদি চাও মন কালে জিনিতে; (ভক্তি ভাবে [illegible])
ভাব হরি চরণ, শমন দমন,
তুলনা যেন ভ্রমেতে, হরি পদ বিহনে—(বিপদের [illegible] হরি);
শমন তাড়নে ত্রাণ পাবিনারে কোনমতে।

হরি সারাৎসার, সর্ব্ব মূলাধার, নিত্য নির্ব্বিকার—
মন ত্যজ মিছে কাজ, পূজ হরি পদাম্বুজ ; সে পদ পঙ্কজ পেলে
জুড়াবে হৃদি সরোজ।
গুরু দত্ত ধন, হরিগুণ গান, কর অনুক্ষণ মন।
জঠরযাতনা ভুগিতে হবে না, যাতায়াত হবে নিবারণ।
কারে আপনার, ভাব মন আমার, এ সংসারে কেবা কার।
মিছার ছার সংসারে হরি নাম কর কর সার।
বাহু তুলে হরি ব'লে নাচ্‌নারে আনন্দে ; (যুগল) ;
হরি নামানন্দে, সদানন্দ, মত্ত মহানন্দে।
স্মর হরির শ্রীপদ, হরের সম্পদ ; হরি অনায়াসে নিরাপদ,
অন্তে পাবি মোক্ষপদ।
নয়ন মুদিয়ে, দেখনা হৃদয়ে ; হরির মোহন রূপ ; (মন) ;
(কিবা) বামেতে শ্রীমতী, পরমা প্রকৃতি, মূরতি অতি অনুপ ; (যুগল)।
স্মর হরি, জপ হরি, ধ্যানে হরি জ্ঞানে হরি ; হরি রূপ হের
সর্ব্বরূপে ; (হরি সর্ব্বরূপে রে) ; সর্ব্বাতীত সর্ব্বময়,
হরি দীন দয়াময় ; যোগে যোগী না পায় স্বরূপে ; (হরি ভক্তাধীন রে)
মেলতা—ত্যজি বিষয় বাসনা, হরি বোল বদনা—
হবে ত্রিতাপ যাতনা মন নিবারণ। ২৪৪৯

শ্রীব্রজমোহন দাস সম্পাদক।

মাণিকতলা বাজার-সাধারণ হরিসভা।

উচ্চ-স কীর্ত্তন।

মহড়া।

নগরবাসিগণ, এস সর্ব্বজন, করি হরিনাম ভরিয়ে বদন।
আর থেক না মায়ায় ভুলে, তাঁরে ভুলে, এ ভূতলে ;
ও ভাই, হরিনাম বিনা নাই আর অন্য ধন। ২৪৫০

পর মহড়া।

অজ্ঞান অন্ধ দারে পড়ে থাকবিরে কত কাল,
ক্রমে নিকট হ'ল, সে বিকটকাল (ওরে ভাইরে।)
যদি শমনের হাত হতে, চাওরে ভাই এড়াতে,
তবে হরি বল, হরি বল আজীবন কাল। ২৪৫১

পঞ্চম সওয়ারি।

বিপদে সহায়, কেবল হরি দয়াময়,
নতুবা আর কেহ নয় আপনার। (ওরে ভাই!)
হরি ভব-ভয়-হারী, হরি ভবের কাণ্ডারী,
হরি বিনে কে করিবে ভবে পার॥ (দেখ ভেবে,)॥ ২৪৫২

লোফা।

কিছুতে যাবেনা, (ও ভাই!) পাপের যাতনা,
ও ভাই হরির চরণ বিনা, বৃথা যাগ যজ্ঞ তীর্থ পর্য্যটনা,
(প্রেম ভক্তি বিনা, হরিসাধন বিনা,)
ও ভাই, মুক্তিধামে যাবে যদি, তবে তাঁকে ডাক নিরবধি,
(মন প্রাণ খুলে, হরি হরি ব'লে।
ও ভাই, ভবের খেলা, তুলে ফেলে,
এস শরণ লই তাঁর চরণতলে. (আর থেকনা ভুলে,
ও ভাই হরিনামে যদি না মজিবে,
তবে পাপের জ্বালা কে ঘুচাবে,
(পতিতপাবন বিনা, অধমতারণ বিনা, মধুসূদন বিনা,) ২৪৫৩

ধামাল।

মনের আনন্দে আয় বেড়াই নগরে, সকল দ্বারে দ্বারে,
হরি হরি হরি বলে, নেচে নেচে বাহু তুলে, (ভাইরে,)
এস সবে ডাকি মিলে উচ্চৈঃস্বরে।

মেলতা।

মিছে অসার সংসারে নাই আর প্রয়োজন।

হিন্দুর সন্তানগণ! হের সর্ব্বজন!
আর্য্যাবর্ত্তে "আর্য্যধর্ম্ম" পুনঃ জাগরণ॥
পর সবে ধর্ম্ম-বর্ম্ম, হও—এক প্রাণ।
ছাড়, ভাই হিংসা, দ্বেষ, মান, অপমান।
খোট্টা, বাড়োয়াড়ি আর উৎকল, বাঙ্গালী—
পরহংসী, দত্তী আদি মিলিয়া সকলি—

"হরিনাম"-ব্রহ্ম-অস্ত্র করিয়া ধারণ —
"ষড়রিপু" সনে এস—যুঝি অনুক্ষণ॥
মধুর মৃদঙ্গ তালে—বাজুক্ ধমনি।
করতাল তালে—জিহ্বা, নাচুক্ আপনি॥
সিংহার ব্রহ্মতেজ নাম—করুক্ নাসিকা।
ঊর্দ্ধে তুলি দুই বাহু—উড়াও পতাকা॥
বাহ্যিক উৎসব হেরি—অন্তরে প্রবেশি—
এস ভাই হৃদি মাঝে, হেরি—কালশশী॥
সে "শশী" হেরিয়ে "প্লেগ" সাধ্য কিবা রয়।
মুহূর্ত্তেই দগ্ধীভূত হইবে নিশ্চয়॥
বাজুক্ খোল করতাল, বল—হরি হরি।
পালায় পালায় অই প্লেগ মহামারি।

তিওট।

আমার হৃদকমলে, ধরি যুগলরূপ, একবার দাঁড়াও মধুসূদন।
দাঁড়াও ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমে, চূড়া হেলায়ে বামে,
করে বংশী ধরি,
আধা বামে লয়ে, সাধের রাই কিশোরী,
একবার অধীনে কৃপাকরি, সদয় হও বংশীধারী,
আমরা যুগল রূপ করি দরশন। ২৪৫৪

লোফা—একতালা।

দয়াময় হরি, বাঁকা বংশীধারী,
(তোমার একবার চরণ দিতে হবে হে)
(আমরা ঐ চরণের অভিলাষী হে)
হরি বা জান তা ঐ কর তুমি,
তোমার চরণ সেবায় রইলাম আমি,
(ওহে রঘুনাথ, আহা রে)
তোমার চরণের ঐ ধারে ধারে,
কত যোগী ঋষি ধ্যান করে,
(চরণ পাবার লাগে, আহা রে)। ২৪৫৫

পঞ্চম সোয়ারি।

এই বাসনা মনে মাত্র, সচন্দন তুলসীপত্র,
(হরি হে ও দীন দয়াল হে) দিব তব অভয় চরণে,
(আমার বাসনা পূরাতে হবে)

মেল্‌তা।

আমি আনন্দে পূজ্‌বো যুগল শ্রীচরণ (হরি হরি ব'লে রে)

ওহে জগজ্জীবন! হরি, যায় হে এ দীনের জীবন অকারণ।
আমি আসিয়ে সংসারে মত্ত আছি অসারে,
তো'মায় পাসরে, গতি কি হবে হে কৃষ্ণ কংসারে!
(ওহে) তুমি অগতির গতি, আমি পাতকী অতি,
একবার দেখবো হে কেমন পতিতপাবন॥ (হরি) ২৪৫৬

লোফা।

ভব-ভয়হারি, পাপ-ক্ষয়কারি (আমি পড়েছি বিষম তুফানে)
(প্রাণ যায় হে বুঝি পাপার্ণবে) এই পারাবারে, হরি তরিবারে,
(পারের সম্বল কিছু করি নাই হে)
(আমার সাধন বল নাই দয়াময়)
কেবল ভরসা ঐ চরণতরী. (আর কিছুই নাই হরি হে)। ২৪৫৭

সোয়ারী।

বৃথা কাজে গেল দিন, আগত শেষের দিন
(দয়াময় ওহে ও দীননাথ) কি হবে হে এ দীনের উপায়?
(যে দিন শমন এসে, ধরবে কেশে)
(সে দিন কেহ তো দেখবে না চেয়ে)

মেলতা।

তাই কাতরে ডাকি হে কালবারণ! (হরি হরি ব'লে হে)

শ্যামবাজার হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা।

(তিওট)

হৃদয়-কুঞ্জ বনে কুঞ্জ-বিহারী,—
এস কিশোর, বামে ল'য়ে কিশোরী।
দাঁড়াও প্রেম-যমুনা-পুলিনে আশা-কদম্ব বনে,
(বাঞ্ছা এই মনে)
জুড়াক শ্রবণে শ্রবণ, বাজাও বাঁশরী।
নটবর বেশে, হে নিরদবরণ,
দাও হে দরশন, জুড়াক হে দর্শন,
দাঁড়াও বাসনা-ব্রজধামে, চূড়া হেল'য়ে বামে,
(ত্রিভঙ্গ ঠামে)
যেন নয়নে নবঘন রূপ হেরি॥ ২৪৫৮

(ঝাঁপতাল)

হৃদি-পদ্মাসনে হরি, বিহরহে ব শীধারী,
সুমাধুরি যুগল মিলনে (এই মানস-কুঞ্জ-কাননে)।
যেমন রাখাল সেজে, রাখাল মাঝে,
(ওহে গিরিধারি!) তুমি গোচারণ করিলে হরি॥
আমার হৃদি-ক্ষেত্রে, ভক্তি-ধেনু—
শুনে মোহন বেণু, তব নিকটে থাকিবে কানু॥ ২৪৫৯

(ঝাঁটি)

তব চরণ-সরোজ, করিয়ে স্মরণ, প্রহ্লাদ পাইল জীবনে জীবন;
আমার এই অভিলাষ মনেতে—
যেমন বলি রাজার ধন্য, দিয়ে শ্রীচরণ,
করিলে হে বামন রূপেতে॥
যেমন সুধন্বা-প্রেম, (ও) প্রেম-ভক্তি জোরে,
সেত জীবনান্তে পেলে মুক্তি-পদ তোমায় হেরে॥ ২৪৬০

(ছোট চৌতাল)

ষড় রিপু-ক শচর, কৃপা-বাণে ধ্বংস কর,
পিতাম্বর মোহন মুরারি, করি এই মিনতি হে—
(তব শ্রীচরণে)

আমার পাপরাশি দূরীভব, করিয়ে হে শ্রীমাধব,
আবির্ভাব হও হে কৃপাসিন্ধু, পূরাও এই বাসনা হে ;
(ওহে কালসোনা) ॥ ২৪৬১

(একতালা)

আর অভিলাষ, ওহে পীতবাস,
আছে এই মনমনে।
(ও সেই) কমলা-সেবিত, সুধাংশু-জড়িত
কৃপাঙ্কুর যে চরণে।
(চরণ দিতে যে হবে হে) (দাসে নিজগুণে)
(ওহে রাধা-বল্লভ) ॥২৪৬২

(মেলতা)

ও সেই জাহ্নবীর জন্ম যে পায়, সেই ত জগতের উপায়,
মম বাঞ্ছা তায়।
দিব সচন্দন তুলসিতে হে হরি ॥ ২৪৬৩

যুগল প্রার্থনা।

একবার বিনোদ বেশে, দাঁড়াও এসে, হৃদয়-বৃন্দাবনে।
তোমার শ্রীরাধারে বামে ল'য়ে মুরলী দিব যতনে ॥
বড় বাঞ্ছা মনে সচন্দন তুলসি দি যতনে।
কোথায় আছ হে হরি, হে মুরারি, বাঁশরী বাজাও হৃদ-কাননে ॥
তোমার শ্যাম নবঘন, নীরদবরণ হে'রব ওই রূপ নয়নে।
গেঁথে ভক্তি-মালা, প্রেমের ডোরে, পরা'ব গলে যতনে ॥
(অনুরাগ ভরে হে।)

কীর্ত্তন।

চন্দ্রবদনী রাধিকে।
জয় রাধিকে রাধিকে রাধিকে রাধিকে।
(ও ভাই) দ্বিঅক্ষরে নাম 'রাধা, অক্ষরে অক্ষরে সুধা,
রাধানাম রসপুর (এ নাম) মধু হ'তে সুমধুর ॥

রাধানাম বলমুখে, বলিলে থাকিবে সুখে।
রাধানাম মুখে বল বল, বলিলে থাকিবে ভাল।
রাধানামে কর রতি, (হ'বে) জীবনে-মরণে গতি।
রাধানামে বাঁধ ভেলা, (ও তুই) এড়াবি শমনের জ্বালা।
রাধানামে গাঁথ মালা, (ও তোর) ঘুচিবে ত্রিতাপ-জ্বালা।
রাধা নাম বল মন, শিয়রে দাঁড়ায়ে শমন।
রাধানাম কর সার, (ও তুই) অনায়াসে হ'বি পার।

নগর-সঙ্কীর্ত্তন।

রাধা-কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর।
জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর।
কালিন্দীর তীরে—কেলি কদম্বেরই বন।
রতন বেদির উপর বসা'ব দুঁহুজন।
শ্যাম-গৌরি অঙ্গে দিব চন্দন সুগন্ধ।
চামর ঢুলা'ব—কবে হেরব মুখচন্দ্র।
গাঁথিয়া মালতি-মালা দিব দুহু গলে।
অধরে তুলিয়ে দিব কর্পূর তাম্বুলে।
ললিতা বিশখা আদি যত সখিবৃন্দে।
অভাগার করিব সেবা চরণারবিন্দে।
হে'বে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস।

নগর-সঙ্কীর্ত্তন।

এই করেছে নিদান কালে, শ্রীমধুসূদন।
অন্ত অন্ত রবে স্থলে অন্ত অন্ত জাহ্নবীজলে,
ধীরে ধীরে হরে আসি, যুগল রূপে দাঁড়িও তখন।
(জীবন অন্ত কালেহে) (গুহে ও দামোদর!)২৫৬৪
রেখহে মিনতি হরি, করি নিবেদন।
সজ্ঞানে রসনা যেন বলে 'নারায়ণ'।
বন্ধুগণ মিলি' যেন চৌদিকে দাঁড়ায়।
শ্রবণে যুগল নাম সকলে শুনায়॥ ২৫৬৫

বৃথা দিন গেলি হরি, সংসার সংসার করি',
গেঁয়াই এ দুর্লভ জীবন।
ধন-জন দারা-সুত ভাবিয়ে হ'লাম হত,
ভুলিয়ে না ভাবিনু চরণ ॥ ২৫৬৬
ভূমিষ্ঠ যখন হ'লাম নারায়ণ,
(আমায়) বেঁড়ল মায়ার পাশে।
আমি যা বলে আ' মু, সকলি ভুলিনু।
ডুবিনু সংসার-বিষে। ২৫৬৭
প্রথম জননী-কোলে, স্তন পান কুতূহলে।
অজ্ঞানে আছিনু হ'য়ে মতিহীন (ওহে হরি) ॥
তবেত বালক সঙ্গে, খেলাইনু কত রঙ্গে,
এমতে গোঁয়াইনু কতেক দিন ॥ ২৫৬৮
দ্বিতীয় সময় কাল, বিকার ইন্দ্রিয় জাল।
পাপ-পুণ্য কিছু নাই ভয়।
ভোগ-বিলাস-নারী, এসব কৌতুক করি' ॥ ২৫৬৯
তাহা দেখি' হাসে যমরায় ॥
ক্রমে জরা দুরন্ত, নাশিবে যৌবন-ধন,
একে একে যা'বে সব জ্ঞান ॥
রসনা অবশ হ'বে, বুদ্ধি-স্মৃতি র'বে।
কেমনে স্মরিব তবধ্যান।
তাই ডাকি—মুদলে আঁখি যেন দেখি যুগল চরণ। ২৫৭০

শ্রীঅম্বিকাচরণ দাস।

আহীরীটোলা হালদারপারাস্থ সংকীর্ত্তন সম্প্রদায় ॥

কীর্ত্তন—একতালা।

জুড়ি বৃন্দাবন ধামে, হের যুগল মিলন।
মরি! অপরূপ রূপ হেরি জুড়াল জীবন ॥
শ্যাম নীলমণি বামে রাই কাঁচা সোণা,
সুনীল গগণে যেন, শারদ চন্দ্রমা;

রাধা মুখে মৃদু হাসি, হেরে হয়ে প্রাণ উদাসী,
নবঘন, শ্যাম কানু বাঁশরী বয়ান।
মাখামাখি দুহু তনু ঢল ঢল প্রেমে,
কুবলয় শোভে যেন, চম্পকের দামে;
রাধা নামে সাধা বাঁশী; করে নাম গান,
শুনি তান, প্রেম যমুনা বহিছে উজান। ২৫৭১।

ঠুংরি।

বাজে মৃদঙ্গ মন্দিরা, বীণা সপ্তস্বরা,
রাই কানু ঘেরে ধীরে, নাচে সখীগণ;
হরি আবেশ ভরে, দুঁহু বাণী নাহি সরে;
অনিমিকে দোঁহে হেরে দোঁহার বদন;
কত কথাই যে বলে রে (নয়নে নয়নে)
অনিমিকে দোঁহে হেরে, দোঁহার বদন;

একতালা।

আহা! নিত্যধামে নিত্য লীলা, করি দরশন।
রাধা শ্যাম প্রেমে "হরি," বল অনুক্ষণ। (মন) ২৫৭২

আহীরীটোলাস্থ সংকীর্ত্তন সম্প্রদায়।

বদন ভরিয়ে বল সেই নাম মধুর স্বরে।
যে নাম পতিতপাবন নিতাই আমার বিলায় রে ঘরে ঘরে॥
(একবার প্রাণ মন খুলে বল)
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
(বল) হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।
(ওরে) কারু মানা নাহি ভবে, হরিনাম লইবারে।
(ও ভাই ভক্তি মূলে এ নাম মিলে কি বাধে জাত বিচারে।
(ওরে মন পোনরে বচন)
(ওরে) তুচ্ছ ধন মানের আশে, ফির না দ্বারে দ্বারে।
(ওরে) হরি ধনে ধনী যে জন, অভাব কি তার সংসারে।
(ওরে) হরি বিনা কাণ্ডারী আর নাই যেতে ভবপারে।
(ভবে) আসা যাওয়া ঘুচে, তারে বাঁধিলে প্রেম ডোরে॥ ২৫৭৩।

(তোমার) বামে লয়ে শ্রীরাধায়, এস শ্যামরায়।
[মোদের] হৃদ্-পদ্মাসন শূন্য আছে, পূর্ণ কর করুণায়।
হৃদি করি ব্রজধাম, বিহর হে গুণধাম,
[হরি] যুগল মিলন মধুসূদন, পুরাই মনস্কাম ;—
তুমি তেমনি কর লীলা যেমন, [হরি] করেছিলে রাস লীলায়
(ওহে লীলাময় হে)
সঙ্গে থাকি সখিগণ, করুক্ যুগল নাম কীর্ত্তন,
(ধ্বনি) শ্যামজয় কিশোরীর জয় উঠুক অনুক্ষণ,
সেই ধ্বনি শুনে যেন মোদের (প্রভু) মায়া মোহ দূরে যায়।
(ওহে দয়াময় হে)
মোরা অতি দীন হীন, ভজন পূজন বিহীন,
(কেবল) এই মাত্র জানি তুমি, ভক্তের অধীন ;
তুমি নিজগুণে এলে সখা, (তোমার) ভক্তাধীন নাম শোভা পায়॥
(ওহে প্রেমময় হে)॥২৫৭৪

নাহোরীটোলা নিমুগোস্বামীর লেনস্থ বালক সঙ্গীত সম্প্রদায়।

নগর সংকীর্ত্তন।

এসেছে নামের তরি, ত্বরা করি,
চলরে ভাই ভবের কূলে।
শুনেছি গৌর নিতাই, তারা দুভাই,
পার করিছে বিনা মূলে॥
সে নায়ের মাঝি সেরা, আপনি গোরা,
ডাকছে রে দুই বাহু তুলে।
বলিছে বেলা গেল, সন্ধ্যা হ'ল,
কে যাবি রে আয়না চলে॥
চায়না কো পারের কড়ি, গৌর হরি,
অমনি নিতাই নিচ্ছে তুলে।
ব'ল আর ভয় কি বল, পারে চল,
হরি ব'লে হৃদয় খুলে॥

যা থাকে বেচা কেনা, সেরে নেনা,
পড়বি ফেরে আঁধার হ'লে।
এ ভবের হাটে এসে, আছিস ব'সে,
হিসেব নিকেশ গিয়ে ভুলে।
হরিনাম পরিস যত, কেন্‌না তত,
জমাখরচ যাবে মিলে।
চ'লে আয় থাকতে বেলা ভাঙ্গবে মেলা
নামের তরি যাবে চ'লে। ২৫৭৫।

শান্তি প্রদায়িনী হরি-সংকীর্ত্তন।

তাল—একতালা।

ভব পারাপার তরিবার তরে কাতরে তোমারে ডাকিছে হরি।
দিবানিশি ফিরি দিশিদিশি, ভাসি'ভাসি' ভব বারিধি পরি।
আসিয়ে ভূতলে, নানা খেলা খেলে,
শ্রান্ত হয়েছি অতি হে,—
তাই হরি হরি বলে, ডাকি বাহু তুলে, চরণে করি নতি হে;
মোরা হীনগতি—তুমি দীনগতি হে;
(পারে যাবার বেলায়) দুর্গতি যেন কর'না হে হরি;
পারে যেতে যেন পাই পদতরি;
(হরিবোল হরিবোল—হরিবোল—ব'লেহে),
পারে যেতে যেন পাই পদতরি॥
ষড়রিপু বশে, থাকিয়ে হরষে, অশেষ পাপ করি হে,—
তাই লীলাময় হরি, করি মহামারী, মারিছ পাপাচারী হে;
মারীভয়ে ভয় না করি; মরিতে হরি পারি হে,
(মোদের কৃত পাপের) সাজা তুমি কি দিবে তাই ডরি;
তাই মিনতি করি চরণে ধরি,
(হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল—ব'লেহে)
তাই মিনতি করি চরণে ধরি॥

হরিবোল বোলে, পাপ যায় চলে, শান্তি লভে জীবে হে—
তাই পড়িয়ে বিপদে, শরণ শ্রীপদে, হরি বলে' লই সবে হে;
জপিব হরি তব নাম, আর করিব না কুকাম হে,
(এ পাপ মোচন তরে) দয়া করে বাঁচাও যদি হরি,
হরি বলে সবে পাপ ক্ষয় করি;
(হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল—বলে হে)
হরি বলে সবে পাপ ক্ষয় করি॥ ২৫৭৬॥

যোড়াসাঁকোস্থ হরিভক্ত হওন অভিলাষিগণ।

হাটখোলা সাধারণ হরিসভার সপ্তম বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে তত্রত্য ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তিত।

তাল—তেওট।

এই নিবেদন করি, শ্রীহরি, শ্রীপদকমলে;
একবার দেখহে শ্রীকান্ত, আমার জীবনান্ত সময় হ'লে;
হইলে দিনান্ত, আসিবে নিতান্ত, দুরন্ত সেই কৃতান্ত।
তোমার পদ প্রান্ত, রাধাকান্ত একান্ত না থাকি ভুলে।
দীননাথ আমি অতি দীন, দিনে দিনে দিন হারালাম কুদিনে—
এ অধীনে অদিনে কি হবে হে নাথ॥
দিনমণি সুত আসিবে যে দিন, দীনবন্ধু তব তরসা সেই দিন;
হবে জীবন শূন্য, আমার সুপ্রসন্ন; হয়ো হে প্রসন্নময়।
যেন চৈতন্য না হয় হে শূন্য, এই ক'রো আসন্ন কালে॥ ২৫৭৭॥

লোফা।

দেখহে পতিতপাবন, এবার পতিতে তরাতে হবে হে,
যখন কায়া প্রাণে বিচ্ছেদ হবে, আমায় স্থান দিও ঐ পদপল্লবে।
যখন অজপা ফুরায়ে যাবে, আমার ইন্দ্রিয় সব অবশ হবে,
ন জ্ঞান ইন্দ্রিয় রয় হে হরি, মুখে হরি হরি বলতে পারি হে॥ ২৫৭৮

দশকুশী।

আর জ্ঞানে গঙ্গাতীরে হরি, যেন দেহ পরিহরি,
জীবন জাহ্নবীর জীবনে (দেখ ইহাই করহে কৃপা নিদান নিদানকালে

বন্ধুগণে দয়া করি, গঙ্গানারায়ণ, হরি (নামামৃত শুনাবে শ্রবণে,
(আমার নিদান কালে হে) হরি বলে প্রাণে মরি। ২৫৭৯ ॥

একতালা।

তব শ্রীপদ উদ্ভবা গঙ্গা, তনু ত্যাগিব তাহারই তরঙ্গে।
(হরি সেই দিন আমার কবে হবে ?
হরি তৎপদ বারি, বিপদ বারিণী,
ত্রিপথগামিনী, ত্রিলোকতারিণী
পতিতপাবনী অধম উদ্ধারিণী—
গঙ্গাধর যে ধন ধরেছেন শিরে। (হরি হে হরি হে)
(হরি সেই নীরে এই অঙ্গ ভাসে)
হরি গঙ্গাতীরে, আমার প্রাণ যায়, স্থান দিতে হবে ঐ রাঙ্গা পায়
ক'রো মানস পূর্ণ, পূর্ণ কৃষ্ণ শশি; আমি আর যেন না ভবে আ
যেজন অন্তে হয় গঙ্গাবাসী, ও তার মুক্তি আসি হয়গো দাসী ॥

মেলতা।

মরণ অন্তে চরণ দিও নীরদবরণ হ'য়োনা হে বিস্মরণ—
আমি নিতান্ত শরণাগত তোমার চরণ শতদলে ॥ ২৫৮১ ॥

দর্জ্জিপাড়া সুন্দর গৌরাঙ্গ সমিতি।

রূপক।

মধুর হরিনামে হরির মধুর প্রেমে মাত সকলে।
হরি দয়াময় সবে বলে, হরিবোল হরিবোল হরি হরি বোল
দেখ গেলরে মানব জনম বিফলে। ২৫৮২

ধামাল।

হরিনামের কি মহিমা বল কে জানে,
নামে মৃত্যুঞ্জয় কিঙ্কর শমনে,

রূপক।

ধ্রুব প্রহ্লাদ আছেন নামের কুশলে।

একতালা।

হরির মধুর নাম, নামে জীবের শুভ পরিণাম,
নামের প্রেমেতে দেখ ব্রজধাম
ঘরে পরে করে কেবল হরিনাম,
শ্রীদাম সুদাম আর বসুদাম,
হরি হরি বলে নাচে অবিরাম। ২৮৩

লোফা।

হরিনামের প্রেমে মজরে ভাই ক্রমে,
সুখাস্বাদ সাধ-ভ্রমে, বিলাস-বিভ্রমে কেন মনশ্রমে॥

চৌচাপাটা।

ধন্য হরিনাম ধন্য, হরিভক্ত ধন্য,
ধন্য ধন্য মহীধন্য, আজি হে হরিনামের পুণ্যে। ২৮৪

দোলন।

কৃতান্ত-কিঙ্করে, ওরে দেখরে বেঁধে নে যায় করে
নিরুপায় নিরুপায় সবে নিরুপায়,
একবার ডাকরে হরির নামটি ধরে।
হরিবোল হরিবোল হরি হরি বোল, একবার (বল) সবে মধুরস্বরে।২৮৫

আড়খেমটা।

কেঁদে আকুল হ'য়ে ব্যাকুল, বলরে রসনায়,
(কোথা) দয়াল হরি বংশীধারী, (একবার হরি বলরে)
প্রাণে মরি এ সময় (অসময়)

মেলতা।

দেখা দিয়ে রাখহে চরণকমলে। ২৮৫

চেতলা অবৈতনিক বালক সংকীর্ত্তন সমিতি।

(১)

(কৃষ্ণ কালীরূপ বর্ণন)

হৃদয় বৃন্দাবনে এস রাসবিহারী।
(দাঁড়াও) হ'য়ে শ্যামা, মনোরমা, বাঁশী ত্যজি অসি ধরি॥

(সেইরূপ দেখাতে হবে হে)
দাঁড়াও বনমালী, হ'য়ে মুণ্ডমালী,
(আমি) দেখিব না নয়ন ভরি ॥
(বড় বাসনা মনে হে)
ত্যজি পীতধড়া, তাহে কর বেড়া,
(হয়ে) মুক্তকেশী শবোপরি।
(সেইরূপ নয়নে হেরি হে)
তোমার মধুর হাসি, হ'বে অট্টহাসি,
(তাহে) লোলজিহ্বা ভয়ঙ্করী ॥
(সেই রূপ দেখাতে হ'বে হে)
ওহে নীরদবরণ, হওহে ত্রিনয়ন,
(তোমার) বঙ্কিম নয়ন পরিহরি ॥
(দাঁড়াও ত্রিনয়নী রূপে)
আমি আশা করি, ওহে কালবারি,
(যেন) কৃষ্ণ কালী রূপে সদাই হেরি। ২৫৮৬
(আমার হৃদ-মাঝারে)

বাউল সঙ্গীত।

(ও মন) বৃথা দিন কাটাইও না হরি বল না।
ও দুই বাহুতুলে নেচে নেচে রে ও মন ব্রজধামে চল না ॥
(ওমন) স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে এলি,
সংসারেতে সং সাজিয়ে বৃথা বেড়ালি (খ্যাপামন
মিছে আপন আপন করে মর রে—
(ওরে) আপন জনে চিনলি না। (ও মন)
(ও মন) আসবার সময় কি বলে এলি,
আসিয়ে মায়ার বশে সব ভুলে গেলি (খ্যাপা মন)
কেন ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বলে মর রে
(এখন) জুড়াবার উপায় কর না (ও মন)
(ওরে) শোন্‌রে অবোধ মন আমার,
হরি নামটী কর সার, যদি যাবি ভব পার (ওমন)

ভবের কাণ্ডারী সেই দয়াল হরি রে
একবার হরি বলে ডাক না ॥ (বাহুতুলে)
এ অধমের কথাটি রাখ,
মনে প্রাণে ঐক্য করে প্রাণ ভরে ডাক, (তাঁরে)—
তাঁরে ডা'কলে প্রাণ জুড়াইবে রে.
(ও মন) শমনের ভয় রবে না ॥ (তোর) ২৫৮৭

একবার এসহে গৌর হরি! একবার এসহে দয়াল হরি।
আওহে দেখা, প্রাণ সখা, হয়ে বাঁকা (ওহে হরি) বংশীধারী ॥
(হরি) মন-কুঞ্জবন স্থলে, ভক্তি কদম্বের মূলে,
এসহে প্রেমফুলে সাজাই যতন করি' :—
ত্যানন্দ গদাধরে, (একবার) এস গৌর সঙ্গে ক'রে,
চির প্রেমভরে শ্রীচরণ (ওহে হরি) শিরে ধরি'॥ ২৫৮৮

তাই ডাকি হরি।
অন্তে পাই যেন চরণ তরি ॥
চিন্তা, দুঃখ ভয়, পাপ দেহে আর নাহি (ওহে দয়াময়) :—
দেহ ক্ষয় হ'তেছে, দিন যেতেছে (হরি হে —
বুঝি বিঘোরেতে (ওহে হরি) প্রাণে মরি ॥
সংসার কারাগার, বদ্ধ থাকাই হ'ল সার (ওহে নির্ব্বিকার) :—
মায়া শৃঙ্খল হ'তে মুক্তি পেতে (হরি হে)
আমি উপায় না (ওহে হরি) হেরি ॥
এসে নিরন্তর, পাপে দহি'ছে অন্তর, (ওহে গুণাকর) :—
বল কার কাছে যাই, কেমনে জুড়াই (হরি হে)—
আমি কিসে জ্বালা (ওহে হরি) নিবারি ॥
দারা ধন জন, সকলই হয় অকারণ, (ওহে নারায়ণ) :—
ভব সংসার হ'তে পারে যেতে (হরি হে)—
কেবল তুমিই পথের ওহে হরি) কাণ্ডারী ॥
পদে প্রণিপাত, আমি ভিখারী অনাথ (ওহে দীননাথ) :—
তব চরণ কমল মাত্র সম্বল (হরি হে)—
যেন জনমে না (ওহে হরি) পাশরি ॥ ২৫৮৯

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত রচয়িতা ও অধ্যক্ষ।

সিমুলিয়া হরিসেবক সমিতি।

কীর্ত্তন—একতালা।

কোথা আছ হরি দয়াময়, একবার আসি দেহ পদাশ্রয়,
অকালে প্রাণ যায়, ডাকি সভয়ে তোমায়।
ওহে অধমতারণ, হৃদে আসি দাঁড়াও এখন,
(কোথায় আছ ওহে দীননাথ) তোমার দান হীন কাঙ্গালে ডাকি
(তব) কৃপাবিনে বুঝি সব হল লয় ;
বিপদে শ্রীপদে রেখো হইয়ে সদয়।
হরি নাচিতে নাচিতে, হেলিতে দুলিতে,
এস হে মোহন সাজে।
(একবার তেমনি তেমনি তেমনি ক'রে) শিরে চূড়া হেলা বাঁশী ক'রে
লয়ে বামেতে কিশোরী, যুগল-রূপ ধরি,
দাঁড়াও হে হৃদয় মাঝে॥
যত ভক্তগণ মিলি, দিয়ে করতালি,
প্রাণ ভ'রে ডাক দীনবন্ধু বলি—
আসি ত্বরাকে সকলে, নেবে কোলে তুলে,
দূরে যাবে, চ'লে মহামারী ;
এস হে সকলে হরিপদেরই আশ্রয়॥ ২৮৯০

শিক্ষক—উপেন্দ্রনাথ মিত্র।

সারস্বত ক্ষত্রিয় হরিভক্তি মণ্ডলী।

রাগিনী সাহানা, তাল ধামাল।

জয় জগদীশ্বর দেব পরাৎপর,
সর্ব্বগুণাকর বিশ্ববিধে।
প্রেম সুধাকর সুমধুর সুন্দর
কলুষ গরল হর শান্তিনিধে॥
জর ভয় ভঞ্জন, ধার্ম্মিক রঞ্জন,
নিত্য নিরঞ্জন বিশ্বপতে।
পাতকিতারণ, পাপনিবারণ,
নির্বৃত-কারণ জীবগতে॥

জয় নারায়ণ পরম পরায়ণ
শোকমহার্ণব পার তরে।
সত্য সনাতন পুরুষ পুরাতন
মুক্তি নিকেতন কৃষ্ণ হরে॥
জয় মহিমোজ্জ্বল নিষ্ফল নির্ম্মল
সকল সুমঙ্গল কল্পতরো।
ভবপথ সম্বল সর্ব্ব তপঃ ফল
দুর্ব্বল বল জগদেক গুরো॥
জয় পরমেশ্বর দেব দিগম্বর
বিশ্বম্ভর হর শঙ্কর হে।
জয় দামোদর ভক্ত মনোহর
মুরহর করুণাসাগর হে॥
জয় মুরমর্দ্দন নাথ জনার্দ্দন
দুঃখহরণ মধুসূদন হে।
ত্রিতাপ নাশন বিভূতি ভূষণ
দুষ্টদনুজগণ ভীষণ হে। ২৫৯১॥

জয় ভয় বারিণি নিবৃতিকারিণি
দুর্গতিহারিণি তারিণি হে।
জয় নারায়ণি দেবি সনাতনি
জননি ত্রিভুবনপালিনি হে॥
শ্মশান বাসিনি রুদ্রবিলাসিনী
কালি কলুষকুল নাশিনি হে।
জয় জয় শঙ্করি ভক্ত শুভঙ্করি
বিশ্বেশ্বরি পরমেশ্বরি হে। ২৫৯২।

নিত্যনাথ মিশ্র।

বরাহনগর ত্রিদিব সঙ্গীত সম্প্রদায়।

কীর্ত্তন।

(একবার) ভক্তি ভরে বাহু তুলে হরি বলি এস ভাই ॥
(মনরে) এমন জনম আর হবে না,—
সময় থাক্‌তে,—এস নাচি মনের সাধে হরি বলে চলে যাই।
(হরিবোল বলেরে) ২৫৯৩
হরিবোল হরিবোল হরিবোল হরিবোল।—
নাম-সুধা পান কর্‌লে পরে মরে গেলেও জীবন পাই।
(হরি বোল বলেরে)
হরি হরি হরি হরি হরি বলেরে।—
(ওই) নাম নিয়ে দেখ্ তরে গেল জগাই আর মাধাই ॥
(হরিবোল বলেরে, তরে গেল) ২৫৯৪
হরিবোল হরিবোল হরিবোল হরিবোল।—
হরি ব'লে ডাক্‌লে পরে শমন-ভয় ঘোচে ভাই।
(হরিবোল বলেরে)
(মনরে) হরিবোলে ডাক্‌লে পরে,—
ডাকার মতন,—ডাকার মতন ডাকা হলে হরি রইতে নারে,—
ভক্ত বিনা হরি রইতে নারে,—
সে যে দীনের দয়াল কাঙ্গাল ঠাকুর কেবল দিয়ে ত্রাণ করে রে ॥
(হরিবোল ব'লের)। ২৫৯৫
হরিবোল হরিবোল হরিবোল হরিবোল।—
বুদ্ধি সনে যুক্তি ক'রে ঘোড়া ছুটা চালাও ভাই।
(হরিবোল ব'লেরে,—মুক্তি করে)
হরি হরি হরি হরি হরি হরি বলরে।—
(ও তোর) ফুট্‌বে নয়ন, হরির চরণ দেহ-রথে দেখ্‌বি ভাই ॥
ও তোর ফুট্‌বে নয়ন,—
"আমার আমার" যাবি ভুলে,—
একবার হরি বোল বল রে। ২৫৯৬
হরিবোল হরিবোল হরিবোল হরিবোল।—
চরণ-তরি নিবি যদি হরিব'লে চল্‌রে ভাই।
(হরিবোল বল রে)

হরি হরি বলে ডাক দেখি মন আস্‌বে দীনের ত্রাতা
নাচিয়ে নাচিয়ে হৃদি-সিংহাসনে বসিবে জগতধাতা,
(একবার ভক্তিভরে ডাক্‌রে ও মন)২৫৯৭
মনভৃঙ্গ ওরে র'ওনা আঁধারে পিওরে মধু-সুধা।
চলরে চলরে হরি-মধুচক্রে সে যে ওরে মধুভরা।
(একবার সাধ পুরায়ে পিওরে ও মন)
হরি হরি হরি হরি হরি হরি ব'লে রে।—
ভব-নদীর কুলে হরি আয় ব'লে ওই ডাকছে ভাই।
(হরিবোল বল রে,—ঐ কুলে হরি)

সম্পাদক শ্রীশরৎচন্দ্র মৈত্র।

হরিভক্তি প্রদায়িনীসভা।

কীর্ত্তন।

হরি সংকীর্ত্তনের মাঝে নাচ্‌বি যদি আয়।
ও দুই বাহুতুলে হরি বলে ভবের বন্ধন যায়।
এই নাম মধুর স্বরে প্রাণভরে জানাও জগৎময়।
বল ভাই এই মধুর নাম, জপ ভাই এই মধুর নাম,
যাবে যদি ভবপারে।
অনিত্য এ সংসার, ভাই বন্ধু পরিবার,
কেউ ত সঙ্গে যাবে নারে।
অন্য অভিলাষ ছাড়ি, জ্ঞান কর্ম্ম পরিহরি,
কায় মনে লওরে শরণ।
শরণ লইয়া ভজ, ও পদ পঙ্কজ,
সার কর ঐ রাঙ্গা চরণ।
জীব উদ্ধারিবার তরে, আইলেন নদেপুরে,
নাম বিলায়ে দ্বারে দ্বারে।
এই ঘোর কলি কালে, ডাক ভাই হরি বলে,
ত্রিতাপের জ্বালা যাবে দূরে।
শুনিয়ে গোবিন্দ রব, অমনি পালাবে সব,
সিংহরবে যেন করিগণ রে।

হরিনাম মহামন্ত্র জপিলে হয় সদানন্দ,
শমনের ভয় দূরে যাবে।
হরিভক্ত সঙ্গ করি, হরিভক্ত অঙ্গ হেরি,
কর ভাই হরি সংকীর্ত্তন রে।
ওহে প্রভু নিত্যানন্দ, ওহে প্রভু গৌরচন্দ্র,
দয়া কর মো অধমেরে।
মো সম পতিত নাই, ত্রিভুবনে দেখ চাই,
ওহে প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
ঘুষুক সংসারে নাম, পতিত—পাবন শ্যাম,
নিজ দাস কর গিরিধর।
হরি নাম সংকীর্ত্তন, মজ ভাই এই নামে,
সকল বিপদ যাবে দূরে।
আসিয়ে ভবের মাঝে, দিন গেল মিছে কাজে;
পথের সম্বল করে নাও রে।
আমার মন রসনা বদন ভরে হরিগুণ গাও
হরে নামৈবকেবলম বিনে আর নাহিক ধরায়॥ ২৫৯৮।

শ্রীনিতাই চন্দ্র দাস—সম্পাদক।

চোরব'গান বালক গৌরাঙ্গ সমাজ।

কীর্ত্তন।

সদা হরি বোল হরি বোল বলে গৌর নেচে যায়।
গৌর নেচে যায় গো আমার নিতাই নেচে যায়॥
(গৌরের) রাঙ্গা পায়ে সোণার নূপুর ঝিকমিকি খেলায়।
(গৌরের) চৌদিকেতে ভক্তবৃন্দ করতালি বাজায়।
আবার হরি হরি বলে গৌর জগত মাতায়।
(গৌরের) চৌদিকেতে খোল করতাল মধ্যে দুটী ভাই।
আবার হরি বলে নেচে যায় জগাই আর মাধাই।
তোরা হেরবি যদি আয় নাগরী কুলের ভয় কি আয়।
আমরা গৌর পদে প্রাণ সঁপেছি যা করে নিতাই।
হরিনামের ধ্বনি শুনে সুরধুনী গঙ্গা উজান বহে যায়।

আবার হরিনামের ধ্বনি শুনে শমন পালায়।
(তোরা দেখ্‌বি যদি আয় নাগরি গৌর নেচে যায়)
কাঙ্গাল নফর দাসের এই নিবেদন রেখো রাঙ্গা পায়।
আমি জনমে জনমে যেন ভুলি না তোমায়। ২৫৯৯॥

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—অধ্যক্ষ।

বাঁধাই-সংকীর্ত্তন।

অপরূপ গৌর রূপ ধরেছ মরি।
মদনমোহন হে প্রাণ মন বিমোহিল, ঐ মোহন রূপ নেহারি।
সেই জল ধর কায় কোথা লুকালে হরি মদনমোহন হে।
শ্রীব্রজধাম পরিহরি হরি, নদীয়া নগরে অবতরি,
(আবার) একি ভাব হে ওহে বিনোদবিহারী,
পীতধড়া শিখিচূড়া রাধা নাম লেখা
কোথা লুকায়েছ মোহন বাঁশী ওহে বাঁকা সখা;—
(আবার) একি ভাব হে ওহে বিনোদবিহারী।
নয়নে নীরদধারা ঝরে অনুক্ষণ,
শ্রীরাধে শ্রীরাধে ব'লে হও অচেতন হে এখন,
শ্রীব্রজলীলা কি স্মরণ হয় কুঞ্জবিহারী মদনমোহন হে। ২৬০০॥

শ্রীআশুতোষ দাঁ—রচয়িতা।

সংকীর্ত্তন।

হরি নাম বিনে, আছে কি ধন।
নাম লইলে স্মরণ, ঘোচে ভব বন্ধন,
পাপ হয় ভঞ্জন, কিবা নাম;—
যে নাম পঞ্চ বদনেতে গায় ত্রিলোচন।
অতি পাপী ছিল, জগাই মাধাই,
নামে তরে গেল তারা দুভাই;
এমনি হরির নাম, (যেন ও নাম ভুলোনা,)
তাই বলি নাম সংকীর্ত্তনে, এস নগরবাসি গণে গ

পথের সম্বল এই হরিনাম নিদানে, (ডেকে রাখ সজ্ঞানে)
সুখে হৃদয়ে হেরবে নিত্য বৃন্দাবন।
আজ কাল করিয়ে, মায়াজালে বন্দি হয়ে,
বেলা গেল ভাইরে, দেখ চাইয়ে, সাধন কি হয়, সময় গেলে,
অলসে থেক না ভুলে, এ দেহ অবশ হলে,
কি করিবে সে সময়ে।
নয়ন মুদিলে অন্ধকার, বৃথা ভাব আমার আমার,
ভবে আসা যাওয়া বারে বার, (হরি না ভজিয়ে)
কলিযুগে জীবের জন্য, হলেন প্রভু অবতীর্ণ।
হরিনাম প্রেম দিয়ে, করিছেন উদ্ধার ; (এমনি দয়াল প্রভু)
পারের ভাবনা, নাহি আর, হরি কর্ণধার,
দিতেছেন চরণ তরি, চল তরি, বল হরি হরি, সকলে একবার॥
ও নাম ভুলোনা রসনায় লও সর্ব্বক্ষণ। ২৬০১।

ও চরণ কি আর আমি পাব।
দীননাথ আমার মনের আশা অসম্ভব।
দীন দেখে দীন হীনে, রেখ রাঙ্গা শ্রীচরণে,
কে আর আছে দিননাথ বিনে ;
আশাবৃক্ষ তরু মূলে হে, দিননাথ হে, আর কত দিন বসে রব।
ও চরণ মহিমা শুনি, কাঞ্চন হলো সেই তরণী ;
সেধেছিল গৌতম রমণী, পাষাণ মানবী কৈলে হে ;
দীননাথ হে চরণের গুণ কতই কব।
এক চরণ গয়াসুরে, আর এক চরণ ফণির শিরে,
আর এক চরণ দিলেন বলিরে ;
ঐ চরণ আমারে দেহ হে, দীননাথ হে আমি শিরে ধরে রব।
ও চরণ ধ্যানে না পায় মহাদেব। ২৬৬০২।

বল রাধা কৃষ্ণ, রাধা কৃষ্ণ, রাধিকা রমণ।
বল হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ নারায়ণ॥

পদ্ম পলাশলোচন, হে মধুসূদন।
পূতনাঘাতন, ওহে কালীয় দমন॥
রাসবিহারী বংশীধারী, কেশব কেশীমথন।
ভব নদীর তুফান, হেরে ভয়ে কাঁপে ত্রাণ,
পণ্য পুণ্য শূন্য দীনে কর পরিত্রাণ,
দিয়ে চরণ তরি ত্বরাও হরি বিপত্তো মধুসূদন॥
(একবার হরি হরি বল সবে) হরি বল হরি বল ॥২৬০৩

ম্যানেজার—শ্রীভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

দত্তপাড়াস্থ হরি-সংকীর্ত্তন সমিতি।

দীনের সাধ এই মনে।
হ'য়ে শ্যাম শঙ্কর পীতাম্বর, উদয় হও হে হৃদি-পদ্মাসনে;—
হরি-হর-রূপ হেরিব নয়নে।
অর্দ্ধাঙ্গ শিব শঙ্কর, অর্দ্ধাঙ্গ শ্যাম নটবর, মরি কিবা রূপ মনোহর;—
ভক্তের সম্পদ পদ, যুগল শ্রীপদে, নূপুর ধ্বনি শুনব শ্রবণে॥

পঞ্চম সওয়ারি।

অর্দ্ধ কটি বেড়া সুচিক্কণ পীতধড়া, অর্দ্ধ কটি বাসাম্বরে সুশোভন। আমরি অর্দ্ধ ভালে ভৃগুপদে, ললাটে অর্দ্ধ হৃদে, নীল রেখা আর কৌস্তুভমণি শ্রীকণ্ঠে

লোফা।

মোহন বংশী এক করে, সদা রাধা নাম করে,
রাধা-মন্ত্রে সাধা শ্যামের বাঁশী, রাধা রাধা বলে,
রাধা-মন্ত্রে সাধা শ্যামের বাঁশী, বাজে মধুর স্বরে।
অন্য করে শিঙ্গা ধরে, সুতান মধুর স্বরে,
রাম-সীতা-নাম-গুণ-গানে, ত্রিপুরারির শিঙ্গা;
রাম-সীতা-নাম-গুণ গানে, অঙ্গ শীতল করে॥ ২৬০৪

দশকুশী।

কি শোভা এক শ্রুতিমূলে, মোহন কুণ্ডল দোলে ঐ
আর শ্রুতি সুশোভিত ধুতুরা ফুলে (আহা মরি)। ২৬০৫

আড় খেম্‌টা।

ভাল অর্দ্ধ ভালে ঐ মলয়ার চন্দন-বিন্দু,
আধ ভালে অর্দ্ধ নয়ন-ইন্দু,
মদোলোভা কিবা শোভা, আধ শিরে মোহন চূড়া;
তদুপরি মরি মরি, শিখিপুচ্ছে রাধার নাম রয়,
আর অর্দ্ধ শির জটাময়,
তাহে সুরধুনী গঙ্গার তরঙ্গময়॥

মেলতা।

ল'য়ে তুলসী-পত্র আর বিল্বদল, অর্পিব আজ যুগল চরণে॥ ২৬০৬

চেঙ্গটীয়া সেবক-সমিতি সম্প্রদায়।

সংকীর্ত্তন।

অভয় নামেতে ভয় রবে না, হরি বল না।
নামে সকল বিপদ হয় নিরাপদ, পূরে মনের কামনা।
নামে প্রহ্লাদ বাঁচে হলাহলে, মত্তকরী পদতলে, অনল অনিলে;
ধ্রুব হরি বলে শ্বাপদকুলে, কোলে তুলে ম'ল না।
শমন ডরে নামের গুণে, চাহেন হরি নয়ন কোণে, রাখেন চরণে;
অপার আনন্দে হৃদয় ভাসে কোন জ্বালা থাকে না।
ভবমায়ায় রইলে ভুলে ভাবলে না কি হবে কালে, কে রাখবে অকূলে।
তখন হরি বিনে অন্যজনে মুখের পানে চাবে না।
এস এস সবাই মিলে, হরি হরি হরি বলে যাই ভবে চলে;
সাধের মানব জনম সফল হবে হরি বলে মাত না। ২৬০৭।

অধ্যক্ষ ও রচয়িতা—শ্রীকাশীনাথ মজুমদার

যশোহর-নগেন্দ্রপুর সংকীর্ত্তন সম্প্রদায়।

সংকীর্ত্তন।

যদি যাবে পার, ডাক যত পার, পাবে পার ভববন্ধনে;
রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ বল কায় মন প্রাণ বচনে।

সাধ যদি থাকে এ ভবে তরিতে, ত্বরিতে আরোহ ঐ নাম তরীতে,
শমনে স্বমনে কত শঙ্কা করিবে, ভব যন্ত্রণা যাবে, ভবে মোক্ষপদ পাবে,
শমন লবেনা ছোঁবেনা নিদানে॥
কলির কলুষে কাতর কায়, কায় মন প্রাণ সঁপ রাঙ্গা পায়
দেহভার—দেহ-ভার,কর আত্ম সমর্পণ, পাবে আত্ম দরশন,
হবে ত্রিতাপ মোচন; কি কাজ সাধনে ভজন পূজনে॥
তোমার হয়ে সেজন করিবে সাধন, কৃপায় বিলায় সাধনেরি ধন,
ভবভয়-কিবা ভয়, তিনি পারের কাণ্ডারী, যম যন্ত্রণাহারী
জগবন্ধু শ্রীহরি; রামকৃষ্ণ সার কর জীবনে॥ ২৬০৮॥
অধ্যক্ষ ও রচয়িতা—শ্রীবাণীকান্ত রায়।

টালিগঞ্জ হরিভক্তি বিলাসিনী সভা।

সংকীর্ত্তন।

অবিরাম গৌরনাম বলরে বদনে
ভাইরে তাপ এড়াবি প্রেম পাবি গৌর নামের গুণে॥
(গৌর গৌর গৌর বল)
ব্রহ্মার গোপনের ধন, গোলকেতে ছিল
কলির জীব তরাতে অবনীতে নদে উদয় হলো।
(কলির জীবের দুঃখ দেখেরে)
ধন কড়ি চাই নারে ভাই, মুখে বল্লে হয়,
ভাইরে জিহ্বার অলসেতে কেন যাবি যমালয়।
যমালয় কি এতই ভাল) ২৬০৯

সংকীর্ত্তন।

মধুর হরিনাম বল অবিরাম
পূর্ণ হবে মনস্কাম।
সার কর নামের মালা ঘুচিবে সকল জ্বালা
তুই আনাসে চলে যাবি বৈকুণ্ঠে।
ওমন আত্মীয় বান্ধব, অনিত্য বিভব
সঙ্গের সঙ্গী কেবা হয় রে (হরি নাম বিনা)

কেবল সম্বন্ধের লাগি, সম্পত্তির ভাগী
দারা পুত্র আদি সব রে,
(পাপের ভাগ কেউ লবে নারে) (ধনের ভাগ বিনা)
মথন ছেড়ে যেতে হবে, ওরে সকল পড়ে রবে,
কিছুই যাবে না।
সঙ্গের সঙ্গি হরিনাম কেবলম্ ॥ ২৬১০

শুন শুন বাণী, আজ শ্রবণ পেতে, আর বধির হয়ে থেকনারে।
দাঁড়ায়ে হৃদয় দ্বারে, ডাকিছেন বারে বারে, বলে আয় পাপী ত্বরা কোরে।
যদি ত্রাণ পেতে চাও, প্রাণ তাঁরে দাও সে পদে লুটায়ে পড় অমনি।
(গতি কর বোলে) (হরি হরি বোলে)
বিষয় গরল পিয়ে জুড়াবে না কভু হিয়ে
সে সুধারসে যে জন মজে, তার যে ত্রিতাপ যায় অমনি (চিরদিনের মত
এছার জীবন দিলে, যদিরে সে ধন মিলে,
তবে সঁপি মন প্রাণ, লভ না সেধন, লভিলে জীবন পাবে অমনি।
(সেই জীবন ধনে)
তোমার অভয় পদ হৃদে ধরি অন্তিমে যায় তরি, ভব সিন্ধু বারি,
মুখে বোলে হরেকৃষ্ট হরে রাম,॥ ২৬১১

শ্রীসত্যচরণ দাস

বাহির সিমুলিয়া হরিভক্তি-প্রচারিণী সভা।

তিওট।

কোথায় হে কৃষ্ণ কাঙ্গালের ধন, আসি কৃপা করি দাও হে দরশন
আমি অকৃতি অভাজন, তুমি হে পতিতপাবন,
দীননাথ হে দীনহারণ, হরি তুমি হে দারিদ্র দুঃখভঞ্জন॥

ঝাঁপতাল।

শ্রীধর-ককলার প্রাণবল্লভ। (হরি হে)
দয়াময়। ॥ একবার দাঁড়াও দাঁড়াও দেখি দেখি ও পদ পল্লব॥

(নাথ!) তোমায় নিরখিলে ও চাঁদ বদন, শমন ভবন, গমন বারণ,
জনম মরণ হরণ কারণ, তুমি সেই সব ॥২৬১২॥

দশকুশী।

অতি নির্ম্মল, পদকমল, ও সে কমল হতে সুকোমল।
শ্রী পাদপদ্ম তোমার কমল হতে সুকোমল ॥
(যাঁরে সনৎসনাতন পায় না ধ্যানে) (ওহে রাধাবল্লভ)
তব চরণের, গুণ, হরি আছে জানা, যাতে কাষ্ঠতরি হলো সোণা।
(ও দীন দয়াময় যাতে হে)
আমি সেই চরণের অভিলাষী) (আমায় একবার চরণ দিতে হবে)
(মনের এই বাসনা)
তব চরণের গুণ আমি কিবা জানি, যাতে উদ্ভব হলো মন্দাকিনী।
(ও দীন দয়াময় যাতে হে)
আমায় চরণ ছাড়া করনা হে) (আমি ভজন সাধন জানি না হে)
(ওহে রাধাবল্লভ)
তব শ্রীচরণ হরি পাবার লাগি, যাতে শঙ্কর হয়েছেন যোগী।
(ওহে রাধাবল্লভ যাতে হে) ॥২৬১৩॥

ডাঁসপেড়ে।

বাসনা করেছি মনে শ্রীমধুসূদন। দিব তব চরণে তুলসী আর চন্দন।

মেলতা।

এস হৃদপদ্মে পদ্মপলাশলোচন। (একবার)

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র হাটুই।—সম্পাদ

তাল—তিওট।

মওড়া।

কি রূপ উজলে, শচি মায়ের কোলে, হেরে ভুবন ভোলে, গৌর মাধুরী!
এসে দেখ যা নগরবাসী, পূর্ণশশী আজ খসি রে ঃ—
যেন পতিত পবিত্র অঙ্কোপরি ॥২৬১৪॥

পর মওড়া।

—জিনিয়ে সুবর্ণ, কি সুবর্ণ,—কি লাবণ্য ঃ
—শিশু নয় সামান্য, জগৎ শরণ্য, শ্রীমুখ দেখ রে ;—
—কিবা সুধাময় প্রেমপূর্ণ অতি সুপ্রসন্ন, পদ্ম নয়নে কারুণ্য ভাব বিকী।

তাল—পঞ্চম শোয়ারী।

শ্রীগোলক শূন্য করি, এই ভূলোক তারিতে হরি,
ত্রিলোক মোহন রূপ ধরি অবতার।
নদীয়া আজ ধন্য হলো, গোরাচাঁদের রূপে আলো,
প্রেমানন্দের ঢেউ ছুটিল অনিবার। (আমার গোরার) ২৬১৬

তাল—লোফা।

নদিয়া নগরে আজু নন্দোৎসব কলিতে।
কৃষ্ণপক্ষে কৃষ্ণের উদয়, এবার গোরাচাঁদের উদয় পূর্ণিমাতে।
(আহা মরি মরি) (কি রূপ মাধুরী)
সেবার যমুনার কূল, এবার গঙ্গার তীরে, ছিলেন কাল-শশী হলেন গোরা
(আহা মরি মরি) (কিবা লীলা মরি) ॥২৬১৭॥

তাল—ধামাল।

এমন দিন আর কি হবে, পাপী তরাতে গোরা এলেন ভবে।
ভক্তিভাবে এস সবে, নাচি গাই আজ প্রেম উৎসবে।
গাও গাও গাওরে;—বদনে, যে নাম স্মরণে মালিন্য যাবে। ২৬১৮।

মেল্‌তা।

জয় জয় গৌরাঙ্গ বল রে প্রাণ ভরি॥

সম্পাদক—শ্রীনারায়ণ চন্দ্র হাটুই।

সাধারণ হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, সুরতিরবাগান।

সংকীর্ত্তন।

দুটি বাহু তুলে, আনন্দে ভব পারে, যাবিরে ভাই হরি বোল।
শ্রীহরি মধুর নাম, পথেরি সম্বল রে ভাই হরি বোল॥
ও ভাই ত্রিশূলধারী, ত্রিপুরারী মুখে বলে হরি হরিরে,
ভোলা তেজে কাশী, শ্মশানবাসী, প্রেমেতে পাগল রে ভাই হরি বোল॥
ও ভাই ব্রহ্মা আদি দেবগণে, মত্ত সদা হরি নামেরে,
ও ভাই নারদ মুনি বাজায় বীণা, প্রেমে ঢল ঢল রে, ভাই হরিবোল॥
হৃদপিঞ্জরে আছ পাখী রাধা কৃষ্ণ বল দেখিরে,
প্রাণ পাখী ছেড়ে গেলে সকাল বিফল রে, ভাই হরি বোল॥
বিষয় বিসুধা জ্ঞানে মর্ত্ত্য সদা বিষ পানেরে;
সে বিষ আপাতমধুর কিন্তু পরে হলাহল রে, ভাই হরিবোল। ২৬১৯॥

সংকীর্ত্তন।

হরি নামে কেহ ভাই অলস কর না॥
এমন নাম কখন পাবে না। (হরি নামের মতন)
নামে মজেছে যার মন, সাক্ষা দেব ত্রিলোচন,
(কেবল) শ্মশানে মশানে বেড়ায় ঢুলু ঢুলু নয়ন,
নামে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ, হয়ে আছে মগনা॥
নাম বড়ই সুমিষ্ট, নামে হও না রুষ্ট,
ও ভাই) ভক্তি ভরে ডাক তারে রবে না কষ্ট,
ও তোর মনোভিষ্ট পূর্ণ হবে হরি হরি বলনা॥
ওহে নারদ বরণ, ভক্তের পুরাও আকিঞ্চন,
(হরি) রাধাল বেশে কীর্ত্তন এসে দাওহে দরশন,
ওহে দিয়ে চরণ, কালবরণ পুরাও মনের বাসনা॥
ও নাম করে উচ্চারণ, গয়াসুর পেলেন দরশন,
হরি, অবশেষে তাহার শিরে দিলেন শ্রীচরণ,
ওহে তেমনি করে মম শিরে চরণ দাও কালসোণা॥ ২৬২০॥

দশকুশি।

ঢুলে ঢুলে গোরা হরি গুণ গায়, আসিয়া শ্রীবৃন্দাবনে নাচে গোরা রায়
বৃন্দাবনের তরু লতা প্রেমে কয় হরিকথা,
নিকুঞ্জের পাখীগুলি হরি নাম শুনায়॥
গোরা বলে হরি হরি, শুক বলে হরি হরি,
মুখে মুখে শুক সারি হরি গুণ গায়॥
হরি প্রেমে মত্ত হয়ে, হরিণ আসিছে ধেয়ে,
ময়ুর ময়ুরী প্রেমে নাচিয়া বেড়ায়॥
প্রাণে হরি ধ্যানে হরি, হরি বল বদন ভরি,
হরিনাম গেয়ে গেয়ে রসে গলে যায়॥
আসিয়ে যমুনা কূলে, হরি হরি হরি বলে,
যমুনা উথলে আসি চরণ ধোয়ায়॥ ২৬২১।

তোমারি নাম গাইয়া কি আনন্দ পাই।
এমন আনন্দ প্রভু কিছুতে আর নাই। হরি নামের মতন

জগৎ ঘুরিলে পরে, এ আনন্দ নাহি মিলে,
হরিনামে কি আনন্দ ঢেলেছ নিতাই,
মধুর অমৃত নাম স্নিগ্ধ হয় মন প্রাণ,
সিদ্ধিলাভ যথা তব নাম গেয়ে যাই।
দয়াল নামের গুণে, তরে গেল কত জনে,
উদ্ধারিল ঘোর পাপী জগাই মাধাই,
বাসনা আমার প্রভু পূরণ করহ বিভু
অন্তিমে যাইতে পারি যেন তব ঠাঁই,
হরিবোল, হরিবোল, হরি বল ভাই। ২৬৮২ ॥

সম্পাদক—শ্রীনদেরচাঁদ দে।

৺কালিঘাট আর্য্য হরিনাম সংকীর্ত্তন।

মঃ। হৃদয়ে উদয়, হও দয়াময়, পাপ তাপ ভয়, যাবে হে দূরে।
আঃ। আমি অতি দীন হীন; পাপে মোহে অগাধ দন (দিননাথ হে)
কাটে জীবন হরি ভুলি তোমারে॥
কুঃ। বিষয় বাসনা, কিছুত রহেনা দয়াময় তব নাম নিলে একবার॥
এস ওহে প্রেমময়, নাশ চিন্তা নাশ ভয়,
রাখ পদে কাতর কিঙ্করে হরি হে,
দেখ অতল অপার, এ সংসার পারাবার,
না রাখিলে ডুবিব পাথারে হরি হে।
ডঃ কুঃ। দেখো দেখো দীনে, রাঙ্গা চরণে, হরি শেষের সে দিনে।
ভুলনা অধমে হরি শেষের সে দিনে;
যে দিন মিশা'বে প্রাণ স্বপনে, হরি শেষের সে দিনে।
তুমি বিধির বিধাতা ত্রাতা, বিশ্বপাতা শান্তি দাতা,
দেহ শান্তি শান্তিহীনে, পাপী তাপী পরিত্রাতা।
যোগী ঋষি মুনিগণ যতনে, পেতে চরণে—হরি তোমা বিহনে,
এ ভব-ভবনে কে তারে বল শমনে।
মেঃ। হরি হৃদয়ের স্বামী তুমি, সর্ব্বভূতগামী, প্রাণ সখা হে,
দিও পদতরী অকূল পাথারে। ২৬২৩।

সম্পাদক—শ্রীজ্ঞানদাপ্রসাদ দাস।

সিকদার পাড়া হরিনাম সংকীর্ত্তন।

পতিত পাবন হরি দুরিতে হে ভার' দয়াময়,
পূরিত হ'য়েছি পাপে কি হবে উপায় হে ॥
অগতির তুমি গতি, অকৃতির তুমি কৃতি,
(নাথ তোমা বই আর জানি না হে)
জানিনা শ্রীপতি কিসে তুষিব তোমায় হে ॥
নিগুণে কৃপাকর, ওহে হরি কৃপাকর,
(ওহে অনাথের-নাথ হরি)
মায়া ঘোরে প'ড়ে প্রাণ হারানু বৃথায় হায় ॥
জনম মরণ ভার, সহিতেছি বার বার,
(ওহে শমন দমন হরি)
নিবার' নিবার' হরি দুর্ব্বার এ দায় হে ॥
হরি হরি ব'লে ডাকি অধমে দিওনা ফাঁকি,
(তোমায় কাতর প্রাণে ডাকি ওহে)
অন্তিমে কমলআঁখি দিও পদাশ্রয় হে ॥ ২৬'৪ ॥

বিরচিত—শ্রীযুক্ত শ্রীপদ চট্টোপা

একবার হরিবল হরিবল হরিবল ভাই।
এস সত্য নামে মত্ত হ'য়ে জগত মাতাই ॥
(শমন ভয় যাবে রে—হরিনামের গুণে)
এস বাহু তুলে হরিবলে হৃদয় জুড়াই ॥
(মনের আঁধার যাবে রে - হরিনামের গুণে)
হবে আনন্দের বৃন্দাবন পুলকিত হৃদয় ॥
(প্রেমভরে বল রে—হরি হরি বোল্)
ভবে সবই অসার নামটী রে সার তুলনা তার নাই ।
(মনে প্রাণে জেনো রে—হরি নামটী রে সার
এই ভব পারের কাণ্ডারী সেই হরি দয়াময় ।
(তার চরণ স্মর রে—এই ভব পারের তরি রে) ॥ ২৩২৫ ॥

সম্পাদক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ হালদার।

"ভিখারী" হরি সংকীর্ত্তন সম্প্রদায়।

সংকীর্ত্তন।

তোরা আয়রে আয় সবাই মিলে হরি বলি আয়।
আমরা হই না কেন পাপী তাপী ভয় কিবা আছে রে তায়॥
(ওরে ও ভাই সবাই) "
হরি নামের গুণে ধ্রুব শিশু জীবনে ;—
হরি বলে অবশেষে ধ্রুব লোকে চলে হায়॥
(ওরে ও ভাই সবাই) (ধ্রুব ধ্রুব-লোকে চলে যায়)
হরি নামের বলে, প্রহ্লাদ সাগর জলে ;—
(ল'য়ে) শিলা বুকে অনায়াসে হরি বলে ভেসে যায়।
(পরে ও ভাই সবাই) (হরি হরি ব'লে ভেসে যায়)
হরি সাধন তরে, বীণা ধরিয়া করে ;—
নারদ ঋষি অহর্নিশি ত্রিভুবন ঘুরে বেড়ায়।
(হরি হরি ব'লে) (হরি নাম ক'রে ঘুরে বেড়ায়)
অধম ভিখারী বলে, হরি নামের বলে ;—
অবহেলে তা'রে সাধি ভব-সিন্ধু পারে হায়।
(হরি হরি ব'লে) (অজামীলের মত)
(শিশু ধ্রুবর মত) (নারদ ঋষির মত)
(জগাই মাধাইয়ের মত) (নামে ভব-সিন্ধুর নাহি ভয়) ২৬২৬।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ দ্বারা বিরচিত।

কালীঘাট।

(পরিব্রাজক—সুর)

এস হরি বলি ভাই।
হরির নাম বিনা আর কিছুই নাই।
নামের মহা সম্মিলন, আজ করেছি শ্রবণ ;
এসেছি তাই ভিক্ষা নিতে দুর্লভ প্রেমধন।
এস মানব জনম সফল করে মনের বাসনা পুরাই।
(মধুর হরি বোল ব'লে রে)

নামের বাজার বসেছে, সবাই প্রাণ খুলে দেছে,
সাধু, পাপী, মূর্খ জ্ঞানী সবাই এসছে।
এস নামের মেলা, নামের খেলা, নাম গুণ সবে গাই।
(হরি হরি বোল বলে রে)
মানব জনম লয়ে, হরির নামটী ভুলিয়ে ;—
আছ রে ভাই মায়ার মোহে সদাই মজিয়ে।
হরির নাম কর সার, গতি ন'ই আর, হরি বলি এস ভাই॥
(জনম সফল হবে রে)
অধম ভিখারী বলে, একবার হরি বলিরে,
পাপ, তাপ, সব ঘুচে যাবে ছোঁবে না কালে,
এস সবাই মিলে, সবই ভুলে, নামের রোলে দেশ মাতাই
(হরি হরি বোল বলে রে)॥
আজ হরি নামের মেলা হবে এসেছি তাই শুনে।
আমরা পাপীর অধম মহা পাপী, নরাধমগণে॥
যত পাপী গণে,
মধুর হরি নামে ;—
মুক্ত হল, উদ্ধারিল, মগ্ন মোরা অজ্ঞানে॥
নদের জগাই মাধাই,
পাপী ছিল দু ভাই ;
মেরে কলসির কানা তরে গেল শ্রীচৈতন্য ধামে
চোর রত্নাকার ;
(রাম) নাম করে সার, —
শেষ সাধু হল, কীর্ত্তি রইল, এই ভারত ভূমে॥
অধম কাঙ্গাল বলে,
আমরা নামের বলে,
তরলেও তরে যেতে পারি সেই শান্তিধামে। ২৮২৭।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ দ্বারা বিরচিত।

গীত।

বলরে মন হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে।
ফুরালে কাল সকাল সকাল পথের সম্বল করে নেরে॥
মন প্রাণ ঐক্য করি, ডাকরে সেই বংশীধারী,
অকূলের কাণ্ডারী হরি, রাখিবেন, অকূল পাথারে।
হরি হরি বলরে ভাই, হরি বিনে আর কেহ নাই,
হরি বলে জগাই মাধাই চলে গেল গোলকপুরে॥
তাই বলি ভাব সে শ্রীপদ, রবে না তোর কোন বিপদ,
সহায় সম্পদ মন সেই রাধাকৃষ্ণের শ্রীচরণ রে।
কোথা দয়াময় হরি, এস একবার কৃপাকরি।
করুণা নয়নে হেরি, বাঁচাও অধম সন্তানেরে॥
রাখাল কয় মিনতি করি, যখন শমন আসবে হরি,
বানধার রূপধরি লয়ে যেও ভবপারে। ২৬২৮।

শ্রীরাখালদাস নাগ।

গীত।

হরিনামের বান ডেকে যায় কলকাতায়।
ভেসে গেল মহামারী নামের মহিমায়॥
স্রোতের মুখে দেরে দে' ঢেলে, মুখে 'জয় হরি' বলে,
সবাই প্রাণ মন খুলে।—
ভেসে ভেসে মহাদেশে, ঠেকবি হরির রাস্তা পার।
দেখ লাজ ভয় মান, হল সকল অবসান,
ভাসালে অকূল তুফান;—
টানে বিচার বিকার দূর করে সব প্রাণে প্রাণ মিশায়।
হরিনাম ছিল গোলকে, শুধু জানতো দেবলোকে
গোরা তায় আনলে ভূলোকে;
এখন সর্ব্বলোকে সম জাগে রামকৃষ্ণায়॥ ২৬২৯॥

রাধে গোবিন্দ জয়, রাধে গোবিন্দ জয়, রাধে গোবিন্দ জয় রাধে।
বিপদ বারণ, শ্রীমধুসূদন, করি নিবেদন অভয় চরণে।
দেখ দীন জনে, করুণ নয়নে, যেন গো মরিনে, কৃপা বিহনে॥

রাধে গো বন্দ জয়, রাধে গোবিন্দ জয়, রাধে গোবিন্দ জয় রাধে।
বিষম সংসারে, আসি বারে বারে, মায়ামোহফেরে, তোমায় স্মরিলে।
বিপদ সুজন, সেই সে কারণ, বিনা নিরঞ্জন উপায় দেখিনে॥
গোবিন্দ জয় রাধে গোবিন্দ জয়, রাধে গোবিন্দ জয়, রাধে।
ভীষণ মহামারী, ডয়েতে শিহরি, ডাকিছে শ্রীহরি সবাই সঘনে।
দেহ দরশন, অনাথ শরণ হেরিয়ে চরণ কি ভয় মরণে॥
তামাপটী সেবক সমাজ, শ্রীকালীচরণ ঘোষ। ২৬৩০

আনন্দ—মঠ।

সূচনা।

আনন্দময় এস আজি সন্তানগণের মাঝে।
(তারা) আনন্দে আনন্দমঠে, তব প্রেমানন্দ যাচে॥
(তারা) পাতিয়া হৃদয়াসন, করে তব আবাহন,
দেহ সবে দরশন, সাজিয়া মোহন সাজে।
যে ভাবে যে ভাবে ভবে, দেখা দাও সেই ভাবে,
মাতা পিতা জ্ঞানদাতা, সাজ হরি নানা সাজে॥
নাহি জানি আবাহন, জপ তপ বিসর্জ্জন,
শূন্য হৃদি কুঞ্জবন, এসহে যুগল সাজে॥২৬৩১॥

(২)

কীর্ত্তনাঙ্গ—একতালা।

(হরি) মহিমা তোমার, বুঝে সাধ্য কার, শ্রীমধুসূদন,
দয়ার আধার, হও অবতার,
(হরি) হরিতে হে ভার, গমনা গমন॥ (ধ্রু)
ভবে বারম্বার,
(হরি) প্রলয় আধারে জলধি মাঝারে,
মীনরূপ প্রভু, করিলে ধারণ। (১)
(হরি) ধরি ধরা-ধরে, নিজ পৃষ্ঠোপরে,
কূর্ম্ম রূপে কৈলা ধরণী রক্ষণ। ২।
(হরি) দশন উপরে, ধরালগ্ন করে,
বরাহ রূপেতে, অসুর দলন। ২৬৩২।

(হরি) আধ নরাকার, আধ সিংহাকার,
(আসি) স্তম্ভ মাঝে দিলে, প্রহ্লাদে জীবন ॥ ৪ ॥
(হরি) অতি খর্ব্বাকার, বামনাবতার,
বলিরে পাতালে, করিলে প্রেরণ। ৫।
(হরি) ক্ষত্রিয় সংহার, হর ধরা ভার,
হে পরশু রাম! মুরতি ভীষণ। ৬।
(হরি) নয়নাভিরাম, নব ঘনশ্যাম,
রামরূপে বিভু, নাশিলে রাবন ৭।
(হরি) রজত ভূধর, হলে কলধর,
সসাগরা ধরা, কৈলা আক্রমণ। ৮ ॥
(হরি) জীব দুখ হেরি, বুদ্ধ রূপে হরি,
অহিংসা পরম, ধর্ম্ম বিতরণ। ৯।
(হরি) আবার আসিবে, জগত মাতিবে,
শান্তিধারা পুনঃ হবে বরিষণ। ১০ ॥২৬৩৩॥

দেশ মল্লার—ঢিমে তেতালা।

ভুলে অসার সুখে মুখে হরি বল না।
শ্যাম শ্যাম, শিবরাম, জপনাম অবিরাম—
ত্যজে ভেদজ্ঞান কর মন ইষ্ট সাধনা ॥
ভাকরে ভকতি ভরে, মায়াতে মজনা।
(তাঁরে ডাক আর জপরে নাম)
সংসার অসার জেনে, করবে ভজনা ॥
হৃদয় কমল মাঝে, কররে স্থাপনা।
(ওমন পরম রতন করে)
যুগল মুরতী সুখে, কর উপাসনা ॥
(ওমন রাধাকৃষ্ণ ভাব হৃদে)
পুরাতে ভকতবাঞ্ছা, একই তিনি নানা।
(তিনি ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু)
ভক্তি মাখা প্রেম পুষ্পে চরণ পূজনা।
(হরি বোল বলরে।) ২৬৩৪

কার্য্যাধ্যক্ষ, শ্রীজীবনকৃষ্ণ বসু

গীত।

মগন হৃদয় ভকত জাগে, দয়াল নাম গানে।
রামকৃষ্ণ নাম সুধাপানে॥
রজত আসন, ধরণী শাসন, না চাহি মনিক'ঞ্চনে;
তুলসী মাল, মৃগছাল, রামকৃষ্ণ বদনে॥
ভুবন মোহন, রমণী রতন, না চাহি মানস তোষণে;
চাহে মন রামকৃষ্ণ স্থান অভয় চরণে॥
নাহিক সাধ, মধুর স্বাদ, রসনা পরিতোষণে;
প্রসাদ শান্তির রামকৃষ্ণ চরণামৃত সেবনে
রামকৃষ্ণ রাম; ষ্ণ রামকৃষ্ণ ধ্যানে॥
যোগোদ্যান, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণাশ্রিত সেবক মণ্ডলী। ২৬৩৫

ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম।
যেজন গৌরাঙ্গ ভজে সেই আমার প্রাণ;
গৌরাঙ্গ ভজিলে জীবের হবে পরিত্রাণ।
এমন দয়াল প্রভু আর হবে নাই!
অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়,
অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়;
যারে দেখে তারে বলে দন্তে তৃণ ধরি,
আমারে কিনিয়া লহ, ভজ গৌর হরি।২৬৩৬॥
শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ দাসানুদাস ডাক্তার শ্রীবলহরি দাস

উল্টাডাঙ্গা শ্রীচৈতন্য মেডিকেল হল পোঃ বাগবাজার—
নাম সংকীর্ত্তন।

রূপক।

নয়ন হের রে।
কালবরণ, ভুবনমোহন নটবর শ্যাম-সুন্দরে॥
কিবা শোভা ঐ যুগল রূপেতে,
করে রাসলীলা শ্যাম ত্রিভঙ্গ;
নিদ্রার অলসে ভিন্ন ভিন্ন বেশে,
শ্রীমতীর অঙ্গে দিয়ে অঙ্গ;
নব মেঘে সৌদামিনী বিহরে॥ ২৬৩৭॥

দোলন।

পতিতপাবন তুমি মদনমোহন হের,
তোমার নামেতে যায় পাপ তাপ আপনি।
পতিত পাবন তুমি মদনমোহন হরি,
তোমার নামেতে যায় পাপ তাপ আপনি।
বাঁকা শ্যাম বাঁকা শ্যাম হে; ওহে বাঁকা শ্যাম।
ওহে অগতির গতি তুমি জগত চিন্তামণি ॥ ২৬৩৮ ॥

ধামার।

শতদল শোভিত রাঙ্গা পায়,
কৌস্তুভ রতন গলে তায়,
ঐরূপ হেরে মোহ ঘুরে যায়, (ঐ মোহন রূপে)
সবে দেখ্‌বি যদি আয়রে ধেয়ে আয়,
সবে আয় রে ধেয়ে দেখ্‌বি যদি আয় ॥ ২৬৩৯ ॥

দশকুশি।

গোষ্ঠে যুগল মিলন নয়নে করি দরশন (আহা)
সফল হোল আজি মানব জনম এ জীবন) ২৬৪০

লোকা।

ভবে হরিনাম কর সার,
ভবের ভাবনা রবেনা তো আর,
প্রাণ ভ'রে একবার বল হরি হরি ।২৬৪১

মেলতা।

নব মেঘে ঐ সৌদামিনী বিহরে ॥

"মালাপাড়া হরিসাধন সমাজ।"

সংকীর্ত্তন।

হরিনাম সুধা রসে রসনা কেন রসনা।
বিরস বিষয় রসে কেন সদা বাসনা ॥
(দয়াল নাম ভুলে হে)

দারা সুত আদি সবে, সকলই পড়ে রবে,
সার মাত্র সঙ্গে যাবে সেই নামের সাধনা।
(সেই রাধা কৃষ্ণ নাম)
বার বার গতায়াতে, নানা ক্লেশ পাও পথে।
(এই ভব ধামে হে)
এবার হয়ে অন্ধ মহ মদে যেন বঞ্চিত হও না॥
(মধুর হরিনাম ভুলে হে)
অতএব বাক্য ধর হরিনাম সার কর,
হরিনাম সাধনেতে ঘুচিবে ভবযন্ত্রণা॥
(দয়াময় নাম) (রাধা কৃষ্ণ নাম) ২৬৪২॥

হরে কৃষ্ণ হরে রাম রাম জপরে মন রসনা।
হরি নামামৃত পান করিলে ঘুচিবে ভব যন্ত্রণা॥
হৃদয়ে কর হরি রূপ ধ্যান, চিদানন্দময় প্রাণারাম,
হরি পাদপদ্মে শরণ লইলে নাহি রয় ভব ভাবনা।
শয়নে স্বপনে বসনে নিত্য, সকলই অসার হরিনাম সত্য,
হরিনাম গতি (হরি) নাম মুক্তি, নামে পূর্ণ হবে কামনা॥
অসার বাসনা সব পরিহরি, দিবা নিশি মুখে বল হরি হরি,
বিপদে সম্পদে হরিনাম মন্ত্র ভুলন রে কভু ভুল না॥ ২৬৪৩॥

অধ্যক্ষ—শ্রীমহিমচন্দ্র মল্লিক।

চুণাগলী হরি সংকীর্ত্তনের সভা।

সংকীর্ত্তন।

তুমি বৃন্দাবনের বাঁকা শ্যাম নদে গৌর হলে;
নদে গৌর হলে হরি নাম দিয়ে মাতালে।
তুমি শ্রীরাধার ঐ মানের দায়ে কতই কেঁদেছিলে
(হরি তাও কি তোমার মনে নাই হে,)
ঐ কুঞ্জের দ্বারে দ্বারে হে কত কেঁদেছিলে হে,
তুমি কিঞ্চিৎ নবনীর তরে বাঁধা পড়েছিলে॥ ২৬৪৪॥

তোমায় মা যশোদা বেঁধেছিল হে,
তোমার ভক্তিডোরে বেঁধেছিল হে
তাও কি তোমার মনে নাই হে,
তোমার দ্বাদশ গোপাল, সেই ধেনুর পাল কোথায় রেখে এলে ॥২৬৪৫॥

হরি বল হরি বল বলেরে চৈতন্য আমার।
গোরা আর কিছু বলে না রে।
কিবা নিত্যানন্দ সঙ্গে করি, বদনে সদা বলছে হরি রে।
কেরে শচীসুত গোরারে, কেরে শচীসুত গোরা,
প্রেমে হয়ে ভরা, যারে দেখে তারে ধরে দেয় কোল।
নব নব নব বালক সঙ্গে, গৌর নাচিছে ভাঙর ভঙ্গে রে,
চেয়ে দেখরে শান্তিপুরে, শ্রীঅদ্বৈতর ঘরে,
তাতাথৈ তাতাথৈ বাজিছে খোল,
কিবা চন্দনে চর্চ্চিত, শ্রীঅঙ্গে শোভিত,
কিবা অলকা আবৃত, শ্রীমুখমণ্ডল রে।
চেয়ে দেখরে গগণে, গৌর দরশনে, রাহুর মনেতে লেগেছে গোল,
কিবা ভূতলে শশী, কি গগণে শশী রাহুর মনেতে লেগেছে গোল।
কিবা ভূতলের চাঁদ কি গগণের চাঁদ রাহুর মনেতে লেগেছে গোল॥

আয় রে ভাই সবাই মিলে হরিগুণ গাই।
আমরা হরিগুণ গাইরে মাধাই গৌর গুণ গাই।
হরি সংকীর্ত্তন বিনে, জীবের অন্য গতি নাই।
হরি নামের লাগি, নারদ হলেন বৈরাগী,
শঙ্কর হলেন যোগী অঙ্গে মেখে ছাই।
আমরা হরি বলে দুটী বাহু তুলে ভক্তগণ নিকটে যাই।
হরি বিপদ নাশন, পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন,
এ নাম করে সাধন, রূপ সনাতন, প্রাণ গেলে জগাই মাধাই।
হরি বোল বল রে।
হরি নামের বলে, ধ্রুব মোক্ষপদ পেলে,
প্রহ্লাদ মলোনা জলে অনলে, প্রাণ পায় নে সর্ব্বদাই
হরিবোল বোলে রে। ২৬৪৭।

গৌর নাম বিলাতে আমার নগরে বেড়াল।
গৌর আমার বেড়াল রে নিতাই আমার বেড়াল।
(আনন্দের আর সীমা নাই রে)
ও তার সঙ্গেতে অদ্বৈত প্রভু প্রেমানন্দে ভাসল।
আনন্দে আর সীমা নাই রে
বলে আয় রে মাধাই, কোলে করি ভাই.—
অমনি ধুলায় পড়ল, ও তার সঙ্গেতে দাস নয়হরি অমনি ধরে তুল।
গৌর অঙ্গে ধুলা ঝেড়েরে।
জয় রাধে শ্রীরাধে বলে নামের ধ্বনি উঠ্‌লো।
ও তার সঙ্গেতে বলাইয়ের সিঙ্গা ধূ ধূ রবে বাজল;
(হরি সংকীর্ত্তনের মাঝে রে)। ২৬৪৮ ॥

মনের আনন্দে ভাই হরি বল।
হরি কল্পবৃক্ষমূলে চল্‌রে ভাই চল।
সেখানে কুড়ায়ে পাবে চতুর্ব্বর্গের ফল।
বিপদ ভঞ্জন হরি ভকত বৎসল।
ভাইরে সতত বহিছে সেথা প্রেমেরি হিল্লোল।
রোগ শোক দুখে সেথা নাহি কোলাহল॥
ভাই ভব সিন্ধু পার হবার নাম যে সম্বল। ২৬৪৯ ॥

অধ্যক্ষ—শ্রীউত্তম চন্দ্র লাহা।

সুর তেওট—বাউল তাল খেমটা।

একবার এস হে কৃপা করি ও গৌর হরি।
আমার হৃদয় মন্দির শূন্য আছে হে তাই, ডাকি বিনয় করি।
আমি না জানি সাধন ভজন, না জানি তোমার মরম, অতি অভাজন,
নিজগুণে দয়া করহে ওহে নয়তো প্রাণে মরি।
বাকি রাখলে নাক আর পাপী তাপী সুদুরাচার করিলে নিস্তার,
যবন চণ্ডাল আদি করি হে, তারে কোল দিলে ধরাধরি।
নিতাই সঙ্গে করি এসে হে নদেপুরি, রাধার ভাব ধরি,
গৌর দ্বয়ে পূর্ব্ব শৈলে হে গ্রহণ ছলে হরিনাম প্রকাশ করি॥

ওহে হরি হয়ে বলছ হরি প্রেম দিলে জগৎ ভরি
আপনি আবার মার খেয়ে উদ্ধারিলে হে কলিতে অবতরি।
বহে প্রেমের বন্যার ভাসালে বাকি আর না রাখলে এই জগৎ সংসারে
একা প্রসন্ন আর রইল বাকি হে বসে কাঁদি হে দিবা শর্ব্বরী॥ ২৬৫০।

আমার নিতাই বড় দয়াময় হয়েছে উদয়।
জীবের ভাগ্যে দয়া করে গো, প্রেম দিয়ে জগৎ মাতায়॥
অক্রোধ পরমানন্দ, এলেন শ্রীনিত্যানন্দ, ঘুচাতে সন্ধ;
মার খেয়ে প্রেম যাচে এমনি প্রভু দয়াময়।
আসিয়ে গোলকের ধন হরিনাম সংকীর্ত্তন করে বিতরণ
কিশোরি ভাণ্ডারে ছিল গো এনে ঘরে রেতে বিলায়॥
ওগো জেতের বিচার নাইক তার আদি অধম চণ্ডাল
দয়াল দেখি নাক আর কোন যুগে কোন অবতারে গো হয় নাই, হবার।
বাকি রাখলে নাক আর পাপী তাপী দুরাচার করিল উদ্ধার,
একা প্রসন্ন আর রইল বাকি গো হোল না সে পদাশ্রয়॥ ২৬৫১।

তাল—একতালা।

হরি হরি বল বদনে, যদি তরবি এ ঘোর তুফানে।
এমন হরি নামের গুণ, হয় ত্রিতাপ নিবারণ।
ভয় পাইয়ে ভীত হয়ে পলায় শমন;
মুখে অবিরাম জপ নাম শয়নে আর স্বপনে॥
এই নামের জোরে যায় সব জ্বালা দূরে,
অঙ্গ শীতল হবে প্রাণ জুড়াবে তরবে এ ঘোরে
নামে প্রেমানন্দের উদয় হবে সফল হবে জীবনে।
হরি নামের জোরে, প্রহ্লাদ অগ্নিতে পড়ে, প্রাণ পেল বসে রৈল কুণ্ড মাঝে
সে যে স্তম্ভতে দেখালে হরি সুধু ভক্তির কারণে।
নামের পেয়ে আস্বাদন শ্মশানবাসী হলেন পঞ্চানন,
অহর্নিশি বীনাযন্ত্রে করয়ে গায়ন,
এ নাম অবিরাম নাইক বিরাম জপে পঞ্চবদনে॥২৬৫২।